(DZ, Ch. 52.4.2.

মুখপাত।

রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নছে। আমি সরস রহস্য লিখিতে, পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু শুরু বিসুকতার অফুরোধে কিছু লিখি নাই, ইহা খেন পাঠক মহাশয়দের—এগন আবার বলিতে হয় – পাঠিকা মহাশয়াদের মনে থাকে। বাদ।লায় এখন হাসিবার কিখা হাসাইবার দিন আইপে নাই। তবুও যে লোকে হাদে, সে আমার কপালগুলে এবং হাদকদের বৃদ্ধির অনুগ্রহে, সে পক্ষে ক্য তাব দাবি দাওয়া কিছু রাখি না।

একটা স্থাংবাদ দিয়া মুখপাতের চ্ড়াও করিব। শাস্ত্রে আছে, কার্যাভেদে অবতার ভেদ; পঞ্চানন্দ যে পাঁচুঠাকুর রূপে অবতীর্ণ ইইলেন, তাহার এক এবং অদিতীয় কারণ— অর্থলোভ; অথবা, বৈজ্ঞানিক ভাষা বলিতে হইলে,—লক্ষীর চাঞ্চল্য প্রমাদ। ইতি

औरेक्षनाथ (भवनया।

পূর্চীপত্র।

তামাসা নয় ·			***	>
ভূমিকা (নন্দ উবাচ)	•••			8
পঞ্চানন্দের আত্মচরিত		111	***	9
মৃত্যুর পূর্দ্ধবভীকালের বিবর	ବ			٥ د
ভারতের প্রাচীন ইতিহাস	·	•		50
প্রাচীন বাণিজ্য			• • •	59
বৃদ্দীয় ভারতহিতৈষীৰ প্রতিভ	<u>রাপত্র</u>	• • • •		\$ 5
পঞ্চানন্দের বক্তৃতা		, , ,		२७
আইনস্তোত্ত	•••	• •	•••	90
গ্রাণ্ট বোমটা-সংবাদ				৩৬
কাব্লস্থ সংবাদদাভার পত্র		• •	• • •	৩৯
উকীল মোক্তাবেৰ আইন		•••	,,,	85
নেটীব সিঁবিল সার্লিস	7		• • •	89
(वशादव वाक्रांनी (कन .	•	• •	4	৫२
কাব্লস্থ সংবাদদাতার পত্র			11)	aa
अक्षानत्मत উপদেশ नहरी .		• • • •		৬০
পঞ্চানন্দের পত্র	٠		•	৬৭
প्रिम जामान छ				95
देव्ठकी जानाश		••		99
কাৰ্লত সংবাদদাতাৰ পত্ৰ		•		b >
কাব্লের সংবাদদাতার পত্র				22
বিচার সংক্রান্ত কথা				໌ ລາ
রাজ'ই সভার বিশেষ অধিবে		Υ		66
विमान् ७७ वृत्तीं कलावन राष्ट्र		• •	***	1958
दिरमव कथा,-नाववर्गनै	٠,	. • •		>04

জুরি সংখাধন	• •					>> •
শিবপুরের ব্যাপার •				• • •		>>@
इट्डित नमन विधि			***		•••	>55
সরকারের ব্যয় সংক্ষেপ \cdots				•••		>>>
लिख! लिख! लिख!	•••		•••		•••	১৩২
সাভাশী সাল				• • •		১৩৬
লাট মন্দিরের থবর	••		•••		•••	389
শোকশেল						509
রাজকার্য্য পর্যালোচনা			,		•••	560
বিদেশের সংবাদ						> 5:
বিউটার প্রেবিত তাবেব খবর						359
দেশ্হিটেড যিতাৰ ইতিহাস .						560
छ दिल्ला ग्रन	•••		•••		•••	390
প্রথম মাটী থোদ পঞ্চানন্দ	•	•••		• • •		১৭৬
তার পর মাটি—দেবতা						396
চূড়ান্ত মাটী হাইকোট						১৭৯
তেমনি মাটী ডব লুসি-বানরজী	٠ أ		• • •		• • •	500
সারসংগ্রহ মাটী				• • •		560
কার্য্যকারণতত্ত্ব						১৮৬
সংশোধিত যাত্রা মানভঞ্জন						242
বিদ্যা ও অবিদ্যা	٠,		,		.,	222
সুকৃচির কণা						228
স্থনীতির কণা			•••	Ι,		১৯৬
ভদ্রলোকের ছেলে মামুষ করি	বার গ্	প্রকরণ		•••		२००
ম্দে কুঠারাঘাত	• • •					२५५
বালালা ভাষা উঠাইয়া দিকে	আপ	ভ শোগে	₹	•••		२১१
शक्के,नमी वाक्तव	,	·			•••	२२७
वत्र व्यार्थमा	•					२०३

বয়সের বিচাব	३७६
দশ অবতাব	\$ O.B
বিজ্ঞাপন	285
পরকালের উপদেশ	• \$88
বিজ্ঞাতীয় বণীমালা	289
ে থেপাথগোশে ব টিপ্ল-ন	>00
সুশিকিতেও অশিকিতেবে তা<তমা	३७३
বিদ্বজ্জন স্থাপ্য • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	₹\$69
গোবাভাদ (প্রথম পবিচ্ছেদ)) ক্র (দি গীয় পবিস্ফেদ)	2 8 Z
দিশাহাবা .	> > >
সাসি কে, সাৰ সামি কাৰ	÷: 8
মান	27.5
ঠাকুবদাদাৰ কাহিনী	905
স্ত্রী স্বাধীনতা 🕡	506
চিঠির মৃসুবিদ। • •	৩১৩
বিদেশ ভাস্ত যুবকেব পত্ৰ	959
বঙ্গদেশেব ইতিবৃত্ত	৩২৽
ধরম সিংহহব নান্থাতাই 🕙	०२०
প্রস্তন্ত্র (পাচী ধোবানী) .	958
পরিচয় এবং প্রার্থনা	೨೨۰
সতীপ্রসাদের কোণেব বউ	೨೨৫
পৃষ্কনীয় শ্ৰীশ্ৰী পঞ্চানন্দ ঠাকব	৩৩৯
(मर्शाष्ट्रांत्र निकारी दिवस्त्रवी	283
মোটা রসিকের প্রবিক	,७৫२
ঐ দিতীয়বার	०६५
ন্তন ভ্গোল	N. P.

পাঁচ্ঠাক্র।

ভাষাদা নয়।

এই ত ভবের হাটে রদের পদরা মাথায় উপস্থিত
হওয়া গেল! এই ত ভবদাগরে রঙ্গিল পান্দী
ভাদান গেল! এই ত ভবের ঘানিতে আত্ম-যোড়ন
করা গেল! এই ত ভবের আদরে নামা গেল!
এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল! এখন দেখা যাউক—
তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন!

পঞ্চা-নন্দ বাহির হইল, লোক-সমাজে এই অলোক-সামাজিক— অলোক-সামাতিই বলিতাম, কিন্ত তাহা হইলে অনুপ্রাদ ভঙ্গ হয়-—এই অলোক-সামাজিক বর্ত্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনা হইকে, তিহিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্ত লোকে জিজ্ঞাদা করিতে পারে, এ আলোক কত দিন অন্তরে ভারত-উজ্জ্লন করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু সূর্য্যের আলোক অতি তীত্র—অস্থ্য-ম্পান্তরপা! চন্তর ক্রেম কলা প্রদর্শন পূর্ব্বক মাদে একবার মাত্র পূর্ব্যান্ত্রীয়া বীত্য-বিকাশ কর্মে;

তদ্ভিন্ন, পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক আছে! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ—

" স্বর্ণ দেউটি যথা তুলদীর মৃলে "—
মিট্মিট্ করিয়া জলে, বাতাদে নিবিয়া যায়, এবং
টিকা ধরাইবার সময়ে দীপ-ছায়। উপস্থিত হয়, তবে এ
আলোক কেমন ?

এ আলোক কেমন ? গভীরভাবে এই গুরু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধা। এ আলোক—বলিয়াই ফেলি—এ আলোক করাল কাদফিনার অন্ত্রবিদারিণী সোদামিনী সদৃশ; ভৈরণা শ্যামার সমর রঙ্গ-কালীন হাসির মত! ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, স্তপ্তিত হইবে, ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে! ভয়ে বিহলল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। নাই পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল! যাহা হইবে, তাহা হইবে। অদৃক্রবাদ, কারণবাদ, বিবাদ, বিসন্ধাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

অসময়ে যে বন্ধু, সেই বন্ধু—" শাশানেচ যন্তিষ্ঠতি দ বান্ধবং।"—পঞ্চা-নন্দ দেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা নন্দ দেই শাশানবন্ধু। ষড্দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল; ঔরদ পুত্রের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা মনুসংহিতায় আছে; দেই জন্ম ষড়্দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্ম বন্ধ-দর্শন, আর্য্য-দর্শন শ্যাম দেশোদ্রব যমজ ভাতার

ন্যায় কি কিং অগ্ন পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ ইইলেন।

এখন তাঁহাদেরও অন্তিম দশা—মুখ ব্যাদন করেন

বটে, কিন্তু সে খাবি খাইবার জন্য—আর কি নীরব

থাকিবার সময় ? অত এব উঠ বন্ধুগণ উঠ! জাগ
ভারতের হিত্তব্রত, জাগো!—পঞ্চা-নন্দ স্বয়ং উপস্থিত।

(এখানে বুঝিতে হইবে)—অত এব উপস্থিত।

পঞ্চা-নন্দ মুমূর্য দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্তিকার প্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত— আরও শক্ত—আগীর্কাদ করিবে। দীর্যায়ুরস্ত !

"বঙ্গ-দর্শন" প্রভৃতি সাময়িক পত্র; সেই জন্য মাসে মাসে দেখা দিবার আখাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী—স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতির এমন প্রভিজ্ঞা থাকে না; প্রথম প্রথম ছুদিন দশ দিন; তাহার পরে—ভগবান্কি হাত!

পঞ্চানন্দ তুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্ম অসাময়িক, যখন ফুরসভ, তথনি সাক্ষাৎ। পঞ্চা-নন্দ স্ত্রীলোক নহে।

পঞ্চানন্দের দর্শনী—্যে বার যেমন মর্জ্জ।
আধুনিক "দর্শন" সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ
কেছ দিয়া থাকেন; সে শ্রেণীর লোককে এই মাত্র
বলা যাইতেছে যে, তাঁহারা যথন চকিবেশ মাদে বৎসর
গণনা করিয়া পরিতৃষ্ট, তথন পঞ্চানন্দকেও যাহা ইচ্ছা
দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না!

এখন আশীর্কাদ করি এই গুলুর মূক্তা, দেবতার

ইস্তা, নন্দনের পারিজাত, স্নেছের পঞ্চা-নন্দ— দীর্ঘজীবী ইয়া নিজের আয়ুর্দ্ধি এবং যশোর্দ্ধি এবং অর্থর্দ্ধি এবং সর্বা সমৃদ্ধির কামনা করিতে রহুন।—এমেন্।

ভুমিকা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

হরিতে হর, হরে হরি,
হই দেহ এক আত্মা ভিন্ন কভু নয়।
হই আত্মা এক দেহ ভিন্ন কভু হয় ?
অতএব হরি হর হুয়ে এক, একে হুই; পঞ্চা-নন্দ তহং।

তথাপি রূপভেদে উপাদনাভেদ; অবতার ভেদে
লীলাভেদ; দেই ভন্য—নন্দের ভ ভূমিকাভেদ
আছে। এ ভেদে যিনি ভয় পাইবেন, তিনি চৈত্রে
মাদের কেহ নন, চৈত্র মাদ তাঁহার কেহ নয়, সকের
জলপান, সাড়ে আঠার ভাজা, চনক চূর্ণ, চাল কলাই
ভাজায় তাঁহার অধিকার নাই। তিনি দন্তহীন রন্ধ,
চর্বাব্রেদে বঞ্চিত। যখন চুর্ভিক্ষ জন্ম আর্ত্তনাদ পুরঃসর আমরা অঞ্চপাত করিব, তখন চক্ষের দেই জন্মের
ছু ফোটা, তাঁহারা পাইবেন। ইহার অধিক প্রত্যাশা
ক্রিলে—যাও, কুছ নেহি দিলে গা।

শুকদেব গোলামী লায়েক হইয়া, তাহার পর ভূমিক হন; আর বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ মৃত্যুর পরে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন; আমরা ছুয়ের বা'র। আমাদের যে কিছু বিদ্যা বৃদ্ধি, তাহা জন্মগ্রহণের পর উপার্জ্জিত; এবং আমাদের যে শিক্ষা, তাহা মৃত্যুর পূর্যেবই সমাহিত হইবে।

পঞ্চা-ন**म्म** लिथिरवन कि मण्णामिरदन, छ्उत्राः অগতা এই প্রশ্ন উঠিতেছে। বঙ্গোচ্ছল-চ্ছলা সমুদয় পত্র পত্রিকাতেই বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান প্রধান লেথক কিথিয়া থাকেন: এমতাবস্থায় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম চাটুয়্যে দেকস্পিয়ার, গেটে, এমার্সন্, কার্লাইল এবং রাজা রামমোহন রায় এই কয়েকজনকৈ লেখক শ্ৰেণীতে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া আমরা আসরে অবতীর্ণ হইলাম। ইহাতে কেহ হুঃখিত হইবেন না। সত্বরেই যাহাতে লেথক সংখ্যা বুদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; " শকুন্তলাগৃহের" বাহিরে যে শাদা ফর্দ ঝুলাইয়া রাথা হইয়াছে, তাহা আমাদেরই; দেখান-কার অমুগ্রাহকবর্গ তথাকার স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনান্তর **শেই কর্দ্দে নাম লিখিয়া যাইবেন; আমরা ভাঁহাদের** বেত্তনের বন্দোবন্ত করিয়া তদ্দিগের দ্বারা রচাইব।

পঞ্চা-নন্দের এক কলম অর্থাৎ এক লেখনী লিখিলে ছই টাকা দেওয়া যাইবে; যাঁহাদের লেখা পত্রস্থ হইবে, ভাঁহাদিগকে, দেওয়া যাইবে না; যাঁহারা বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন, ভাঁহাদের লেখা লওয়া যাইবে না। পঞ্চা-নন্দ কখন দেউলিয়া পড়িবে না, বুক ঠুকিয়া এ কথা ঘোষণা করা যাইতেছে।

এবারে যে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইল, তাহা পাঠ সাপেক: হুতরাং তৎ সমস্তের গুণ গান করিয়া পঞ্চা-নন্দ জঘন্ত আত্ম-তৃপ্তি সাধন করিতে পরাধাুখ। এত দ্বির পঞ্চা-নন্দ অতিশয় লাজুক, সেই জন্য প্রথম মজলিশে গলা ছাড়িয়া গান করিতে চাহেন না। **এ**বারে নিদাঘের নব-জলদ-সঞ্চার, করকা-নির্ঘোষ. অশনিসম্পাত, বিদ্যুদ্ধাম, এবং কদাচ শিলা বর্ষণে পর্য্যবদান। কিন্তু আগামী বারে প্রার্টের মূষলধার, ধরিত্রীর কর্দম-চর্চ্চিত বপু, দক্তবের স্বরসাধন ওগায়-क्रह मत्नाहार्याः अहूर्या विनामान तम्था याहरत। ঈশ্বর বিদ্যাদাগর ওজোময়ী সীতার বনবাদের ছন্দে "মনসার ভাসান," রামযোহন রায় " কুলবালার বিষম জ্বালা," বিজম চাটুষ্যে " জ্রী পুরুষের জাতি-ভেদ কত দিন হইয়াছে এবং তাহা উন্মূলনের উপায় কি ?" প্রবন্ধ দিতে প্রতিশ্রাব করিয়াছেন। অপর শুভ কিমধিকমিতি।

পঞ্চা-নন্দের আত্ম চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

অবতারণিকা।

আনেকগুলি কারণের বণবর্তী হইয়া আমাকে আজু-জীবন-র্ত্তান্ত লিখিতে এবং প্রকাশ করিতে ইইয়াছে; জীবনাতে প্রবেশ করিবার অগ্রে, সেই কারণগুলি ব্যক্ত করা আবশ্যক বলিরা বোধ হইতেছে।

প্রথম কারণ, আমার অনিছা। আমার বিশ্বাদ যে, ছাপার অক্ষরে, পুস্তকের আকারে, দোকানদারের মাচায়, ফেরিওয়ালার বোচ্কায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র-দের জলথাবারের ঘরে, আমার এই আত্মচরিত গৌরব বিকীর্ণ করিবে; আমার বিশ্বাদ, যে উই কি ইন্দুর যদি শক্রতা না করে, কিন্তাপ্রেজোমরুদ্যোম যদি বাদ না সাধে, তবে আমার এই অতুলকীর্ত্তি যুগে যুগে বর্ত্তমান রহিয়া কালের লোল-করাল-রদনাকে লালা-গ্রিত করিতে থাকিবে, অ্থচ কখন তাহার থোরাক হইবে না। গ্রন্থ পঠিত হইলে ক্ষয় পায়, ক্রমে লয় পায়; প্রথমে মলাট যায়, তার পর দেলাই যায়, ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন। ক্রোন কোন গ্রন্থকার এই শোকষনক, লজ্জাজনক, ঘৃণাজনক ভাবে নিজ্ঞী উ विश्वस धवः काल्यत कत्रामकवल कवनिष्ठ हरेए দেখিয়াও সম্ভট হন, সত্য: কিন্তু অনেকেরই ভাগ্য चमाक्राभा भागात माथ शाकित्म । महा नाहै। तमहे জন্য আমার অনিচছা। এবং এই অনিচছা নিতান্ত বেগবতী বলিয়াই এই আত্মচরিত্রে প্রকাশ। শভৰরা নিরানকাই থানি পুস্তকের ভূমিকা খুলিয়া (म्थ, व्याभात वारकात याथार्था मध्यमान हहेरत। श्रुळक निथिए देव्हा नारे, निथितन हालारेए देव्हा नारे, কিন্তু নাচার, বন্ধুবান্ধৰ না ছাড়, তাঁহাদের অনুরোধে পুস্তক বাহির করিতে হয়। আমার বন্ধ-বান্ধৰ নাই. কেবল অনিচ্ছাটুকু আছে। সেই জন্য এ জীবন-র্ভান্ত সহত্র সহত্র দীন তুঃখীর ভরণপোষণ জন্য দংদারে অগ্রদর হইল। কতক্ষণে আমার মত মহা-মুভবগণের প্রকাশ প্রবৃত্তি জন্মিবে এই উদ্দেশে, কাগৰ ওয়ালা, ছাপা ওয়ালা প্রভৃতি কত কত ওয়ালা তীর্থের কাকের মত হা-প্রত্যাশ করিয়া বদিয়া আছে,—যখন এই কথা আমার মনে হয়, তথন চক্ষে জল আইদে; ইহারা কেহই দাম পাইবে না, হৃতরাং নালিশবন্দ হইবে, এই আখাদে কত কত নিরাশ্রয় উকীল মোক্তার, দালাল দাগাবাল ছোট বড় খাদালতে নিয়ত পরিভাষ্যমাণ হইতেছে—এ চিত্র यथन आयात अस्टरत केनिल रहा, ज्थन आयि निक ग्रुव শমুভ্র করিয়া অঞ্পাত করি; তাহার পর ইহারা মামলা জিভিয়া দেনার দায়ে আমাকে ধরিতে আদিবে—এই বল্পনায় যথন আমার মন্তিক আন্দোলিত এবং সঞ্চালিত হইয়া উঠে, তথন আমি ভাবিভয়ে কান্দিয়া ফেলি। তথাপি আমার অনিচছা, এবং দেই অনিচছা হেতু এই প্রকাশ।

দিতীয় কারণ, বিদ্যাভূষণ ভাষা। জন্কীয়ার্চ মিল্নামক এক ব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিভূষ্ট না হইয়া মৃত্যুগ্রহণ পর্যান্ত করেন। তিনিও—অর্থাং মিল্—আমার মন্ত আত্মচরিত লেখেন, কিন্তু তাহা ইংরেজীতে। বিদ্যা-ভূষণ ভায়া নিঃস্থভাবে বাঙ্গালাভাযায় সেই আজ-চরিতের অমুবাদ করিয়াছেন; কেইই সে অমুবাদ পড়ে না, কেহই সে অনুবাদ কেনে না, তবু স্বার্থত্যাগ এমনই বস্ত, মিল্ এখন বাঙ্গালা অক্রে অমর। হনু-মান অ্মর বর লাভ করিয়া নানা মৃতিতে আমাদিগকে ছালাতন করিতেছেন; দাত খিঁচোন্, আঁচড়ান্, কামড়ান্ – ভয়ে কথাটি কি হবার যে। নাই। আমার এই সোভাগ্য ২ইবে না বলিয়া আশঙ্কা আছে ; কিন্তু আমার নাম অমর ইইতে পারে না, ইহা তোমাকে কে বলিল ? আফুিকার ২রুভূমে, নায়াগারার জলপ্রপাতে; আল্পের উত্তুস শিখরে, হয়েজের সম্বীর্ণথালে ; চীনে, তাতারে; ফ্রাম্পে, জন্মণীতে; মাড্রিডে, দেওঁ-পিটস্বর্গে—এই ত্রিভুবনে আমার জন্য একটীও विम्राष्ट्रग नारे, देश- कान् बार्ग विश्वाम कतित !

তবে, তবে বল দেখি আমি যদি না লিখিয়া রাখি— তবে দে বিদ্যাভ্ষণটির দশায় কি হইবে ? অগত্যা আমাকে আজাচরিত লিখিতে হইতেছে।

তৃতীয় কারণ, সাক্ পরোপকার। প্রকৃতিতে প্রকৃত মাধুরি নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন। সেই ছঃথে কল্পনা দেবীর উদরে, বিজমচন্দ্রের মস্তকের ঔরদে কতকগুলি নাধুরি এবং সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি; পূর্ণচন্দ্রের উপর সেইগুলির লালন পালনের ভার। কিন্তু আমি মাধুরির অবতার, সৌন্দর্য্যের রূপ। এই আত্মচরিত লিখিলে বল্লিমচন্দ্রের মাথা বাঁচিবে; পূর্ণচন্দ্রের নরক-ঘাঁটা ঘুচিবে, সাধও মিটিবে। বিলাভের এক মেম বিজ্ঞানের ক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশে ব্যবচ্ছেদ ক্ষন্য নিজ মৃতদেহ উইল করিয়া যান; পূর্ণচন্দ্রের ক্ষোভ নিবারণ করা আমি এই আত্মচরিত দান করিলাম। উইল করা অপেক্ষা দান করায় মাহাত্মা অধিক।

তিন কারণের উল্লেখ করিলাম; আরও তেত্রিশ কোটি আছে, কিন্তু আমার বিচারে দেগুলির কথা তুলিবার দরকার নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

मृङ्गद शृक्तवर्डिकारणव विवदन ।

বৎসরের বারমাদ ত্রিশদিনই কিছু আমার জন্ম-পরিগ্রহ হয় নাই; নির্দ্দিউ মাদ, বার, তারিখে আমি ভূমিট হই। তৎপূর্বে আমি আমার এই চক্ষুতে সংসার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ফলত ইতিহাসের প্রথমাবস্থা এইরূপ তিমিরাচ্ছন্নই হইয়া থাকে। য়াহা হউক সেই অবধি, নিয়তই আমার বয়োরদ্ধি হই তেছে; অধিক কি, সূক্ষাণুসূক্ষরূপে আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, কাল-গণনায় গত কল্য আমার য়ত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, অদ্য তাহা অপেক্ষাও বেশী।

কোন কোন দার্শনিকের মতে, কাল-সহকারে বয়সের বৃদ্ধি না হইয়া বরং ক্ষয় হয়। কিন্তু আমি এ মতের অনুমোদন করিনা; কারণ তাহা হইলে ক্রমেন্ত্রী বিধবা হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, দেখা যায় অনেকের ন্ত্রী বিধবা হন না, তদ্রিন বিধবাবিবাহ যুক্তি এবং শান্ত্র সন্মত বলিয়া মানিলেই ন্ত্রীর সধ্বাত্বাৎ বয়ঃক্ষয়ের অপ্রমাণ দিদ্ধান্তঃ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধনদঞ্যের মত মহাপাতক আর নাই; উপার্জনশীলের হাতে পাছে টাকা কড়ি জমিয়া যায় এই আশঙ্কায় বারমাদে তৈর পর্বা, পনর তিথিতে সাঁই ত্রিশ ব্রত, সাত পুরুষের প্রান্ধ, অপর পক্ষের তর্পন, গয়ায় পিও প্রদান, বিশেশরের মন্দির দর্শন, পুরুষোত্তমে আট্কে বন্ধন, এবং অতিথিকে ইচ্ছা-ভোজন ও ভিক্কুককে মৃষ্টিভিক্ষাদানের ব্যবস্থাতে শাস্ত্র-কারগণ নিশ্চিত্ত হইতে না পারিয়া বিবাহ, সীমন্তোনয়য়ন, গর্ত্তাধান, সাধ-ভক্ষণ, অয়প্রাশন, নামকরণ, চূড়া, কর্ণবেধ, উপনয়ন, দীক্ষা প্রভৃতি মাত শত তিরানকাই

হাজার বাবের স্ঠি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। স্তরাং আশার ও অল্পাশনাদি হইয়াছিল, এ কথা লিখিয়া এই জীবনী দীর্ঘাকৃতি করা অস্থাদাদির অনুচিত।

যথাক্রমে আমি পার্চশালায় প্রেরিত হইলাম; ভঙ্কণে আমার হাতে থড় পড়িল। গুরু বিদ্যাবীজভূমিতে অক্ষিত করিলেন, আমি মৃত্তিকা থনন এবং হলচালন অভ্যাদ করিতে লাগিলাম। গুরুর পর গুরু
গেল, ক—এর ত্রিদীমার পর আঁকড়ি পর্যন্ত আমার
আদায় হইল। এইরপে দিন দিন শশিকলার ন্যায়
আমার বিদ্যার বাঙ্গ বা চতুঃস্ঠিকলা র্দ্ধি পাইতে
লাগিল। যাহাহউক ক্রমে ক্রমে আমি বিদ্যার পাবে
গোলাম। তথন আমার বয়ংক্রম দপ্তদশ বংসর মাত্র।

একবার মাত্র আমি পরীক্ষা দিরাছিলাম, আমাব বিদ্যাশিক্ষা এবং বৃদ্ধিবৃত্তির পরিচয় তাহাতেই হইয়া-ছিল; অতএব দেই বিবৰণ লিপিব্যু হইতেছে।

গ্রামে একটা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় হইয়াছিল; প্রথম প্রথম অনেকগুলি বালক পড়িতে যাইত। পণ্ডিত মহাশয়ের তাহাতে বড়ই প্রতাপ বৃদ্ধি হইল; পড়ো অপড়ো সব ছেলেকেই তিনি লাল-চক্ষু দেখাইতেন। আমি একাধিপত্যের বিরোধী, স্নতরাং পণ্ডিতের প্রতিদ্দ্দী হইয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার প্রতাপ টুটল, বালকেরা বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করিল। ইন্স্পেক্টার একদিন সংবাদ পাঠাইলেন যে পর

দিবদ তিনি পরিদর্শনে আদিবেন। পণ্ডিত ব্যতিব্যস্ত, আদিয়া আমার খোষামোদ যুড়িলেন। দেই রাজিতে আমার যাজার দলের গান হইবে; আমি দূতা সাজিবার জন্য গোঁফ কামাইয়া প্রস্তুত; ছেলেরা বালক সাজিবে, গান মুখস্থ করিতেছে। শেষ পণ্ডিত মহাশরের সঙ্গে রফা হইল, তিনি ছেলেদের কিছু বলিবেন না, আমার যাজা নির্কিল্পে সম্পন্ন হইবে, আর ইন্স্পেক্টার আদিলে আর কেহ যাউক না যাউক আমি গিয়া ক্ল এবং কুলের ইজ্জত বজায় করিয়া দিয়া আদিব।

পর্দিন আমার মনোমত চারি পাঁচটী বালক সঙ্গে, আমি গিয়া উপস্থিত; গোঁফ ছিল না, আমিও বালক, তবে প্রধান বালক। ইঃ আদিলেন।

ই:। বালক সংখ্যা এত অল্ল দেখিতেছি কেন ?

পঃ। इজুর, মেলেরিয়া।

ইঃ। পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিমান্ চেহারা. দেখিয়া আমাকেই প্রথম ধরিলেন।

ইঃ। তোমার বয়দ কত ?

আমি। আজ্আঁকের দিন নয়, ছিলট্ আনি নাই।

है:।. (मूडे (कन?

আমি। বয়দের হিদাব করিতে।

ইঃ। পণ্ডিত মহাশয়ের উপর সোৎদাহ দৃষ্টিপাত হরিলেন; পুনরপি পরীক্ষা আরম্ভ— ইঃ। তোমরা ভূগোল পড় ?
আমি। (মৃত্ত্বেরে) ভূও গোল করি।
ইঃ। পৃথিবীর আকার কেমন ?
আমি। দাঁড়ির (ণ) মত।
ইঃ। না ঠিক দাড়িয়ের মত নয় তাই

ইঃ। না, ঠিক্ দাড়িম্বের মত নয়; তাহা অপেকাও গোল।

আমি। সবই গোল।
ইঃ। তবে দাড়িন্দের মত বলিলে কেন?
আমি। কৈ তাত বলি নি।
ইঃ। তবে বল, পৃথিবী কিসের মত?
আমি। আপনার মাধার মত।

ইন্স্পেক্টর চলিয়া গেলেন। সকলে আমার বৃদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। দিন কতক পরে সংবাদ আসিল, বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ, পণ্ডিত মহা-শয়ের অন্ন বন্ধ। **

^{*} প্রকৃত পক্ষে এ "আত্ম-চরিত" আমাদের নহে; আমরা একবচন নহি। ইহার বিবরণও আমাদের জীবনের সহিত সমৈঞ্চন্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। তবে এই প্রবন্ধ ডাক্তার বানরজীর প্রেরিত বলিরা অহুরোধের বশবর্তী হইরা ইহা আমরা পত্রন্থ করিয়াছি। বঙ্গদেশে আজ কাল সকলেই লেখক, তথাপি একথানি পত্রপ্ত রীতিমত চলে না; কারণ প্রবন্ধ পাওয়া হৃষর। সেই জন্য লেখক চটাইবার হো নাই।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস।

মহুষ্যবর্গ।

পুরাকালে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ হইতে এক এক জন প্রতিনিধি আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করেন; হতরাং ভারতর্ষ একরূপ আদিম পালি য়ামেণ্ট। কোন্ ঋষি কোন্ দেশ হইতে আসেন ও তাহার কি কি প্রমাণ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল;—

- ১'। বাল্মীকি—বাহলীকের প্রতিনিধি। ইনি মোগল বংশের আদিপুরুষ; রামচন্দ্র ইহারই বংশ-সম্ভূত। উদয়পুরের বর্ত্তমান রাণা এই মোগল বংশ উদ্ভূত; প্রমাণ—টডের রাজস্থান।
- ২। কশ্যপ—কাষ্পীয় জাতির প্রতিনিধি। কাষ্পী-য়ান হ্রদ তাঁহারই নামে পরিচিত। এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে আছে।
- ০। গর্গ—জর্জিয়ানা (Georgiana) দেশ হইতে আদেন। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত করেন। প্রমাণ—মাণ্ডুক্য উপনিষদের গার্গী উপাধ্যান, এবং হিরডটদের ত্রেয়োবিংশ অধ্যায়ে—আলেক্-জাণ্ডারের আক্রমণ বার্তা। জর্জ শব্দ গর্গ হয়—বিকল্পে।
- 8.। ভরদাজ—হিম্পানিওলার বারদোয়াজা (Vardwazza) হইতে আগমন করেন। ভরদাজ বংশে বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তান অতি মান্য। কিন্তু বিষ্ণুঠাকুর কোন আধুনিক ব্যক্তি নহেন; অর্থলোভী শঠ ঘটকগণ প্রগাঢ়

প্রতত্ত্বের মর্মভেদ করিতে না পারিয়া কতকগুলি কাল্লনিক কথা রচনা করিয়াছে মাত্র; কিন্তু এখন বিজ্ঞানের বিস্তার রৃদ্ধি সহকারে পুরাকালের বিঘোর কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হইতেছে।—বিষ্ণুঠাকুর বলিয়া কোন ব্যক্তি ছিলেন না, ভরদান্ত ঋষি হিস্পানিওলা রাজ্যের, বারদোয়াজা প্রদেশের বিষ্টুকুটারী (Vistukutari or Biscutukari) নগর হইতে আদেন, স্তরাং তাঁহাকে ভরদাজ এবং বিষ্ণুঠাকুর ছুই নামই দেওয়া হইয়াছে। প্রমাণ-এখন সস্তোষকর পাওয়া যায় নাই: আমরা অনেকগুলি পুরাণ আটলাস আনাইয়া আজি কয় বৎদর পুঙ্ছানুপুঙ্গরূপে দেখিতেছি, কোথাও বারদোয়াজা বা বিষ্ণুকুটারীর চিহ্ন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু ভরদ্বাব্দ গোত্রজ মুখুটি বংশ যে স্পেন সম্ভূত, তাহা প্রমাণ না থাকিলেও নিশ্চয় ; কেন না ফুলের মুখুটি অর্থাৎ Chef-del-floro—এরপ উপাধি স্পেন ভিন্ন কোথায় থাকা সম্ভব ? আর, অনেক মুখটি বিস্কৃট বিক্রয় ক্ৰে (

৫। গালব—প্রাচীন গাল (Gaul) রাজ্য হইতে আদেন। গালজাতীয়েরাই বর্তুমান ফরাদি জাতি; ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণ (Galen)। গালব মুনির ক্ষেত্রজ সন্তান বৈদ্যান্ত্রণের আদিপুরুষ। প্রমাণ,—অম্বষ্ঠ্য সম্পাদিকা।

[মন্তব্য।—ধন্বন্তরিও ঐ গাল দেশজ।—কিন্ত ধন্বন্তরি একজন লোক.নহেন। মুদেতুম (M. Dumas) এবং মুদে দান্তেরি (M. Danteris)—এই ছই নাম কোন কারণে যুক্ত হইয়া ধন্তবি নাম স্ফ হইয়াছে।

৬। ঋষ্যশৃঙ্গ—সালোনিকা দেশের প্রতিনিধি।

এটি বুঝিতে হইলে ভাষাবিজ্ঞানের ক্লয়েকটি নিয়ম

জানা কর্ত্তব্য। সালোনি শব্দে স্বার্থে 'ক' করিলে

সালোনিক। সালনি—ক্রমে, সারণি—পরে হারণি

এবং হারিণ হয়। হারিণি—হরিণের অপত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ।

ল স্থানে র এবং স স্থানে হ হওয়া ভাষা বিজ্ঞানের
প্রথম.পাঠ; অতএব ইহার প্রমাণ দিবার প্রয়োজন

নাই।

প্রাচীন বাণিজ্য।

वृक्त वर्ग।

এখনকার ভারত, আর তখনকার ভারত! মনে করিলেই দীর্ঘ নিশাস না কেলে এমন একটি বীরও জ্ওলজিকাল গার্ডেনে নাই। এখন যে ভারত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পাইতেছে না, সে কেবল সেই প্রাচীন ছঃথের স্মৃতি জন্য। নিয়ত অক্রপাতে সেই উন্নতি-পথ এখন কর্দ্মময় হইয়াছে; এ কাদা চহলায় বাটীর বাহিরহওয়া দায়, স্কতরাং ভারত কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে ? যখন বড় বড় পোতাধ্যক্ষপত পত শব্দে নীল পতাকা, শ্বেত পতাকা, ক্ষ্ণ-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেশান্তরে

বাণিজ্যার্থ গমন করিত, তখনকার ভারতের শোভাই কত! কিন্তু ভবভূতি এই বাণিজ্যের হ্রাস দেখিয়া যখন ছঃখ করিলেন;—

",তেহি নো দিবদা গতাঃ"

তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের গৌরব লুপ্তপ্রায়। তথনকার প্রদিদ্ধ সওদাগর আত্রবণিক হনুমন্তের নাম মাত্র অবশিষ্ট।

ফলতঃ আর আমাদের চঃখের নিশা থাকিবে না।
" স্বল্লা তিষ্ঠতি শর্বারী।"

এখন প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গ শামাদের শোকশেল উৎপাটনে ব্রতী হইয়াছেন; বরাহের ন্যায় ইহাঁরা বেদোদ্ধারে কৃতসংক্ষল্ল হইয়া লেখনী-দন্তে পূর্বব গোরব শনেকটা চাগাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া তাঁহাদের পরিপ্রমের ফল সংগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পণ্ডিতবর্গ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ;—

- >। ভারতের বাণিজ্য কাল্ডিয়া (Chaldea) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; প্রমাণ্আজিও আমরাচাল্দা ফল (দংস্কৃত চালিদ্ছ) খাইতে পাই।
 - २। यवदीत्भ गत्वत हांदू।
- ৩। বাটাবিয়াতে—বাতাবী লেবু (সংস্ত বাতাপীর।)
 - ৪। মার্টাবানে—মত্তমান রম্ভা।
 - ৫। ফ্রান্স—ধুচ্নি (ফরাসি Dejeuner শব্দ হইতে)

- ৬। স্কটলঞ্—কৃম্ড়া (Cameron দের বাগান হইতে (Job Charnock) আনয়ন করেন) হাইলণ্ডারেরা খুব কুমড়া খাইতে ভাল বাদে। প্লিনীর (Pliny) এই মত। খ্রাবো (Strabo) বলেন, কুম্মাণ্ড-কাম্ংশ্চট্কা (Kamatschatka) হইতে আনীত।
 - ৭। গর্ণসীতে (Guernsey) —গাঁজা।
- ৮। সোগদানা (Sogdana) প্রাচীন পারস্য—সঞ্জিনা গাচ।
 - ৯। नू চুদ্বীপে-- লিচু-ফল।
 - ১০। জামেকা (Jamaica) -- জাম। স্বার্থ-ক।

এ) হতুমান বীর।

বদীয় ভারত-ছিতৈবীর প্রতিজ্ঞা পত্র।

১ দৃফা। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি বঙ্গদেশ-

২ দফা। প্রাণ, দেহ এবং স্থ্যাতি অপেক।

অত্যল্ল কম মাত্রায় ভারতবর্ষকে এবং তদপেকা

কিঞ্ছিৎ কম পরিমাণে বন্ধ দেশকে আমি ভাল বাদি।

ও দক্ষা। আমি ভারতবর্ষের উপকারার্থে মন এবং মুখ উৎদর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

৪ দফা। আমি প্রতিজ্ঞাকরিতেছি যে বাঙ্গালা লিখিব নাও বাঙ্গালা পড়িব না।

৫ দফা। আমি বিশ্বাদ করি বে, ইংরেজীতে নাই

এমন কথাই নাই; যদি কিছু থাকে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাদ করি না, মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাদ করি।

৬ দফা। ইংরেজী প্রণালীতে সভা করা, সভার কার্যাবিবরণ রীতিমত ইংরেজীতে লিথিয়া রাখা, ইংরেজীতে বক্তৃতা করা এবং ইংরেজীতে আবেদনপত্র লেখা—এই কয়েক বস্তুর অভাব প্রযুক্তই ভারত বর্ষের বর্ত্তমান হীনাবন্ধা, অন্য কারণ বশতঃ নহে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

৭ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের ভারতবাদী নাই।

৮ দফা। আমি বিশাস করি যে, ভারতবর্ষে স্ত্রী-লোক নাই, চাষী প্রজা নাই, পল্লীগ্রাম নাই, গোঁড়া হিন্দু নাই, এবং বুদ্ধিমান লোক নাই।

৯ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, যে হেতু অগ্নি সংযোগ করিলে খড় ছলে, সেই হেতু অগ্নিসংযোগ করিলে জলও জ্লিবে।

১০ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, কথা কহিবার সময়ে নাড়িবার জন্য এবং আহার করিবার সময়ে সহায়তা করিবার জন্যই হস্তের স্প্তি, ইহা ভিন্ন হস্তে অন্য প্রয়োজন নাই।

১১ দফা। আমি বিশাস করি যে, আপনার ভার আপনি বহন করিবার চেটা করা মহা পাপ, এবং সে চেটার নাম স্বাধীনতা নহে।

>२ मणा। जामि विश्वाम कति त्य, त्वाश्वादेवामी

অপেকা ভাল ইংরেজী লিখিতে পারাই চরম বীরন্ধ, এবং তাহাতেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছ।

১৩ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে গাঁয়ে মশা বসিলে রাজার উচিত যে মশা তাড়াইয়া দেন, না দিলে রাজা অধার্ম্মিক। নিজে মশা তাড়ান মহাপাপ। রাজা যদি আমার প্রার্থনা মতে মশা তাড়াইবার লোক নিযুক্ত করেন, করিয়া তাহার ব্যয় আমার হাড়ে চাপাইয়া দেন, তবে রাজার অন্যায়, এবং দিবারাত্তি সে জন্য আমার চীৎকার করা উচিত।

১৪ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে কাগজ, কলম, কালী আর ছাপার খরচ অপব্যয় নছে! *

১৫ দফা। আমি বিশাদ করি যে রাজনীতি ভারতবাদীর একমাত্র আলোচনীয় পদার্থ, যে ব্যক্তি অন্য কথায় লিপ্ত থাকে, অন্য কথা তোলে দে আততায়ী।

১৬ দফা। আমি বিশাস করি যে রাজনীতির অর্থ রাজীকে গালাগালি দেওয়া।

১৭ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে সভ্যতা, ভব্যতা, কর্মশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, বিদ্যা, বৃদ্ধি, এ সমস্টই পোষাকের গুণে; জর্মণীর লোককে সাঁও-তালের বেশ দিলে, তাহারা ঠিক সাঁওতাল, এবং

^{*} नहिरण शक्षानम वास्त्रि इहेछ ना ;--ना ?

শ্রীছাপাওয়ালা।

বানরকে ইংরেজের সাজ পরাইলে বানর ঠিক ইংরেজ হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

১৮ দফা। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আদার দর কত, দে অতুসদ্ধান কথনই করিব না; জাহাজের সমস্ত খবর রীতিমত রাখিব।

১৯ দফা। আমি বিশাস করি যে, ব**ছ পরিশ্রমে** অল্ল উপার্জন করা অপেকা হারে হারে ভিকা করা ভাল।

২০ দফা। আমি বিশ্বাদ করি যে শিথিবার কিছুই
নাই, শিথাইবার সমস্তই আছে।

২> দফ।। আমি বিশ্বাদ করি যে রাত্তিকালে সূর্য্যালোক থাকে না, অতএব প্রদীপ জ্বালা অন্যায়।

২২ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি আমার মতের পোষকতা করে না, দে মূর্য ; যে প্রতিবাদ করে, সে কৃতত্ম; যে বিরুদ্ধাচরণ করে সে আততায়ী।

২০ দকা। আমি বিশাস করি যে ভারতবর্ষে জাতিভেদ নাই, মত ভেদ নাই, ভাষা ভেদ নাই এবং স্বার্থিভেদ নাই।

২৪ দফা। আমি বিশাস করি যে শরীরের মধ্যে মস্তকই প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অবশিক্টাংশ অকর্মণ্য ভারমাত্র।

২৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে বনমানুষ সর্ব শ্রেষ্ঠ জীব, এবং আমার ধর্মপত্নীর বিবাহ হইয়াছে। [আমরা ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ভারতহিতৈষী-সম্প্রদায়ের নূচনাপত্র এবং নিয়মাবলীর একখণ্ড পাইয়া আমরা অনুগৃহীত হইয়াছি। যাঁহারা সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপরি উদ্ধৃত প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রকাশ্য সভায় স্বাক্ষর করিতে হয়। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা করি। বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আমরা মত প্রকাশ করিব।—শ্রীপঞ্চানন্দ।]

পঞ্চানন্দের বক্ত্তা।

১। – বক্তার হেত্বাদ।

শ্রীযুক্ত মিউর্ লালমোহন বাবু বিলাত গিয়া ভারি এক ত্রঙ্গ তুলিয়া আদিয়াছেন। অনেকের বিশাস হইয়াছে যে, আজি হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, ভারতবর্ষের বিলক্ষণ একটা উপকার না হইয়া যায় না। আপাততঃ বিলাতী বক্তৃতাতে ভারতবর্ষের নাম খুব বেশি বেশি হইতেছে, ইহাহ এক উপকার।

ভারতবর্ষের কথা লইয়া একটা আন্দোলন হইলে, দোভাগ্য বলিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "ভারতবর্ষের জন্য ইংলগু কি করিয়াছেন," এই কথাকে ধ্যা ধরিয়া হণ্টার্ সাহেব খুব বকাবকি করি- য়াছেন; ইহার উতোর দিবার জন্য আর এক সাহেব
— "ভারবর্বের ঘাড়ে ইংলণ্ড কি চাপাইয়াছেন " এই
প্রদঙ্গ করিয়া অনেক লেখা লেখি করিয়াছেন। ইহাই
ত যথেক সোভাগ্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু যথন
কপাল ফলে, তখন জলে প্রদীপ জলে—সোভাগ্যের
শেষ ঐ থানেই না হইয়া পঞ্চানন্দের ঘাড়েও বক্তৃতার
ভূত চাপিয়াছে। দেই জন্য সকল বক্তৃতার সার যে
বক্তৃতা, তাহার সার নিম্নে স্থবিন্যস্ত হইতেছে।—

ভারতের জন্য ইংলও কি করিয়াছেন ? কি করি-য়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য, কেন না, বলা নিপ্প্রো-জন। দেখিয়া হউক, ঠেকিয়া হউক, অন্যের নিকট শিथिয়ाই বা হউক, कि করিয়াছের, তাহা সকলেই টের পাইতেছেন, কিম্বা পাইয়াছেন। তবে এ প্রশ্ন কেন ? উনবিংশ শতাকীর আচঁলা ভাগে, বর্তুমান কালের এই পুচ্ছাংশে তবে এ প্রশ্ন কেন !—বক্তৃতা क्रिंडि रहेर्द, रमहे बना । मूर्यात चर्धारमण्य मकनहे পুরাতন, কিছুই নূতন নাই। ইহা পুরাতন প্রবাদ, যেহেতু কিছুই নূতন নাই। তথাপি দেই পুরাতনকে করিয়া, আবার গড়িয়া পিটিয়া, মাজিয়া ঘদিয়া, নৃতনের মৃতি দিবার জন্য দমগ্র সংদার মাথার যাম পায়ে ফেলিতেছে। সকলেই যাহা দেখিতেছে, मकल्बे यांश श्विराज्यह, मकल्बे यांश जानिराज्यह, তাহাই দেখাইবার জন্য, তাহাই শুনাইবার জন্য, তাহাই জানাইবার জন্য বক্তৃতা ক্রিতে হয়। অত-

এব—ভারতের জন্য ইংলও কি করিয়াছেন ?—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিতে হয়; আপনা আপনি জিজ্ঞাদা করিয়া উত্তর স্বরূপ একটা বক্তৃতাও করিতে হয়। বক্তৃতাই দমাজের জীবনী-শক্তি।

বক্তা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপন্ন করা গেল। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুহোধে কয়জন লোক কাজ করিতে প্রস্তুত হয় ? আমি দেখাইব যে, বক্তৃতা যেমন কর্ত্তব্য কর্মা, তেমনি লাভজনকও বটে।

মনের কথা যে খুলিয়া বলে, দে যে পাগল ইহা সর্ববাদী সম্মত। পক্ষান্তরে মনের ভাব গোপন করিবার জন্ম ভাষার সৃষ্টি, ইহাও পণ্ডিতের কথা। অতএব বুঝিয়া কথা কঁহিতে পারিলে অর্থাৎ যেখানে উৎপীড়ন নাই, দেখানে সত্য কথাটা না বলিয়া অন্য কিছু বলিলেই, তুই দিক রক্ষা করা হয়,—সাপ মরে, অথচ লাঠি থানি ভাঙ্গে না— নাম হয়, অথচ মিথ্যাবাদী বলিয়াবদ নাম হয় না। কে বলিবে বক্তৃতা লাভ-জনক নয় ? যে বাঙ্গালী, ইংরেজীভাষায় বক্তৃতা করে, অথচ "দেশের হিতের জন্য আমার জীবন ধারণ," কথায় বা ব্যবহারে এই ভাব প্রকাশ করে, সেই প্রকৃত সারগ্রাহী ব্যক্তি ;-- ছর্লভ মানব জন্মে, তাহার ন্যায় মানব ততোধিক হুতুর্লভ। যাহাকে বলিতেছি, সে আমার মনের ভাব জানিতে পারিল না; যাহার হইয়া বলিডেছি, ুদে আমার কথার বিন্দুবিদর্গ বুঝিতে পারিল না- বুক্তৃতার ইহা অপেকা কেনী

বুজরুকী আর কি হইতে পারে বলো? এ প্রকার বক্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্মাজ্ঞ লোক কোণায় পাইবে, বলো?

অতএব হে মহিলাকুল এবং ভদ্রগণ! আমি
বক্তৃতা করিতেছি। ইংরেজী ভাষা আর গোমাংস,
ছই আমার উদরে আছেন; কিন্তু হিন্দুর ছেলে, হিন্দু
সমাজে চল: কেরা করি; ছই চাদিনা রাখিতে হইবে।
সেই জন্য ইংরেজীতে না হইয়া বাঙ্গালায় আমার
বক্তৃতা। দোষ গ্রহণ করিবেন না, মার্জ্জনী ধরিবেন না, মার্জ্জনা করিবেন।

২:—ভারতের জনা ইংলণ্ড কি করিয়াছেন ং

ইহা অতি অন্যায় প্রশ্ন। 'হণ্টার্ সাহেব পছন্দ করিয়া প্রদঙ্গের এরপে নামকরণ করায় তাঁহার রাজ-ভক্তির অভাব অনুমান করা বাইতে পারে; তিনি যদি সাহেব না হইতেন. উপরস্ত যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-মেণ্টের নিমক না খাইয়া থাকিতেন. এবং আরও নিমকের প্রত্যাশা না রাথিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেও অপরাধ হইত না, তাঁহার প্রীহা ফাটাইয়া দিলেও বিধিমতে কেহ দণ্ডার্হ হইত না। কারণ এরপ প্রশ্নের ভঙ্গীতে ইংলণ্ড যেন ভার-তের কিছু করিতে বাকি রাথিয়াছেন, এমন সংশয় স্বভা-বতই হইতে পারে। বস্তুত ইংলণ্ড কি না করিয়া-ছেন, এইরপ প্রশ্ন উণ্ডাপন করিয়া লুণের গুণ দেখান হন্টার সাহেবের উচিত ছিল। ভরসা যে, তাঁহার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল, ভাষার বাঁধুনিটা কম বলিয়াই একটা বেফাস কথা তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন।

ভারতের জন্য ইংলণ্ড না কারয়াছেন কি ? কুতল্প ভারতবাদী ভিন্ন এমন প্রাণা কে আছে যে, ইংলণ্ডের কার্ত্তিকলাপ দেখিয়াও ইংলণ্ডের ভারত-কার্ত্তির প্রমাণ চাহিতে দাহদ পায় ? ধরিয়া যাও, গণনায় তোমার অঙ্গুলী ফুরাইয়া যাইবে; তথাপি ইংলণ্ডের কীর্ত্তি দংখ্যার কিছুই হইবে না। তথাপি ইংলণ্ডের আল্থা-ত্যাগ, ইংলণ্ডের উপচিকাষা; ইংলণ্ডের ভালবাদা, ইংলণ্ডের ধন্মজ্ঞানের ভারতে যে পরিচয় আছে, তাহার দংক্ষিপ্ত বিবরণ করিব। নতুবা পাপিন্ত ভারতবাদীর চৈতন্য দঞ্চার, জ্ঞানোদ্য ।ক্ছুতেই হুইতেছে না।

ইংলণ্ডের জন্য ইংলণ্ডে বাসয়। ইংলণ্ড কি করিয়াছেন, কিছু করিয়াছেন কি না, ভগবান জানেন;
যে সমুদ্র ডিঙ্গা২তে পারে, মেই সে কথা বলিতে
পারে; কিন্তু আমি পৈতাধান্য ব্রাম্মণতন্য, বাস্তাভিটার
চৌহদ্দার' ভিতরে খাকিয়া বাহা দোখলাছি ভাহাই
বলিব, আর নিজে বাহা দোখ নাই, তাহার বিষয়
বলিতে হইলে, ইংলণ্ডের নিজ মুখে যে কথা শুনি
নাই, তাহা বলিব না; পাছে সত্যের অপলাপ হয়,
সেই জন্ম বলিব না। যাহার। মনে করে, স্থ্যাতির
কথা আরোপ করিয়া বলিলে দোষ নাই, তাহারা
চাটুকার, তাহারা ভাত, জাহারা উচ্ছন্মে যাউক।

जरव रमध, ভারতের, জন্য ইংলও কি করিয়াছেন,

কি সহিয়াছেন? স্থসভ্য, শাস্ত্র-বিশারদ, ধর্ম্মণ্ড, ইংলণ্ড ভারতের উপকার করিবেন বলিয়া, সেই উপকার করিবার উপায় বিধান উদ্দেশে व्याजादमानमा चीकात कतिया (वर्गत शुँ छेली लहेसा, বৈদ্যের থলীবড়া লইয়া ভারতের সহিত প্রথম পরিচয় করেন। উপকার করিবেন বলিয়া কত-কত-কত-বড বিস্কীর্ণ সাগর পারে আসিতে কিছু মাত্র সংকোচ करत्रन नाहै। वाला छ, कुछन्न भागत, এ कलिकाल কয়জন ইহা করিয়া থাকে ? হনুমান সাগর লজ্জন করিয়াছিল, সত্যু, হতুমান বিশাল্যকরণী প্রয়োগ করিয়া-ছিল, সত্য; হতুমান মৃত্যুশর আনয়নার্থ দৈবজ্ঞ সাজিয়াছিল, সত্য :--কিন্তু যদি বুদ্ধি থাকে, তুলনা করিয়া দেখো ইংলও রূপ হতুমানের সমাপে তোমার হতুমান কলিকাও পাইতে পারিধন না। তথাপি, তোমার হমুমানের স্বার্থ ছিল, দৈববল ছিল, তদ্ভিন্ন, সে তেতাযুগের লোক, তথন মধাশ্মিকের সংখ্যা এত অধিক ছিল না - অহঞ্চারের সহিত বলিতেড়ি --যাহার দাধ্য থাকে আমার দস্তান। তুলুক - গামার হনুমানের তুলনায় তোমাদের হওুমান মাছা হইতে ক্ষত্ৰ, মশা হইতে পুর্বল, তেলাপোকা হইতে নির্বোধ, কেন্ন হইতে মুণ্য। যদি লজ্জা থাকে, ও তুলনা আর তুলিও না।

আবার দেখো, ক্লাইব ্অসমসাহসী, রণপণ্ডিত, 'অমিততেজা, ঐাষ্ঠধর্মে-নংকানিচুকানি ইংলণ্ডের সন্তান। শুদ্ধ তোমাদের উপকার, ভারতের হিত, বঙ্গের উন্নতির জন্য ইহকালকে ক্রকুটা করিয়া, পরকালের প্রতি অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, আলাকে শয়তানের জিন্মায় রাখিয়া, জাল, থিথ্যা কথা, প্রবঞ্জনা—কি না করিলেন, মানুর হইয়া, মানুষের জন্য কর্জন এতদূর আলুবিদর্জন দেখাইতে পারে?

ইংলও জানেন যে, জানদার্জা বড় পাপের কন্ম;
ইংলও জানেন যে, পাপার দণ্ড বিধান না করিলে
পাপের প্রশ্রম দেওয়া হয়;ইংলও জানেন যে, ভারতের
উপকার করিতে হইলে ভারতের আন্ত সন্তানকে
দংপথ দেখাইতে হইবে। ছানেন বলিয়া, ভারতবর্ষকে স্তদ্যান্ত দেখাইয়া মানি স্বাকার করিতে
হইলেও, নলকুমারকে ইংলও ফাঁসি দিতে ইতন্তত
করিলেন না; ছর্র নন্দকুমারের ছর্গতিতে পাপীর
হৃদয় কম্পিত হইল, ধর্মান্ধ ভারতবর্ষে ইংলওের
কুপায় শিথিয়া লইল। এত ত্যাগ স্বাকার, এত ধর্মোপদেশ দিতে আ্রেছ ঘাইার আছে, কোন্ লজ্জায়
জিজ্জাসা করিয়া থাকো, যে, এ হেন ইংলও ভারতের
জন্য কি করিয়াছেন ং

তুমি বলিতে পারো,—এ দকল গৌরবের কথা বটে, তাহা স্বাকার করি, কিন্তু বড় প্রাচীন কথা এ কথার বলে সংপ্রতি স্বখ্যাতির দাবি করা চলে না, দাবিতে তামাদী দোষ ঘটিয়াছে।—মঞ্জুর! আর পুরাতন কথা বলিব না, হালের অবস্থা, হালের ব্যব্দা, দেখাইয়াই তোমার চক্ষে জলধারা প্রবাহিত করিতে পারি কি না, তাহা দেখো! ভক্তি তোমার অন্তরে আছে তাহা জানি; আমি বক্তৃতা করিলে, দত্যের আর্ত্তি করিলে, তোমার প্রেমাঞা পড়িবেই পড়িবে।—

> " বাহিরায় নদী যবে পর্বত উদ্দেশে, কার দাধ্য রোধে ভার গভি ! ''—

ভারতবর্ষ পূর্ববি পূর্ববিকালে নিতান্ত অসভ্য ছিল, এ কথায় যে বিশাস করে না, সে ইংরাজী ইতিহাস পড়ে নাই। ইংলগু তাহাকে সভ্য করিয়াছেন, ইহাও নিঃসংশয়। এমন স্বতঃসিদ্ধ কথার সবিস্তার উল্লেখ অনাবশ্যক হইলেও আমাকে উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, ইংলগু কি করিয়াছেন।

এই যে জ্যৈ থানের আমকাঠাল পাকানে গরমে তোমরা কাহাকেও আপাদমন্তক বন্তারত না দেখিলে অসভ্য বলিয়া থাকো, সে কাহার প্রসাদাৎ ? এই যে কোচ কেদারা, কাচের বাসন, আর্শী কেরেমের অভাব হইলে তোমার ঘরের শোভা হয় না বলিয়া ছঃখ করিয়া থাকো, এ শিকা কাহার নিকট পাইয়াছ ? এই যে তোমার ভাষা তোমার দেশের চায়ায় বুঝিতে পারে না, তুমি যে গুণে দেশের সাড়ে পোনের আনা লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে পারো না, তাহাদের শংসর্গ ঘৃণাজনক মনে করো, এ গুণ কোথায় পাইলে ? এই যে, পিতৃপুরুষের ধর্ম কি তাহা না জানিয়াও তুমি

বিদর্জন করিতে পারিয়াছ, মৃষ্টিভিক্ষা উঠাইয়া দিয়া পশুশালায় চাঁদা দিতে অভ্যাস করিয়াছ, এই যে কোলাকুলি তুলিয়া দিয়া হাত পরাধরি করিয়া দস্ভাষণের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে শিথিয়াছ,—এ বিদ্যা কে তোমাকে দান করিয়াছে? একটু ভাবিয়া দেখো, বুঝিতে পারিকে, ইংলও তোমাদের জন্য কি করিয়াছেন ?

ভারতবর্ষদে ই'লও ধনশালী ব বিযাছেন। মাসা-ণিটতে বুদ্ধ হয় ভাৰতবৰ্ণ টাৰা দয় পাৰ্সেন্ত ব্যা**জা** চান দেশে বেডাইতে যান, ভারতবর্ম টাক। দেয়: বিলাতের লোক বিলাতে ব্যিনা চাকরা করে, ভারতবর্ষ তাহাদের মাহিনার টাকা কেয়, ই'লও ভারতের ধর্মের হস্তক্ষেপ করেন না দে কুতজ্ঞতার খ্রীষ্টধর্মের পাদরীদিগকে ভাবতবর্ণ টাকা ... , ভারতরক্ষার জন্য ইংলতে সৈন্য পাকে, ভারতল্য টাকা দেয়: লাকা-শিয়ারে তুর্ভিক্ষ হয় সার্ত্তবন ট্রিং দেয়: অধিক কি, এই যে প্রায় বলে ক্রম ভাবতব্যে তর্ভিক্ষ হই-**তেছে. 'তাशा**र्ज अनेकारवर क्रमु ७ चांत्र वर्ष व्यक्तिम টাকা দিয়া রাথে: ভারভক্ষেত মত কোন্ দেশ ধনশালী ? টাকা অনেকেই দিতে পাবে, অথচ তাহারা কষ্ট পাইয়া দেয়: তাহা ২ইলে তাহাদিগকে ধনবস্ত বলা যায় না। ভারতবনের সম্বন্ধে সে কথাও বলিবার যো নাই। দোতালাব গাঁথনি হইতেছে, নিচের তলা ফাটিতে আরম্ভ করিল, এতই টাকা যে ভারতের

তাহাতে জকেপ নাই। ইন্দ্রালয় সদৃশ নৃতন অট্টালিকা হইল, ঘর বড় সোঁতা; আচ্ছা, ভাঙ্গিয়া ফেলো; ভারত টাকায় কাতর নহে, ঘর বড় গরম; উত্তম কথা, নৃতন ঘর করো, টাকার কমি নাই; কলিকাতায় অনেক লোকের বাদ, অনেক গোলমাল, রাজকার্য্য এখানে ভচারুরূপে নির্বাহ করা কন্টকর, বেদ্, সবল বাহনে দিমলা যাও, পথ খরচ, খাই খরচ, খোশ খরচ কিছুরই অভাব নাই, টাকা দিতে ভারতের মুখ মান হয় না। এমন ধনবান করিয়া দেওয়া সহজ কাজ নয়; তোমনা কি বলো, ইলেগু এ কাত্তি করেন নাই ল

পূর্বের ভারতবর্ষ অরাজক ছিল, ভারত রাজা জানিত না, বাজ্য জানিত না, ভারতবাদা জন্মিত, থাইত, ঘুমাইত, আর বংশ রাখিয়া মরিত। এখন দে ফুর্দিশা নাই; ভারতবাদা রাজনাতি জানে, দমাজনীতি বোঝে, ধর্মানীতির বিচার করে, অথচ রাজ্যের চিত্তা তাহাকে করিতে হয় না, ইংলগু য়য়ং ভারতের হইয়া দেটা করিয়া লন; দমাজের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, ভগবান এক প্রকার চালাইয়া লন, আর ধর্মের ভার লইতে হয় না, খোলা হাওয়ায়, খোলা প্রাণে চুইটা উচ্চ বাচ্য করো উত্তম, না করো, নাই। এ স্থের কর্ত্তা—ইংলগু।

অশান্ত অসভ্য ভারতবর্ষে পূর্বের শান্তি ছিল না, কেবল উপদ্রব ছিল; সেই জন্য বাণিজ্য ছিল না, সেই জন্য বাদসা স্বয়ং তাজনহল গাঁথিতেন; আর বেগম রেজাব কাজ কবিতেন। এখন ছড়ি হাতে বৈড়াইতে যাও, শ্রীঘর না দেখিয়া গৃহে ফিবিয়া থাদিতে পাইবে না। বাণিজ্যেব এমনই প্রথন স্রোত, যে, ভাতিকল একেবারে ভাদিয়া গেল। শিল্পের এমনই উন্নতি যে, স্থান্দা হল্মো লাছে .কহ শঙ্কা ক্রমে প্রবেশ না করে, এই আশঙ্কায় হর্মাগণ স্বায় বক্ষ বিদার্গ করিয়া, বাহির হইতে অভ্যন্তর দেখাইদা থাকে। ইংলভে এরপ উন্নতি হইয়াছে শিনা জানিন'; বিন্ত ভারতবর্ষের জন্য ইংলভ্ ইহা করিয়াছেন।

অনন্ত কথা বলিতে গেলে অনন্ত কালও ফুবাইয়া যাইবে; স্তরা আব কত বলিক্স তথাপি তুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবাটা রাজভাত হান। স্বয়ং রাজ-श्रुक्ष देशतः भर्गश्रुक्ष ७ कथा यथन उथन विलया থাকেন, স্তরাং ক্রাচ মিল্যা হওয়া অসম্ভব, তোমরা ইংলণ্ডের আবিপ তেঃ। চিরস্থায়িত লমনা করিয়া থাকো, সে বিষয় কাহাবত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া তোমাদের এই নধানের প্রমাস কে সহ্য করিতে পারে গ ই লওকে গোমর ভালো বাসো ভক্তি করো তাহাতে সক মহাপুরুষের ত কুলায় না। ভ্গলার জজ্ গ্রাণ্ট্ সাহেব সদলমান পেয়া-দাকে দিয়। দাক্ষীর প্রেণাতে দণ্ডায়মানা প্রাক্ষণ কন্যার খোমটা কোর করিয়া খোলাইয়া দিয়া অত্যাচার করি-शांद्रिन ; बाजांद्रिव याल् हे ्वी मार्ट्स अक्डन यून्रिकरक গুলি করিয়া ক্ষেপা সাজিয়াছেন --এ সব কথা তোৰীরা

কেন বলো ? অমুক আইনে অনিষ্ট হইবে, —অমুক টেক্স বসিলে উৎপাড়ন হহবে,——এ ভৎপাতে তোমা-দের কাজ কি ? রাজার থরে টাকা গেল, তাহার পর লুণের কড়ি তেলে অরচ হইল, কি হিন্দুস্থানীকে বাঁচা-ইবার টাকা দিয়া আফগানস্থানার মুগুপতে করা হইল—তাহাতে তোমাদের বলবার অধিকার কি ? ইংলগু যদি চাও, তবে কটা কুকুরে কামড়াইলেও তোমরা কাঁদিতে পাইবে না—ইহা রাজন তির ভক্তি অধ্যায়ের প্রথম পাঠ, অবোধ শিশু তোমরা এ কথা কবে শিখিবে ?

স্থের বিষয় এই বে শিক্ষাদানে ইংলণ্ড এত অকা-তর যে, রাজভক্তি শিখাইবার ব্য হাও কারতে ক্রটি করেন নাই; সে ব্যবস্থাব নাম মুদ্রণ-শাসনা ব্যবস্থা ওরফেন আইন।

পঞ্চানন্দ শপথ কাবতেছে ভিনি রাজভাক্তর মধুধ অর্থাৎ মোম; মধু নাই দে কপানে দোষ।

বাও পরে৷ টেক্স দাও গৌর প্রেমে মত হও

রাজনীতি, রাজনতি গোর রূপে কব মতি গোর করিবেন গতি, চরণে শরণ নাও। পঞ্চানন্দ এই মন্ত্রের উপাদক,

আইন-স্তোত্ত।

হে ৯ ন আইন ! তুমি বাঙ্গালা লেখার গুরুমহাশয়, বেত্র হস্তে পার্চশালাব সকল ত্বাত্তকে সর্বাদা
শাসাইতেত ; তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের পৃষ্ঠদেশের
ছিল্কা ছাড়াইলে পারো তুমি ইঙ্গিত করিলেই আমা
দেব পাততাড়ি গুটাইতে হয়। অতএব তোমাকে
গড় করি।

হে ৫ পাঁচ আইন। তমি আমাদের ভূমামী রাজা,
কারণ তোমাব এলা গাহ বাস কবি। তুমি ইচ্ছা করিলে
আমাদের ভিটায় ঘদ চবাইনে পারো, আমাদিগকে
গঙ্গা পান কবিহা 'দতে পানো। সামাদের পদশ্বলনও
হইতে পানে বিচিত্ত কা, পানিলা দেখিলে তোমার
পাহারাওয়া বাদেন কান নালাগ কলি হব,—-সেই জন্য
তোমাকে তেভান কান্য কানাকে গড় করি।

হে ৯+৫ ন পাঁচ চৌদ্দ ঘাইন! আমরা তোমার ধাব ধাবি ন'—কেহই নহি, ফলা, কিন্তু আমাদের অনেক মুক্তবার মক্রীন ভ্লি মক্রী। তুমি ইফ কবিতে পালে।, সভরা আমক্ত কারতে পারো। অতএব তোমাকেও গড় কবি।

হে ৯×৫ নয় পাঁচ প্রতাল্লিশ আইন! তোমার অপার মহিমা, অপবিদেশ শক্তি। যে কথা কছে, হাসে, হাচে, দিশাস ফেলে, বিচরণ করে, চরিয়া বেড়ায়, সেই ভোমার আবাদ এবা অধীন। ভোমার গুণগান করিতে হইলে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে।
তুমি নিত্য, তুমি সৎ, তোমার কথা কি বলিব ?
তোমাকে গড় ত করিই; তোমার পায়ে পড়ি;
তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তোমরা যৌত রূপে এবং পৃথক্ ভাবে আমাদিগকে রক্ষা করিও। হরি হরি 🤄

वाण्डे-रचायछे मरवाम।

পূজ্যপাদ

शेयक अक्षानक

ঠাকরেয—

विविध विनय्नश्रेक्षक निर्वेषन

ত্গলীর ক্ষজ্ গ্রাণ্ট সাহেবের কাছে দাওরার একটি মোকদ্মা হইবার সময়ে এক ব্রাহ্মণ কন্যা সাক্ষ্য দিতে ছিলেন। যে কোন কারণেই হউক, সাহেব নাকি তাঁহার ঘোমটা (সাহেবের নয়, সেই ব্রাহ্মণ কন্যার) খুলিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন, এবং এক জন মুসলমান প্যাদা সেই আদেশ যথায়থ প্রতিপালন করে।

সাধারণীর চরিত্র আপনার অবিদিত নাই :
সাধারণী নাকি এই কথা লইয়া পাড়ায় পাড়ায়, দেশে
দেশে রটনা করিয়া বেড়ায় ; তাহাতে সাধারণীর সঙ্গে
ফাহাদের আলাপ আছে এমন আর দশজনেও এই

কথা লইয়া ঘোঁট করিতে থাকে। এখন নাকি শুনি-তেছি যে, কথা আমাদের ছোট লাটের কর্ণ কুহরে উঠিয়াছে, আর তিনি ইহাকে অত্যাচারের কথা মনে করিয়া তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

তদন্ত যদি সত্য সত্যই হয় তাহা হইলে বড় ছুঃথের বিষয়। গ্রাণ্ট সাহেবের অনেক শক্র ; আমি বিশেষ জানি অনেক বাঙ্গালী, গ্রাণ্ট সাহেবের চাকরিটি পাই-বার হুরাশায় সময়ে সময়ে তাঁহার অনেক ছুন্নি রটনা করে, এবং অনিষ্ট চেষ্টা করে। সেবার সেই বাঁকু-ডায় অমনি এক সাক্ষীকে চড় মারা না কি একটা কথা তুলিয়া অমন আমায়িক সভাবের সাহেবটাকে নাস্তা-নাবুদ করিয়াছিল।

যাহাই হউক, যদি তদন্ত হয়, সাহেবকে একটা কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে। আমি আইন আদালত লইয়া চিরদিন কাটাইয়া আসিতেছিলাম; সংপ্রতি মোক্তারদের আইন হইয়া, আমাব অন্ধ মারা যাইবার আশক্ষা হইয়াছে; স্তত্তরাং এ সময়ে প্রাণ্ট সাহেবের একটু উপকার করিতে পারিলে, হয় ত আমারও উপকার হইতে পারে। এই জন্য তাঁহার কৈফিয়তের একটা মুসাবিদা আমি পাঠাই, অনুগ্রহ পূর্বক সংশোধন করিয়া সাহেবের কাছে আপনি পাঠাইয়া দিবেন।

देकि किय़ १।

লিখিতং শ্রীপ্রাণ্ট সাহেব, সাহেবে জজ্ জেলা হুগলা ক্স্যু কৈফিয়ৎ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর আলীর পরওয়ানা অত্র আদালতে আগত হইলে অধান সেরেজাদার ও দেশিয়ান মোহররকে এ বিষয়ে রেপোর্ট দিবার আদেশ করিবাতে তাহারা যে মর্ম্মে রোয়দাদ দাখিল করিয়াছে জাহার এক গণ্ড নকল পৃথক রোবকারী সহকারা সহ পাঠান এবং এ পক্ষ স্বয়ং তৎকালে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত গাকায় বিশেষ হাল অবগত না থাকা গতিকে তথাগ্য মতে যাহা জানিতে পারিয়াছে তাহাতে এ পক্ষের দোষ প্রকাশ পায় না।

আমার হাল এই সে. বিচাল কার্য্যে পক্ষপাত করিতে আইন ও ছুকুলির মলে নিমেপ থাকায় সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কাতে হয় বাঙ্গালী পুরুষগণ মুথে ঘোম্টা দের না এক স্রালোকগণ ঘোম্টা দেয় ইহা সত্য হইলেও হইতে, পারে দিল্ল আদালতে তাহা প্রাহ্যে যোগ্য নহে সেই নিমিল্ল স্ত্রীলোকের ঘোমটার খাতির করা যাইতে লালে না এবং বিচার কার্য্যের সময়ে সহজে ঘোম্টা না খোলায় তাহাতে আদালতের অবজ্ঞা বলা যাইতে পারে এ পক্ষের উকীলগণের দ্বারাও ইহা সাব্যস্থ হইবেক অধিকল্প সাক্ষীদের মুখভঙ্গা দেখিয়া বিচার করিবার কথা আইনে স্পাট প্রকাশ তাহাতে মুখ দেখা আবশ্যক হইলে কি প্রকারে ঘোট্টা থাবিতে পারে

আরও জানা যাইতেছে যে গোমটা খুলিবার ভুকুম দেওয়া সত্য হহলেও যে পেয়াদা ঘোমটা খুলিয়া দিল সে ব্যক্তি পরপুরুষ বটে, কিন্তু তাহা এ পক্ষের দোষ বলা যাইতে পারে না পেয়াদাব নিজের দোষ বলিতে হইবে এবং সে মুসলমান ইহাও তাহারই দোষ এমতাবস্থায় যদি কাহারও রুটা মাবিতে হয় তাহা হইলে পেয়াদার রুটী মারাই আইন এবং বিচার সঙ্গত হয় এ পক্ষেরও সেই এ ভ্রায় গাংগতে ইজুর মালিক নিবেদন ইতি।

পিঞ্চানন্দ কেবল বাননে গোরও করিয়া দিলেন, অন্য দংশোধনে কোন শশক্তা নাকেবের নিকট পাঠা-ইবার স্থোগ না বাকাব ইং। মুদ্রেও কার্মা দেওয়া গোল।

কাবুলস্থ দংবাদদাতার পত্র।

এচরণ কমলেব

ভূমিলুণিত অশেষ এণা প্রবিক নিবেদন নিদং।
পূর্ম্ব পত্রে যুদ্ধের বিববণ লিখিতে লাহিয়াছি; স্কাজরাং
আপনিও দে জন্য অতিশন্ন ব্যগ্র হইয়া পদন্বয়ের রক্ষাস্থাতে ভর দিয়া আমার এই পত্রের প্রতাক্ষা করিতেছেন,
তাহার সন্দেহ নাই। আপনার কৌভূহলের পায়ে
আর ভূড়ুম ঠুকিয়া বাথা উচিত নয় বিবেচনায় আমিও
সত্বর হইতেছি।

যুদ্ধের নাম শুনিলে দকলের মনে একটা ধারণা হয় যে, অনেক লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া গোলা গুলি ছুড়িতে থাকে ও তরওঘাল চালাইতে থাকে এবং দেই রূপ সম্মুখে দগায়মান আর এক দলের আক্রমণ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে এক দল সংখ্যাতে হ্বরল হইয়া পলায়ন করে, অপর দল তাহাদের পশ্চাৎ দোড়িয়া যায়, যাহাকে পায়, নারে, কার্চে অথবা ধরিয়া আনে। আমি যে যুদ্ধ দেখিলাম, ইহা যদি দে রকমের হইত, তাহা হইলে তাহার বিবরণ।লখিয়া আমি কন্ট পাইতাম না। এখানকার যুদ্ধ আত আভ্যা এবং কোণলময়। কার্লবাসাগণ দলবদ্ধ হংগা যুদ্ধ কারতে জানেনা। একাএক মল্ল যুদ্ধ করিতে ভানে বাদে গলিয়া আমার বোধ হইল।

কাবুলে যাহার বাস তই আমাদের শক্ত; যে
পুরুষ কাবুলের ভিতর পদ্দর্যণা করে, সেই সল্লযুদ্ধে
অগ্রসর হয়—রবার্ট বাহের এ কথা আমাকে আগে
হইতে শিখাইয়া রাখিলাছিলেন। প্রেশ লামশনর
মহোদ্যের প্রদত্ত চদ্মার শুনে আম নিজেও দেখিলাম যে তাহা যথাথ। তাহাতেই বুদ্ধের প্রাক্রয়াটা
ভাল মতে উপলাক করিতে পণ্রলান।

লড়াই এই ভাবে হইতেছিল;—মনে করুন একজন কাবুলী আমাদের বাসার নেকট দিয়া বাইতেছে, এবং তাহার হই হাত হুহ পাশে ঝুলিতেছে বা ছলিতেছে। ইংশ্বেক্সী ভাষাধ বাহুর এগা অস্ত্রের একই নাম — আর্ম স্থতরাং ইংরেজী মতে সে ব্যক্তি সশস্ত্র শক্ত্র, যুদ্ধার্থে অগ্রসর অতএব সাধ্য পক্ষে বধ্য ৷ আমাদের **পক্ষে** অর্থাৎ ইংরেজ পক্ষে এই মীমাংশা হইবামাত্র তাহাকে রণে পরাভূত করিবার উপায় ছির কর। আবশ্যক; অমনি পাঁচ দাত জন দৈনেক দেই কাবুলাটার দিকে तो ज़िन, इरे जात जन इर अका यूना चाम थारैन, তাহার পর কাবুলা ধরা পাড়ল। ্বাট সাহেব সেনা-পতি, তথাপি খাবচারক নহেন; তাহারসম্মুখে পাপিষ্ঠ কাবুলা আনাও হহবামাত্র, তোল বিচার করিয়া দেখে-লেন যে,সে ব্যক্তি কাৰা ন্যাৱি দাহে কে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। আমিও দেবেতে পাইলাম, তাহার বিষ্ময়াবিষ্ট মুখে ২ত্যার চিহ্ন সমও দেলাপ্যমান; তথন আমার চসমা আর রবাট সাহেবের এক মত হও-য়াতে, তান আমাকে বাললেন—খুন করিলে ফাঁদি रुष, देश यथाथ । क ना ?

আমি উত্তর দিলাম এক শবার। তিনি বলিলেন
— দয়ার সহিত বিচারকে খোলায়েন করিতে হইবে;

এক শবার কাসি দেওয়া বিচার সঙ্গত হইলেও আমি
দয়া করিয়া ইহাকে এক বারের বেশি কাসি দিব না।
তৎক্ষণাৎ কাবুলার একবার মাত্র কাসি হইয়া গেল।

আমি রবার্ট সাহেবের বারোচিত এই দরা দেখিরা মোহিত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার ভিতর তুইটী ছঃথের কথা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম এই যে, কাবানিয়ারি সাহেবের দেহ যতই কেন প্রকাণ্ড হউক না, তাহার হত্যাকারা প্রমাণে যত লোকের ফাদি

হইতেছে, তত লোকে তাহাকে আঘাত করিতে হইলে

একটা আঘাতের উপর এক শ দেড় শ আঘাত করিতে

হইয়াছিল; নহিলে তাহার শরাবে কুলাম না। দ্বিতায়
কথা এই যে, কাবুলারা এমনই অল্প প্রাণ এবং তুর্বল

যে, তাহাদের মধ্যে এক লনও ববার্ট দাহেবের দয়ার

ফলভোগ কবিতে পারিতেছে না,—গেমন কেন কাবুলা

হউক না. একবার মাত্র ফাদি দিলেই তাহার প্রাণান্ত

হইয়াছে। আমার বিবেচনার বে জাতির এই টুক্

সহ্য করিবার ক্মতা নাড়, ই রেণ্ডের সঙ্গের

যুদ্ধ করা সাজে না। বাজালারা বুদ্ধিমান, এই জন্য

এই ইংরাজ-রাজের এত ভক্ত।

অধিক ন্তু হুঃখ এই বে, জানির মাগে বত কাবুলাকে আমি ব্রিজ্ঞানা করিয়াছি, তাহাদের সকলেই আনাকে বলিল যে—ছুই দিন মগ্রপশ্চাৎ ম বতেই হইবে, স্থতরাং মরিতে কোনও ছুল্ম নাই। কিন্তু এ ভাবে মরিতে একটু বফ হয়, অন্ত্র হস্তে মরিতে গাইলে এ কফ হয় না। আনার নিবেচনাতে এ কথা কতকটা সত্য; কারণ ফাঁসিতে মরিতে হইলে দম বন্ধ হয়, তাহাতে মতিশয় কফ ইইবারহ সম্ভাবনা।

এই সকল ভাবিষা চিত্তিয়া এক জন কাবুলাকে আমি এক দিন প্রামর্শ দিলাম যে, এমন করিয়া মরা অপেক্ষা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া হংরেজের বশ্তা স্বাকার করাই উচিত। তাহাতে দে অবভা মুর্থ মানাকে কতকগুলা কটু কাটব্য বলিয়া শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল—কাব্ল পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কাব্লী কথনও হইবে না; যেমন মূর্থ তেমনি শাস্তি; পাষ্টের কাঁম হইল।

এহ রূপে ফাঁসি দেখিতেছিলান, আমোদ করিতে-ছিলাম এবং বিশ্রস্তালাভ করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা এক দিন রবাটসাহেব আখাকে বলি**লেন যে**. আমাদিগকে ঘেরাও করিতেছে, চলো আমরা এখান হইতে পলাইয়া যাই। "বে আজা" বাল্যা আমি আগে আগে দৌভিলাম; তাহার পরশেরপুরে আদিয়া আবার আমরা জমায়েত বস্ত হইয়া ব্দিয়া রহিয়াছি। বাহিরের খবর কিছু মাত্র জানি না। রবার্ট সাহেবের সঙ্গে কথাবাত্তায় দিন যাপন করিতেছি, সেই কথা-বার্ত্তার সার মন্ম লিখিয়া ৫ পত্তের উপসংহার করিতেছি। যদি ফিরিয়া না যাই কিম্বা আর পত্ত লিখিতে না পাই, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গৃহিণীর হাতের শাকা খাড় আপনি খুলিয়া দিবেন, এবং আমার শাল-আমের দেবার ভার লর্ড লিউনের উপর দিবেন, এই আমার অণ্ডরোধ।

আমাদের শেরপুরে ঘেরাও হইবার দিন, ছঃথ প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ নিশাদ ছাড়িয়া রবার্ট সাছেব আমাকে বলিলেন,—দেখো তুমি যেমন উপযুক্ত লোক অন্য কাগজের সংবাদ লেখকেরা যদি তেমনি হইত, হবে আমার ভাবনা কি ? তাহারা যুজের কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না। অথচ আমাকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমাকে যুদ্ধ ছাড়িয়।ও ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহারা এখানে না ধাকিলে এই যে আমরা বন্দী অবস্থায় আছি বলিলেই হয়, ভারতবর্ষে অদ্যই সংবাদ য়াইত যে, সমস্ত কাবুলীকে ধ্বংস করিয়া আমরা জয় লাভ করিয়াছি। এই জন্য সংবাদদাতাদের সম্বন্ধে এমন নিয়ম করা আবশ্যক, য়াহাতে তাহারা যুদ্ধকেত্রে না আসিতে পারে। আমি দেখিলাম, কথা মথার্থা।

আর এক দিন রবার্ট সাহেব বলিলেন—দেখা, কাবুলের যুদ্ধ অধর্ম সভূত বলিরা অনেকে অনুযোগ করিতেছে, কিন্তু ইহা বড় অন্যায়। প্রীষ্টিয়ান ধর্মই সত্যধর্ম; গুতরাং ইহার প্রচার আবশ্যক, এ দিকে ধর্মের প্রতি সহজে কাহারও অনুরাগ হয় না। এমত স্থানে যুদ্ধ ভিন্ন নিরুপদ্রবে প্রীষ্টিয়ান ধর্ম কি রূপে এখানে আনা বাইতে পারে? আমি বলিলাম—তাহার আর সন্দেহ কি? বিশেষত যান্তু মনুষ্যের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন; এখন তাঁহার জন্য মনুষ্যের প্রাণ লওয়াতে কোনও দোষ হইতে পারে না; অধিকন্তু অর্থনীতির নিয়মানুদারে স্থদ লওয়া পাপ নহে, স্কতরাং প্রাণের শোধ প্রাণ তাহার উপর স্থদ, ইহাতে দোষের ত কিছুই দেখি না। আরও এক কারণে প্রীষ্ট ধর্মের অনুরাধে যুদ্ধ করা আবশ্যক, মুদলমানেরা এক হাতে

কোরাণ, অন্য হাতে তরওয়াল লইয়া যায়, যাহার বেলা যেমন, দেই মত না করিলে চলিবে কেন? অন্যথা, অপরের ধর্মে যে হস্তক্ষেপ করা হইবে! আমার কিছু উন্ধতি করিয়া দিবেন বলিয়া এই দিন সাহেব আমারে আখাদ দিলেন; কিন্তু কাঁদি মনে পড়াতে আমার উন্নতি স্পৃহা একেবারেই লোপ পাই-য়াছে। সাহেবকে বলিলাম আপনার অনুগ্রহই যথেষ্ট, উন্নতির প্রয়োজন নাই। তবে কপালে থাকিলে আমিও বন্ধ করিতে পারিব না; আপনাকেও অত আগ্রহ করিতে হইবে না।

সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা কার যে, এ যুদ্ধে প্রয়োজন কি? সাহেব বলিলেন—লর্ড লিটন দেশে কাব্য লিখিয়া কাব্যের বিষয় ফুরাইয়া ফেলিয়াছেন; এখন একখানি বাররসাগ্রিত মহাকাব্য তাঁহার লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে; সেই অনুরোধেই বৃদ্ধ। কবির কল্পনা এবং রাজনাতিজ্ঞের কৌশল এমন সমন্থিত দেখিয়া আমার পরমানন্দ হইল।

সাহেব আমাকে জিজাসা করেন যে, একটা বাধীন জাতিকে বশীভূত করিতে চেফ্টা করা অন্যায় বলিয়া যে সকলে এত গোল যোগ করিতেছে, তাহাতে তোমার মত কি? আমি বলিলাম, যাহারা এমন কথা বলে তাহারা বোকা। ইংরেজের মত স্বাধীনতা প্রিয় জাতি জগতে আর নাই; হতরাং যেখানে স্বাধীনতা পাইবে, ছলে হউক, বলে হউক,

কৌশলে হউক, তাহা আত্মসাৎ করিবার যত্ন করিবে, ইহাতে দোষ।ক? বরং তাহা না করিলে স্বাধীনতা প্রিয়তার প্রতি সন্দেহ জানতে পারে।

অদ্যকার মত এচরণে নিবেদন ইতি—।

উকাল মোক্তারের আইন।

এবার ওঝার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়াছে; যাঁহারা আইনের দোহাই দিয়া, আইন বোচয়া, খান, গরেন, এবার ভাহাদের সম্বন্ধে ক আইন জারি হওয়াতে তাঁহারা বিব্রত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহা হল স্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

প্রধান ভাবনা নোক্তারদের ভাগের কথা লইয়া।
উকীল মনে কারতেছেন, ভাগ না দিলে, কাজ যুটিবে
না, মোক্তার ভাবিতেছেন, ভাগ না পাইলে উকীলদিগকে এত ঢাকা দেওয়া কেন? যেথানে টাকা
বেশী আছে, দেখানে না হয় বিলাতী সাহেবকেই
দেওয়া ঘাইবে।

মোক্রারের। যদি এ পরামর্শ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের রাক্ষভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য দরকার হইতে একটা উপাধি ও খেল্লাত পাওয়া উচিত। এখন তুর্গোৎদবেও ব্রাহ্মণ ফেলিয়া সাহেব নিমন্ত্রণের প্রথা হইয়াছে, তবে ওকালতীতে না হইবে কেন? উপরে নাচে চাপ না পড়িলে, ভারতবাসীর জ্ঞানি যোগ হইবে না! উক্লিদের জ্ঞান যোগের

এই অবসর,—উপরে সাহেব, নীচে মোক্তার। বাছা সকল, টিপে ধর্বে ছাডবে না।

কিন্তু উকীলদেরও তাদৃশ ভয়ের কারণ নাই।
পঞ্চানন্দের এক বন্ধু বলিয়াছেন, উকীল তিন জাতীয়;
প্রথম, ময়ুর,—ইহারা পুচহবলে অর্থাৎ পায়কাম দেখাইয়া থান; ইতর লোকে ইহাকে বলে—পদার,
ক্ষমতা, সময়, অথবা কপাল। ইহাদের ভাবনার
কারণ নাই, মতদিন প্যাকাম আছে, ততদিন চিড়িয়াথানায ইহাদের মান যাইবাব নহে। দিতীয়, কাক—
ইহার ছেলে পুলের টোকা হইতে মডিটা, লাড়ুটা
অথবা আঁস্তাকুড়ে এঁটোটা কটোটা ব্টিয়া থায়;
ইহাদের কেচই যত্ন ব্রেকেন্ট ভলে জাবনটা কাটে।
নাই, তথাপি একবক্ষে পেন্ট ভলে জাবনটা কাটে।
ইহাদেবও ভাবনা লাই।

তৃতীয়, কোকিল.- ইফাল পাকন বাসায় প্রতিপালন হয়, পরের আধান খাইসা প্রাণ বাঁচায়, সময় পাইলে কুত্ কুত্ কানে লাব বসন্থ এবং বিরহীর কাছে নামে একটু থাতিব পায়, কাডে পায়না বরং গালী খায়। ভাবনা ইচ দের জন্য।

নেটিব্ সিবিল সারি স।

काला अलिशिय त्यो न प्रांति प्रांति त्या ना शला

তদীয় উৎকৃষ্টত। ঐ, রাজ প্রতিনিধি এব মন্ত্রী

সভার মধ্যস্থ বড়লাট সাহেব সন্তুক্ত হইতেছেন ঘোষণা করিতে তাঁহার ভালবাসার ধন ভারতবর্ষের প্রকাগণের প্রতি যে তাহাদের তুঃখ নিশার অবসান হইল ৷ কোন্ কালে, এীঞীমতী মহারাজী, অধুনা ভারতেশ্বরী, হুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় এবং চক্রাদের চক্রান্তে কুহকিত হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, যে শেত কুষ্ণের প্রভেদ কিছ মাত্র থাকিবেক না এবং ভগবতী দেবক ও গোখাদক একাকার হইয়া যাইবেক, এবং গুণ থাকি-লেই কোলে গুণ না থাকিলে পিঠে: — সেই দকল কথা লইয়া ফেরেববাজ ও জালসাজ ভারতবর্ষের প্রিয়ত্য প্রজাগণ মহা এক গঞ্গোল করিতেছিল, তাহাতে ক্রমাগত কয়েক জন লাটদাহেব প্রাণে প্রাণে লাটগিরি নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন, সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান লাট কিছু খোশমেজাজী ও হাঙ্গামাপ্রিয় না হওয়াতে, তদীয় উৎকৃষ্টতার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে। সে বিবে-চনায়, উক্ত তদায় উৎকৃষ্টতা প্রাণতুল্য শ্রীমান প্রজা-গণকে তোপে উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ইহা-দের সংখ্যা অতিশয় অধিক, এবং উডাইয়া দিলে পঙ্গপালের মত স্থানান্তরে পড়িয়া, ইহারা শদ্য নফ করিতে পারে, তাহা হইলে ছভিক্ষের সম্ভাবনা, যে জন্য সর্ববদা উৎকৃষ্টতা চঞ্চল আছেন, এবং যাহার উত্তম বন্দোবস্ত করাণ তিনি ক্ষমবান আছেন। এবং চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বড় লাট সাহেব স্পষ্টি ক্রিতেছেন, এবং এতদারা স্ফ হইল এক নূতন চাতীয় জীব, বাহা না হিন্দু না যুসলমান, নাতি শ্বেত নাতি কৃষ্ণ, কিছুই নহে অথচ সকলই বটে, নিগুণ মথচ গুণাত্মন্। আব লাট সাহেব এতুদ্ধারা ডাকিতে-ছেন, তাহাদিগকে "নেটিব সিবিল সার্বিস্" অর্থাৎ কালা আদমিদের গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি।

৺ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে (য, পিতৃপুরুদের পাপগণ সন্তান কুলে তিন পুরুষ পর্যাত ভুক্ত হইবেক; সেই অনুশাসনের উপর নির্ভর করিয়া তদীয় উৎকৃষ্টতা এই বিধান করিতেছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তির বাপদাদা কোনও প্রকারে মন্তম ও সম্পদ হাসিল করিয়া থাকে. এবং যদিস্যাৎ মেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ইতর সাধা-বণের সহিত বিদ্যা শিক্ষারূপ পোড দৌডের মাঠে হাঁপাইয়া গিয়া থাকে, তথৰা চক্ত কাটিয়া বহিৰ্গত **হইয়া** থাকে, অথবা মোটেই বু মানুনী রূপ আন্তাবলের বাহিরে না গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উক্ত কালো গৌরাঙ্গ প্রাপ্তির আশা শহরে। ইহার প্রতি কারণ ছইতেছে যে, হাটে বাজারে যে জহরাত বিক্রী হয়, তাহা ত দাম দিলেই পাওয়া যাইতেছে, এবং শস্তাও বটে, তবে যে এত্ন খনির তিমিরারত গর্ভে গোপনে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে, শাস্ত্রানুসারে— "মুগ্যতে হি তৎ"। আর বিশেষতঃ সকলেই অবগত আছে যে, কোম্পানী বাহাদ্রের আমলে ছাতা ধরিয়া কত জন তিন পুরুষ পর্যান্ত বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে। ইদানীং দে প্রথা বন্ধ হইয়া কেবল বর্ণমালার অক্ষর

দকল নানা রকমে সাজাইয়া, কাছাকেও ছুই কাছা-কেও তিন অক্ষর দেওয়া যাইতেছিল, কিন্তু এত ব্যয়-ভূষণ করিয়া, অক্ষর কিনিতে অনেকে প্রকাশতঃ না হউক, মনে মনে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে, তদীয় উৎ-কৃষ্টতা ইহা টের পাইয়াছেন। কাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সন্তানদের প্রতি একটা কিছু করা উক্ত উৎ-কৃষ্টতা যুক্তি দিদ্ধ এবং গোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

ইহাও নিয়ম করা হইতেছে যে, যে দকল ব্যক্তি কালা হইয়া গোরাঙ্গ প্রাপ্ত হইবেক, তাহারা "নেটিব" রহিল, অতএব দরবারে কিম্বা এজলানে কিম্বা প্রকাশ্য স্থানে জুতা পায়ে দিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেক না : যাহাদের নিতাত্ত সাধ হইবেক, তাহারা জুতা পায়ে দিয়া শ্যায় শ্য়ন করিতে পারিবেক, তাহাতে আপত্তি করা যাইবেক না, ইহা সওয়ায় ইহারা বিলাতি কোট शारा मिरवक ना। अशिष्ठ छाहाता "भिविल," इहेल, অতএব পেণ্টুলান পরিধান করিবেক, এবং হ্যাট তদ-ভাবে বড় ধুচনিতে থানফাড়া জড়াইয়া মাথায় দিবেক ; ইহাতে অন্যথা না হয়। এতদ্তির ইহারা চাপকান্ বা চীনা কোট কিম্বা অন্য প্রকার নেটিব চলিত গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে পাইবেক না। অধিকন্ত এই সকল राक्ति "मार्विम्" ভूक इहेन विधाय हेशाया मर्वाम ঘডির চেইন, কিম্বা অন্য কোনও প্রকারের চেইন দিন রাত্তি গলায় পরিবেক।

ইহাও নিয়ম হ'ইতেছে বে, যে সামাজিক ব্যবহারে

ইহারা কদাচ সাহেবদের সহিত না মিগ্রিত হয় বা হইবার উপক্রম বা চেফা করে; ফলতঃ যদি ইহারা কালা আদমিদের সহিত সামাজিকতা করে, তাহা হইলে " দিবিল সার্বিদ" হইতে আকৃছর্ থারিজ করা যাইবেক।

এই ব্যক্তিগণ আদনে বিদ্যা থালা পাতিয়া ভাত, ডাল, চচ্চড়ি কদাচ না থায়; কিন্তু ইহাও নিয়ম করা যাইতেছে যে, টেবিলে বিদয়া কাঁটা চামচের দংস্রবে ইহারা না আইদে, তাহা হইলে অস্ত্র বিষয়ক আইনে দগুহ হইবেক। মাঝামাঝি এই বিধান হইতেছে যে, টেবিলের নাচে, থালি মেঝের উপর হাটু পাতিয়া বিদয়া ইহাবা ও ডাগাঁড়ি পাইতে, ও ছিটা ফোটা থাইতে ও হাড় গোড় খানা লেহন করিতে সত্ববান্ ও অধিকারা ইইল।

যাহাদিনকৈ এই দলভুক্ত করা যাইবেক, তাহারা ছুই বংসর কাল নিয়ত হাড়ড়ুছু বা কপাটা খেলিয়া বেড়াইবে, এবং সে জন্য সরকারি তহশীল হইতে ভাতা পাইবেক।

•ই দলভুক্ত দিগকে উদ্দেশ করিয়া । কছু বলিতে হইলে "নেটিব্ সাহেন" অথবা "দিবিল বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে; যাহারা ইংরেজী ভানে না, নেহাত বাঙ্গালী, তাহারা পাঁচ পঁচে শ টাকার মুচ্লেকা লিখিয়া দিলে বলিতে পাইবেক—

"কাটালের আমদত।"

দিমলা পাগাড তুলশৃল,
বাণাত হের জানোগারী :

আদেশ ক্রমে ^{দী} স্বর্গীয় সরকারি মোভর **জন্ম**।

বেহারে বাদালী কেন ?

কোথাকার রাজা রাজড়া কলিকাতা আসিয়া সাহেব স্থবোদের ভোজ দিয়া গিযাছেন। স্থথের কথা বটে।

পাঁজিতে লেখে যে কলিকালে অনগত প্রাণ; বেদে লেখে যে চারি যুগেই আহার গত প্রণয়; দেই জন্যেই বলা গেল এমন ভোজের খবর স্থাথের কথা বটে।

এই দব ভোজের আগে ইংলিশম্যান্ জিজ্ঞাদা
করিয়াছিলেন—বেহারে বাঙ্গালী কেন । এই ভোজের
পরে ইংলিশম্যান্ আবাব জিজ্ঞাদা করিয়াছেন—
বেহারে লাম্লালা কেন । একো ডভুবে একজন মান্নালা
বিলিয়াছেন — ভোজের ভেত্কা বড় প্রশিষ্ক। ওতরের
দারবত্ব। বোকা যায় নাহ।

যথার্থ কথা বলিতে হইলে ছঃখেব বিষয় বৈ কি ?
—বেহারে বাঙ্গালা কেন. ? আক্ষ বাঙ্গালা; ঘামলা
বাঙ্গালী, ডাক্যরে বাঙ্গালা, রেনে বাঙ্গালা, —

ব দিং থি তে এঁবি
কেবল বাধানা দাং,—

এ অত্যাচারের কথা বৈ কি গ উত্তর আব এক বাঙ্গালী বলেন—দোষ বিধাতার, বাগালা জন্মায় বেশী! এ উত্তরও মনোমত হইল না।

বেহারে বাঙ্গালী কেন ৪ ত কথার জবাব না দিয়া অপুরু এক জন পাণ্টা এক সংগ্রাল কারন— বাঙ্গালায় বেহারী কেন? দারবান বেহারা, পাথাটানে বেহারী, চাকর বেহারা বেহাবা ইত্যাদি।- এ উত্তরও প্রচুর হইল না।

আর এক উত্তর পাওয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ এক দেশ, এক রাজার রাজ্যভুক্ত। চাকরী দিবার অধি-কাব দেই বাজার, সতরাং বেহারে বাপালা কেন, তাহা রাজাই বলিতে পানেন, রাজাকেই জিজ্ঞানা করা উচিত।—উত্তর আত জ্বতা; এমন বাঁজা কথা গ্রাহই ন্যা।

অতএব মানিতে ছইবে যে, বেহারে বাঙ্গালী কেন, ইহা এক বিষম সমন্যা; পঞ্চানন্দ এ সমন্যা পুরণ করিণেছে। খনধান করে—

নে জন্য, 'হ ইণলিশন্যান্, ভুমি ব'ক্ষ, সেই জন্য হে ইংলিশম্যান্ বাঙ্গালা বেহারে। ব্যাথ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

পেটের লায় বড় দায়; ঘবে বিদিয়া অন যুটিলে বাহিরে কেহট নাইতে চাহেন। ইহাল উপর নিশ্চিত্তে আহারের বালার দাবতে চইলে, নিজের পেটে কুলায় না, আর দশটা পেট আপনা আপনি আদিয়া যোটে কিন্দা যোটাইযা লইতে হয়। ভাব-খানা এই যে দামাজিকতা—পেটের দায়ে; বিলাদ—পেটের দায়ে; বিদ্যা—পেটের দায়ে; কমন যে পরকালের ব্যাপার, ধর্ম—ভাহাও পেটের দায়ে। ইংলিশম্যানের পেটের দায়ে না

থাকিলে, এমন সার কথা বলিতে, এমন গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিতেও তিনি বাঙ্গালার মাটিতে পা দিতেন না, বাঙ্গালীও এত আক্রেল পাইত না, এমন করিয়া বেহারে ঘাইত না। কথাটা খুব সামান্য, ইংলিশ-ম্যানের খাতায় বোধ হয় ইহা টোকা আছে; পঞ্চা-নন্দের অনুরোধ তিনি একবার খাতার পাতা বয়টা উল্টাইয়া দেখিবেন।

আরপ্ত কথা লাভে। এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষ
যুড়িয়া—মূর্থ, পাগল মার শিশু বাদ দিলে—এমন
প্রাণী কে আছে যে ইপরেজের রাজ্য স্থায়ী ইউক,
এ কামনা না করে গভাহা যদি হইল এ রাজ্য
চালাইবার উপকরণ সংগ্রহ করাও আবশ্যক। ইংলিশম্যান্ এই নিমিত্ত স্থাদেশের নায়া তাগে করিয়া, সাত
সমুদ্র তেরো নদা পার হইয়া এখানে আদিয়াছেন।
বাঙ্গালীও নাকি বড় রাজ্যভক্ত জাতি, সেই হেতু বাঙ্গালীও বঙ্গের মায়া কাটাইয়া রাজ সেবা বারা রাজাকে
ভুক্ত করিবার নান্দে বেহারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অত্রব বেহারে বাঙ্গালী—তুঃখেন বিষয়
হইলেও প্রাঘার কথা;—সেগ্রাঘা রাজার

আর একটু বলিলেই নামাংদাটা দর্বাঙ্গ স্থান হয়। ইংলিশন্যান্ দেখন পণ্ডিত, ভারতবাদা তেমন নহে। পণ্ডিতের দারা যেখন কাক হয়, মূর্থে তৈমন হয় না; কিন্তু জুংথের বিষয়, পণ্ডিতের দর কিছু বেশী। এই দকল আলোচনা করিয়া, তাহার উপর যথাযোগ্য

বিবেচনা করিয় কাজ চালাইবার মত গোটা কতক হাতগড়া পণ্ডিত ইংবেলরাজ ভারতবর্ষে তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন; বাঙ্গালার প্রকৃতি বড় নরম, হাতগড়ার স্ববিধাও এই খানে। সেই জন্য বাজে কাজে বরাত হইলেই বাঙ্গালা পাওয়া লাল, ইংলিশম্যান্ পাওয়া যায় না। কেরাণা তাই -বাঙ্গালায় প্রস্তুত্ত ভিপুটি চাই—বাঙ্গালায় প্রস্তুত ইংলিশ্যানের হুকুম, বাঙ্গালার হাত পা। বেহানা দিয়া বেহা রেল কাজ নির্বাহ হয় না, তত উঞ্জু ভাজে হল শহ্যানের খনচা পোষায় না—কাজে কাছেই ব্রেহা প্রালা

ছুবের বিষয় কতে, ইন্ত জুনি সদি রাগ করিয়া দেশ ত্যাগী হণ, বেহার তলাইয়া বাঙ্গালীকে দেশ ত্যাগী অর্থাই বেহারে বাঞ্চালা কল্যাণেই বেহারে বাঞ্চালা

কাবুল সংবাদদাতার প**তা।** শ্রীপাদপদোষ্য —

সাফাঙ্গ প্রণিপত । বর্ণ নিবেদন সদং।
অনুমতি পাইলে এইবার সানগোকরিয়া যাইতে ইচ্ছা
করি। বাঙ্গালার ছেলে, এত দ্রাবেশ থাকা সহজেই
কন্টকর, তাহাতে এই ব্যন্দানে আসেয়া এই বিষম
সময়ে বাল করিতে থামার যাহা হইতেছে, আপনি
অন্তথামা, নালনার ক্থনই প্রবিদ্যু নাই।

শেরপুর হইতে আমর। বাহির হইয়াছি সত্য, কিন্তু

তাহাতে চিন্তাবেগ বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। কে যে কাহাকে মারিতেছে, কে কেন মরিতেছে, তাহার কিছুই আর বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল নিত্য নিত্য নৃতন ভয়ের কথা কর্ণগোচর হইতেছে। আর্জি শুনিলাম মার বাচ্ছা আমাদের মাথা কাটিতে সজ্জা করিতেছে, কাল্ শুনিলাম মহম্মদ জান কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া লোক সংগ্রহ করিতেছে। ভাবিয়া দেখুন আফগান্ স্থানের বাচ্ছা কাচ্ছা সকলেই যদি লাগে তবে ইংরেজের ভাগ্যে যাহাই হউক, আমার প্রাণে নাণে ফিরিয়া যাওয়া তুর্বত হইবে।

অধিকন্ত কাবুলে যে দকল হিন্দু কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাদ করিয়া আদিতেছে, তাহারা পর্যান্ত পলায়ণ পরায়ন হইয়াছে। ব্যাপারটা ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন। তবে আনি শুরু এক ধুতি গামছার অকু-রোধে বদিয়া প্রাণটার উপর হাতা দিই কেন, বলুন। আফগানস্থান জয় করার কার্য্য সমাধা হউক, এখানে ইংরেজের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে দংস্থাপিত হউক, তথন না হয় আমাকে একটা বড় চাকরি দিয়া একবার এই-খানে পাঠাইয়া দিবেন।

আরও এক ভাবন। আমার হইয়াছে। আমি যে এই দকল পত্র লিখি, যথেক বিশাদ থাকার দরুণ রবার্ট দাছেব দব গুলি খুলিয়া দেখেন না। এ দিকে বিলাতে ও ভারতবর্বে অনেক মিখ্যাবাদী লোক আছে; তাহারা রবার্ট দাহেব এগানে খনেক অত্যাচার করি- য়াছেন বলিয়া কলরব করিতেছে: সেই জন্য সে দিন রবার্ট সাহেব এক লখা চৌড়া চিঠি লিখিয়। পাঠাইয়া-ছেন, যে দরকার না হইলে অত্যাচার করা হয় না এবং যতটুকু দরকাব তাহার বেশা অভ্যাচারও করা হয় না। আমার অক্ষর এবং এবারক তই ভালো বলিয়া রবার্ট मार्टिक बाबारक मिताहे के लहुशानि त्नशहिशास्त्रन. দেই জন্য এত স্বিশেষ আনি ত পারিয়াছ। এই পত্রের মর্গে অনেকে মনে ন বিশ্ব পারে, অল্ল হটক, অধিক হউক, আবশ্যক ১উক, অনাকশকে হউক, রবার্ট সাহেবের কিছু অত্যান্ত শাছে। অথচ আমি ইতঃ-পুর্বের যে সকল পত্র আপনাতে লিখিয়াছি তাহাতে সাহেবের দয়া, গুণ, পর্ম্মজ্ঞান এবং সদাশয়তার উচিত ম্বথ্যতি করিয়াই লিখিয়াছি। এখন ভাবনা এই যে. যদি ভবিষ্যতে এই স্ব কথার আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং সংহাত্তের কবুল জবাংবদ বিপরীত আমার পত *लिथा इड्रेग्नार्फ विलया, व्याभारक भिष्णावामी विलया* একটা দণ্ড বিধান করে তবে সর্ববনাশ হইবে। আর দৈনিক দণ্ড বিপানে ভোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা আপনাৰ ভবিভিত নাই। উড়িতে আমি অক্ষ্ তাহা ডানাকেই দি আব তোপেই কি? বাঙ্গালীরা উড়িতে জানে না, ভাহাও আপনি জানেন; মনেক ভদ্রলোক ছাদ হউতে, বারালা হইতে উড়িবার (हकी कविया (न्या थानी डेडाहेश किया है।

এই হইয়াছে যে, আমারের বাটী দখল করিবার সময়ে রুষিয়ার যে সকল পত্র পাওয়া যায়, কবিকল্পনা কুশল, দ্বিতায় বিশামিত্র, রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিতগণ তাহা হইতে এক ভয়ানক অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে আমারের সাহায্য লইয়া রুষীয়া পঞ্জাব পর্যান্ত দখল করিবে, এবং ইংরেজ সেনাপতি, পঞ্জাবের অধিবাসী, ভারতসর্বের রাজন্যবর্গ, প্রজাবৃন্দ, সকলেই তৎকালে কুম্ভকর্ণের নিজ্ঞায় অভিজ্ত থাকিবে; এবং উত্তর পশ্চিম প্রান্তে যে সকল হুর্গাদি আছে, সে সমস্ত রুষায় মধুর বংশীধ্বনি প্রবণ মাত্রে ধরাশায়া হইবে।

এ কথায় যে আশঙ্কার বিষয় আহে তাহাতে সন্দেহ
নাই। এই আশঙ্কা বশতই বেয়াক্ব থাকে কৌশল
করিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া বন্দা করা হয়, এবং দেশান্তরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়া থানিবেন
এখনও এক একজন আফগান বাসাকে 'গবণর' ইত্যাদি
পদ দিয়া বিশ্বাসভাজন করা হইতেছে। শুনিলাম
ইহাদিগের রপ্তানি কার্যো আফ্গানশ্বানে লোক সংখ্যা
কমাইবার কল্পনা আছে; রবার্ট সাহেবকেও আমি
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন,
বিড়্বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে সরিয়া গেলেন,
আনি তাঁহার কথা ভালো বুঝিতে পারিলাম না।
তবে রশ্বীয় পত্র বাহির হইবার পরে এ সকল হইতেছে ; তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল কারণে আমি বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করি।

সংপ্রতি ভাবনার চোটে এক অভিধান প্রস্তুত করিতে আমি মনোযোগ করিয়াছি। তাহার কিয়-দংশ আপনার নিকট পাঠাই; উৎসাহ পাইলেই সম্পূর্ণ করিব।

আঙ্গো আফ গান অভিধান।

भक - गर्श।

র্ম্ব-শঙ্কা - - ভারতবর্ষকে অবিশাস।

বৈজ্ঞানিক দীমা — রক্তের নদী এবং হাড়ের পাহাড়।

তুর্ভিক — যুদ্ধ।

শক্ত — সদেশ এবং স্বধশ্মের মায়ায় যে প্রাণপণ করে।

मक्क - वन्मी।

দেশাধিকার — দাঁড়াইতে যত ট্কু স্থানের প্রয়ো-জন, মৃত্যু পর্যান্ত দেই পরিমাণ স্থান পদতলস্থ রাখা।

সেনাপতিত্ব — এরূপ ভাবে সৈন্য সংস্থাপন করা, যাহাতে বিপদ্কালে এক দল অন্য দলের সাহায্য করিতে না পারে।

অসভ্য জাতি — যাহাদের সহিত ব্যবহারে সভ্যতার নিয়ম এবং ধর্মের শাসন মানিবার প্রয়োজন থাকে
না, এবং যাহাদের শিল্ল মহিমার অপূর্ব্ব চিহ্নস্বরূপ
অট্টালিকাদি ভগ্ন ও গৃহাদি ভূমিসাৎ করিলে কলঙ্ক
নাই।

शकान(नम्त छेशामन नइती।

বোষাই প্রদেশের গবর্ণর সাছেব বিলাতের মহা-সভার সভা হইবার আকাজ্যায় জাহাজে চডিয়া যাতা করিয়াছেন: ভারতবর্ষে তিনি অনেক কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের সকল দলকেই তিনি সন্তুষ্ট করিতে বরাবর প্রয়াস পাইয়াছেন: এবং চিরকালই এরপ চেফার ফল যাহা হইয়া থাকে, তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে:—তিনি কোনও পক্ষেরই মন রাখিতে পারেন নাই কেইই তাঁহার উপর রাজি নাই। অধিকন্ত বিলাতের রাজনীতি অনুসারে "গোঁডা" এবং "পাতি" নামক যে ছুই জাতি বা দল আছে, তাহার মধ্যে তিনি গোডাদের দলভুক্ত। সেই জন্য ভারত্থাদীর কামনা যে ভাঁহার মনোবাঞ্চা যেন পূর্ণ না হয়, কারণ দংপ্রতি ভারত প্রতিনিধি কলি-কাতায় সভা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে "গোঁডাকে বিশ্বাস করিও না; গোড়ার হাতে সদ্গতির আশা নাই।" বিলাতের বিধাতা পুরুষেরা বলিতেছেন, বোদ্বায়ের গবর্ণরের কামনা নিশ্চিত সিদ্ধ হইবে। অতএব ভারতবর্ষে আশস্কার যথেষ্ট কারণ আছে বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ঘোষজ মহাশয়ও বিলাত রওয়ানা হইয়াছেন; তিনি স্বয়ং সভ্য হইতে পারি-বেন না, কারণ বিলাতের মহাসভার শাস্ত্র অসুসারে ভার তবর্ষ অসভ্য। তবে প্রতিনিধির উপর এই ভার দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি "পাতি" সম্প্রদায়ের পোষ-কতা করিয়া যেন প্রকারান্তরে ভারতের উপকার করেন। ভারতবর্ষের প্রত্যাশা আছে যে, তাঁহার কথায় কাজ হইবে; সেই জন্য সকলেই তাঁহার জয় প্রার্থনা, এবং সিদ্ধি কামনা করিতেছে। পঞ্চানক্ষের আশঙ্কা এই যে, কাঠবিড়ালীর দাগর বন্ধন তেতায়ুগে সম্ভব এবং সত্য হইলেও কলিকালে বুঝি তাহা খাটেনা। এ আশঙ্কা যদি তম্লক না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাবনার কথা বটে।

কিন্তু শুধ্ আশক্ষার কথা বলিয়া ভয় দেখান ভালো নয়; একটা প্রতীকারের পন্থাও দেখাইয়া দেওয়া উচিত। পঞ্চানন্দের উপদেশ মত কাজ করিলে ভারতে প্রতিনিধি মান বাঁচাইয়া মান লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন।

সভ্য ভব্য হইবাল চেফা কলা রখা; জার পরকে সভ্য করিয়া তাহার লালা, কার্য্যোদ্ধারের চেফাও তজ্ঞপ। অতএব সে দব উৎপাত ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে ভারতবর্ধের সঙ্গে বিলাতের একটা নূতন সম্বন্ধ পত্তন হয়, তাহারই উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ কল্প। নৃতন সম্বন্ধ নানা রক্ষ্যের হইতে পারে।

প্রথমতঃ। প্রতিনিধি চেফা করুন, যাহাতে ভারত-বর্ষের পত্তনি কি তদ্রপ অন্য একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া সকল গোলযোগ জন্মের মত চুকিয়া যায়। ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী স্বহস্তে রাখিয়া ইংল্ড যে স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায় করেন ইহা কেইই বিশ্বাদ করিবে না; ছাঁকা ভারতের উপকার করাই—ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য; এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুতর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ পারিশ্রামিক স্বরূপ ইংলণ্ড অল্পস্থল অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন মাত্র। ইহা যদি অবিদ্যাদিত সভ্য হইল ভাহা হইলে একটা পাকা লেখা পড়া করিয়া বংসর বংসর ইংলণ্ডকে মালিকানার টাকা কয়টা পাঠাইয়া দিবার নিষ্ম করিতে পারিলে প্রতিনিধি সকল জালা চুকাইয়া আদিতে পারেন। ইংলণ্ডের ইহাকে আপত্তি না করি-বারই সম্ভাবনা; এ দিকে প্রতিনিধিকে এই বন্দো-বস্তের পুরস্কার স্কর্প ভারতবর্ষের শাসন কর্তৃত্ব পদ এবং যাবজ্জাবন ''খুব বাহাত্বর'' উপাধি দিয়া পুরস্কৃত করা যাইতে পারে।

এক আফগান যুদ্ধের ব্যাপারটা ইহার ভিতর আদিতেছে না বলিয়া নগাঁড়াবা পঞ্চানন্দের প্রস্তাবে বাধা দিতে পাবেন। ফলতঃ আফগান যুদ্ধের সাধটা যদি এতই প্রবল হয় তাহা হইলে পারদ্য উপদাগর পর্যান্ত ইংলণ্ডের দখলে থাকিবার একটা দর্ভ লেখা পাচার ভিতর রাখিয়া দিয়। দে বাধার মপদার করিলেই হইতে পারিবে; এবং শেষ মহাপ্রলয় পর্যান্ত যুদ্ধ করিলেও ভারতবর্ষের এবং তাহার উত্তরাধিকারী-গণের ও স্থলাভিষিক্তগণের তাহাতে কোনও আপত্তি খাঁকিবেক না; আপত্তি করিলে তাহা বাতিল ও

নামঞ্র হইবে এই মর্ম্মে একটা অঙ্গীকার রাখিয়া দিলেই চলিবে। নিতান্তই যদি এরূপ বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে

দ্বিতীয়কঃ। ভারতবর্ষকে উন্নত করা, স্থনীতি পরা-য়ণ করা, সভ্য করা, জ্ঞানী করা এবং ধার্ম্মিক করাই ইংলতের অভিপ্রায় এবং দক্ষর। এমত অবস্থায় খাদ দখল ছাড়িয়া দিলে ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতার প্রতি ব্যাঘাত পড়িতে পারে। এ কথাই যদি প্রতিনিধির দম্মথে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডের খাদ দখল ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। সভ্য হইতে বা উন্নত হইতে ভারতবর্ষের কোনও আপত্তি নাই; ববং সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। যাহা কিছু আপত্তি, দক্ষিণ। निट्छ। ইहाই यनि इहेत. आनाय उह•ीटनत **ভात**. বায় বিধানের ভার এবং জমা থরচ রাখিবার ভার প্রতিনিধি সহত্তে রাখিতে পারিবেন, এবং অন্য যাবদীয় ভার ইংলণ্ডকে এলান করিতে পারিবেন। বোধ হয় এরূপ করিলে উভয় পক্ষেব মনস্তুষ্টি হইবাব সম্ভাবনা। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার পরিচয় দিবার স্রযোগ পাই-বেন বলিয়া ইংলণ্ড এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, এরূপ বিশ্বাদ করা যাইতে পাবে, এদিকে নিজের ক্ষতি না করিয়াও অপরের উপচিকার্য। রত্তি পরিচালনের ক্ষেত্র দেওয়া হইবে জানিয়া ভারত প্রতিনিধিও ইহা স্বীকার कतिरा भातिरवन। कला चरतत कां किया वरनत महिस छाड़ा है रिक है लिए छ यिन दिक क्यू मानदात छात्र মাণতি উথাপন কবেন, তাহা,হইলে

তৃতীয়তঃ। আয় ব্যয় এভূতি রাজস্ব সম্পর্কীয় াবনীয় ক্ষমতা ইংলংকে প্রদান করিয়া ভারত প্রতি-নিধি সমস্ত আইন বাবস্থার অধিকারটা স্বহস্তে বাথি-(तन: अर हे ल ७ वाहेन विक्रम (कान कर्य करितन বা করিবার উদ্যোগ বা উপক্রম কবিলে ভারত প্রতি-নিধির নিকট প্রত্যেক উদ্যোগ ব। উপক্রণমর নিমিত্ত (थभात्र ७ भ० हात माग्रा श्रेरियन, अहे तिश निष्रम করিতে হইবে। এই রূপে উভ্যে উভ্যের হস্তগত থাকিলে কোনও প ই কাহাবও খান্টজনক কাৰ্দ্দান দেখাইতে পারিবেন না, অবচ ডভবেরই কাজ হইতে থাকিবে। ভবে কোনও কোনও বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সরল ভাবের মত ভেদ উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেচ বাজের বেলায় একটা বিভ্রাট ঘটিবার আশকাও কেহ কেহ করিতে পারেন। এমত ক্ষেত্র উপন্থি ১ইটে মানে এনিয়াতে রাধিয়ার যে সকল কন্মচার উপাস্তত থাকিবেন, ভাহা'দগকেই মধ্যক্ষ মানবাব নিষম কল্যা বাপিটেই এ আপাত্তর খণ্ডন হইয়া যাইবে ক্ষিয় মধাস্তঃ করিলে তাঁহাকে কিঞ্জিৎ বৈত্তন সময়ে সন্যে দেওয়া হইবে অথবা একটা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক রুভিত নিয়ম করিয়া তাখিলেও স্তবিধা হইতে পারিবে। রুষিয়ার দহিত ইংলভের যে শক্ত-ভাবের আশঙ্কা আছে এক পনিয়ম করিলে দে আশঙ্কা দুরীস্থৃত হইবার কথা এবং চির্দখাতা বন্ধনেরও উপায় **ছইতে পাবিষে।** ফ'ল কেছ কেছ বলিতে পাবেন

যে যাহার সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাব নাই, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া মধ্যস্থ করা ঘাইতে পারে না। এ প্রকার আপত্তি প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে

চতুর্থতঃ। এই নিয়ম করা পরামর্শ দিন্ধ, যে সংপ্রতি ভারতবর্ষের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ না রাখিয়া ইংলও বিবাদ করিয়াই হউক বা আপোশ বন্দোবস্ত করিয়াই হউক, রুষিয়ার সঙ্গে একটা এধার ওধার করিয়া কেলুন; এবং যত দিন তাহা না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ নিতান্ত অরাক্ষক থাকুক, এমন কি বিদেশবাদা বা বিধন্মাবলম্বা এক প্রাণীও ভারতব্যের ভূমিতে পদার্পণ না করিতে পারে, এমন নিয়ম থাকুক। পশ্চাৎ বিবাদ ভল্পন হইয়া গেলে প্রবিপ্রস্তাবিত মত আচরণ হইবে, অথবা ভারতবর্ষ উচ্ছন্নে গেলেও ইংলও ক্মিন্কালে এক কপদকের কাক্ষও ভারতের জন্য করিবেন না। এই দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে। তবে এ যুক্তি অস্পান্ট এবং অনি-শিত বলিয়া যদি কেছ আপত্তি করেন তাহা হইলে

পঞ্চনতঃ। এখন যে ভাবে চলিতেছে, ইংলও ও ভারতবর্ষে এই ভাব চিরাদিন চলুক তাহার পর—যা থাকে কপালে। প্রতিনিধি মহাশয় স্বনেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক অয় চেফা করিতে থাকুন, এবং ভারতবর্ষের একটা সাধের গলগ্রহ মুচিয়া যাউক। তবে ভারতবর্ষের নাম করিয়া বক্তৃতা করান যে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে

একটা দৈনিক বেতন বন্দোবস্ত করিয়া এক জন বিলাতী কোঁম্বলীকে ওকালত নামা দিয়া রাখিলেই বোধ হয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

যে সকল প্রস্তাব করা গেল তাহাতে প্রতিনিধি স্বাধীন ভাবে সীয় বিশেচনা শক্তি পরিচালন পূর্ব্বক সকল গুলা অথবা যেটা ইচ্ছা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিবেন; এবং ইহাব মধ্যে একটা না একটা প্রস্তাব যে বিলাতে গ্রাহ্য হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যদি টে কাষকটা এস্তাবে প্রতিনিধি মহাশয়ের মন না ৫ ফ তাহ। হইলে তিনি অকুতোভয়ে ইংলওস্থ ' গোঁডা" এবং ''পাতি" উভয় দলকেই বলিতে পারি-বেন যে, মহাসভার ভগ্দশায়, গুক্তব আহার ধৌত করণ কালে এবং বিষয়াভাব হইলে সংবাদ পত্তের কলেবরে তাঁহারা ভারতব্যের নাম গ্রহণ করিলে ভারতবাদী কুণ্ঠিত হইবে না, বর্ণ দাধুবাদ দিতে শশ-वास्त्र थाकिरव: अव १ ६ ५ माज्य भएषा गहात यथन প্রাধান্য এবং প্রবলতা থাকিবে, তাহাকে গালাগালি দিবার জন্য অপর দক্ত রতবার্বর নাম করিয়া ভার-তের বন্ধত্ব কবিবেন ভাষ্ট্রেও তাহাদের মঙ্গল হইবে। ভারতবর্ষের শাস্ত্রে লেখে শাশানে চ যস্তিষ্ঠাত স বান্ধবঃ।" মর্থাৎ ভারতবর্ষের অগ্নি সংস্কার কার্ব্যে অর্থাৎ ভারতকে পোড়াহতে যিনি যত সহায়তা করেন তিনিই তত্তই উৎকৃষ্ট বন্ধ।

প্রতিনিধির মঙ্গল হউক, মাঞ্চেউরের বাণিজ্য অপ্রতিহত হউক, আর ভারতবাদী গোল্লায় বাউক, পঞ্চানন্দ মুক্তকণ্ঠে এই আশীর্কাদ করিতেছেন। ইহাতে কেহ অর্দিক বলে দেও ভালো।

পঞ্চানন্দের পত্র।

পর্ম কল্যাণায়

শ্রীমান্ জারজ ফুেডরিক সামুয়েল রবিন্দন্ মার্কিস্, রিপন্, রেস্তের আরলতো, রিপনের আরল, নক্টনের বৈকৃষ্ঠ গোদরিক, গ্রন্থামের বারণ গ্রন্থাম, বারনেট **
দার্যায় নিরাপদের।

वदम.

ভারতবর্ষ সূরন্ত দেশ, ভূমি শান্ত স্তধার। এথানে যে কেমন করিয়া কি করিবে ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইতেছে।

ভারতবাদী লঙ্কার প্রতিবেশী, কত মায়া জানে, কত কুহক জানে। ভয় দেখাইয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া

^{*} ৰাঙ্গানী ইউলেই যে বাঙ্গ লা বুঝিছে পারিবে, এমন কোনও পাত্রে নাই, বন্ধং বুঝিৰে না এমন ব্যবস্থা পাওয়া যায় ৷ অতএব এই প্রকার অবোধ বাঙ্গানীয় উপকারার্থ এই কয়েক পংক্তির সরল ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে ৷ - George Frederick Samuel Robinson Marquess of Ripon Earl de Grey of Wrest Earl of Ripon, Viscount Goderic of Nocton, Baron Grantham of Grantham and Baronet.

অহরহ তোমাকে ভুলাইয়া ইহারা স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিবে। তুমি নৃতন লোক, পাছে ভয় পাও, পাছে চক্ষু লজ্জা করো, সেই জন্ম তোমাকে কিঞ্ছিৎ রাজনীতি শিখাইতে ইচ্ছা করি। উপদেশ অবহেলা করিও না; করিলে মারা যাইবে।

ভারতবর্ষে এক হিন্দুর মধ্যেই ছত্তিশ জাতি মনুষ্য আছে; ফিরিঙ্গী আছে আরও কত আছে। দকলেরই মন যোগাইতে পারিবে না, কারণ তাহা অসম্ভব। অতএব কাহারও মন যোগাইও না। দকলকে বরং অসম্ভক্ত করিও। তাহাতে অস্ততঃ এই লাভ হইবে যে,পক্ষপাত রূপ মহাপাতকে তোমাকে পতিত হইতে হইবে না।

বৎস, এখানে গোজনান্তরে ভাষা ইহা জানিয়াও যথন অধ্যাপক নোক্ষ গুলরকে না পাঠাইয়া উদারনীতি মহাপুরুষগণ রাজকার্য্য নির্বাহ জন্য তোমাকে পাঠাই য়াছেন, তথন বুঝিতে হইবে যে এখানকার কোনও ভাষার সঙ্গে সংস্রব মাথিলেই ভোমার মহাপাপ। এমন অবস্থায় তোমার উচিত যাহাতে এই ভাষা বাহুল্যের লোপ হয় তৎপক্ষে যত্নপর হও। কথার শাসন করিতে নিতান্ত যদি না পাবো ছাপার শাসন অবশ্য করিবে!

হাতে পয়দা হইলে পুত্র পিতাকে মানে না, উচ্ছ্-ভাল হয়, উচ্ছন্নে যায়। অপত্যনির্বিশেষে প্রকা পালন রাজার অবশ্য কর্ত্ব্য। অতএব ক্লিয়া টেক্স বসাইবে। ছেলে কাঁছুক, কিন্তু আথেরে তাহারই মঙ্গল।

রাজনীতি ঘটিত বিষয়ে ভারতবাদী এথনও শিশু।
শিশুগণ অতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব
যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করিবে। ব্যবস্থাপক দভা
যাহাতে নিত্য নিত্য নূতন আইন প্রদাব করিতে পারেন,
তাহার উপায় করিবে। ছেলের শাদন চাই, কারণ
শিক্ষার মূল শাদন।

ভারতবাসী জানে ছত্রদণ্ডই রাজচিহ্ন; যে দিকে দেখিবে অদভোষের রোদ্র চিন্ চিন্ করিয়া উঠিতেছে কিম্বা নয়নজলের রৃষ্টি পড়িতেছে, দেই দিকে বিলাতী বিক্রমের ছত্র ধরিবে। আর. দণ্ড চ্চোখো, সম্মুখে যাহাকে পাইবে তাহাকেই বনাইবে। ভারতবাসী জানে বসাইলে শাসন হয় সম্মান্ত হয়।

রাজার দয়া চাই। ছই বেলা কিছু দয়ার ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। অতএব মধ্যে মধ্যে যাহাতে ছভিক্ষ হয় তাহার চেন্টা করিবে। দয়া দেখান হইবে, রাজ কর্মচারীদের কার্য্যতৎপরতার পরীক্ষা হইবে, দরিদ্রের সংখ্যা কমিলে দারিদ্রের হ্রাস হইবে—এক গুলিতে হাজার কাক মরিবে।

চারিদিকে নজর রাখিবে, যেন দৃষ্টি বিভ্রম না হয়, খেত কৃষ্ণ একাকার হইখা না যায়।

কাশীরে ছর্ভিক হইয়াছে, অতি অন্যায় কথা। দেখানকার ছতিকে এক একার বন্দোবস্ত এখানকারু ভূর্জিকে অন্য প্রকার; ইহাতে লোকের মনে ছু:থ হয়। কাশ্মারকে এলাকাভুক্ত করিয়া লইবে, সকল জ্বালা চুকিয়া যাইবে।

যেথানে উদ্দেশ্য মহৎ সেথানে উপায়ের জন্য মনে কোরকাপ্ করিবে না ; অর্থাৎ ছর্ভিক্ষে না কুলায় নাই। বাগানটা হাত ছাড়া না হয়।

তোমার পূর্ব্বপুরুষ লিটন বাহাত্বর তোমাকে ধারে ভূবাইয়া গেলেন। ভূমি পাতাল না দেখিয়া ছাড়িও না; ভিনি মুক্তি পাইয়াছেন, ভূমি মুক্তা পাইবে।

বৎস, বদান্যতা দেখাইতে ক্রটি করিও না। ছই
হাতে নক্ষত্র রৃষ্টি করিবে লোকে যদি সরিষার ফুল
দেখে দরবারে ডাকিয়া মিন্ট কথায় তাহাদের ভ্রম
বুঝাইয়া দিবে। ভারতবর্ব জাতিভেদের দেশ, এখানে
উপাধির বড় সম্মান, কারণ, ইহাতে বিধাতার ভুল
সংশোধিত হইবে। যাহারা বিধাতা মানে না,
তাহারা ধাত্রীর ভুল মানে। ফল সমান। **

বৎস, তুমি গুণবান, ধনবান শ্রীমান; আমার উপ-দেশ গ্রহণ করিবে। আমি নিতাত ভরদা করি যে, তুমি মনে রাখিবে ভারতবর্ষ তোমার বিলাদ ভূমি। তুমি পেটের দায়ে এখানে আইদ নাই, তোমার গুণের

 ^{* &#}x27;' ধাই মানী কি ভূগ করেছে, নাড়ী কাটতে লেজ কেটেছে।"
 ভাই নাকি ?

काशासामात्र नन्ती

পুরকার জন্য এ পদ তুমি পাইয়াছ; তোমারই দোষে যেন তোমার শ্রীর লীলায় বিশ্ব বাধা উপস্থিত না হয়, সথের রাজ্যে রং তামাদা ছাড়িবে না। ভারতের রাজত্ব প্রকাণ্ড, তামাদা, ইহা যেন অনুক্ষণ তোমার মনে জাগরুক থাকে।

আশীর্কাদ করি, তুমি আমার উপদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হও; তোমার সোণার দোয়াত কলম হউক; ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর হইয়া হুস্থ শরীরে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অপরকে সথ মিঠাইতে পাঠাইয়া দেও, আপনি স্থী হও। ইতি,

পুনশ্চ।—মাঝে মাঝে যদি এরপ উপদেশের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে পত্র পাঠ পত্র লিখিবে, পাঁচ টাকা দক্ষিণা পাঠাইবে, তোমাকে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব।

পুলিশ আদালত।

শ্রীযুক্ত মাজিধ্রেট উপস্থিত।

গত কলা উপাদ্য শীবুক্ত মাজিট্রেট সাহেব বিচারাদন অবলম্বন করিবামাত্র শীযুক্ত কৌশঁলী স্থতার সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিলেন, যে

''বিচারক হোয়াইট সাহেবের বিরুদ্ধে শমন প্রেরণের আজ্ঞা হয়! উক্ত বিচারক হোয়াইটের উপর আমি ছুই অভিযোগ-করিতে উপদিক হইয়াছি:; প্রথমতঃ নেয়ারণ নামক এক জাহাজী গোরার কাঁসির ছকুম দিয়া উক্ত বিচারক হোয়াইট্ পশুদিণের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারিণী সভার নিয়ম বহিস্ত অতি গহিত কার্য্য করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ দ্বাদশট্য দয়াশীল সাহে-বের তিনি অপবাদ করিয়াছেন

ভজুরে অবিদিত নাই যে, অস্মদেশীয় পণ্ডিতবর ডার্বিন সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে আমরা বানরকুলসভূত। আমি ভরদা করি যে এ বিষয়ে কেহ সংশয় করিবেন না।

এখন প্রশ্ন এই. যে যাহারা দ্বিপদ এবং কথা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই মানুষ কি না ? আমি বলি তাহা কখনই নহে। বানরগণ ক্রমন্ট সভ্য হইয়া মনুষ্য বলিয়া আতা পরিচয় দিয়া থাকে ইহা আমি অস্বীকার করি না। আমি মকুষ্য, হুজুর মকুষ্য, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ দন্দেহ নাই; কারণ আমরা গাছে উঠি না গাছের ডাল কাটিয়া আসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর উপবেশন করি। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কি বলা যাইবে—হা, তাহার সম্বন্ধে—যে গাছের অভাবে मीर्घ मोर्च जाराष्ट्रत भाखाल व्यवनौलाक्तरम, निर्चाय দদা দৰ্বদা উঠিয়া থাকে ? তাহাকে কি মনে করিতে হইবে, যে অতি সামান্য মানুষ, নিতান্ত ছোট লোক কালো পাহারাওলার কথা বার্ত্তা, এমন কি ইঙ্গিত ইসারা পর্যান্ত বুঝিতে, পারে নাং দে দ্বিপদ হুইতে

পারে, সে সোজা হাঁটিয়া—(যথন সজ্ঞানে থাকে)— যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে, সে মামুৰ হইবে ইহা কদাচই নহে। সেবানর, অবশ্যই বানর, দশ হাজারবার বানর!

মনে রাখিতে হইবে—যে হেতু ইহা আমার তর্ক সোপানের এক প্রধান ধাপ-মনে রাখিতে হইবে যে, বানর শব্দের অর্থই কখনও নর, কখনও বা নর নছে। আমি বলি,—আর এ বিষয়ে আমি ভ্জুরের সবিশেষ মনোযোগ আমন্ত্রণ করিতে ভিকা করি,—আমি বলি যে, নেয়ারণ যথন দঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিত, মদ্যপান করিত, তথন সে নর : নেয়ারণ যথন আমোদ নিরত একতম সঙ্গীকে ফাঁফরে ফেলিয়া চলিয়া গেল, তথন দে বানর। আবার নেয়ারণ যথন জাহাজে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল, যখন এক জনের নিকট ছুরী চাহিয়া লইল, ভখন দে নর: কিন্তু আবার যখন একটা কালো কদাকার মনুষ্য পাহারাওয়ালা দেখিয়া তাহার ক্ষমে আঘাত করিল, তাহার গলদেশ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিল, তথন দে কখনই নর নহে, অবশ্যই বানর।

বানর, বিকল্পে নর। যখন ইচ্ছা তখন নর।
বদেশীয় বা বজাতীয়ের সহিত নেয়ারণের কেমন
সন্তাব! কত উত্তম কত প্রশংসনীয় ব্যবহার! কি
উদার চরিত্র! তখন নেয়ারণ ইচ্ছা করিয়াছিল, অত্তব
বর; কিন্তু যখন তাহার নুরত্ব রাখিতে ইচ্ছা বাই

ভশবও কি ভাছাকে নর হইতেই হইবে ? মুহুর্ত্তের
নিমিত্ত এরপে অভিমতির ফলাফলটা চিন্তা করিয়া
দেখুন, তাহার পরে বলুন, তখন ও কি সে নর ?
কখনই না ! তখন সে অবশ্যই বানর । যাহার যাহাতে
ইচ্ছা নাই, তাহাকে তাহা বলপূর্বেক করাইলে ও সে
কার্য্যের জন্য সে দায়ী হইতে পারে না । সে হিসাবেও সে বানর । নতুবা কি ভয়কর অনিষ্ট, কি
ঘোরতর অত্যাচারই হইয়া উঠিবে ?

ইহা ভাবিতেও আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, আমার লোমগণ প্রাস্থোপরি দণ্ডায়মান হইতেছে। অতএব আমি বিনয় সহকারে, অথচ দৃঢ়তার সহিত বলি, যে নেয়ারণ বানর; মনুষ্য, কদাচই নহে। আমি ভরসা করি, এ পক্ষে হজুরকে আমি সস্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি।

তবে এখন দেখিতে হইবে যে, বানর পশু কি না ?
আমার বােধ হয়, এতৎসম্বন্ধে তর্ক করা বাহুল্য মাত্র।
বানর যদি পশু না হয়, তাহা হইলে আমি নাচার,
নেহাত মারা যাই। বানর অবশ্যই পশু। স্করাং
নেয়ারণ যে পশু, ইছা স্বতঃসিদ্ধ।

হউক স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি ইহার প্রমাণ আছে।
ভাষশটী ভদ্রলোক অকাতরে অকপটে, ধর্মকে সাক্ষী
করিয়া ঐ বিচারক হোয়াইটের মুখের উপর বলিয়াভিলেন যে, নেয়ারণ ব্ঝিয়া স্থায়া, মতলব হাঁলিয়া,
ভাষি ভাবিয়া পাহারাওলাকে, মারে নাই। ভবে আর

চাই কি ? যে জীব এ প্রকারে কাজ করে, সে কি পশু নহে ? এই আমি দণ্ডায়মান হইলাম ; কে বলিবে বলুক, যে পশু নয়, অন্য কোনও জীব ? হজুর ! বারংবার কি বলিব, নেয়ারণ যদি পশু না হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই পশু।

এ হেন নেয়ারণের ফাঁসির ত্কুম ! গলদেশে রজু বন্ধন পূর্ব্বক লম্বিত করিবার আদেশ ! যতক্ষণ প্রাণান্ত না হয় ততক্ষণ পর্যান্ত ঝোলাইয়া রাখিবার ছকুম! ইহা যদি পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা না হয়, তাহা হইলে निर्श्व तका काहारक वरल, व्यामि जानि ना। निर्श्व तका ? এত নিষ্ঠুরভার বাপান্ত। হৃদয়, বিদীর্ণ হও। শিরা, ছিম হও! ধমনী, ফাটিয়া যাও! অনর্গল রক্ত পড়ুক, আমার মনের জ্বালা যাউক! নেয়ারণের ফাঁসি!! পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা ! ভার্বিন আমাদের ক্লাচার্য্য, ভার্বিন্কে আমরা মান্য করি কালো ভারতবাদীর পৃথক্ কুলা-চার্য্য আছে, ভাবিনের কথা ভারতবাদী আহ্য করে না; তবে কি এই ভারতবাদীর চক্ষের উপর আখাদের কুলাচার্য্যের কথা আমরাই মিথ্যা বলিয়া রটনা করিব ? व्याभिन कि हेशार्क मात्र मिर्टन ? कथनहे ना ! यमि স্বজাতির প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি স্বদেশের গৌরব অসুর্গ রাখিতে বাসনা থাকে, যদি দয়া, সরলভা, मछानिष्ठात यानवर्षानत देखा थाक, जाहा इहेरन के केकामन इरेटि इक्ट्र शायना कक्रम (व, विद्वातक **८**च्छाइरेहे क्लाकात, ब्रिडाबक दशत्राहेहे निक नाटम

কলক্ষ দিয়াছে, দে হোয়াইট্নহে, ব্লাকদ্য ব্লাক্ ! শমন ভিন্ন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত নাই।

অতঃপর সংক্ষেপে আমার দিতীয় অভিযোগের উল্লেখ করা আবশ্যক। একটা আধটা নয়, দাদশটা ভদ্রলোক; দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ, সাধু! এই বাদশটা সমবেত স্বরে বলিলেন, যে নেয়ারণ নির্চ্চ রতার পাত্র নহে, দয়ার পাত্র বিচারক হোয়াইট সে কথা অগ্রাহ্য করিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি বলিলেন যে নেয়ারণ পশু হউক আর না হউক, এই দাদশটা ভদ্রলোক স্বলাতি পক্ষপাতী হইয়া দয়ার জন্য উপরোধ করি-য়াছেন।

এখন, হজুর বিচার করুন, হোয়াইট্ ইহাঁদের
অপবাদ করিলেন কি না ? যদি তাঁহার এইরপ অভিপ্রায় হয়, যে নেয়ারণ মনুষ্য, অভএব দয়ার পাত্র
নহে, তাহা হইলে ঘাদশটী ভদ্রলোককে নিল্যাবাদী
বলা হয়। মিথ্যাবাদী বলা ভয়ানক অপবাদ ! তার
যদি বলেন, নেয়ারণ পশু হইলেও দয়ার পাত্র নহে,
ঘাদশের স্বজাতি পক্ষপাতের জ্ন্য দয়ার কথা উত্থাপন
করা হইয়াছে, তাহা হইলে এ ঘাদশটীকে পশু বলা
হইয়াছে। সে দিকেও অপবাদ।

এই আমার ছই শিঙ্; যেটা ইচ্ছা হোরাইট্ অবশ্যন করিতে পারেন; কিন্তু অপবাদের দায় এড়াইতে পারিতেছেন না।

आपि किकामा कति ह्हाशाहे स्था तत्न, अहे

দ্বাদশটী মিথ্যাবাদী না পশু ? উত্তরের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি।

উপদংহারে আমার প্রার্থনার পুনুরুক্তি করিয়া, হোয়াইটের উপর শমন প্রেরণের আদেশ ভিক্ষা করিয়া আমার কান্টাদন আশ্রয় করিতেছি। আশা আছে, ভরদা আছে, সাহদ আছে, যে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

মাজিষ্ট্রেট দাহেব অনেকক্ষণ পর্যান্ত চিন্তা করিয়া ও স্বায় জ্রোড়কুক্রের সহিত বিস্তর পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে বিবেচনা পূর্ব্বক আগামী এজলাশে উচিত আদেশ করিবেন।

আদালতে এ প্রকার জনতা হইয়াছিল, যে তিলধারণের স্থান ও ছিলইনা; ঠেলাঠেলিতে তিনটা
কালা-আদমির প্রীহা ফাটিয়া স্থানটা নিতান্ত অপরিষ্কার
হইয়া উঠিয়াছিল। মিউনিসিপেল সিমানার ভিতর
এরপ ময়লা করার নিমিত প্রীহা ফাটাদের আজ্বায়গণের উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইবার ত্রুষ
হইবার পর, আদালত অন্যান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ
করিলেন।

देवर्रको आनाम।

(भक्षांनरमव देवठेकथानात्र वात्रमव खदवम ।)

পঞা। আহ্ব, আহ্ব। বড় সোভাগ্য, ভাগো করে' বহুব বা ? বাবু। থাক্, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমরা বেস বসেছি।

পঞা। কি মনে করে' আদা হয়েছে?

বারু। কিছুঁ ভিকা কর্তে আদি নি, অমনি দেখা সাক্ষাৎ কর্তে আদা।

পঞা। ভালো ভালো। আপনার নাম ?

১ম বা। কার্ড গোসিয়ে দিয়েছি।

পঞা। সে কেমন ? বুঝ্তে পার'লাম না যে ?

১ম বা। বুঝ্তে পার্'লেন না ? হোঃ হোঃ

হোঃ হোঃ—

পঞা। ভয় কি বাবু, এখানে কোনও বেটা আস্তে পার্বে না, আপনি নির্ভয়ে নাম বলুন।

১ম বা। ভালো গ্রহতে পড়্'লুম এদে, দেখ্ছি। আমার নাম স্থদর্শন ঘোষাল এম্, এ,।

পঞা। এইন কর্লেন বে ? যাক্ আপনার পিতার নাম ?

১ম বা। মাফ্ কর্'বেন ভদ্রলোক মন্ করে' দেখা কর্'তে এসেছি, কুলজী আওড়াতে আদিনি।

[विकाठीय छायात्र वातूरमत्र किथिए करथानकथन ।]

১ম বা। গ্লাভ্ফৌন্ এবার থুব আড়ে হাতে লেগেছে, বোধ হয় মিনিব্রী বদল না হয়ে' যায় না। আপনি কি বিবেচনা করেন ?

. अशा (म आवात कि.?

১ম বা। চমৎকার! সে আবার কি, বল্লেন? সেই ত দর্বস্ব।—আমাদের রাজা কে জানেন?

भक्षा। (कन, हेश्दर ।

১ম বা। তবু ভালো! আচ্ছা, কমন করে' ইংলভে রাজ্য চলে, তা' জানেন ?

পঞা। দরকার?

১ম বা। আশ্চধ্য ! এই উনবিংশ শতাকার শেষে, এই স্থাকিত বাঙ্গালার সমাজে থেকে, এ কথা জানেন না ! আর জেনে কি দরকার তাও জানেন না !—শুমুন তবে; মিনিধ্রী যদি বদল হয়, আনাদের অনেক তুংথের লাঘব হ'বে।

পঞা। সে কি ? ইংরেজদের রাজ্য থাক্বে না ?

১ম বা । আমোদ মন্দ নয়।—তা' থাক্'বে বৈ

কি ? কেবল মন্ত্রা আর কম্মচারা—এই সব নৃত্র

হ'বে ।

পঞা। নূতন ঘা'র। হ'বে, তা'র। বুঝি ইংরেজ নয়?

>म वा। (हाल्लम्!

(शूनण्ड वाव्रापद बरवाधा कर्थाशकथन ।)

পঞা। আপনারা দেখ্ছি অনেক খবর রাখেন, বিস্তর জানেন শোনেন, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞানা করি—বাঙ্গালায় কত লোকের বাদ ?

ऽम वा। ७७ मिलियन्, कि अटे तकम कछ र'ति।

পঞা। সে কত ? (বাবুর ওষ্ঠাধর কম্পিত)
আছা, এদের মধ্যে ইংরেজা লেখা পড়া জানে কত
লোক ? বাঙ্গালা লেখা পড়াই বা কত লোকে জানে ?
(বাবু নীরব) আমাদের একটু বড় গোছের চাষ কর্'বার ইচ্ছা আছে, খুব বেশী পরিমাণে পতিত জমি
কোন্ জেলায় পাওয়া যেতে পারে, বল্তে পারেন ?
(বাবু নীরব) ধানা জমার আবাদ বাড়ছে, কম্ছে, না
সমান আছে ? (নারব) গত পাঁচে বছরের মধ্যে
কোন্বার কত ধান জন্মছে, বল্তে পারেন ?

১ম বা। এ সব সামান্য কথা বোধ হয় রিপোর্ট দেখ'লেই জান্তে পার্বেন।

পঞা। বাঙ্গালায় পাওয়া যায় ?

১ম বা। কৈ তা' বল্তে পারি নে; বোধ হয় বাঙ্গালায় পাওয়া যায় ন । পড়বে কে?

পঞা। বাঙ্গালায় হ'লে সকলেই পড়্তে পারে, আপনারা পারেন, আমবা পারি—

্ম বা (ঈষৎ হাসিয়া) বাঙ্গালা কি ভদ্র লোকে পড়ে ?

शका। मनत्राधः

১ম বা। সময় নইট; বাঙ্গালার আছে কি, যে পড়বে?

शका। जत (नर्यन ना तकन ?

১ম বা। (ঘড়ি খুলিয়া) আজ্কে একটু বরাত আছে। আবার দেখা হ'বে। পঞা। আপনাদের, সঙ্গে আলাপ করে' হথী হ'লাম। অনুগ্রহ করে' মধ্যে মধ্যে বেড়াতে আদুবৈন।

(নিজ্বস্থ)

কাবুলক সংবাদদাতার পত্র। শ্রীচরণ কমলেরু,

দেশে ফিরিয়া বাইবার জন্য পূর্ব্ব পত্রে অনুমতি চাহিয়াছিলাম। কিন্তু মাজ্ঞাপত্র বা তাড়িতবার্তা কিছুই না পাইয়া মন বড় উরিয় হইয়াছেল। কাবুলারা যে রকম অবান্মিক এবং হুক্টপ্রকৃতি, তাহাতে অনুমান হয় যে তাহারা ডাক মারিয়াছে এবং তার কাটিয়া দিয়াছে; নহিলে আপনার মত দয়াশাল লোকে ক্রমণ্ড আড়ুনাড়া হাতের ভাত ব্যঞ্জন খাইবার সাধে বাধা দিবেন ইহা কেছু: তই সম্ভব নহে। ফলে স্পাই ক্রা বলাই ভালো, আপান নিষেব করিলেও আর আমি কাবুলে থাকিতাম না। কেন থাকিতাম না, তাহা বলিতেছি।

প্রথমতঃ কাবুলাদের মত মুর্থ লোক পৃথিবীতে আর নাই। মুর্থ লোকে ানজের ভালে। বোঝে না, কাবুলারাও বোঝে না; দেই জন্ম ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, দেখুন বলি রাজা মুর্থেরই ভয়ে সর্পের বাসনা তাগে করিয়াছিলেন। ইংরেজ অভি স্মভা স্পণ্ডিত এবং স্টাচারা জাতি, বাশারায়

আসিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া ইহারা যে যে উপকার क्रियार्ছ— है रदर्भ উপকারের কথা বলিতেছি না. আমাদের উপকার যাহা করিয়াছেন—তাহা প্রাণ থাকিতে কেহ' ভুলিবে না। কাবুলীরা উপকারের কথায় আমল দেয়না: কেবল বলে, যে ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া আমাদের উপকার করিলেও আমরা লইতে চাহি না, সাধ্যপক্ষে অপকার করিতেও िक्त ना। कित्व ना—ज्ञत्व मत्ता! त्यमन क्रव्यक्ति, শাস্তিও হইতেছে। আর, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী— এসব কথার মানেই ত আমি বুঝিতে পারি না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর দকলই স্থষ্টি করিয়াছেন, স্থতরাং মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি; ইহার আবার ভিন্ন জাতি কি? কাবুলারা এমনই মূর্থ যে 'চারুপাচ' পর্য্যন্ত ইহাদের পড়া নাই, চারুপাঠে মানব জাতির কথা অনেক বার লেখা আছে। তদ্ভিম পৃথিবা **দমস্তই** এক; এক মাটা, এক জল, এক দকলই। তবে আবার ভিন্ন দেশ কি ? হায়! ইহাদের ইহকাল ত **८गलरे.** পরকালে পরিণামে ইহাদের কি হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমার হৃদয় শোক-দাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কাবুলবাদাগণ! এখনও তোমরা অনুতাপ করো. এখনও পাপচিন্ত। হইতে বিরত হও, এখনও ক্ষা-প্রার্থনা কর, অবশ্যই মঙ্গল হইবে। যে হেতু অনু-তাপই প্রায়শ্চিত, প্রায়শ্চিতই স্বর্গের দার। বাস্তবিক. আর আমি কাবুলে আদিতে ইচ্ছা করি না; ভবে যদি

ৰী শুর ছোট ভাই, সিদ্ধার্থের হাড়ি-ফেলা-জ্ঞাতি, চৈত-ন্যের খুড়া সেনজা মহাশয় কাবুলে পদার্পণ করিয়া, কাবুলীদিগকে স্বার্থপরতা, বিষয়ীর ভাব, এবং প্রান্ত স্বদেশ আদির বোধ ভুলাইতে পারেন, আমারও সঙ্কল্প তাহা হইলে টলিতে পারে।

দিতীয়তঃ কাবুলের সমস্ত ব্যাপার এখন এক ঘেয়ে গোছ হইয়া পডিয়াছে, রকমওয়ারি না থাকিলে মজা নাই. বিবরণ লিখিয়াও স্থথ নাই। ঐ কৃষিয়া এল,— ঐ আমীর তাহাব দঙ্গে পরামর্শ করিল, - ঐ যুদ্ধের আয়োজন করিল—ঐ আজু মারামারি—ঐ ওথানে কাটাকাটি—ইহা ছাড়া নূতন কথা কিছুই নাই। তা একটা কথা ভাঙ্গচুর করিয়া বাড়ী বদিয়াই লেখা যায়; তবে আর বাদা থরচ করিয়া, রাম বাবণ উভয়ের ভয়ে দশঙ্কিত হইয়া, প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন টা কি ? তাহার উপর আগাণোড়া কথার ঠিক রাখিয়া পত্ত লেখা খুৰ সহ্ছ ব্যাপার মনে করি-বেন না : কারণ নানা মূনির নানা মত। কাবুলীদের উপর অত্যাচারের কথা লইয়া যে প্রকার বাদ বিদম্বাদ হইতেছে তাহাতে না হা যাহাই বলিব তাহাতেই সর্বনাশ। দোহাই ধণ্টের আমি ইহার কিছুই জানি ना, मांजानी क्रम (लाकरक काँनि (म अया इरेग्नार्फ विल-লেও আমার স্বস্তি, সাত শ ফাঁসি হইয়াছে, তাহাতেও স্বস্তি, মোটে ২য় নাই, তাও স্বস্তি। ভগবান্রকা क्रियाहिन एव द्वानु • शाक माद्रीद क्रियाहिन देशा

লিখিয়া ফেলি নাই। তবে বুক ঠুকিয়া এই ফাঁসির
সম্বন্ধে এক কথা আমি বলিতে পারি; যাহাদের ফাঁসি
হইয়াছে, ইংরেজ যদি এ যাত্রা কাবুলে শুভাগমন না
করিতেন, তাহা হইলেও সে লোক কটার ফাঁসি
হইত। নিতান্ত পক্ষে ফাঁসি না হইলেও তাহারা
গলায় দড়ি দিয়াও মরিত। যাহার যাহা কপালে লেখা
আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে; মানুষ কেবল নিমিত্তের
ভাগী। সমস্ত নিয়ত্ আর কিছুই নয়. নিয়ত্। তবে
আর অত্যাচারের কথা ওঠে কিনে, তাই ত বুবাতে
পারি না। যুদ্ধ হইতেছে, সে নিয়তের লেখা, টাকা খবচ
হইতেছে নিয়তের লেখা, লোক মরিতেছে, নিয়তের
লেখা, ইহা যে না মানে, সে নেহাত অব্যক্ষণ—সে

তৃতীয়তঃ শর্করকন্স—(রাঙ্গা আলুকেও শর্করকন্দ বলে, এ তাহা নয়, জায়গার নাম)— রেলওয়ে প্রস্তুত; শ্বতরাং এখন আর কাবুলে থাকিবার প্রয়োজন নাই, থাকাটা যুক্তিদিদ্ধও নয়। প্রয়োজন নাই, কেন না, আপনার যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই এই রেলওয়ের কল্যাণে লোক গাড়ীতে হউক, মাল গাড়ীতে হউক, ডাক গাড়ীতে হউক, আমাকে বস্তাবন্ধী করিয়া আবার চালান দিতে পারিবেন, আমিও দঙ্গে দঙ্গেরত গাড়ীতে খবর পাঠাইতে পারিব। কাবুলে থাকা যুক্তিদিদ্ধ নয়, কারণ লিটন বাহাছর পরমেশ্রকে দাক্ষী করিয়া বলিয়াছেন যে কৃষিয়া অপ্রসর হইয়া আসিতেছে; তিনি কৃষিয়াদ্দ নাম করেন নাই বটে, কিন্তু বলিয়াছেন "That despotic and aggressive military Power which has for years been steadily advancing to her (i. c. that of the Indian Empire) gates" "বহু বৎসর ব্যাপিয়া রোক করিয়া যে অত্যা-চারপরায়ণ এবং আক্রমরত সৈনিকশক্তি ভারতসান্তা-জ্যের দারাভিমুখে অপ্রসর হইতেছে।" আমি ক্রীণজীবী বাঙ্গালী, বলুন দেখি আমার কি পশ্চাৎসর হওয়া উচিত নহে। আর লিটন বাহান্তরের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাবুলে না আসিয়াও হয় ত কাণ্ড কারখানা অনেক দেখা যাইবে। হা ভগবান! আবার কি "চর্চ্চ চর্চ্চ উডেন্ চর্চ্চ" শিথিয়া টাকা রোজকার করিতে হইবে!

চতুর্থন্তঃ আমার মনে বড় ছঃখ হইয়াছে; সংবাদ পাইয়াছি যে কেহ কেহ আমার পত্রে যে দকল কথা লেখা থাকে তাহা দত্য বলিয়া বিশ্বাদ করে না, এমন কি কেঁহ কেহ আমার কাবুলে আদা পর্য্যন্ত বিশ্বাদ করে না। এ ছঃখে আর কি কাবুলে থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে জিজ্ঞাদা করি, যাহারা এ কথা বলে, তাহারা কি কাবুলে আদিয়া আমাকে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে? তবে বাপু কেন? সংবাদ পত্রের নীতি, রাজত্বের নীতি এ দকল বোঝো না অথচ গোল কর কেন?

विरम्प अप्नारकरे थायु, आवात एमरमा कितिया

আইসে; কিন্তু শুদ্ধ সেই কথা বলিবার জন্য লম্বা চৌড়া একথানা পত্র লেখা ভালো দেখায় না। অন্ততঃ কেবল সেই কথা লিখিয়া ক্ষান্ত হওয়াটা কখনই ভালো নয়। সেই জন্য পথে যাহা দেখিয়াছি কি শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে এক জায়গার রভান্ত এবার লেখা যাইতেছে। জায়গাটার নাম বৈদ্যনাথ ওরফে দেওদর।

বেলা ৯ টার সময়ে বৈদ্যােথের স্টেশনে ভ্রমণ ভঙ্গ कतिलाम व्यर्शा (तत्त्र गाडी (यत्क नामिलाम। মাটীতে পা দিতে না দিতে একজন আদিয়া আমাকে বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা কহিয়া জিজ্ঞাদা করিল-'বাব আপনি কি বৈদ্যনাথ দর্শন করিতে যাবেন ?" আমি বলিলাম হাঁ : তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি আসিয়া আৰার ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞানা করিল, তাহাকেও বলিলাম হাঁ: আরও লোক আসিয়া, জিজ্ঞানা করিল, সেই এক উত্তর পাইল। সকলেই আমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র। তথন আমার মনে ছইল যে আমি যে পঞ্চানন্দের কাবুলস্থ সংবাদদাতা তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, নহিলে এত আদর যত্ন কেন ? আবার মনে করিলাম ভাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, তবে আমি যে একজন প্রতিভা-শালী ব্যক্তি তাহা নাকি আমার চেহারা দেখিলেই জানা যায় (আমি অনেক বার আশীতে আমার মুখ দেখিয়া এটা টের পাইয়াজি) তাই ইহারা বুঝিতে

পারিয়া এ প্রকার করিতেছে। তথন একটু চিত্তপ্র**সা**দ আপনা আপনি হইল, মনে হইল, যে ধরাতলে আমার জন্মগ্রহণ দার্থক, তুর্ল ভ মানব জন্মে আমার মত ব্যক্তি আরও তুর্বভ। আহলাদের দঙ্গে অহঙ্কার, দেই দঙ্গে একটু অভিমান মিশিয়া আমার হৃদয়-জলধি ওতপ্রোত হইতেছে, চক্ষুদ্বয়ের কোণ দিয়া জ্যোতিষ্কণা নিৰ্গত হইতেছে, গ্রীবা একটু স্ফাত, একটু বঙ্কিম, হইয়াছে— এমন সময়ে এই ভাবে একবারে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি—ও মা! গাড়ী হইতে যে নামিতেছে, তাহারই এত দম্মান, এইরূপ অভার্থনা—কাহারই আদর কম নয়! কি অধঃপাত! কি দর্পহরণ! হঃখ **७ रहेलहे, ल**ञ्जा रहेल, এक हूं त्रागंख रहेल। **या**त्र দেখানে না দাঁড়াইয়া ফেশনের বাহিরে আদিয়া এক-খানি এক। লইয়া দেওঘর যাত্রা করিলাম। পাল্কি পাওয়া যায়, রাগে লইলাম না: গরুর গাড়া পাওয়া যায় লজ্জায় লইতে পারিলামুনা। মনের ছঃথে একায় চড়িয়া শরারের দব কয় খানি ছাড় কেন এক চাঁই হইবে না ইহাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম।

মানুষের তুর্গতি আরম্ভ হইলে পদে পদে অপমান ঘটে; আমার অহঙ্কার, তাহার পরে লজ্জা হইরাছে, এটা 'বোধ হয় দকলেই টের পাইরাছিল; নতুবা একটা লোক আমার পাছে পাছে ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দেড়িবে কেন। তামাদা করিতেছি না, দত্তা দত্তাই ঢাক বাজাইতে বাজাইতে একজন

দৌড়িতেছিল। এই হুঃখের অবস্থায় একার গাড়ো-য়ান আমার কোলে বসিয়া রাধাশ্যামের প্রণয় ধরিয়া দিল। লোকটা রসিক বটে, কিন্তু তাহার রসিকতায় আমার সর্বাঙ্গ জুলিয়া যাইতে লাগিল। অথচ তাহার সঙ্গ ছাড়িবারও উপায় ছिল ना। उथन अमनहे घूना इहेल ८ एतथारन यनि দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে একা इहेट नाभिया शृथिवीटक विधा विनीर्ग इहेट विनाम, এবং বিদীর্ণ হইলে ধর্ণীগর্ভে প্রবেশ করিতাম। যাহা হউক নিরুপায় হইয়া দেই বিট্লে ঢাকীকে কিঞ্চিৎ घून् निया कां उ कतिलाम এवः किता है या निनाम। অহম্বার অন্যায়, ইহা ফাকার করি, কিন্তু এত লঘু পাপে এরপ গুরুদন্তও অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে দেখিতে পাই লাম যে আমার চতুর্দিকেই পাহাড়গুলা ঘাড় উঁচু করিয়া আমার দিকে রুক্ষ দৃষ্টি করিতেছে। পরে বুঝিয়াছি যে দেটা পাহাড়ের স্বভাব, আয়ার জন্য বিশেষ করিয়া কিছু করে নাই। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, তুঃথের দশায় মানুষের স্বভাবতই এইরূপ মনে इम्र (य मकलई दूबि जाशांदक रिवेकातो कतियांत अना চলা ফেরা করিতেছে, তদ্তিন্ন অন্য কোনও কর্ম্ম তাহার नारे।

८५ ठचरत त्नी ছिटल उत्त भागात प्रः त्थत अवमान इहेन; भागात प्रथ हहेल। त्रवार्छे मारहरहे हछेन, প্রেশ কমিশনরই হউন আর লাট সাহেবই হউন, বোধ
হয় কেহ আমার জন্য তারে খবর পাঠাইয়া থাকিবেন;
কারণ দেওঘরের প্রধান প্রধান কর্মাচারী—ডিপুটী
মেজেইন, ডাক্তর, স্কুলের মান্টার প্রভৃতি—এবং যে
সকল বাঙ্গালী সেখানে ভ্রমণ বা আব হাওয়া পরিবর্তন
করিতে আসিয়াছেন, সকলেই খুব ধুমধামের সহিত
আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন; এবং আমার স্থথ স্চহলতা সংসাধন বিষয়ে তৎপর হইলেন। বাস্তবিক মান্য
ব্যক্তির উপযুক্ত সমাদর করা সকলেরই কর্তব্য, বরং
না করিলে প্রত্যবায় আছে। আমি এই সকল ব্যক্তির
ব্যবহারে পরিত্তই হইয়াছি। যদিও ইইারো কর্তব্য
কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র, তথাপি ইহাদের প্রতি
প্রতি প্রকাশ করিতে আমার হিধা হইতেছে না।

দেওঘর অতি কুদ্র স্থান, কিন্তু দেখিলাম এই ছধের বাটাতেই এক তুফান হইতেছে। তাহার বিব-রণটা লিখি।

দেওঘরে কিঞ্চিৎ শিবমূর্ত্তি আছে; কিঞ্চিৎ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শিবমূর্ত্তি বৃড় জাের আট আঙ্গুলের বেশা উঁচু নহে। কিন্তু এই আট আঙ্গুল শিবের পদার হাইকার্টের বড় বড় কােঁ স্থলা হইতে বেশা। শিবের মক্লেদের কর্মাথী এবং যাতা বলে।

এখন গত এপিঞ্মার সময়ে এখানে বিস্তর যাত্রী আসিয়াছিল; চিরদিনই আসিয়া থাকে, এবারও আসি-য়াছিল। তবে অন্যান্য বৃৎদর থাকিবার স্থানের ভাবনা থাকে না, এবারে থাকিবার স্থান পায় নাই।
সরকার বাহাত্বর ভুকুম দিয়াছেন যে কাহার বাড়িতে
কত যাত্রী থাকিতে পাইবে, সরকার হইতে তাহার
নিয়ম করিয়া দেওয়া হইবে। আর কফ স্বীকার
করিয়া এই নিয়ম করিতে হইবে বলিয়া বাড়ীওয়ালাদের কাছে কিছু কিছু দক্ষিণা পাইবেন বা লইবেন।

এরপ নিয়ম করা অতি দক্ষতই বলিতে হইবে; কারণ আইন বিরুদ্ধ জনতা নিবারণ করা অবশ্য कर्द्धता । याखोरनत मकरलबरे छएनगा अक. श्रुकशः তাহাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেই শান্তি ভঙ্গ, এমন কি রাজ বিপ্লব প্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কয়-জন লোক একতা থাকিতে পারিবে, ইহার নিয়ম করিয়া দিলে এ মাশস্কার অনেকটা প্রতাকার হইতে পারে। মনে করুন, যেন একটা স্থানে ৬ জন লোক থাকিবার অনুমতি আছে ; এক দল যাত্রীর মধ্যে এক-জন পিতামহী, একজন মাতামহা, তুই মার্মা, এক পিস্-जूटा ভिंगनी, जात এक तो, जात तिरे तोत्यत **(कारल आ**ড़ाই वरमात्रत अक (मारा: अथम अह মেয়েটা নিয়মিত সংখ্যার উপর হওয়াতে ভাহাকে স্থানান্তরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই এ দলের ছারা কোনও অনিফ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না কারণ তাহারা শিশুর চিন্তায় অন্যমনক্ষ থাকিলেই बारकात अनिके ८०को कविवात अवकान भारेरन ना। इश्यत विषय এই यে विमानात्वत त्राक्तास्त्री লোকগুলা এ নিয়মের বশীভূত হইতে স্বীকার করে
নাই; এবং অনুমতি লইয়া বাদা দেওয়া দূরে থাকুক,
অনুমতিও লয় নাই, বাদাও দেয় নাই। এখন প্রীপঞ্চনীব সময়ে খুব রৃষ্টি হইয়াছিল, শীতওঁ কিছু ভয়ানক
গোছের হইয়াছিল। হুফ প্রকৃতি লোক সকল.এই
স্থযোগ পাইয়া সরকার বাহাহুরের আইনের জন্যও
এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে এই বলিয়া তারে খবর,
দরখান্ত, ইত্যাদি নানারকমে এক হুল স্থারস্ক
করিয়া দিল। ইহারা রটনা করিয়া দিল যে বিশুর
লোক শীত রৃষ্টিতে মারা গিয়াছে, সরকার বাহাহুর
আইন করাতে এবং আশ্রম না দেওয়াতে এইটী হইল।

সরকারের পক্ষ হইতে ডিপুটা বাবু বলেন যে যাত্রীদের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল এবং কেছই মরে নাই।
এখন এই মরা না মরার তদন্ত হইতেছে, এ দিকে
আইনেতে কতকটা অপরাধী বিবেচনা করিয়া সরকার
বাহাত্র আইনকে আপাততঃ সম্পত্ত করিয়াছেন
বিশিয়া শোনা ঘাইতেছে।

তদন্তের ফল যাহাই হউক আমার বিবেচনায় যাত্রী
মরা না মরা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কথাই প্রকৃত। এক
জন লোকও ষোল আনা মরে নাই, ইহা হইতে পারে
কিন্তু মনে করুন পাঁচণ লোক যদি আদমরা হইয়া
থাকে, তাহা হইলে আড়াইণ লোক মরিয়াছে বলিলে
দোষ কি! তবে আইনের দেষ কিছুতেই দেওয়া
ঘাইতে পারে না; কারণ শীত র্ষ্টি দৈবাধীন কার্যা,

আইনের দ্বারা কিছু শীত রৃষ্টির স্থ চিষ্ক নাই, বরং আইনের উদ্দেশ্য অনুসারে কাঞ্জ হইলে বরং শীত রৃষ্টি নিবারণ হওয়াই উচিত ছিল।

যাহাই হউক আমার মত বাদা দেওয়াও আইন জারী থাকাই উচিত, এবং অনুমতির দক্ষিণায় যে টাকা উঠিবে তাহাতে কলিকাতায় একজন পাদ্রি বাড়াইয়া দিলেও হইবে কিম্বা ফিরিস্পীদের জন্য একটা বেথরচা পড়িবার স্কুল করিয়া দিলেও চলিবে।

আপনি এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেই আমি স্থা হইব; ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি।

কাবুলের সংবাদদাতার পত্র।

ঐ চরণকমলেসু-

দেবকস্য দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চাদো প্রভুর শ্রীচরণাশীর্বাদে এ ভৃত্যের ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল বিশেষ। পরে ঐচিরণ সমীপ হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া নির্ফিন্নে শ্রীযুক্ত প্রেস কমিশনর মহা-শয়ের বাটীতে পোছিলাম।

দরজায় অনেক ধাকা ধাকির পর তাঁহার বী আসিয়া খুলিয়া দিল; আমি তথন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণবিলম্বে শ্রীযুতের হজুরে হাজির হই-লাম। বী আমাকে দেখাইয়া দিয়া কাপড় কাচিতে গেল। আপনি না কি পুড়ামুপুড়ারপে সকল কথাই নিধিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেইজনা এত বিস্তার বি হাইড্রোফোবিয়ার রোগী কল দেখিলে যেমন আঁতকিয়া উঠে, শ্রীযুক্ত আমাকে দেখিয়া প্রথমতঃ সেই রূপ শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং আমি না বদা পর্যান্ত শিস্টাচার প্রদর্শন করিতে রহি-লেন। তাহার পর আমাকে বদাইয়া দিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন কি হেতু আগমন ?

তথন তদীয় উপহার জন্য যে মর্ত্রমান ছড়াটী
লইয়া গিয়াছিলাম তাহা দিয়া বলিলাম হে জন্ বুলের
গৌরব, আমি কাবুলে যাইব। আমার অভিসন্ধি
বুঝিবার জন্য শ্রীযুক্ত বলিলেন এই যে কাবুলে এত
কারখানা করা যাইতেছে, ইহাতে তোমার মত কি?
আমি বলিলাম,—চূড়ান্ত!

শ্রীযুক্ত। পত্রপ্রেকদের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহাতে তোমার মত কি ?—দেই চূড়ান্ত i

শ্রীযুক্ত। লর্ড লিটন সম্বন্ধে তোমার মত কি ?—
চূড়ান্ত!

ভাঙ্গিয়া বলিতে আদেশ করিলে আমি নিবেদন করিলাম—কাবুলের কারখানা বিষয়ে লোকে বলে যে গবর্গমেণ্ট অন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছেন, বিশেষতঃ ছুর্ভিক্ষ নিবারণের টাকা দিয়া যুদ্ধ করাটা ভাল হয় নাই। আমার মতে তাহা নহে। ভারতবাদী নেমক-হারাম; কেবল টাকার কথাই বোঝে, আরে বাপু, আনে অর্থাৎ ইংরেজের আমলের আগে চোর ভাকাইত্তে সর্কাশ লইত, তথন, ত খবরের কাগজে হাকাম্য

कत्र नाइ! টाका कात? টाका ज গবর্ণমেটের। তদ্ভিম ভর্ভিক নিবারণের টাকা ভর্ভিক নিবারণের कार्या हे बाग्न इहेटल । या इहेटल या हा दलन माह ভाজिय़ा लंख्यात मठ अकरे। ट्राहकोब यकि शाका ৰন্দোবস্ত হয়, তাহা হইনো হ্বথের বিষয় বলিতে हरेरव । प्रक्लिंक निवातनं उन्ह नारे, कातन अरे प्रवस् भौज (य नकल (तहांत्रा ७ कूली, ७ (नभीग्र रेमना ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে—যুদ্ধে কেছ মরে নাই. यतिरव ना. यतिरलंड रम यता. यताहे नय-छाहारनत অভাব হেতু (কারণ যে মরে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শেট এবং মুখ নিশ্চিত মরে: এবং দে আনিয়া টানিয়া যে বাচ্ছ। টাচ্ছাদের আহার যোগাইত তাহারাও মরে) চাউল এবং গোধুম অবশ্য শস্তা হইবে। তাহা হইলে বিলাতে রপ্তানি করিবার স্থযোগ হইল ৷ এ দিকে कुर्ভिक् छ इहेल ना।

বিতীয়তঃ পত্রপ্রেরক্দের দম্বন্ধে নিয়ম গুলির ত কথাই নাই। যুদ্ধের সময়ে সত্য কথা প্রকাশ হইলে অনেক দোষ তাহা আমি অবগত আছি। বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিলে ইংরেজীতে তাহার অমুবাদ হয়, সেই অমুবাদ ভাকে ইউরোপে যায়; সেখানে ক্লষি-য়ার চক্ষে পড়িলে রুষীয় ভাষায় তাহার তর্জ্জমা হইতে পারে; সেই তর্জ্জমা আসিয়ার মধ্যশাবর্তী রুর্বিয়ার কর্মচারিরা কাবুলের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া অনারালে কাবুলাদিগকে জানাইতে পারে, তাহা হইলেই ৰিজ্ঞাট। বিশেষতঃ সত্য কথা কোনও সময়েই ভাল বস্তু নহে। আমি ত প্ৰাণান্তেও বলি না।

ভৃতীয়তঃ এই সমুদয় কাৰ্য্য বা অন্য কোন কাৰ্য্য नचर बहे नर्छ निष्टेत्र ताय नाहे अवः हहेर्छ शास बा: कांत्रण लर्फ लिपेन धा मकलात विन्युविमर्ग किंदुरे জানেন না, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কেনই বা তিনি এ সকল জানিয়া মাথা ধরাইতে যাইবেন। ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা রকম আচার ব্যবহার। এ নকলের কিছুই লিটন বাহাতুরের জানিবার সম্ভাবনা নাই। স্তরাং তিনি এখানে আসিয়া যাহা করিবেন, বিলাতে বসিয়াও তাহাই করিতে পারিতেন, এ সহজ কথা যে পরকাল বোঝে না, তাহার ইহকাল পরকাল ছুই নফ। লিটন বাহাতুর কবি, বড় লোকের ছেলে, মেখীন, তাই অভাগাদের দেখা দিয়া ভারতভূমি পবিত্র করিবার জন্য কন্তকে কন্ট, দূরদেশকে দূরদেশ ৰা মনে করিয়া, কালাপানি, পার হইয়া, লালপানি পভূষবৎ করিয়া ত্রিপ্রান্তর মাঠে আসিয়া উপস্থিত হই-ম্বাছেন, ইহা কি আমি জানি না ?

আমি আরও বলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু প্রীযুক্ত বলিলেন—যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার মত দারপ্রাহী লোক ভারতবর্ষে অল্ল আছে, নহিলে, এত তুর্দ্দশা কেন?

ভাহার পর আমি বলিলাম যে তবে অনুমতি দেন ভাবিদায় হই, বেলা অনেক হইয়াছে, স্নানাহ্নিক স্থানিত হইবে। দস্তুক হইয়া শীযুক্ত আমাকে এক থানি ছাড় চিঠি, এক থানি গলায় ঝুলাইবার তক্তি, এক যোড়া বুলু রঙের চসমা দিয়া বলিলেন, ইহা কদাচ ভুলিও না, কদাচ ফেলিও না। আমি বলিলাম, শর্নে, স্বপনে, লাগরণে, ধ্যানে, ভোজনে, পানে, ইত্যাদি এই আমার সম্বল, এই আমার কম্বল, এই আমার অম্বল।

তথা হইতে গত কল্য কাবুলে পৌছিয়াছি।
এখানে অতিশয় শীত, নীলবর্ণের বরফ পড়িতেছে, এবং
লোকগুলা নাল বাঁদরের মত দেখাইতেছে। রবার্ট
সাহেব আমাকে খুব ভাল বাদেন। অদ্য সকালে
কাহন টাক ফাঁসি আমাকে দেখাইয়া বলিলেন যে,
এই গুলি তৈয়ার করিয়া রাথিয়াছি; গলা পাই,উভ্ন;
না পাই তাহাতে কিছু ফাঁসির অপমান হইবে না।

এই বলিয়া আমার হাতে ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া গেলেন। দেখানে দেখি সাহেবদের খোলাক ফুরাই-য়াছে; অন্য খোরাক না আদা পর্যান্ত ছোলার বন্দো-বস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে সাহেবদের কক হইতেছে। বাজে অর্থাৎ দেশী লোকদের নিমিত্ত ছোলায় কুলায় না বলিয়া অন্য প্রকার ব্যবদা হইয়াছে; তাহাদের এক প্রকার বর্দান্ত আছে বলিয়া কেছ বিক্লক্তি করিতেছে না।

এথানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল। লড়াই যে প্রকার হইতেছে; কল্য তাহা সবিলেষ লিখিব।

क्रि इत्र निरंशन है छि।

বিচার সংক্রান্ত কথা।

ভারতিবর্ধে বিচারের দোকান আছে; এই দকল দোকানের প্রচলিত নাম আদালত। যে যেমন থরিদ-দার অথাৎ যে যেমন দর দেয়, দে তেমনি আদালত পায়। সেই জন্য আদালতের শ্রোণীবিভাগ আছে।

যাহার যৎসামান্য পুঁজি, অল্ল গেলেই যাহার সর্বানাশ হয়, সেই অতি অল্ল বিচার পায়; যাহা পায় তাহারও এত দাম পড়ে যে, আদল গণা কিছুতেই পোষায় না।

বিচারের মহাজন রাজা; যাহাদের জিন্যায বিচাবের দোকান আছে, তাহাদের সফল্পে রাজা এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যে যেগানে বিচারের কাট্তি বেশী সেই খানেই দোকানদারের যোগাতা অল্ল, মজুরী অল্প; ঝোঁক অধিক। তাহাদের অথের মধ্যে মাল বিক্রয় দেখাইতে পারিলেই; আর কোনও বিল্প নাই। সেই জনা তাহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্যদক্ষ তাহারা এক ধার হইতে বিচার মাপিয়া যায়, তাহাতে যাহার ভাগ্যে যত পড়ুক, বিচার মাপিয়া দেওয়ার নাম ফ্য়দল্ করা।

বিচারে পক্ষপাতের নিষেধ আছে; দেই জনা যাহার যেমন প্রসাথরচ এবং যোগাড়, তাহার তেমনি স্থবিধা। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে ওজন সূক্ষা হইতে পারে, দেই সকল উপায় বাদ দিবার ব্যবস্থা আছে। দে ব্যবস্থার নাম প্রমাণ বিষয়ক আইন।

যাহারা খুব বড় বিচারপতি, ভাহারা ছোট বিচা-বের কেহ নহেন, ছোট অবিচারেরও কেহ নহেন।

কুদ্র বিচারক নানা রকম আছে; কিন্তু অধিকাংশই অপদার্থ; ইহারা ভাবিয়াই আকুল। কার্য্যকুশল বিচারক হই চারি জন আছে; ইহাদের একটীর নমুনা অস্প্রিত করা যাইতেছে—

"बाबारमत विष्ठक्रण मुस्क्रक वांतु,

বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করিবার পর এবং মুক্ষেফি পদ পাইবার আগে, আমাদের বিচক্ষণ বাবু ওকালতীর চেন্টা করিয়াছিলেন। ছয় মাদে নগদ সাত সিকা তাঁহার উপার্জ্জন হইয়াছিল, অথচ সেই ছয় মাদের মধ্যেই অন্য উকীলে মাদে মাদে হাজার টাকা পাই-তেছে, বিচক্ষণ বাবু স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন। সেই অবধি উকীল জাতির উপর বিচক্ষণ বাবুর বিলক্ষণ স্থান, উকীল দেখিলেই ইহার কম্পজ্বের জ্বালা অকুভব করিতে হয়। এখন যে ইনি পাকা, হাকিম যোল আনা হজুর, তবু উকীল আসিলে বিচারাদন টলমল করিতে থাকে।

বিচক্ষণ বাবু ফয়দলে মুর্ভিমান। যে মকদমার বাদী প্রতিবাদী, দাক্ষা দাবুদ উপস্থিত, তাহার দিন পরিবর্ত্তন করিয়া দেন; ফিরাইয়া ফিরাইয়া যে পর্যান্ত অনুপস্থিতি, অভাব বা ক্রেটী ন' ঘটে, দে পর্যান্ত তাঁহার বিচার প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। সে অবস্থা ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষা বিচারের সরু ধারে দাঁড়ি কাটিয়া, বিচক্ষণ বাবু কার্যাদক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

বিচক্ষণ বাবুর বিশ্বাস যে বিদ্যায় ভিনি অন্বিতীয়, বৃদ্ধিতে বৃহস্পতির অগ্রজ; দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁহার ভূষণ; কিন্তু ছঃথের বিষয় এই যে লোকে ইহা না বৃঝিয়া তাঁহার এই গুণকে শুয়ারের গোঁ বলিয়া ব্যাখ্যা করে।

বিচক্ষণ বাবুর বিলক্ষণ উন্নতি; কারণ এ হাটে এমনি ব্যাপারীই দরকারি।

রাজস্ব সভার বিশেষ অধিবেশন।

উপস্থিত ;—গ্রহাধিপতি মার্ত্ত্ত-সভাপতি।

অফগ্রহ গলগ্রহ—সভাগণ।

অতিরিক্ত মান্যবর পঞ্চানন্দ—

ধুমকেতুঃ।

তদনস্তর মান্যবর পঞ্চানন্দ, "কর-সংগ্রহের সচপায়" বিষয়ক ব্যবস্থার পাঞ্লেখ্য উপস্থাপিত করি-বার অনুমতি পাইবার জন্য গা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, ভারতবর্ষ আহ্মণণাসিত দেশ; এখন যে এত থোটেল হইয়াছে, এত সা কোম্পানী একসায় একসা করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি একথা বলা যায় না

যে, মূল বিন্ধু মানির কোনও রকম ব্যাঘাত হইয়াছে। मृल कथा এই रा. शिन्तुभण हेम्पार्डित मङ्—हात्न'. (भारती, याहा हेक्हा कतिया लंख, जानल जिनिम वकाय থাকিবেই থাকিবে। অনেকের মুখে মান্যবর সভ্যগণ শুনিয়া থাকিবেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ধর্মের সহিত ভারতবর্যের সভাতা এবং ভারতবর্ষের ধর্মের সংঘর্ষণ হইয়। এক তুমুন কাণ্ড উপস্থিত হই-शारह। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) স্বोকার করিতে প্রস্তুত আছেন যে, তুমুল কাও হইয়াছে, তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বিমুখ নহেন যে, এক বিকট সংঘর্ষণ হইয়াছে! কিন্তু তিনি জিজাদা করেন, দে দংঘর্ষণের ফল কি প হিন্দুর ধর্ম তিনি ইদ্পাতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এখানেও দে উপমা খাটিতেছে—ঘর্ষণে ইদপাতর চাকচিন্য বাড়িয়াছে, ধার বাড়িয়াছে, অতএব যিনিই যত করুন, হিলুব মনে হিলুর ধংশার যে এক অপ্রবি দ্রাভিনা আছে, তাহা কিছুতেই বিলুপ্ত इहेगांत नरह।

যদি তাছা হইল, তিনি (মান্যরর পঞানন্দ) এই ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের একটা ফলের প্রতি, মান্যরর সভ্যাগণের বিশেষ মনোযোগ আমন্ত্রণ করিতে যাচ্ঞাকরেন। দে ফল এই যে, কর্তৃত্ব থাকিলেই কুঁড়েমির টানটা স্বভাবতই বেশী বেশী হইরা ওঠে; কুঁড়েমি হই-দেই বিনাশ্রমে বার্গিরি করিবার প্রবৃত্তিতির বাদেশা

ব্রাহ্মণদিপের এত ব্রহ্মোত্র জমা। মান্যবর সভাগণ অবগত থাকিতে পারেন যে, ত্রনোতর জমার জন্য কাহাকেও দিকি পয়দা কর দিতে হয় না. এবং এই कूनृकोएक व करल, याशास्त्र अरका खर्ब ना है, जाशाबा কোনও না কোনও প্রকারে, নিষ্কর ভূমির মালিক হইবার চেন্টা করে, বা উপায় বিধান করে। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) যে কথার প্রতি মনোযোগ আক-র্ষণ করিতেছিলেন, তাহা এই ;—নিক্ষরের দিকে ভারত-বাদীর অতিশয় টান। জুর বিকারের রোগীর জল **छात्मत मल हेश बलालां**तिक अवः वृक्षे रहेत्न अ हेरात দমন করা ছুঃসাধ্য। কিন্তু বিষ্ঠ্য চিকিৎসক এ প্রকার অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন ? কেন,তিনি পোপদা শান্তি হয়, দক্ষে নঙ্গে রোগের প্রতীকারও হয় এই রূপ শীতল দেব্য শীতলগুণ-বিশিষ্ট ঔষধই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অতএব ভারতবাদী যথন কর দিতে কাতর, অথচ পক্ষান্তরে কর না পাইলে রাজহ করা না করা তুলা, তথন করদংগ্রহ বিষয়ে উপরিউক্ত বিজ্ঞ চিকিৎদকের পদ্ম অবলম্বন করাই যে শ্রেয়ঃকল্প, ইহা কোন মান্যবর দত্তা অম্বীকার করিবেন ? ভারতবর্ষে দাক্ষাৎ করের শ্রেষ্ঠনা না করিয়া পাকত যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, ভাহাই করা যে যুক্তি দঙ্গত, তম্মিয়ে কে না একমত ইইবেন !

এই তবু কথার প্রতি আছা প্রদর্শন না করা

গতিকেই, এপর্যন্ত ভারতবর্ষে যত কর বসান বা চালান হইয়াছে, ভাহাব প্রত্যেকেই এবং সকল গুলিতেই অসন্তোষ, এবং ক্ঁফিয়ে ক্রন্দন করা পর্যন্ত পরিমাণে উদ্ভূত হইয়াছে ইহা অবিস্থাদিত সত্য। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) এক জন নত্র স্থভাবের পরামর্শনিতা, সামান্য উপগ্রহ হইলেও অদ্য কর-সংগ্রহের এক সহপায উপন্যন্ত করিতে মন্যন্থ করিয়াছেন। তাহার ভরসা আছে যে, তিনি এত কাল মনে মনে তোলপাড় করিয়া যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, মান্যবর সভ্যগণ তাহার প্রতি অবহেকা করিবেন না, সম্যক্ বিচার না করিয়া তাহা তাকে, তুলিয়া রাখিনেন না।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, "রাজনৈতিক আন্দোলন-কর" নামে এক কর-সংগ্রহ বিষয়ে তিনি যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এক নির্বাচিত সমিতিতে বিবেচিত এচং কৃতমন্তব্য হইবার জন্য অপিত হউক। বাহার। রাজনৈতিক বিষয় আশায়ের এন্য সভা করেন, বক্তৃতা করেন, সময় নাই অসময় নাই রহৎ বহৎ আবেদন করেন এবং স্থানাস্থানের বিচার না করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাঁহাদেরই জন্য এই করের স্প্রি। ইহার স্থাবধা এই বে, কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়ের এ কর দিতে হইবে না—সভা সকল এই কর দিবে। যে সামান্য ব্যক্তি নিজ যৎসামান্য অথচ যথাদর্শবন্ধ

ছুটের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাজ্বারে দণ্ডায়মান হয়, দে কর দিয়া থাকে;—দেশের উপকাবের জন্য দশটা বড় বড় লোক,হাজার হাজার মধ্যবিত্ত লোকের সহিত একজ্র হইয়া কিছু ভিক্ষা করিলে বা প্রাপ্য আদায় করিতে ইচ্ছা করিলে, কর দিতে কুঠিত হইতে, একথা স্থাহা। বরু এই সকল সভা, আবেদনকারীর নিকট কর না লওয়াতেই পক্ষপতে জাজ্বাদান; তাহার উপর মান্যবব সভ্যগণ যদি ভাবািয় দেখেন যে, যাহার নিকট ইহা প্রাণী সে শঠনয় বঞ্চক নয়—রাজ্যের রাজা—তাহা হইলে এই পক্ষপাতের স্বায়তন কিরপে বিভাষণ হইয়া উঠে!

সামান্য বিচারপ্রাণীর নিকট যে কর লওয়া যায় তাহার উদ্দেশ্য এই যে, অমলক অভিযোগ দ্বারা সমাজ উপপ্লুত না হয়। প্রদেশাধীন প্রস্তাবে যাহার উপলক্ষে সমাজ ওতপ্রোত হইয়া যাইতেছে—দেই উদ্দেশ্য কি দশগুণ বলের সহিত কাষ্য ক্রিতেছে না ?

দর্বোপরি এই প্রকার কর সংস্থাপিত হইলে র্থা
বাগাড়ম্বর দ্বারা কলিত অভাব প্রদর্শন করিয়া যে
অদন্তোষের সূত্রপাত এবং পরিপোষণ হইতেছে,
তাহাও নিবারিত হইবে। যদি বাঙ্গালা মুদ্রণের শাসন
করা প্রয়োজনীয় বলিয়া দিন্ধান্ত হইয়া থাকে—এবং
মান্যবর সভাগণ অবগত আছেন বে, তাহা হইয়াছে—
তাহা হইলে ইহার গে কেবল শাসন আবশ্যক তাহা
দহে, প্রভাত অনুমতি-মূন্যও আদায় কর। অবশ্য

কর্ত্তব্য। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) ইচ্ছা করেন থে, এই অবস্থা বিধিবন্ধ হইলে মুদ্রণশাসনের ব্যবস্থার এক অংশ স্বরূপ পঠিত হউক।

কাহাকে কি অবস্থায় কি নিয়মে কত পরিমাণে কর দিতে হইবে, পাণ্ডুলেখ্যে তাহার সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশেষে তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) আশা করেন যে, এই কর সংস্থাপিত হইলে অন্যলাইসেন, এমন কি আবকারি লইসেন পর্যন্ত উঠাইয়া দেওয়া চলিবে, অথচ তাহাতে রাজকোষের সম্ভোচ হইবে না।

শ্রীমান ভক্তারন্দ কল্যানবরেষু।

বংসগণ, তোমরা নরলোক, অলেই ব্যাক্ল হইয়া ওঠো। দেবচরিত্র বুঝিতে পারো না, দেবতার লীলা তোমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত নয়, সেই জন্য 'সবুরে মেওয়া ফলে '—এই স্বর্গায় বাক্যের সম্মান ইহলোকে তোমরা রক্ষা করিতে পারো না। তবে আমার ছুর্মাতি; নহিলে এখানে সাধে সাধে আবিভূতি হইলাম কেন?—সেই ছুর্মাতির ফলভোগ স্বরূপ তোমাদের কাছে আমিও কৈফিয়ত দিতেছি।

আমি কিছুদিন অবধি তোমাদিগকৈ দেখা দিতে যে, এত শৈথিল্য করিতেছি, তাহার অনেক কারণ আছে। যখন আমি প্রথম অবতীর্ণ হই, তথন আমার স্বাীয় বৃদ্ধিতে এই ধারণা ছিল, যে নর- লোকেও বুঝি প্রকৃতি দেবলোকেরই মত। কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলাম যে, দেবচিত্তেও প্রমের স্থান হইয়া থাকে। অতএব নরলোক ভালোমত চিনিবার জন্য এত দিন যুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাই এত বিলম্ব। ছুর্গিত হইও না, বিলম্বে তোমাদের ক্ষতি নাই, লাভই আছে। এতদিন কি দেখিলাম, এত বিলম্বে তোমাদের কি লাভ, স্বিশেষ জানাইতেছি, অবধান করো।

সাধারণত একটা কথা জানা গিয়াছে যে, এ পাপ পৃথিবীতে অনেক পাষ্ডের দোগে অনেক ভক্ত মারা পডে। তুমি আমার পরম ভক্ত, দেবক যথা সময়ে ভক্তিপূর্বক ষোড়ুশোপচারে আমার পূজা দিয়া, হা দেব হা দেব, করিয়া আমাকে ডাকাডাকি করিতেছ: এ দিকে তখন আমি এক পাষণ্ডের ছলনায়, স্তোক স্তবে আস্বিশ্বত হইয়া, দেই পাষ্টের আড্ডায় স্থারতানন্দের আখাদে ব্যিয়া আছি। তাহার দোষে ভূমি ফাঁকি পড়িলে; শিরে করাঘাত করিয়া আমাকে ভোলানাথ ভাবিয়া, মনে মনে গালি দিতে লাগিলে। वरम. (माष आयात नरह, त्नाष ट्यायानत क्रभारतत. षात त्नांष এই इक्षे मःमर्शित। मकत्न यानि न्याग ममर्य न्याया गछ। य्लिया प्रथ. जाहा इहेल ट्यामानिगरक कके भारेट इस ना, आमारक कथा শহিতে হয় না। আমি ত করিবই, তোমরাও পাষ্থ দলনের চেফীয় বদ্ধ পরিকর হও।

আর একটা সাধাণণ কথা টের পাইয়াছি। নর-लाक (य वानत लाकित माकार वः मधत वही অনেকেরই এখন বিশ্বাস হওয়াতে, ব্যবহারটা তদ্মু-क्रिप इहेशा छेठिशाटह। टामाटन मट्या यिनि कथक. তিনি উচ্চ কার্চাদনে তোমাদের অবোধগম্য কিচির মিচিরে তোমাদিগকে উপদেশাদি দিয়া থাকেন. তোমরাও দাঁত দেখিয়াই পরম তুই। লাভে হইতে এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমারদের ভাষার অনেকটাও তোমাদের বৃদ্ধির ও জ্ঞানের অতীত হইয়া পডিয়াছে। প্রমাণ তোমাদের সাধারণী, তোমাদের সঞ্জীবনী। আর সাধারণীর কথা, আজি কাল তোমাদের বেদ। বৎসগণ, ভ্রান্তি পরিহার করো, ধৈর্য্য শিক্ষা করো, ব্যস্ত হুইও না। তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা দাত শ वस्मत्र भाषात्म वुक वाँ विद्या देश एन था हेया जामिए छ-ছেন, তোমরা আর মাদেক ছুমাদ পারিবে না? ধিক তোমাদিগকে!

সাধারণ কথা আর একটা বলিয়াই বিশেষ কথার অবতারণা করা যাইতেছে। যাহারা ভাবুক, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, পঞানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালা কথার ইজ্জত নাই, বাঙ্গালীর সময় জ্ঞান নাই, বঙ্গে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই, এই সকল তত্ত্বের প্রমাণ দেওয়াই পঞানন্দের উদ্দেশ্য। তাহা সফল হইয়াছে। পঞানন্দ সকলে আদর করিয়া পড়িতে চাহে না, পঞ্চ পড়ে, চারইয়ারি পড়ে, বাঁদরামি

করে,—কিন্তু বাঙ্গালা কথার তিনকুলে কেহ নাই,
পঞানন্দের আদর নাই। স্থতরাং বাঙ্গালীর সময়
জ্ঞান নাই, ইংলিসমানের দাম অগ্রিম সকলেই দেয়,
কিন্তু বঙ্গদর্শন, বান্ধবের কথা কাহারও মনে থাকে না,
কাজে কাজেই আঘাটীয় দর্শন ভাজ মাদেও তাহা
পড়িতে পারেন না। আর প্রতিজ্ঞায় যে দৃঢ়তা নাই,
তাহা বলিতে হইবে কেন? যে দিন শ্বয়ং পঞানন্দ
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে নিয়মিতরূপে
তিনি দেখা দিবেন, সেই দিনই লোকের দিব্য জ্ঞান
হওয়া উচিত ছিল। বংসগণ অদ্য হথা রবে রোদন
করিলে কি হইবে?

যাহা হউক, বিশেষ কথা এখন বলা যাউক; আমি এত দিন কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি বুঝিলাম, একে একে সে সব বলা যাউক। তোমরা ফল ধরিয়া উপবিষ্ট হও।

বিশেষ কথা।

১। রাজ্দশন।

যথন সংশার দেখিতে আমার বাসনা হইল, তথন উপর হইতে তলা পর্যান্ত দেখাই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। নরলোকে রাজ এবং রাজপদই সর্ব্বোচ্চ জানিয়া আগে রাজদর্শনিটাই উচিত বিবেচনা করিলাম।

কিন্তু গোড়াতেই গোল বাধিল;—ভারতে রাজা কে গ যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাই, সেই এত মহারাজ, রাজা, রাজভার থবর দেয়, যে ভাবনায় দেব-প্লীহাও চমকিয়া ওঠে। ভূমিশূন্য মহারাজ, হিন্দু বিধবা অপেক্ষা হীনতর, কারণ জীবনের কিয়ৎকালের নিমিত্ত বেতনভোগী রাজ্ঞা—এগব এত অধিক যে, আমি অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, মনে হইল তবে বুঝি ভূভারতে সত্য রাজা নাই, সমস্তই অরাজক।

শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে, আমার ধারণাটা নিতাত অমূলক নয়; এ মূলুকে আদল রাজা নাই, রাজপ্রতিনিধি মাত্র আছে। তথাস্ত। আমি সেই প্রতিনিধি হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।

প্রতিনিধি দেখিতে কলিকাতায় গেলাম। প্রকাশ্ত আট্রালিকা, ততোগিব প্রকাণ্ড ফটক, যেন হা করিয়া জগৎ সংগার গাস করিতে উদ্যত; আর সেই ফটকে ব্রহ্মান্ত সফ্রত-স্বরূপ প্রহরী! দেখিয়া একটু ভয় হইল, ভাবনাণ্ড হইল। এ প্রহরী কেন ? তবে কি রাজায় প্রজায় মৈত্রভাব নাই ?

সাহস করিয়া প্রহরী প্রুমের সন্মুখবর্তী হইলাম, সেই প্রান্তর প্রতিম প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে উদ্যুত হইলাম। প্রহরী বোধ হয় কোন আত্মীয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল; আমাকে তদবস্ত দেখিয়া শশুর-কুল-সন্তুত কুটুন্ব বিশাসে সন্মোধন করিল। আমি অবাক্! প্রহরী নিজের ভ্রম বৃঝিতে পারিল, স্বীয় দক্ষিণ হস্ত আমার গলদেশে স্থবিন্যস্ত করিয়া ভক্তিভাবে 'গাও'

বলিয়া আমাকে বহিদেশের পথ দেখাইয়া দিল।
আমি ভাবগতিক না বুকিতে পারিয়া, তাহার ব্যবহারে
পরিত্বট হইয়া প্রবেশবাঞ্চা পরিত্যাগ করিলাম।
পরে জানিতে পারিয়াছি, যে প্রতিনিধি তৎকালে
তথায় উপন্থিত ছিলেন না। প্রহরীর চিত্তা ধ্ব
ভক্তিশীল বটে। কিন্তু নীচ বৃত্তি অবলম্বন করাতে
তাহার হস্ত কিঞ্ছিৎ কঠোরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার
জন্য আমার চুঃখ হইল।

যাহা হউক, একবার সেই প্রকাণ্ড সন্তালিকা কাণ্ডের চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে দেখা গেল যে, আলয়ের বাসযোগ্যতা যত হউক,না হউক,বংশ বাহুল্য কিঞ্ছিং ভীতিজনক! সরল, সক্ষী, স্থুল, সূক্ষা, প্রভৃতি বিশিষ্ণ প্রকাব বাঁশ প্রতিনিধিকে নিয়ত যেন—

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ক্ষর" সারণ করাইয়া দিবার জন্য নিয়ত বিরাজ করিতেছে। প্রতিনিধিত্ব বড় স্থথের' চাকরি বলিয়া আমার বোধ হইল না।

বুঝিয়া স্থায়া স্থির করিলাম যে, এমন অন্তথী প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা না করাই ভাল; জিজ্ঞাসাবাদে টের পাইয়াছি যে,প্রতিনিধির ভাবনা চিন্তা ত আছেই, তাহার উপর তিনি দশচক্রে নিপতিত পুতৃল, নিজে হাত পা নাড়িয়া কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, আর নিরেট অজ্ঞতা নিবন্ধন মুখফোঁড় হইয়া কিছু করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিও হয় না। যাহার পর্যায়ু পাঁচ বংসর মাত্র, দে বেচারা করিবে কি ? দেখিতে দেখিতে, হৃদয়ের তরঙ্গ উঠিতে না উঠিতে, তাঁহার হিন্দু রমণীর বাল্যবৈধব্য উপস্থিত হয়।

অতএব এখন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার আলাপ করাই হইল না।

ADRESS TO THE JURY.

অর্থাং

জুরি সম্বোধন।

জুরীমহাশয়গণ,

একটা লোক গুরুতর অপরাধ করিয়াছে কি না, এই কথার বিচার করিয়া দিদ্ধান্ত করিবার জন্য আপ-নারা এখানে আদিয়াছেন। আপনাদের বিদ্যার জোরে কিন্তা বৃদ্ধির ফেরে যে, এই দিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ভাহা নয়; জজ সাহেব আইন বুঝাইয়া দিবেন, সাক্ষীরা ঘটনার কথা বলিবে, উকীলেরা সাক্ষীদের পেটের কথা টানিয়া বাহির করিবেন, কি সম্ভব কি অসম্ভব ভাহা প্রাণপণ করিয়া দেখাইয়া দিবেন, ভারপর আপনারা বলিবেন, হাঁ এ লোকটা দোষী বটে, কিন্বা বলিবেন, না এ দোষী নয়।

কাজটা সহত, কিন্তু যত সহজ মনে করিয়া, জুরিপতি মহাশয়! এই আদালতের কড়ি বরগাগুলি বারংবার গনণা করিতে আপনার গোটা মনটা সংলগ্ন করিয়াছেন, তত সহজ নহে। অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা কয়টা শুনুন, একবার আমা পানে চাহিয়া দেখুন। আইনকর্ত্তারা স্পন্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন যে,
আপনাদিগকে ডাকিয়া, আপনাদের অভিপ্রায় জানিয়া
তবে জব্ধ সাহেব এক ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দ্দোষ ঠিক
করিবেন। আইনে লেখা আছে বলিয়াই জজ সাহেব
আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন। আর, আপনারা না কি
দেশের অবস্থা জানেন, লোকের ব্যবহার জানেন, কেন
লোকে মিথ্যা বলে, কি হইলেই বা সত্য বলে, এ সকল
জানেন; সেই জন্যই আইনকর্তারা বলিয়াছেন যে,
অপরাধের বিচার করিতে আপনাদের থাকা চাই।

তা, জুরী মহাশয়! টানা পাথার বাতাস ঠাণ্ডা
লাগে কি না, মিউ লাগে কি না, এ বাতাস গায়ে
লাগাইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ঘুম আংদে কি না, ইহা
দেখিবার জন্য ত আপনাকে এথানে আনা হয় নাই;
তবে কোন্ বিবেচনায়, ও জুরী মহাশয়!—জুরী
মহাশয়! বলুন দেখি, তবে কোন বিবেচনায় চক্ষু লজ্জার
মাথা খাইয়া আপনি নাসিকা ধ্বনি করিতেছেন ?

শাক্ষীরা বলিয়াছে, যে আসামী ফরিয়াদীর গাঁয়ে দলাদলি আছে। এ দেশে, দলাদলি থাকিলে, এক দলের লোক কে জব্দ করিবার জন্য হুঁকা বারণ, নাপিত বন্ধ, কুৎসা রটনা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, মারামারি—কত কি যে করে, তাহা আপনারাজানেন। এই মোকদ্মায় সাক্ষীদের কথা শুনিয়া, সেই দশাদলির ব্যাপারটা মনে করিয়া, আপনাদিগকে স্থির করিছে ইবৈ যে আসামী সত্য সত্যই দোষ করিয়াছে, না কি

সেই দলাদলির দর্শন, মিছামিছি ইহার নাম করিয়া দিয়া সাক্ষীরা আপন দলের বাহাছুরি বজায় রাথিতে আসিয়াছে ?

না জুৱী মহাশয়! আপনি যদি দাদার বোলে মোর বোল, জুরীপতির যে অভিপ্রায় হইবে, আমি তাহাতেই সায় দিব, কিন্তা জজ সাহেব যে দিকে চলাইয়া দিবেন আমি সেই দিকে ঢলিব, এইরূপ মনে করিয়া ঘরকলার কথা ভাবেন, আমার কথায় মন না দেন, তাহা হইলে চলিবে না। আপনাদের প্রত্যেককে নিজের মত স্থির করিতে হইবে। সঙ্কে মতন বসিয়া থাকিবার জন্য আপনি এখানে আইদেন নাই, আদালতে তামাদা (मिथवात कना ७ वाहितन नाहै। (काथात्र (क हाँ हिन. ঐ লোকটা কেন হাসিয়া উঠিল, বাহিরে ঠক ঠক করিয়া কিসেব শব্দ হইতেছে—এ সব কথা মনে कतिरल हिंगरव ना। এ याकक्तमांहै। इहेश यांडेक, তাহার পর দশ দিন উপরি উপরি আদালতে আদিয়া আপনি মজা দেখিয়া যাইবেন, আমি তাহাতে কিছুই বলিব না। কিন্তু আজি অমন হা করিয়া থাকিলে व्यापि मात्रा याहै। अक्टो लाटकत धन, প्यांग मारनत কথায় অমন করিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলে অধর্ম হয়। অধর্ম কাহাকে বলে তাহা ত জানেন ?

প্রথমত, যথন আসামীকে মেজেন্টরের কাছে ধরিয়া আনা হয়,তথন সে কবুল করিয়াছিল, এখন বলিতেছে যে, পুলীশের মারের চোটে সে কবুল করিয়াছিল, কিন্তু দোহাই ধন্ম, দে এ, পাপে ছিল না। একবার কবুল कतियां निष्ठ विनयां रे यिन निन्छ रहेर आतिर्जन. তাহা হইলে দে কাগজ আপনাদিগকে এখানে না আনিলেও ক্ষতি হইত না তবু যে আপনাদিগকে বদাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন, যে একবার করিলেই সব গোল চুকিয়া যায না। একটা ঘটনা হইলে তাহার কিনারা করিতে না পারিলে পুলিশের বদনাম হয়, তাহা আপনারা জানেন: কাজে কাজেই এক প্রকার দায়গ্রস্ত इहेश कथन ७ कथन ७ श्रीलम त्य हा फिकार है (यहा टमहा একটাকে টানিয়া ফেলিবার চেন্টা করে ইহা অসম্ভব नय : जात (म तकरम छोनिया (किला इ हरेलहे. इय ছুটো ফাঁকি ফুঁকি দিয়া ভুলাইতে হইবে, নয় যেখানে মন্ত্ৰ তন্ত্ৰ ছিটা ফোটায় কাজ না হইল, দেখানে গুঁতো গাতাটা বদাইতে হইবে। এখন আপনাদিগকে বলিতে হইবে যে, এ লোকটার একবার কি গুঁতোর দরুন, না কি লোকটা বড় ধান্মিক, পাপ করিয়া আর ष्टित थाकिएक भारत नाहे. मर विलय्ना एक लियाएक.

বেলা যাইতেছে, তাহা আমি জানি, এই তিন দিন আপনার দোকান বন্ধ, আর আপনার ভাঁত কামাই, তাহাও আমি জানি। কিন্তু যথন আদিয়াছেন, হলফ করিয়া বিচার করিতে বদিয়াছেন, তথন বিরক্ত হইলে চলিবে কেন ? হলফের অর্থ আপনি জানেন না, দেখা

সেই দুরুন ?

পড়ার মধ্যে আপনি ঢেরা সই করিয়া ছইথানি তমঃম্বক लिथिया नियाहितन, अ मकन कथा जामि जानिताहै वा कि इहेरव ? এখন যে আপনারা বিচারক ; যেমন করিয়াই হউক, আপনাদিগকে বিচার করিতেই ্হইবে। আমি ব্রাহ্মণ, লেখা পড়া জানি, বচ লোক,— যথার্থ: আমি আপনাকে আপনি আপনি বলিলে আপনার মন ধড় ফড় করে, প্রাণে কট হয়, তাহাও জानि। किन्छ जाशनि अधारन रिना महाक्री नरहन, আপনিও গুপে মূদী নহেন, এখন আপনাদের আসনকে আমিও সন্মান করিতে পারি, তাহাতে দোষ হয় ।। আপনারা বোকা, মুর্গ, কাওজ্ঞান রহিত হইলেও এখন দওমুডের কতা। অত ব যথাদাধ্য আমার কথা क्षिष्ठ। श्वनिष्ठा, यन जिल्ला तुबिष्ठा, श्राप्तनावा मकल वनून, এ ব্যক্তি দোষা কি নির্দোষ ? ভাবিয়া চিন্তিয়া বলি-লেই আপনারা ধর্মে থালাণ: তাহাতে যদি অবিচার হয়, দে পাপের ফল ভূগিবেন—যিনি আপনাদের ডাকেন, তিনি।

না, আপনাদের কাছে বকাবকি করা, কেবল বাকমারি। আপনাদের কমভোগ, তাই এখানে আদিতে হয়; আর, আমারও পোড়া কপাল, তাই কথা কহিতে হয়। আমি কান্ত হইলাম, আপনারাও বাড়ী ধান।

শিবপুরের ব্যাপার।

"দোষ কারুর নয় গো মা, আমি স্বধান সলিলে ডুবে মরি প্রাম।"!

১। ওকালতিতে আর হৃথ নাই, হুবেলা হুগুটো অর যোটা ভার হইয়াছে, চাকরির উমেদার এত বেশি যে, একটা কম্মের শুগু প্রত্যাশাতেই তিন পুরুষ काठाइश (न ७शा गाय चार्त्रचारत न्याताम इहेरलए वर्षे, কিন্তু চিকিৎদক পায়ে পায়ে। এই দকল দেখিয়া ওনিয়া, প্রাণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কতকঙলি ভদ্র-দতান শিবপুরের কালেজ কারখানায় মিত্রার কাজ निখिতে গিয়াছে; চাকরি যোটে, উত্তম, না যোটে, গতর খাটিয়ে দেহনাত্রা নির্দ্ধাহ হইতে পারিবে, ভদ্র সন্তানদের এই আশাদ! কিন্তু কপাল এমনি, যে কাজ শিখিতে গিয়। বেচারাদের গুর্গতির আর বাকী রহিল না; জেলের কয়েদীও খাইতে শুইতে স্থান পায়, কুলী মজুরও উহারই মধ্যে একটু স্বাধীন ভাবে আপনার শরীরের ভাব, মনের গতি বুঝিয়া চলিতে পায়! কিন্তু এই ভাল মাত্রুবের ছেলেদের কটের আর পরিদীমা ছিল না। বাদ করিতে হইবে, তা এমনি ঘর যে, "ডিঃ গুপ্ত" দঙ্গে না লইলে প্রবেশ করিবার যো নাই, রাঁথিয়া বাড়িয়া পোড়া পেটে চারটি দিতে হইবে, তা উনন পাতিবার স্থান নাই, কোদাৰ

ধরিয়া অফীঙ্গ ঘামাইয়া একটু খেলা ধূলার জায়গা করিবে, তা দেই দিকেই তার উপর দিয়াই বোঝাই গাড়ি যাইবার হুকুম হইবে; স্নান পানের জল লইবে, তা ফিরিঙ্গি ছেলেরা ঘাটে নামিতে দিবে না।

বড় কন্টের সময়েও লোকে অভ্যমনক্ষ হইয়া একটু আমোদের কাজ করে; পুত্রশোকবিহ্নলা রমণী কাদিতে কাদিতে একটী তৃণ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে, সে এক প্রকার আমোদ বৈ কি? শ্রীশচন্দ্র ভদ্রসন্তান—এ ভুংথের সময়ে আনমনে একটু আমোদ করিতে গেল; কারখানার এক খানা ছেনির কল নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। একে অভ্যমনক, তায় কপাল মন্দ, শ্রীশচন্দ্রের হাতে সেই ছেনিটা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফল কি হইল সকলেই জানে। কারখানার ছোট কর্ত্তা ফোরেকর্স সাহেব ভদ্রলোকের ছেলের ঘাড়ে ধরিয়া ধাক্লাধাকি, বেঞ্চের উপর যষ্টিভাড়না, এক মহাব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন। মানুষে কত সয় বলো? সমস্ত ভদ্রসন্তান যুটিয়া একপরামর্শ হইয়া শিক্ষাবিভাগের সর্কেদর্বনা সাহেব বাহান্ত্রের কাছে দরখাস্ত করিল; কাদিয়া জানাইল যে, এ অপমান, এত অত্যাচার ভদ্রলোকের প্রাণে কিছুতেই সহ্ত হয় না। ফোরেকর্স সাহেবকে না ভাড়াইলে ভদ্রসন্তান আর মান লইয়া, আন্ত হাড় রাখিয়া আর ভিষ্ঠিতে পারে না।

ৰান্তৰিক, এত হঃখ সংসাচের কাহারও হয় নাই;

ভদ্রসন্তানের উপর এত অত্যাচার কুরোপি হয় নাই। দরখাস্ত করা অতি চমৎকার কাজ হইয়াছিল।

* *

২। ছেলে পিলে পড়িতে আইনে, শিথিতে আইনে। তাহারা যদি বাবু হয়, উদ্ধৃত হয়, উচ্ছৃঙাল হয়, তাহা হইলে তাহাদেরই পরকাল নই। শিক্ষার স্থানে পদগৌরব, বংশগৌরব, মান মর্ব্যাদার কথা লইয়া বাস্ত থাকিতে গেলে, শিক্ষা ত হয়ই না, শিক্ষ-কের পক্ষে আপন মান বাঁচাইয়া চলা ভার হয়।

শিবপুরে যাহারা শিখিতে গিয়াছিল, তাহারা গরবেই অধার—আমরা ভদ্রদন্তান। আপনি ভদ্র কি না দেদিকে দৃষ্টি নাই. শুধুই ভদ্রসন্তান। তাভদ্র-সন্তান হইলেই কি রামা ঘরে আঁস্তাক্ত করিতে হয় ? দাহেব ফিরিঙ্গিব ছেলেরা কি খায়, কেমন শোয়, দিবা রাত্রি তাই ভাবিতে হয় ? আর শেখা গেল, পড়া গেল, কেবল তাদের হিংদাই করিতে হয় ? তাহার উপর ভদ্ৰসন্তান হইলেই কি আপন কাজ ফেলিয়া, যেখানে দেখানে গিয়া, কল ভাঙ্গিয়া, জিনিশ পত্র নষ্ট করিয়া অশিষ্টতা, অবাধ্যতা দেখাইতে হয় ? শিক্ষার মূল গুরু-ভক্তি, তা গেল চুলোয়। কেবল বাব্যান। হইল না, শিক্ষ কেন রুক্ম কথা বলিল কিছা গায়ে হাত তুলিল, কেবল এই জপ তপ গ্যান জ্ঞান। এমন ছেলেদের कि विना इश ? অত व ए माजूम, অত ভ छ-लारकत रहरल विलया अभव कतिरक रणल अभारन

চলে না। এমন অশান্ত হর্দান্ত ছেলেদের ঘাড়ে ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়াই উচিত। ফোরেকর্স শাহেব রীতিমত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্ব্য-নিষ্ঠা এবং দৃঢ়মতির প্রশংদা করা উচিত।

 वहे काटल यिन काहातल कर्छ हहेगा शाटक, কি অপমান হইয়া থাকে তাহা হইলে একা শ্রীশচন্দেরই शहेशाहिल। किन्तु मन एहाल (यां भाषे कतियां—a খ্রিক্ষক থাকিলে শিথিব না, এ নোষের প্রায়শ্চিত না इटेल कांद्रथानाम् शांकित ना- अ मत कांन दिनी কথা ? বিদ্যালয় ত গুরুমারা বিদ্যার জন্য হয় নাই। কিদে মান, কিদে অপমান, কি ভালো, কি মন্দ, এই সমস্ত শিখাইবার জন্যই হইয়াছে। ছেলেরা যদি এত লায়েকই হইয়া থাকে, কর্তার উপর কত্ত্ব করিবার কি কলম চালাইবার অধিকারই যদি তাহাদের জন্মিয়া থাকে, তবে আর বিদ্যালয়ে কেন ? অবশ্য মুনিরও ভ্রম হয়, গুরুরও দোষ হয়, কিন্তু বার ক্ষতি, দেই কেন বিনয় করিয়া তুঃখ প্রকাশ করুক না ? সব কজনে জমাতবস্ত হইয়া বগীর দলের মত হান্সামা করা কেন ? এ যে বড় কুশিকা, ভয়ানক কুদুফীন্ত। এখন থেকে ষ্ড্যন্ত্র করা অভ্যাদ করিলে কালে এ দকল ছেলে যে कि ভয়ানকই इटয়। উঠিবে, তাহা বলিবার কথা নয়, অমুমান করা যাইতে পারে।

विख भिका विভাগের অধ্যক্ষ মহামনা ক্রফট

সাহেব যেমন সন্ধিবেচক, তেমনি দয়ালু, বেমন দৃঢ় শাসক, তেমনি স্থনীতির পোষক। ছেলেদের এক-বারে দৃর করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইলেও, তাহাদিগকে নিজ দোষ দেখিবার সময় দিলেন। আপন আপন ভ্রম বুঝিয়া যৎসামাত্য অর্থ দণ্ড দিয়া তাহারা পুনর্বার স্বকার্য্যে প্রব্ত হয়, এই তাঁহার সদয় ইচ্ছা। ইহাত্তেও দুর্মতিদের চৈতন্য হইল না। না হইল, ত মরো। শিখিলে নিজের উপকার, না শিখিলে নিজেরই অপকার। শিক্ষা ফলে বড় মানুষ হইয়া কেহ ত অধ্যক্ষ-প্রবর্ত্তের সম্পত্তির অংশ দিবে না। স্নতরাং ক্রেক্ট সাহেবের বিবেচনার গুণবাদ করা অবশ্য কর্ত্ব্য। তাঁহার দ্য়াগুণের কথা সহস্র মুখে ব্যতিব্য!

% % % %

৪। যিনি যাহা বলুন, আসাদের গবর্ণমেণ্টের মন্ত রাজ্যপ্রণালী, এত প্রক্ষানুরাগ, এরূপ সমদর্শিতা বড় একটা স্থলভ পদার্থ নহে। রাজ্য-বিপ্লব নয়, শাসন সম্বন্ধীয় কোনও প্রকাণ্ড সমদ্যা নয়, এই বিশাল রাজ্য মধ্যে কোথায় এক গুরুমহাশয়ের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধ হইয়াছে, বিভাগের কর্ত্তা তাহার একটা যেমন হউক নিপ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তথাপি এই সামান্য উপলক্ষে রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের ছোট লাট ইডেন সাহেব মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইলেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের একটা সামান্য মশাও স্থান ভ্রম্ট হয় নাই,

অপচ রাজ্যেশর স্বীয় সর্বতোদর্শন দেথাইতে ব্যস্ত **र**हेश छेठितन! अमन कान कथा नाहे (य. मकल विषरश्र हे लां मारहवरक इन्डरक्लभ कतिराज इहेरत. এমন কাহারও সাধ্য নাই যে, লাট বাহাতর অমৃক প্রসঙ্গে নিজ মত প্রকাশ করিলেন না বলিয়া কেছ তাঁহাব কেশস্পূর্শ করিতে পাবে। কিন্তু তথাপি এই সামান্য বিষয়ের জনা লাট সাহেবের মাথাবাথা। তাই যে যা হউক একটা করিয়া দেওয়া, তাহা নয়। প্রকাশ্য গেজেটে, প্রকাশ্য ভাবে উভয় পক্ষের দোষ গুণের এখালোচনা করিয়া লাট সাহেব যেন সাধারণ প্রজাবর্গ সমীপে নিজেব কৈফিয়ৎ দিতে, সাফাই করিতে বসি-য়াছেন। কি সাহ্য। কি সদাশ্যতা। কি লোকাত্র-রাগ। কি দার্বজনীনতা। যিনি ইক্সিত করিলে মাথার পৰ মাথা গডাগডি যায়, বিনি নিশাস ফেলিলে ফাঁসির আদামী খালাদ পায়.— তাঁহার এই দোজন্য। এমন স্তথের কথা এত আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে ? রাম রাজ্যের যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা হইলে এই সেই রাম রাজ্য; রাজপদে বসিয়া কেছ যদি গৌরব করিতে পারে তাহা হইলে ইডেন সাহে-বের গৌরব অপরিদীম এবং অপরিমেয়।

* * *

৫। পঞ্চানন্দ দেখাইলেন যে, সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্মা যথাবিহিতরূপে প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এত হুলস্থল হইয়া গেল, অথচ কাহারই তিল মাত্র দোষ নাই। তবু যে এত গোলঘোগ, এত মনোভঙ্গ, এত দীর্ঘ নিশাদ, এত দত্তনিপীড়ন এই এক ব্যাপার লইয়া হইল, সেই জন্য মনের আনন্দে দিচিদানন্দ পঞানন্দ বলিতেছেন

> "দোষ কারু নয় গোমা, কেবল স্বথাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

ছক্টের দমন বিধি।

[ফোজদারি কার্য্যবিধির প্রস্তাবিত সংশোধনে পর্য্যাপ্ত প্রতীকার হইবে না বিবেচনায় পঞ্চানন্দের পাণ্ডুলিপি]

আইন হইবার কথা।

বেহেতু নানা রকম চেন্টা করিয়াও ইংরেজ বাহাত্র দুরাত্মা, পাপিষ্ঠ ভারতবাদীর দমন ও শাদন করিয়া উঠিতে অক্ষম হওয়ায়, অপরাধের বিচারপ্রণালী সংশোধন না করিলে, রাজত্ব অচল এবং প্রজ্ঞাত্ব প্রবল হইতেছে, এমতে নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

অমুষ্ঠান, রদ, ব্যাপ্তি এবং পরিভাষার কথা।

১ দফা। সংক্ষেপ নামের কথা।

এই আইন দফা রফার আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

বাপ্তির কথা।

এ আইন যেখানে চলিবে না, সেখানে নিত্ৰ' অরাজক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

আরম্ভের কথা।

এবং এ আইন জারি হইবার পূর্বেই চলিতে থাকিবে।

२ मका। त्रामत्र कथा।

যে সকল আইন এবং বিধান হাকিমানের মনো-মত নহে বা হইবে না, তাহা এতদ্বারা রদ করা গেল।

৩ দকা। দায়ের মো**ক**দ্দমার কথা।

বে সকল মোকদমা দায়ের আছে, তাহার নিপাত্তি এই আইন মতে হইবে।

৪ দফা। পরিভাষার কথা।

এই আইনে নিল্লখিত শব্দ এবং ভাষার নিল্ লিখিত মত অর্থ হইবে, অন্যথা হইবে না।

তদারকের কথা।

লোককে ধরিয়া চালান দিবার জন্য পুলিশ যে কোনও কার্য্য করিবে, ভাহার নাম তদারক। তদারক শব্দে হাতকজি দেওয়াও বুঝাইবে।

বিচারের কথা।

লোককে দাজা দিবার জন্য আদালতে যে দকল অনুবন্ধ হইবে, তাহার নাম বিচার। বিচার শব্দে থালাদ বুঝাইবে না।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

জজ, মেজেফর প্রভৃতি যে কেহ সাজা দিবে, আদালত শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

शहेरकार्छ त कथा।

যে আদালতে আদামীর উকাল, কৌস্থলি চড়টা, চাপড়টা অভাবে মুখ থাবড়া খাইবে, হাইকোর্ট শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

> ফোজদারি আদালতের কথা। ৫ দফা। আদালতের রকমারির কথা। কোট ছাড়া, আরও চুই প্রকার আদ

হাইকোট ছাড়া, আরও চুই প্রকার আদালত থাকিবে, যথা ;—

(क) (गरक्केंद्रि।

(খ) দেশন।

৬ দকা। যে আদালতে বিচার হইবে তাহার কথা।
মেজেন্টর ইচ্ছা করিলে সকল মোকদমার বিচার
করিতে পারিবেন। মেজেন্টরের অপ্রবৃত্তি বা আলস্য
হইলে, কোনও কোনও মোকদমার বিচার সেশনে
হইতে পারিবে।

গৌরাঙ্গের মোকদ্দমার কথা।

৭ দফা। গৌরাঙ্গের কথা।

গোরাঙ্গ শব্দে নেটিব নহে, এরূপ কোট পেন্টুলান পরা ব্যক্তিকে বুঝাইবে। এরূপ ব্যক্তির উপরের সাত পুরুষ এবং নীচের সাত পুরুষের মধ্যে কেই কিস্মিন কালে সমূদ্র না দেখিয়া থাকিলেও তাহারা সকলেই গোরাঙ্গ হইবে।

> ৮ দফা। গৌরাঙ্গের ফোকদ্দমা করিবার অধিকারের কথা।

স্বয়ং গোরাঙ্গ না হইলে কেহ গোরাঙ্গের মোক-দ্মা করিতে পারিবে না।

্ম দফা। গোরাঙ্গ তলব করিবার কথা।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শ্বয়ং অভিযোগ করিলে গৌরাপের
নামে ভদ্রোচিত নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইতে পারিবে।
কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মরা কিন্তা অক্ষম হওয়া কি অন্য
কোনও ওজর করিয়া কোনও ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপে
গৌরাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবে না,
এবং ভদ্দেশ অভিযোগ গ্রাহ্য বা তন্মূলে নিমন্ত্রণ পত্র
বাহির হইবে না।

> • দফা। গৌরাঙ্গের বিচারের কথা।
গৌরাঙ্গের অনভিপ্রায়ে কেহ তাহাকে সাজা দিতে
পারিবে না।

পুলিশের কথা।

>> मका। श्रुलिनाक माहाया कत्रिवात कथा।

মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম, অর্থ, লোকবল এবং বাহুবল দারা নিম্নলিখিত বিষয়ে পুলিশের সাহায্য করিতে বাধ্য, যথা

(ক) শান্তিভঙ্গ করণ বিষয়ে। (খ) একরার এবং চোরামাল বাহির করা বিষয়ে। (গ) সাধারণত তদারক বিষয়ে।

>২ দফা। বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিবার কথা।

পুলিশ যেখানে খুশি, যাকে খুশি, বিনা পরোয়ানায়
গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।

১০ দফা। গৃহ প্রবেশের কথা।

আসামী থাকা জানিতে পারিলে, কিন্তা থাকা সন্দেহ হইলে, কিন্তা থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিন্তা থাকিলেও থাকিতে পারে এরূপ অনুমান হইলে, কিন্তা যদিই ভুল ভ্রান্তি ক্রমে থাকিয়া যায়, এরূপ বাধ হইলে ঘর ভাঙ্গিতে, ছয়ার ভাঙ্গিতে, জানালা ভাঙ্গিতে, আসবাব ভাঙ্গিতে, মান ভাঙ্গিতে, সম্ভ্রম ভাঙ্গিতে, বৈঠকথানায়, সেংখানায়, ঠাকুর ঘরে কিন্তা অন্দরে অবারিত দ্বারে প্রবেশ করিতে পুলিশ ইচ্ছামত পারিবে।

১৪ দফা। অন্দরের বিশেষ কথা।

অন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্বের বাড়ীর এবং পাড়ার বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষবর্গকে হাতকড়ি দিয়া, কিম্বা অন্য প্রকারে বন্ধন করিয়া পাহারায় পুলিশ রাখিতে পারিবে, এবং আবশ্যক বোধ করিলে জোরপূর্বক কুলকামিনীকে বাহির করিতে পারিবে।

১৫ मका। जनात्रकत कथा।

ভাদারক করিবার সময়ে পুলিশ শ্যামটাদের সাহাথ্যে আসামীকে একরার করাইতে এবং চোরা মালের কিমারা করিতে পারিবে। ১৬ দফা। পুলিশের তদারকি কাগজের কথা।
তদারকের প্রণালী সম্বন্ধে পুলিস কোনও কথা
লিখিয়া রাখিতে পারিবে না, এবং লিখিয়া রাখিলেও
তাহা পুলিশের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্ হইতে
পারিবে না।

বিচারের পূর্ব্বানুষ্ঠানের কথা। ১৭ দফা। উকাল মোক্তারের কথা।

আদালতের অনুমতি ব্যতীত আদামী উকীল মোক্তার দিতে বা দিবার প্রদক্ষ উত্থাপন করিতে পারিবে না। তদ্যপ প্রদক্ষ উত্থাপন করিলে, তাহা অপরাধ স্বীকারের তুল্য গণ্য হইবে।

১৮ দফা। উকাল মোক্তারের অধিকারের কথা।
কোনও উকীল মোক্তার আদামীর পক হইতে
সাক্ষীর জেরা কিন্তা সওয়াল জবাব করিতে পারিবে
না। হাকিমানের অনুমতি লইয়া সাক্ষীগোপালের
মত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে।

মেজেফরের বিচারের কথা।

১৯ দফা। ধরাধরি বিচারের কথা।

শৈক্ষেউরের ইচ্ছা হইলে ধারে হুছে, লিখিত পঠিত পূর্বাক ধরাধরি বিচার হুইতে পারিবে।

२०। मतामति विषादत्र कथा।

খোঁড়দৌড় করিতে করিতে কিম্বা পথে ঘাটে বৈড়াইতে বেড়াইতে তাড়াতাড়ি করিয়া বিনা নেখা পড়ায় মেজেফীর স্বেচ্ছাক্রমে আসামীর সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

८मणात्म विष्ठारतत कथा।

२) नका। जूति ७ जारममस्त्रतं कथा।

সেশনে প্রত্যেক মোকদ্দমার জুরি অথবা আদে-দরের সাহায্যে আসামীর বিচার হইবে।

জুরি **ছই**লে, অন্যান তিন জন এবং আদেশর অন্যান এক জন নির্দ্রাচিত হইবে।

উপস্থিত দর্শক্ষণভূলী, বাহিরের মটে মজুর, ঘোঁড়ার গাড়ীর কোচমান কিন্দা গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান হইতে জুরি অথবা আদেদর মনোনাত হইতে পারিবে। তাহাতেও পরিমিত সংখ্যা পূর্ণ না হইলে, বলদ ধরিয়া বদান চলিবে।

২২ দফ।। আদেসর ও জুরির সাহায্যে বিচারের কথা।

জুরি অথবা আদেদরের সহিত এক মত হইয়া দেশনের হাকিম- আসামীকে দাজা দিতে পারিবেন। জুরি অথবা আদেদর বা তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ আসামীকে নির্দোষ প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে অঙ্গু প্রদর্শন পূর্বক দেশনের হাকিম একাএক আসা-মীকে সাজা দিতে পারিবেন।

षाणीत्मत कथा।

২৩ দফা। আদামীর আপীলের কথা। সরাসরি ভিন্ন বরাধরি এবং দেশনের বিচারের অসমতিতে আসামী আপীল করিতে পারিবে। ২৪ দফা। আসামার আপীলের ফলের কথা। আসামা আপীল করিলে জরিমানার স্থলে সেয়াদ এবং মেয়াদের স্থলে ফাঁসি এবং সকল স্থলেই সাজা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

২৫ দফা। সরকারের আপীলের কথা। আসামীর প্রতি অবিচার অর্থাৎ আসামী খালাস পাইলে সরকার হইতে আসামীর মৃত্যুর পূর্বেবি যে সময়ে হউক আপীল হইতে পারিবে।

২৬ দফ।। সরকারের আপীলের ফলের কথা।

সরকারের আপীলে আসামীর সাজা হইতে পারিবে এবং লগু পাপে গুরু দণ্ড হইতে পারিবে, এবং আসামীর আপীলের যে ফল তাহাও ফলিতে পারিবে।

श्रहेरकार्षेत्र कथा।

२१ मण।। शूनजारलां हमांत कथा।

অবিচার অর্থাৎ আদানী থালাস হইলে হাইকোট থোদ এক্তেয়ারে অথবা পরের কথায় সমস্ত মোকদ্দমার নথি তলব দিয়া দেখিতে পারিবেন, এবং খালাস দিলে অরাজক হইতে পারে বলিয়া স্থবিচার করিতে পারিবেন।

সরকারের কথা।

২৮ দফা। ফাইন স্থগিত করিবার কথা। এই আইনের বিধান মতে কার্য্য হইলেও তুফের যথোচিত শাসন হইতেছে না, এমত বোধ করিলে সরকার বাহাত্বর কিছু কাল বা চিরকালের জন্য আইন স্থগিত করিতে পারিবেন।

২৯ দফা। আইন স্থগিত হইলে উচিত কথা।
তদ্রপ আইন স্থগিত করিয়া দেশের চতুর্দ্ধিকে উচ্চ
প্রাচীর নির্মাণ পূর্বক দেশবাদীগণকে জাঙ্গিয়া পরাইয়া সরকার বাহাছর তৈল নিপ্পেদণে নিযুক্ত করিতে
পারিবেন।

সরকারের ব্যয় সংক্ষেপ।

মহকুমার ডিপুটা মাজিট্রেরের নাজির সরকারি লেফাফা বন্ধ করিতে নিয়া দেখিলেন, গালাবাতি ফুরাইয়াছে। এক প্রদার গালাবাতি নাজার থেকে কিনে আনিবার জন্য ডিপুটা বাবুর অনুমতি চাহিলেন।

ডিপুটী বাবু আশ্চথ্য বোধ করিলেন; সংবৎসরের জন্য যাহা কিছু দরকার গত :লা এপ্রেল হিসাব করিয়া আনান হইয়াছিল; অদ্য ৩০শে মার্চ্চ গালা-বাতির অভাব হইল, ইহা অন্যায় কথা। ডিপুটী বাবু নাজিরের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। লেফাফা বন্ধ হইল না, পড়িয়া রহিল।

নাজিরের কৈলিয়তে প্রকাশ যে আফিশের কাগজ কলম, ছুবী কাঁচি, গালা বাতি, ফিতে কালি প্রভৃতি সরঞ্জামের বরাদ্দ কেরাণীখানা হইতে হইয়া থাকে; কমি বেশীর কথা কেরাণীখানার আমলারাই বলিতে পারেন। নাজির যাহা পায়, তাহার হিশাব প্রস্তৃত

আছে, সে হিদাব সমঝাইয়া দিতে নাজিরও প্রস্তত আছে। কৈফিয়তের উপর হুকুম হইল, হেড কেরাণী তিন দিবসের মধ্যে গালাবাতির জবাবদিহি করে। লেফাফা রওয়ানা করা বন্ধ রহিল।

হেড কেরাণীর রিপোর্ট পাঠে ডিপুটী বাবু অবগত হইলেন যে, গত বারের বরাদ্দ করিবার সময়ে যিনি কেরাণী ছিলেন, তিনি পেন্সন লইয়া বিদায় পাইয়া-ছেন; হাল কেরাণী বিশেষ হাল অবগত নহেন। অগত্যা ডিপুটী বাবু এক দিনের খরচের আন্দাজ গালা-বাতির জন্য জেলার মাজিপ্টের কাছে রুবকারি পাঠাই-লেন। মূল লেফাফা বদ্ধ করা সংপ্রতি বন্ধ রহিল।

জেলার মেজেফরের সেরেস্তাদার খুব হুঁশিয়ার, পাকা আমলা। রুবকারি পৌছিবা মাত্র, মেজেফরকে দেখাইয়া দিলেন, গালাবাতির ইত্তেণ্ট ফারম্ অমুসারে হয় নাই; সাহেব ক্লিপ্রবৃদ্ধি, তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লই-লেন, এবং তুকুম দিলেন যে উচিত সংশোধন জন্য ডিপুটী বাবুর সদনে রুবকারি ওয়াপশ পাঠান যায়।

কি জন্য বেমামূলী রবকারি দারা গালাবাতির ইতেওঁ পাঠান হইয়াছিল এবং কেনই বা ফারম মোতাবেক পাঠান হয় নাই, ডিপুটী বাবু তাহার তদন্তে লিপ্ত হইলেন। জানা গেল যে ফারমের অভাব হও-য়াতে রবকারি পাঠান হইয়াছিল। স্থতরাং ফারমের জন্য ইতেওঁ গেল।

ক্রমে ফারম আসিয়া পৌছিলে, ফারম পুরণ করিয়া

পুনর্বার মেজেন্টরের সদনে প্রেরণ করা হইল। মেজেন্টর তাহা কমিশ্যনরীতে পাঠাইয়া দিলেন। কমিশ্যনর সাহেব মঞ্জুর করিয়া কাগজ কলমের সরবরাহকারী আফিশে চালান দিলেন। বজেটের অতিরিক্ত থরচ মঞ্জুর করাইবার জন্য একোণ্টেণ্ট জেনেরেলের অতি-প্রায় লইয়া সরবরাহকার সাহেব যথাক্রমে, যথানিয়মে, যথাসময়ে, পুলিন্দা করিয়া বাঙ্গী ডাকে আধখানা গালাবাতি কমিশ্যনরের জরিয়তে, মেজেন্টরের মারকতে মহকুমার ডিপুটী বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

ডিপুটী বাবু দস্তর মত রিসদ পাঠাইয়া দিয়া আপন সেরেস্তায় গালাবাতি জমা করাইয়া লেফাফা বন্ধ করি-বার জন্য হুকুম জারি করিলেন। সাত মাস উনিশ দিন পরে লেফাফা যথাস্থানে যথাপথে চলিয়া গেল। লেফাফার ভিতরে বাজার দরের রিপোর্ট ছিল; নবে-ম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রচ-লিত বাজার দর ছাপা হইল।

দপ্তরি এক দিন নাজির বাবুর তামাক সাজিয়া দেয় নাই। লেফাফা বন্ধ করিবার সময়ে গালাবাতি গলিয়া তিন ফোঁটা মাটীতে পড়িয়াছিল; নাজির সেই দোয় ধরিয়া দপ্তরির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়া দিলেন। রিপোট ক্রমে ক্রমে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের গোচর হও-য়াতে এক সরকুলার বাহির হইয়াছে; তাহার মর্ম এই যে দপ্তরিরা গাফিলি করিয়া সরকারের যেরূপ লোকসান করে, তাহাতে দপ্তরির পদ উঠাইয়া দেওয়া উচিত, না কি দপ্তরিদের কার্য্য পরীক্ষা জন্য কৌশনরি আফিশে একটা নৃতন সেরেস্তা খুলিয়া সরবরাহকার সাহেবের মাসিক তুই শত টাকা বেতন বাড়াইয়া দিয়া এ বিষয়ের ব্যবস্থা করা উচিত, প্রত্যেক জেলার এবং প্রত্যেক মহকুমার হাকিমান, এ সম্বন্ধে আপন আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

ইতিমধ্যে প্রধান প্রধান ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী বিদিয়া ফদেট সাহেবের দ্বারা ব্যয় সংক্ষেপের জন্য বিলাতের মহাসভায় একটা হাঙ্গামা করিবাব প্রস্তাব হইতেছে।

এখনও লেখালেথি ফুরায় নাই, স্থতরাং কোনও
কথার মীমাংসাও হয় নাই। সেই এক প্রসার গালাবাতির গোল মিটিলে প্রেশ কমিশ্যনর আফিশ হইতে
পঞ্চানন্দ অবশ্যই সংবাদ পাইবেন, এই আশ্বাসে
সম্প্রতি পাঠকবর্গকে নিশাস ফেলিবার অবসর দেওয়া
গেল।

(नक ! (नक !! (नक !!!

অতি উৎকৃষ্ট, স্থানোল, স্থানির্বি, স্থাচন বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতি কারিকরের তৈয়ারি এবং জাহাজে করিয়া থাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার করিতাম। ঘাছা-দের প্রদা নাই, ঘাহারা আমাদের মত নিরন্ধ, তাছা-দের কিনিবার চেন্টা করা র্থা। লেজগুলি স্থলভ, কিন্তু কেবল রোজগেরের পক্ষে।

লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক। তুমি যখন
মাতাল হইয়া আড়ফভাবে পড়িয়া থাকো, চক্লুতে
পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাত পায়ে স্পান্দন নাই,
তখন এই লেজ আপনা আপনি, তোমার বিনা চেফীয়,
বিনা পরিপ্রমে, মুখের কাছে ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া
মাছি তাড়াইতে থাকিবে। টাকাওয়ালা বাবু হও,
তো লেজ লও।

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, মস্ত বৃদ্ধিমান উকীল, সওয়াল জবাব করিতেছ, হাত পা কতই নাড়িতেছ, ধ্যন সময়ে মোক্তার আপন কাদ্দানি দেখাইবার জন্য তোমার কাণের কাছে ভিন্ ভিন্ করিয়া তোমার স্প্রোত ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করি-তেছে। থামাও তাহাকে, লেজের এক বাড়ি মারিয়া। লও লেজ, ভালো উকিলের বিশেষ দরকারি। অনেক কাজে লাগিবে।

তুমি হাকিম, এজলাদে বসিয়া উত্তর পূর্ব্ব জ্ঞান হারাইয়া কি মাথা মুগু করিতেছ, তাহার ঠিকানা নাই। যে টুকু বুদ্ধিশুদ্ধি গোড়ায় ছিল, তাহা মেজা-জের গরমে গলিয়া গিয়াছে। শেষে আপীল আদালত উপরওয়ালার ভয়ে উবিয়া গিয়াছে। আমি তোমার বন্ধু মানুষ, কাছে বিদিয়া আছি, অথচ
সময় মতে উপদেশ দিয়া তোমার উপকার করিতে
পারিতেছি না, প্রকাশ্যভাবে তথন কিছু বিদিয়া
দিলে তোমার আত্মগরিমায় জথম লাগে, বাজে
লোকের কাছে ভূমি অপদস্থ হও। একটা লেজ
থাকিলে কোনওভয় থাকিবে না, সময়শিরে লেজ
টিপিয়া দিয়া তোমার বন্ধু পথভ্রম হইতে তোমাকে
রক্ষা করিতে পারিবেন। যদি স্থবোধ হও, বুদ্ধির
পরিচয় দিতে চাও, দশের কাছে আপন গুণপনার
যথার্থ পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে লেজ লও!
লেজ থাকিলে আর ভুল হইবে না।

তুমি ময়লাফেলা কমিসনর, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া সাহেবের মন যোগানো, আর পাড়া-পড়দীকে ভোগানো তোমার অবশ্য কর্ত্তর। সাহে-বের হাতে যদি তোমার লেজটা দিয়া রাখিতে পারো, তাহা হইলে তুমি নির্ভয়, নিঃসংশয়, নিশ্চিন্ত। সাহেব যেই লেজ ধরিয়া টান দিবেন, অমনি তুমি সাহেবের দিকে ঝুঁকিবে। যদি এ সম্মানের পদ রাখিতে চাও, একটা লেজ লও। লেজ নহিলে তোমার কিছুতেই চলিবে না।

ভূমি বড়লোক, চিহ্নিত ব্যক্তি; কত সভা সমিতিতে কত দরবারে তোমার নিমন্ত্রণ হয়। লেজ থাকিলে অনেক জায়গায় অপ্রতিভ হইবে না, পাগড়ি সঙ্গে না থাকিলে তোমার ক্ষতি হইবে না, আর, বাজে লোকের গোলে কখনও মিশিয়া যাইবে না। লেজ না থাকায় অনেক অনেক জায়গায় অনেক সময়ে তোমার গোল হয়, লোকে তোমাকে চিনিতে পারে না, তোমার উচিত সন্মান করিতে পারে না, দেই জন্যই গোল হয়। লেজ লও, তাহা হইলেই যত গোল মিটিয়া যাইবে।

তুমি বাগ্মীপ্রধান সভাপতি মহাশয়, তোমার একটি লেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বায়ুর বর পুত্র, তুমি কথায় কথায় ঝড় বাহিয়া দাও, বায়ু বেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ করো। তোমার সঙ্গে উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে ভারত এতদিন অধঃপতিত থাকিত না। কিন্তু নিঃসহায়, নিরবলম্ব ভারত কি ধরিয়া উঠিবে? তুমি লেজে বাঁধিয়া না তুলিলে এই অসাড় জড়ভরত ভারতের কোনই উপায় নাই। লেজ লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধার বার্ত্তা বায়ুবেগে বিঘোষিত করো। মহাভাগ, লেজ লও।

আর তুমি যক্ষরাজ, কুবেরের কুঠিয়াল, লক্ষ্মীর বিশাদপাত্র, তোমাকে একটা লেজ লইতেই হইবে। তোমার অভাব নাই তাহা জানি, তথাপি তোমার যত লেজ বাড়িবে, তত ই সন্মান বাড়িবে, দে বিষয়েও সন্দেহ নাই। দেখো তোমার কতদিকে কত টান, কিন্তু সাহেব প্রবার টানেই তোমার লেজ্মালা দিবা নিশি যোড়া থাকে। আমাদের মত গরিব লোকের জন্য একটা-পৃথক লেজ যদি রাথিয়া দাও, তাহা হইলে শনায়াদেই তোমার বার পাইতে পারি। তাই

বলিতেছি, গুণধাম একটা লেজ লও। তোমার ক্ষতি নাই, আমাদের ধোলো আনা লাভ, ভারতবর্ষের চারি পোয়া উপকার, একটা লেজ লও!

নগদ মূল্যে লইলে এক একটা রম্ভা দস্তরি দেওয়া যাইবে।

পেশাদার এও কোম্পানি।

বাণিজ্যের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়, এই জন্য আমরা বিনা মূল্যে এই বিজ্ঞাপন পত্রস্থ করিলাম। ভ্রদা করি গ্রাহ্কবর্গ লেজের গৌরব অনুভ্ব করিয়া আমাদের বদান্যভাগ জন্য ধন্যবাদ প্রদান কবিবেন।

প्रश्नानम्।

পুনন্দ নিদেবন।—পঞ্চানন্দের ছাপাওয়ালা বোধ হয় অত্যন্ত অলস এবং অমনোযোগী, আর বোধ হয়, সে পঞ্চানন্দের চল্ফের উপর কাজ করে না। এই বিজ্ঞাপন বিনা মূল্যে প্রচারিত হইতেছে, সেই কৃতজ্ঞায় ছাপাওয়ালাকে একটা লেজ বিনা মূল্যে দিতেছি; ইহাতে উভ্য পক্ষের স্থাবিধা হইবে। পঞ্চানন্দের একটা অবলম্বন হইবে, আর ছাপাওয়ালারও লেজের মমতায় একটুকু ভয় থাকিবে।

পেসাদার এণ্ড কোং।

সাতাশী সাল।

সাতাশী সাল চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর আর এক বৎসর ফুরাইয়াছে। ইহাতে হথ ছংখের কিছুই তো দেখি না। নিত্যই এক এক বংশর যাইতেছে;

সাতাশী আটাশা কেবল গণনার কথা। যদি স্থথের

ছুংথের কথা তুলিতে হয়, কি বলিতে হয়, তাহা হইলে

দিন গেল বলিয়া তুথ ছুঃথ প্রকাশ করাই উচিত।

কিন্তু নিনের দাম বোঝে, এমন লোক অল্ল, তাই

দীর্য কাল পরে নিঃসাড়ে দিনের পর দিন—বহু দিন—

কাটাইয়া নিজিতের পার্শপরিবর্তনের ন্যায় বর্যান্তে

এক দিন, এক বার, বংশর গেল বলিয়া লোকে অধরোঠ সঞ্চালন করিয়া থাকে। তাহার পর যে ঘুম,

দেই ঘুম। সাতাশী সাল বহিয়া গেল; দশ জনে

বলে, আমিও একবাব বলি।

হরি বলো, দিন গেল! তিনটা তুড়ি দিয়া বিকট হাই তুলিয়া সাতাশী সালের অন্তিম দিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পান করা যাউক। যেমন করিয়াই হউক যে সময়েই হউক, হরিনাম লইলে ফল আছে। যে অসাড়, নিস্পান্দ, ক্রিয়াইনি, প্রাণবর্জিত, তাহার জন্য হরি নাম বিশেষ মাহাল্য ধারণ করে। "যার কেউ নেই তার হরি আছে।" যথন নির্জীব মানবের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া ঘাইতে হয়, তথন তাহাকে "হরি হরি বলো, হরিবোল" বলিয়া হরিনাম শুনাইবার ব্যবস্থা আছে, রীতি আছে। সাতাশী সালের বঙ্গবাদী সমীপে, একবার "হরি বলো, দিন গেল" বলিয়া হরিনাম সঞ্চীত্রন করা কর্ত্ব্য।

যাহা বলিলাম তাহা সত্য। কিন্তু তবু উহারই

মধ্যে একটা কথা আছে। যে মাছটা সূত কাটিয়া অথবা জাল ছিঁড়িয়া পালায়, দেটা খুব বড় মাছ; আর যে মানুষটা মায়াসূত্র কাটাইয়া অথবা ভবজাল ছিন্ন করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করে. সেই খুব বড় লোক।

চুনো মাছের জালের ভিতর থেকে একটা দেড় ছটাক ওজনের পোনা মাছ লাফাইয়া পালাইল; অমনি "খুব মাছটা পালিয়েছে, মন্ত মাছটা হাত ছাড়া হয়েছে, মাছটা খুব প্রকাণ্ড" ইত্যাকার বিষয় ক্ষোভ প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তিবিকার জ্ঞাপক ধ্বনি হইয়া থাকে। দেইরূপ মন্দা রাম রায়, আমরণ গৃহিণার গৃহনা চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া, আর পেটের ভিতর মদের ভাটিখুলিয়া বমনোলারে পাড়া তোলপাড় করিয়া অবশেষে এক দিন শান্তিনিকেতনে যাত। করিলেও — "এমন মানুষ, এমন দাতা ভোক্তা. এমন ক্রিয়াবান ব্যক্তি আর হইবে না " বলিয়া হাহাকার শব্দও শোনা যায়। এমন অবস্থায় সাতাশী সাল গে একটা খুব সালের মত সাল চলিয়া গিয়াছে, একথা বলিলে দামাজিক প্রথার সম্মান ভিন্ন অবমাননা করা হইবে না। এ হিদাবে সাতাশী সালের একটা ইতিহাস লিখিয়া সংসারের উপকার করিলে দোষ হইতে পারে না; বরং না করিলে প্রত্য-বায় আছে!

ইতিহাদ লিখিতে হইলে বিস্তর কথা লিখিতে হয়। আমি প্রধান প্রধান কথা গুলা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইব।

১। পারলो किक বিবরণ।

যাহার বিনাশ নাই, বিবর্ত্তন নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই, গতি নাই, স্থিতি নাই, সেই পুণ্য-আত্মার পুণ্যধাম-যাত্রার উল্লেখ করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত; সেই জন্য বঙ্গের পারলোকিক প্রদঙ্গের অবতারণা প্রথমেই করা যাইতেছে।

এ স্থান্ধে সাতাশী সাল বঙ্গের সোভাগ্যের কাল বলিয় পরিগণিত হইবে। পাপাত্মার দৌরাত্ম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনেকগুলি পুণ্যাত্মা ভব ভবন হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

(ক) যাহাদের গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাদের খুব জোর কপাল; বুটের ভ্রপারিশে প্লাহা পিঞ্জর
ভ্রম করিয়া আত্মারাম প্রাণপক্ষী উড়িয়া ঘাইবে, কিন্ধা
গুলিখোরের বদনাম না লইয়াও গুলি ভক্ষণ পূর্ব্বক
পঞ্চভূতের অধীনতা হইতে পাপদেহের পাপপ্রাণ পরিতাণ পাইবে, এর চেয়ে ভালো কথা আর কি আছে
বলো? তা সাতাশী সাল এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হ্র
নাই।

কতকগুলি আত্মা ফাঁদীযাত্রা করিয়াছে; ইহাদের উমতিও কাল্লনিক কথা নহে, কারণ ইহারাও গৌরা-দের ইচ্ছাতুরূপ কাজ করিয়াছে।

ভক্তি মাণে এই পর্যান্ত।

(খ) আরও অনেকগুলি আ্যা, গৃহিণার গ্রনা

সহিতে না পারিয়া, ভ্রাতাকে বিষয় বিভবের হিদাব ব্যাইয়া দিতে অপারগ হইয়া, ছেলের স্থলের মাহিয়ানা যোগাইতে না পারিয়া, মেয়ের বরের দাম দিতে অসমর্থ হইয়া; ওদিকে কতকগুলি আত্মা, গহনা বেচিয়া স্বামীর মদের যোগান যোগাইতে না পারিয়া, পর-পুরুষের কোমর ধরিয়া নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া, চেয়ারে বিসয়া ''অপূর্ব্ব প্রেম'' নবন্যাস পড়িবাব সময়ে ছুফুমতি শাশুড়ী কর্তৃক ব্যাহত হইয়া——ইত্যাকার নানা কারণে নানা প্রকারে নানা আত্মা, কড়িকাঠে দড়ি বন্ধন পূর্ব্বক উদন্ধনে ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া আরাম-কুঞ্জে চলিয়া গিয়াছে।

এতছিন যাহারা জ্বের সঙ্গে বিশিষ্ট আগ্নীয়তা প্রযুক্ত, অথবা ওলাউঠার অনুলাঘনীয় নির্কান্ধ জন্য বা এবস্থিধ অন্যবিধ কারণে ডাক্তার বাবুর অনুরোধে, হাতুড়ের উপরোধে, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দলও নিতান্ত পাতলা নহে।

আর যাহারা রাজার সম্মান রফার জন্য শুদ্ধ পেটের দায়ে বাস্তভিটার মায়া ছাড়িয়া লোকান্তরে বসবাস করিতে গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা যতই কেন হউক না,—তাহারা গণনার মধ্যে আসিতে পারে না। আর গণ্য মান্য লোক ভিন্ন অন্যের হিসাব রাখিয়া পঞ্চানক্ষই বা আফালাঘ্য করিবেন কেন ?

ভদনন্তর ছাঁকা পরলোকের কথা এইখানে শেষ করিয়া ইহলোক মিঞিত পরলোকের কথা বলা যাই- তেছে। অর্থাৎ ইহলোকে থাকিয়াও পরলোকের ব্যবস্থা বাঁহোরা করিয়া থাকেন, সেই ধার্মিক দলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে।

সাতাশী সালে ধর্মের বিলক্ষণ শ্রীর্দ্ধি ইইয়াছে। থ্রীকীন রাজা আফগানস্থানে এক গণ্ডে চপেটাঘাত খাইয়া দক্ষিণ আফেরিকাতে দ্বিতীয় গণ্ড পাতিয়া দেন, এবং তদ্ধারা ধ্যোপদেকীর উপদেশ সার্থক করেন।

মহম্মদের শিষ্যগণ এক হস্তে কোরাণ, অন্য হস্তে তরবাল চালাইবার স্কবিধা না দেখিয়া, হোটেলে খান-শামা রূপ ধারণ পূর্বক হারাম অর্থাৎ শৃক্র মাংস ছেদন করিয়া ধর্মের সন্মান রক্ষা করিয়াছেন।

ছুর্গোংদর উপলক্ষে ত্রাক্ষণ পণ্ডিতকে ফলার এবং দাহেব স্থবাকে খানা দিয়া 'দর্বব জীবে দমান দয়া'', পড়িয়া মার খাইয়া কথাটী না কহিয়া ''অ্হিংদা পরম ধর্মা'' ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের মাহাল্য রক্ষা করিয়া, হিন্দু দন্তান কুলধন্মে নিষ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা ধন্মের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্মী সকল ধথের উপাদেয় থিচুড়ি পাকাইয়া অকাতরে বিতরণ পূর্বক সগৌরবে নববিধানের ধ্বজা তুলিয়া ধর্মের মহিমা কীর্ত্তনে ক্রটি করেন নাই।

আর ইহার উপর উপধর্ম, বাজে ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি কত প্রকারে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,— তাহার তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই এবং সংক্ষেপে বর্ণনাতীত। মৃথ্য কলে ধর্মের এই ভাব; গোণ কলে চতুর্দিকে হফল। আর্য্যসন্তান এত হাঙ্গামেও জাতি বাঁচাইয়া চলিয়াছে; ব্রক্ষজানী জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া আতৃভাবে সমগ্র পৃথিবীকে একাকার করিয়াছে; প্রীকৃতক সর্বাত্তে হোলি স্পিরিট্ * অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রসাদ করিয়া দিয়াছে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য তিরোহিত হইয়াছে; লোকে বিরোধ করা ভূলিয়া গিয়াছে; দলাদলি উঠিয়া গিয়াছে; নাপিত পুরুত বন্ধ করা হইয়াছে; স্নতরাং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু সংসার হইতে অপসারিত হইয়াছে। অত্থব সাতাশী সাল প্রকৃত ধন্মের সাল।

২। রাজনৈতিক বিবরণ।

সাতাশী সালের ইতিহাদে অপরাপর প্রদন্ত না কি পারলোকিক কথার মত বড় অঙ্গের নয়, সেই জন্য সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

রাজনীতির ভিতর হুইটা মূল তত্ব; তাহারই ডাল পালা লইয়া ভাঙ্গচুর করিয়া যত যাহা বলা যাউক। মূলতত্ত্ব হুইটা এই যে, এক আছেন রাজা, তিনি ইংরেজ; আর এক আছে প্রজা, সে নেটিব। ইহা-দের সম্পর্কও হুইটা কথা লইয়া——আদান আর প্রদান; তা' প্রজা টেক্স দিতে ক্রেটা করে নাই, রাজাও

^{*} বুঝিতে পারিলাম না। থোলা ভাটীতে কি হোলি স্পিরিট্ (holy spirit) বিক্রী হয়। ছাপাধানার ভূত

লইতে ত্রুটী করেন নাই। স্থতরাং রাজনীতির মৃশ সূত্র সক্ষররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

যদি বলো প্রজাপালন আর রাজভ্জি লইয়াই রাজনীতি, তাহাতেও পঞ্চানন্দের ক্ষতিরন্ধি নাই। সাতাশী সালে ইংরেজ অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছেন; সঙ্গতি অনুসারে ছেলেকে যেমন লেখা পড়া শ্রেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত, তাহা করা হইয়াছিল; উচ্ছ্ খলের শাসন, বেতরিবতের সোহবৎ, হুফের প্রহার—এ সমস্তই হইয়াছিল। আর মিতাক্ষরা শাস্ত্র না কি নিতান্ত সেকেলে, সেই জন্য বাপ থাকিতে বেটার ধনাধিকার হইতেই পারে না; তা' ইংরেজও মিতাক্ষরার মতে চলেন নাই।

রাজভক্তি পক্ষে, প্রজারাও অকাতরে রাজদেবা করিয়াছে। কেনই বা না করিবে ? পেট তো চলা চাই। গুলি ডাগু, বঁটি দা, এ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া স্থশীল স্থবোধ বালকের মত প্রজারা ২৪ ঘণ্টা মেহনৎ করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়াছে, আর গুরু দক্ষিণার ভাবনা ভাবিয়াছে।

রাজনৈতিক ডাল পালা উপলক্ষে এই কথা বলা উচিত যে, জমীদারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রজাদের, আর প্রজারা ষড়যন্ত্র করিয়া জমীদারদের হুঃখ মোচন করি-বার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছে। তাহাতে ভারত-বর্ষে একতা রদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ভিন্ন সাতাশী সালে তিন শ প্রিষ্টী থানি

আইন জারি হইয়াছে, এক হাজার দিন্ত। কাগজে দর-থাস্ত হইয়াছে, পাঁচ হাজার ঘন ফুট বক্তৃতা হইয়াছে, আর দশ হাজার বর্গ মাইল দেশীয় সংবাদ পত্র চলি-য়াছে। স্বতরাং রাজা এবং প্রজা উভয়েই সদ্ভাব এবং দোহাদ্য বিষয়ে লক্ষ যোজন অগ্রসর হইয়াছেন।

৩। বাণিজ্যিক বিবরণ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—এই কথার গোরব বুঝিয়া বিস্তর ভারতবাদী তৈলের বিনিময়ে উপাধি, মানের বিনিময়ে পদ, খোশামোদের বিনিময়ে অর্জ-চন্দ্র, জাতীয়তার বিনিময়ে করমর্দ্দন, ধৃতি চাদরের বিনিময়ে কপিছ, স্বতন্ত্রতার বিনিময়ে অনুকরণ——ইত্যাদি নানা রক্ষে নানা কারবার করিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের মূলধনের বহুগুণ রন্ধি হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

ইংরেজ ও বাণিজ্য প্রধান জাতি, ভারতবর্ধে অনেক কারবার করিয়াছেন। রজত ও শোণিত লইয়া অথচ মাটীর দরে আফিঙ. মদ, গাঁজা. চণ্ডু বেচিয়াছেন; ইহাঁদের বিচার না কি খুব খাঁটি এবং সরেস, তাই অত্যল্ল মাত্রাতে দিয়াও অনেকের সর্বাস্থ লইতে পারিয়াছেন; ফাঁম্প বিক্রয়, টিকিট বিক্রয় প্রভৃতি দারাও ইংরেজের বিস্তর লাভ হইয়াছে। আর কাবুল অঞ্চলে যথেফ অপ্যশ লইয়া ভারতের ধন প্রাণ বিক্রয় দারা ইংরেজ অল্ল লাভ করেন নাই। বাজার কিছু নরম ছিল, আমদানি রপ্তানিও কম ছইয়া-ছিল। তা' হউক, কিন্তু তাহাতে পচা সড়া মালের কাটতি যে কম হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

৪। সামাজিক বিবরণ।

খবরের বাগজভয়ালা, শুশিক্ষার টিকাভয়ালা প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরা বলেন, এবং ব্যবহারের দারা প্রতিপন্ন করেন যে, সমাজের কথায় আমাদের काक कि ? श्रक्षानमा ७ छा है वर्राना । वास्त्र विक. वाला विवाह, ब्रद्ध विवाह, विधवा विवाह, मधवा विवाह, छन्-লোকের সম্মান, ইতর লোকের অজ্ঞান, যুবাদের দীকা, एक एमर मन का, वारवाशाति, मनामनि, अकाहे कि, कि মদ মাতালের চলচিলির কথ্যে থাকিয়া দরকার কি প ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রাই উন্নতির মূল; কেহ কাহারও ভোয়াক। রাখিবে না, কাছার ভ মুখাপেক্ষা করিবে না-তবে তো মঙ্গল। তাই যদি হইল, তবে কে কি थाहेल, (क (काथाय गाहेल, ताम कि विलल, हित कि করিল, কাহার কেমন সংস্কার, কিসে কার উপকার---এ সকল কথ। ভাবিয়া তাদের সময়, টপ্পার সময়, ইয়ার্কির সময় কেন রুখা নন্ট করিতে যাইব ? সমাজ আছে, আপনার আছে, তাহাতে আমরাই বা কি, আর ভোমারই বা কি ? সমাজে মাহিয়ানা বাড়ে না. রাজা বাহাত্ররি ঘটে না, কাজ কম্ম যোটে না, দেন। পাওনা মেটে না কিছুই হয় না—তবে সমাজের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক গ

এই মহান ভাবের পুষ্ঠি দাতাশী দালে হইয়াছে।

৫। সাহিত্যিক বিবরণ।

একা পঞ্চানন্দের কথা বলিলেই সমগ্র সাহিত্যের কথাই বলা হইল। সাতাশী সালে স্বতেকে স্বজোরে ट्यांकरगार्ग, जांकरगार्ग, जांभनात स्रायांग वृतिग्रा, পরের অনুযোগ সহিয়া পঞানন্দ চলিয়া আসিয়াছেন। ছ কোটী সাড়ে সাতাশী লক্ষ বঙ্গবাসী সকলেই মনো-যোগ পূৰ্ব্বক ভাৰগ্ৰহ করিয়। পঞ্চানন্দ পাঠ করি-য়াছেন। কেহ রাধাবল্লভ জীউর বনলালা বন্ধক দিয়া কেছ দুর্গোৎসবের বায় কমাইয়া দিয়া, কেছ শুঁড়ির থাতায় বাকী রাখিয়া, কেহ পেট্রিটেক-ফণ্ডে দাতব্য না করিয়া-এই রূপে যিনি যেমনে পাইয়াছেন. আড়াই টাকা বাঁচাইয়া পঞ্চানন্দের গ্রাছক গ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। পূর্বেক কাহারও কাহারও মূল্য বাকী রাথা অভ্যস্ত ছিল: সাতাশী সালে তাঁহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সকলেই অগ্রিম মূল্য দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, জাতীয় গৌরবের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। কাজে কাজেই অন্নচিস্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পঞ্চানন্দ এক চিত্তে এক ভাবে আত্মকর্মে নিয়োজিত থাকিতে পারি-য়াছেন।

যাঁহারা যথার্থ সুশিক্ষিত, কেবল তাঁহারাই সাতাশী সালে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্কে যেমন পাঠক অপেকা লেখকের সংখ্যা অধিকতর ছিল, সাতাশী সালে আর দেরপে হয় নাই। সাহিত্য সংসারে আর এক স্থলকণ এই দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক লেখকই স্ব প্রধান না হইয়া সকলে মিলিয়া লিপি সাহায্য দ্বারা স্থায় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান এবং পঞ্চানন্দের গৌরব বন্ধন করিয়াছেন। স্থতরাং সাতাশা সালে কি রাজদ্বারে, কি স্থল্দমাজে—সর্ব্বেই বিলক্ষণ এভাব দেখাইয়া পঞ্চানন্দ স্বক্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছেন।

অতএব সভাপতি এবং সভ্য নহোদয়গণকে ধন্যবাদ পূর্বকি পঞ্চনন্দ পুনশ্চ কুশাসন এইণ করিতেছেন।

আর সংপ্রতি যে পরচ্ছিদ্রদর্শী পঞ্চানন্দ "সঙ্গ" দোষে সাধারণার কাছে ধরা পড়িয়াছেন, ভাহার উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। কারণ তাহাতে লোকের ক্ষতি নাই, পঞানন্দেরও রুদ্ধি নাই।

এথন অফাশী সাল এইরূপ চালাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকে না।

लाछे यन्मिरतत्र थवत्र।

(হাঙ্গিলের পাঠানো।)

জানেদ ত আমি কুঁড়ের বেহদ, আমার আবার ধবরাথবরের ভার দেওয়া কেন ? আমি এই গল্পজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি, অথচ ছুটা পা কথনও এক সঙ্গে বার করিনে; দিন রাত জেগে থাকি, তবু ছুটা চোক মেলে কখন পূৰো নজরে চাইনে। লোকে মনে করে

—কত জন বলেও—হাড়গিলের মত হুঁসিয়ার অথচ
বিজ্ঞ লোক সংশারে আর নাই। আদল কথা আমিই
জানি,—আমার মত আল্সে ত্রিভুবনে আর নাই।

যাই হোক, আপনি যে আমার মত নাছোড় বন্দা, তাতে ছটো খবর না দিলোও, দেখ্চি, আর চলে না। ফলে আমি বাইরের কিছু বল্তে পার্বো না, এই লাট মন্দিরের ভেডর যা দেখ্তে শুন্তে পাই, তাই নিয়ে ছু কথা যা যোগায়, বল্চি;—

১। व्यक्तिः; लार्षेत मल अ भलार्षेत्र मल।

প্রথম ত দেখি খোদ লাট, নাম রিপন। লোকটা কিছুতেই নাই, গায় দায় মাইনে ন্যায়, এই পর্যান্ত। রিপন চাচা পদ্ট কবুল জবাব দিতে খুব মজবুৎ, মনের ভেতর বড় এক খান কোরকাপ নেই, দলের লোকে যেমন যেমন বোলে কোয়ে দায় তেমনি কাল কর্মাকরে। একবার একটা টিকে দেবার আইন হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল যে, যে টিকে না দেবে, তার ম্যাদ হবে। রিপণ চাচা আইন দেখে চম্কে গেল, বোলে তোমরা দশ জনে যা ভালো বোঝো, তাই করেণ, তায় আমি আপত্তি করি নে, কিন্তু আইনের ব্যবস্থা শুনে আমার প্রেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে—এতে ম্যাদ কেন ? সেই হাত পা সেঁদোনই সার, আইনটা কিন্তু জারি হোয়ে গেল।

অমনি দেদিন আবার ফোছতুরি কার্যাবিধির আইন

হবার বেলা যতীন্দ্র ঠাকুর বল্লে যে, খালাশের পর আপীল কোরে লোককে নাস্তানাবৃদ করাটা ভালোন মর কোনো রাজ্যেই এমন বেমকা কথা চলে না, তবে এখানে চল্বে কেন ? চাচা—ঐ রিপণ চাচা সাদা সিদে লোক, বোলে ফেল্লে—আমি ওসব কিছু বুঝি স্তাঝি নে, দলের লোক বা করে করুক। আগোকার লাট যা কোরে গ্যাছে, তার উল্টো কোরতে গেলে, এক্ষুণি এরা আমায় খেয়ে ফেল্বে। বা হোছে, হোক। চাচার এ আকেলটুকু হোলো না বে, আগোকার লাটের আমলে মানালে সাজা বাড়বার নিয়ম ছিল, অথচ আজকের এই মজলিসেই সেটা উল্টে দেওয়া হোছে। চাচা কিন্তু পটে বোলে দিলে যে, কথা গুলো শক্তা, আমি অতো ভেবে উচ্তে পারি নি।

চাচার দোষই বা দি কি বোলে ? ভাল মাসুষের ছেলে এসেছে ত এক মগের মৃল্লুকে, না জানে এ দেশের লোককে, না জানে এদের ভাষা, না জানে এদের চাল চলন, না জানে কিছু। এ হরি ঘোষের গোয়ালে—অর্থাৎ কি না এই ভারতবর্ষে—হঠাৎ যে একটা কিছু ঠাউরে ওঠা, যার তার কান্ধ নয়। তাই বোলের ভেতর খাক্তে চায় না। তমু ভালো; "ভালো কোর্তে পার্ব না, মন্দ কর্ব কি দিবি ভা দে"—ভেকে হেঁকে যে সেইটে করে না, এই টের। লাটের দলে অনেকগুলো উপসর্গ আছে। তার

একটা লড়াইযের লাট, নেহাত ষণ্ডামার্ক লোক না হোলে কেউ কাঁচা প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়াইয়ের চাকরি স্বীকার করে না; তা এ লোকটা কাজে যেমন ষণ্ডামার্ক, বুদ্ধিতে ততোধিক। আসামে কুলি পাঠাবার আইন নিয়ে যখন টকাটকি হচ্ছিল, ইাদারাম উঠে বোল্লেন কি না, আসামের চা-বাগানের কুলির মত স্থা জীব ভূ ভারতে আর নাই। আমি মনে মনে ভাবলুম, যে, ইাদারামের তাই যদি মনে হোয়েচে ত, এ কর্মান্তা কোরে মরে কেন, আপনি গিয়ে কুলি হোলেই ত হয়। ইাদারাম যদি কুলি হয়, তা হলে দেশের লোকের হাড় জুড়োয়, যার বাগানে হাদারাম খাটে তার কাজ বেশি হয়, আর ইাদারামের থেদটুকুও যায়। ষণ্ডামার্কের কিন্তু দে বুদ্ধিটুকু হোলো না।

আর একটা মহিষাত্মর আছে, দেটার নাম বিট্লে টোক্। দরকার মত আইনের মুদ্বিদা করাই তার কাজ, কিন্তু বিটলে এমনি কুচক্রী, লাগুক না লাগুক, দম্ম অসময় না বুঝে আইন কোর্চিই কোর্চিই। বিটলে মনে করে যে, লাট মন্দিরটে কুমোরের চাক, আর তার মগজটা কাদার তাল। দেই চাকে চাপিয়ে কৈবলই পাক দিচ্ছে. আর আইন বার কোর্চে। আইন যা করে, তাতে বিদ্যে প্রকাশও সেই গোছের; না বেক্লতে বেক্লতেই তালি দিয়ে রিফু কোর্তে হয়। তার পর আবার দেই রিফুর রিফু, তদ্য রিফু, ক্রমাগত চোলেচে। বিট্লে যে মাইনের টাকাগুলো মাটা কোর্চে, তা করুক; এ যে এত কাগজ, কলম, কালি
নক্ত করে, তাতেই বড় কফ হয়। আমার কেবলই
মনে হয় যে, পঞ্চানন্দ ঠাকুর এত কাগজ কলম পেলে
না জানি কি একটা কারখানাই কোরে ফেল্ত।
শুনিতে পাচ্ছি বিট্লে এই বার যাবে। না টে কলেই
ভালো। যে দিন যাবে, আমি দেদিন পালক ঝেড়ে
একবার হাওয়া খাবো।

এই রকম গ্রহ উপগ্রহ লাটমন্দিরে অনেক আছে। সব কটার কথা বোল্তে গেলে বিস্তর সময় নফ হবে।

যতীক্স ঠাকুর টাকুর আর আর যারা আছে, তাদের আমি এহ উপএহ বোলেধরি না। তারা लाउँयन्मित्र यलाउँ याख-ताशांत करल रलकता (यम বাঁধানো, ওপরে টাইটেলটুকু আছে, কিন্তু ভেতরে সব ফাঁক; তাই তাদের মলাট বোল্চি। শুদ্ধ শোভার্থে जारनत निरम्न शिरम लाउँमिन्तित माकिएम द्वरथ म्याम. দরকার হলে কর্ত্তারা নেড়ে চেড়েও দ্যাথেন, কিন্তু ভেতরে কথনও কিছু খুঁজে পান না, সেই জন্য বোলচি যে এদের ভেতরে সব ফাক। নইলে বিশ কোটি cmारकत त्वम त्वांत्व व्ययन यञ्च त्कारत **वृत्व निर**य গিয়ে কাজের বেলায় অমন তুচ্ছ তাচ্ছীল্য কোর্বে কেন ? এক দিনও দেখলুম না যে, এদের কথা বিকুলো অথচ গতি বিধি দাধ দন্মান—কিছুরই কত্বর নাই। षायांत्र मत्न इय (यं धता वष् तिराया ताक; बहेतन भागा त्वरे, किए त्वरे, मक्टि त्वरे, मांगर्था त्वरे,---

এদব দেখে শুনেও রোজ বোজ পরের আমোদ বাড়া-বার জন্যে দঙ দাজতে যাবে কেন ? আমি হোলে ত কিছুতেই যেতেম না; যেখানে আমার কথা চলে না, দে দিকে আমাব পাও চলে না, এই আমার মত।

শিবপ্রদাদ নামে একট মেড়ুয়া রাজাও এই মলা-টের দলে আছে। এ একটা সামুদের মত মানুষ; দে দিন বোলে ফেল্লে নে, দিবিল সাহেবের দল খুব বেশি বেশি না থাকিলে দেশ চোলবে না, দেশের ভারি অমঙ্গল হবে। কথা খব পাকা। আপন মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল, দিবিল সাভেব না হোলে ছাতুখোরের দেলাম নেবে কে ? কথা ঠিক, দিবিল সাভেব যখন নেই, তথন শিবপ্রদাদও নেই। স্তরাং!

২। পদার্থ; ঘটনা ও রটনা।

বিদ্যাদাগর ছেলেদের শেখান যে, ইতন্তত সাহা দেখিতে পাও, তাহাই পদার্থ। দে কথা যদি ঠিক হোতো, তা হোলে রিপন চাচা অবধি ছাতুমারা মেড়ুয়া পর্যান্ত সবই পদার্থ হোতো। কিন্তু আমি নাকি এ দব

"জলবিদ্য তক্রপ প্রায়"

বিবেচনা করি, কখন আছে কখন নেই তাই – এ সকলকে পদার্থভ মনে করি না। আমার মতে এ সমস্তই অপদার্থ।

আসল পদার্থ হোকে লাটমন্দিরে যা ঘটে, আর যারটে। তারই কথা এখন কিছু বোলবো। এক ঘটনা ন আইন উঠে গ্যাছে। কেন যে উঠে গেল, কিছুই বুঝতে পাল্লুম না; লাটমন্দিরের এক পালে ভাল মানুষের মত বোদে থাক্ত, মুথে কথাটী ছিল না, কোন উৎপাত ছিল না, অথচ দশ জনে পেছনে লেগে, বেচারিকে বোকা বানিয়ে উঠিয়ে দিলে। কাজটা ভাল হয় নি। আপনি কি বলেন? আমাদের মধ্যে এইটুকু হোয়েচে যেন আইনের কথা নিয়ে লোকে যতীক্ত ঠাকুরকে যজমেনে ঠাকুর নাম দিয়েচে—কেন না,গভাধান, জাতকম্ম ইন্তক তার আদ্ধান্ত সকল ক্রিয়াতেই ইনি উপস্থিত থেকে মন্ত্র বোলে যজিয়ে ছিলেন। কেউ কেউ বলে মজিয়ে ছিলেন।

আর এক ঘটনা আসামের চা বাগানে কুলি পাঠাবার আইন। এই আইন নিয়ে তুমুল কাও হোয়েছিল—দলাদলি পর্যান্ত হোয়েছিল, একটা কুলির দল, আর একটা চাকরের দল। দেশী লোক সমস্ত কুলির দলে, আর বিদেশী সব চাকরের দলে। চাকরেরা জিতেচে, কুলিরা হেরেচে; এখন কুলির দল বোল্চে এতো আইন নয়, এ মানুষধরা কল। আমি কুলিও না, চাকরও না, কাভেই আমি এর কিছুতেই নেই।

আরও একটা ঘটনা, ফৌজ চুরি কার্য্যবিধি। এ
কেই বিটলে গুণনিধিরই বিধি, কাজে কাজেই নামে
বিধি হোলেও এতে অনেক অবিধি আছে, তা বলাই
বাহল্য। এই আইন জারি হবার সময়ে লাটমন্দিরে
অনেক গুলো পদার্থের সিদ্ধান্ত হোয়েচে:—

- (ক) লাট সংহেব আইন কানুনের কথা ভাব্বেন বলেন, কিন্তু ভেবে উঠতে পারেন না।
- (খ) আগে আপীল কোরলে সাজা বাড়তো, এখন আর বাড়বে না; দলস্থ লোকের অভিপ্রায় হোলে হালের লাট সাহেবের ব্যবস্থা রহিত করেন।

৩। উপকার,—কিন্তু করে ?

এই যে ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্য কেবল লাভ ্লোকসানের উপরেই নির্ভর করে, তা অনা বাজে লোকে জানে না বটে, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই। ে গোড়ায় ব্যবদা কর্বারই জন্যে এখানে ইংরেজদের অাসা, এখনও সেই ব্যবসার ভর্সাতেই তাদের এত কট স্বীকার কোরে রাজ্য পরিচালন। তবে দোকান-मातित्र मार्य क्रमोनाति युष्टेरन शत रामन रमदिखा আলাদা রাখ্তে হয়, ইংরেজেরাও সংপ্রতি সেই ভাবে কাজ চালাচ্ছেন: কতকগুলি ইংরেজ খাটি দোকান নিয়ে থাকেন, আর কতকগুলি নায়েব, গোমস্তা—জজ মেজেন্টর—দেজে জমাদারি দেরেন্তার কাজ আঞ্জাম करतन। किन्तु जागरन (य (वर्ष, (मरे (वर्ष) জমীদারি সেরেস্তাতেও দেই থরিদ বিক্রী, লাভ লোক্সান গণনা ভিন্ন অন্য কথা নাই। রাজকার্য্যে— অর্থাৎ ঐ জমীদারি দেরেন্ডায় বছর বছর হিদাব নিকাশ कता रुष्ठ, আत अत वरमदात आग्न वार्यत्र अक्षे कर्म তৈয়ের হয়। এই হিদাব নিকাশ করা ফদ্দ তৈয়ের

করাকে বজেট বলে ; বজেট লাটমন্দিরেই হয়,—আমি সেই বজেটের কথাই বল্তে বোদেছি।

বছর বছর হয়, এবারও বজেট হোয়েচে। বছর वहत रमहे वाकि विकी, रमहे छोल्ल विक्री, हैश्तक व्यामलारमत रमहन विकी. विहात विकी. भन्न विकी-ইত্যাদি নানা রকম জিনিস বিক্রী হোয়ে থাকে, এবারও হোয়েছে। তবে বজেটে কেবল খোতেনের ধরণে মোটামুটি টাকার অল্ল গুলো ধরা হয় মাত্র. वित्मम (थालाभा किङ् भारक ना । त्यमन, विछात থরিদ করাতে রামা চাষার মর্ক্স গ্যাছে, রাজারাম রায়ের ঘরে এত টাকা দেনা প্রবেশ কোরেচে—এ রকম কোনও ব্যাওবা ব্রুটে পাওয়া যায় না। তা অন্য বছরও থাকে না, এবারও ছিল না। ফলে এ मव श्रुतारमा कथात हिमारत वरक्र एवत कथा ना वन्रमख চল্ত। কিন্তু এবার নাকি একট্ বিশেষ খবর আছে. তাই লিখতে হোচ্ছে। আর সেই বিশেষ কথা গুলো লোকে বুঝ্তে পার্বে বোলে এতটা ভূমিকাও কোরতে হলো।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি, আমারও আসল কথা চেয়ে ভূমিকা বড়। তা কবি কি ? যা না বোল্লে নয়, তা না বোলেই বা থাকি কি কোরে ?

কুনের কাটতি বাড়াবার জন্যে কুনের দর কমিয়ে দেওয়া হোয়েছে। এতে হুন্টের দমন শিষ্টের পালন হুই হবে। কুনের মহাজনরা বড় জোজোর; ব্যবসা করে, কিন্তু সরকার বাহাছরকে ফাঁকি দেবার চেফাটা বিলক্ষণ আছে—পূরে। লাইসেনি দিতে কিছুতেই চায় না। এবার তেমনি জক! সাবেক দরে গাদা গাদা কুম কিনে রেখেছিল, আর লাভ কোরে বড় মাকুষ হবে ভেবেছিল। মুথে ছাই পোড়েছে—মুনের দর কম হওয়াতে একেবারে গোল্লায় গ্যাছেন। কেমন, ছুফের দমন হোলো কি না ?

শিষ্টের পালনও তেমনি। যে দশ টাকা রোজকার করে, কি যার বাপের দশ টাকা আছে সময়ে অসময়ে চাঁদাটা আদটা দেয়—দেই ত শিষ্ট। তা স্বচ্ছক্ষে এখন পোনে সাত প্যসার কুন সাড়ে পাঁচ প্যসায় পাবে। এরা এখন চার পা তুলে রাজাকে আশীর্বাদ কোরবে, আর অনায়াসে তুনের প্যসা বাঁচিয়ে তাতে তেল কিনে হর্ত্তা কর্তাদের মন যোগাতে পারবে। তবেই দেখ, শিষ্টের পালন টাও হোলো। লাভের অঙ্কেও তু প্রসা এলো।

আর, দিনে বাউরি, বিন্দে ছলে, হলা ক্যাওরা— এরা কি মানুষ তাই এদের জন্যে মাথা ধরাতে হবে ? ব্যাটারা এক দমে আধ প্রসার বেশি কুন কিন্বে না, তা রাজার দোষ কি বলো ? এরা নেহাৎ পাজি; এমন পাজি লোকের কথায় থাক্তেই নেই।

আবে এক কাগু হোয়েচে, কাপড়ের মাস্থল উঠে গ্যাছে। এখন দেদার কাপড়ের আমদানি হবে, দেদার টাকার রপ্তানি হবে। তা হোলেই বাণিষ্যা, আর বাণিজ্য হোলেই লক্ষ্মী! বোকা ওাঁতির বিনাশ, বৃদ্ধিমন্ত সদাগরের জন্যে পাটের চাষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বোঝা গেল যে, ভারতের এবার উপকার। তবে লোকে বোঝে না, এই যা। তারা বলে কি— শুনলেও হাদি পায়—তারা বলে যে, বিলিতি কাপড়ে আমাদের তাঁতি কুল গেল, আর বিলিতি মদে বোষ্টম কুল গেল; এখন আমরা ছুয়ের বার। শোনো একবার কথাটা!

এমন যে বজেট, মূর্য লোকে একেই বলে—— বজ্জাতি।

শোকশেল।

হায়! কি দর্বনাশ হইল! এত ভরদা, এত আশা সমস্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল! আর আমরা কি লইয়া জীবন ধারণ করিব? কেমন করিয়া লোকের কাছে মুথ দেখাইব? হঃখময় সংসারে একমাত্র প্রদীপ, ছস্তর দাগরে একমাত্র ভেলা, রন্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, দিতীয় পক্ষের একমাত্র গৃহ-লক্ষ্মী—কোথায় অন্তর্ধান হইল? মুদ্রাশাসনী-বাবস্থা, ওরফে আদরের ধন 'ন আইন' কোথায় গেল? হায়! আমাদের আর কিছুই নাই! (১। দীর্ঘ নিশ্বাস)

আমরা দেশী লোক, দেশী ভাষায় দেশী কথা লিথিয়া আর কি করিব গ্রামরা লিখি, বাবুরা পড়েন না: আমরা পরামর্শ দি, বাবুরা কাণে তোলেন मा; आमता छट उक्तम कति, वातूता कल छालिया टन्न; আমলাকত মিফী কথা বলি, বাবুরা তুফী হন না; আমরা গালাগালি দি, বাবুরা ভ্রাকেপ করেন না; আমরা কাগজ পাঠাইয়া দি, বাবুরা দাম দেন না। व्यामारमत व्यामत नाहे. यान नाहे. यद्यामा नाहे. मञ्जय बाहै, ७ व बाहे, लड़्डा बाहे, प्रणा बाहे-किंह्रे बाहै। কে আমাদের আদর করিবে? বাবুত করিতেন না. করিবেনও না। যাহা কিছু করিত, আমাদের সাধের ন আইন। দশ দিক অন্ধকার করিয়া, অতল সাগরের মধ্যেলে ডুবাইয়া দিয়া, গছন বনের মাঝে ফেলিয়া, ন আইন কোথায় গেল ? হায়! কি পরিতাপ! এ বাদ কে সাধিল ! পদাপলাশলেচন ন আইন ! ভূমি কোঁথায় (शल ? निन्ध जागता । विभाग जामानिशक क রক্ষা করিবে ? (২। বক্ষে করাঘাত।)

রণরঙ্গিণী দিগস্থরী মহাকালীর পদানত, বাহ্যজ্ঞান শৃন্য, ভূতপতি, আশুতোষ ভোলানাথ একবার সদয়-নেত্রে কটাক্ষপাত করিয়া আমাদিগকে লোক মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন; লাট লিটন আমাদের জ্ঞন্য ন আইন করিয়া আমাদিগকে পদস্থ করিয়া গিয়াছিলেন। দেই দিন ত্রিভ্বনে আমাদের বিজয় তুন্দুভি শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল তরকম্পিত হইয়াছিল, বাবুরা পর্যান্ত আমাদিগকে চিনিয়াছিলেন। আমাদের দে গোরব কে বিলুপ্ত করিল ? আমাদের সে দিনের কৈ অন্ত করিয়া দিল ? এ প্রাণ আর কেমন করিয়া রাখিব ? ও ছো! কি হইল ? (৩। অঞ্চবর্ষণ)

ন আইনের বলে আমরা সাহেবের বজুহুদয় বাপাইয়া দিয়াছিলাম। ন আইনের কুপায় আমরা জগৎ
জয়া ইংরেজের অন্তরে ভয়ের গঞার করিতে পারিয়াছিলাম। বিনা অস্ত্রে, বিনা শস্ত্রে, নির্বান্ধব যে
আমরা—আমরাও রাজ্যে বিদ্রোহ করাইতে, রাজবিপ্লব ঘটাইতে, লোকের চালে চালে স্বাধীনতার
ধ্বজা উড়াইতে, আমাদের চিরশক্র বাবুগণেরও মাথা
মুড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এত গুণের ন আইন
আমাদের কে হরিয়া নিল? (৪। দন্ত ঘর্ষণ)

যে দিন হইতে আমাদের ন আইনের ডক্কা বাজিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমরা কত উন্নতই হইয়াছিলাম! আমাদের উপর কত চক্ষুই পড়িয়াছিল! মাতৃভাষা যাহাদের পক্ষে কুকুর দেউ ব্যক্তির জল স্বরূপ আতক্ষ উৎপাদক, এমন কত কত বাবুও আমাদের নাম করিয়া, চাৎকারে গগন ফাটাইয়া বাগ্মীর ঘশোলাভ করিয়াছিল। যাহারা বাঙ্গালার ব জানে না, এমন কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাহেব, বর্ষে বর্ষে কত বিজ্ঞাপনীই আমাদের নামে লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছিল। মহামহামন্ত্রী সম্প্রাদার গভীর রজনীতে গুপু গৃহের দার রুদ্ধ করিয়া আমাদের জন্য কত যক্ত্র-ণাই করিতেছিল। কিন্তু হায় অন্য! অন্য আম্বান

কোথায় ? কাল আমরা বীর ছিলাম, দিংছের সমকক্ষ ছিলাম, আজ সেই আমরা কাপুরুষ, শৃগালেরও অধম ! এখন কি আবার ভেকের পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে! এখন কি আবার বাবুদের উত্তোলিত নাদার তিরক্ষার সহ্য করিতে হইবে ? এখন কি আবার সেই অরণ্যে রোদন আরম্ভ করিতে হইবে ? হায়! অদৃষ্টে কি এই ছিল ? ন আইন, তুমি কি ছলিবার জন্য, আমাদিগকে এমনি তুলিয়া আবার ফেলিবার জন্যই আদিয়াছিলে ? আদরের উৎস ন আইন! কে তোমার চাদমুখে পাথর চাপাইয়া দিল ? হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম! অহো, কি অধঃপাত! (৫। বক্ষে বঁটার আঘাত, পতন ও মূচ্ছা)

রাজকার্য্য পর্যালে।

ইতিমধ্যে বাখরগঞ্জের জজ কম্পবেল সাহেবের বাসার সরহদে জনেক প্রাক্ষণ কনফৌবল পাইখানাকৃত্য সমাধা করাতে, জজ কম্পবেল উক্ত প্রাক্ষণের স্বহস্তে তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত করাইয়া লন। বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট তজ্জন্য ভজ সাহেবের শান্তির জন্য তাহাকে অপদস্থ অর্থাৎ জজ হইতে জান্টু মেজেফীর করিয়া। দিয়াছেন।

অপর, জঙ্গীপুরের মহক্মাতে গোরু ছিনাইয়া লই-বার মোকদ্যায় ডিপুটা মেজেন্টর অতুলচক্র চট্টো-পাধ্যায় রায় বাহাত্তর উপযুক্ত সাজা না দেওয়াতে অর্থাৎ আসামাকে কয়েদ না করিয়া জরিমানা করাতে यूर्निनावाद्यत त्थाम त्यदक्षकेत त्योनिन मारहव छित्रुकी মেজেফর বাহাছরের ভ্রম দেখাইয়া এক খণ্ড হাফ সরকারি পত্র ভাঁহার বরাবর লেভেন। পুনশ্চ, ক্ষতিপ্রস্ত নীলকর সাহেব পুনর্বার গোরু ছিনাইয়। লভয়ার অপরাধে সাবেক বকেয়া আসামী এক্তার মণ্ডলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার নালিশ করায় ডিপুটী বাবু নিজ রায়ে খোদ নেজেন্টরের দেই চিঠির উল্লেখ করিয়া এক্তার মণ্ডল আসামীকে বিলক্ষণ মেয়াদ চুঁকিয়া দেন। তাদুশ কঠিন সাজা দিতে আইন মতে ডিপুটী বাবুর এক্তার না থাকা কথিতে উক্ত এক্তার মণ্ডল জেলার জজ আদালতে আপীল দায়ের করে। খোদ মেজেফর কায়িক দও দিবার উপদেশ দিয়া যে পত লেখেন, তাহা ডিপুটী রায় বাছাছুরের রায়ে প্রকাশ থাকাতে জেলার জজ ঐ খোদ মেজেন্টর সাহেবকে বলেন যে, এ প্রকার পত্র লিখিলে ভবিষ্যতে মেক্ষেটর সাহেব বাহাতুরের খারাবি হইতে পারে। থোদ মেজেফর ইহাতে রাগত হইয়া জঙ্গীপুরে শুভাগমন ও ডিপুটী বাবুকে তলব করিয়া স্পাফীক্ষরে মুখের উপর বলিয়া দেন, যে, তাছার পত্তের কথা রায়ের ভিতর প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে ডিপুটীর বোকামি অথবা দাক বজ্জাতি জানা যাইতেছে। তাহাতে ডিপুটী রায় বাহাতুর অপমান জ্ঞান করিয়া কমিশমর সাহেবের হজুরে মনঃক্ষী জ্ঞাপন করাতে ক্মিশনর

সাহেব তজ্জন্য ডিপুটীর বেতন কমাইয়া দিয়া অপদস্থ করণ জন্য বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট সাহেবের সদনে স্থপারিশ করেন। ক্ষুদ্র লাট ডিপুটী বাহাত্ত্রকে মহকুমায় থাকিবার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দিয়াছেন। এবং বজ্জাতি শব্দের অর্থ বজ্জাতি মাত্র তদতিরিক্ত কিছু নহে, এই কথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মৌশলি সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে অতুল বাবুকে সেই মর্গ্যে এক পত্র লেখা হয়।

বাঙ্গালার লাট সাহেবের এই ছুই বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য পঞ্চানন্দ স্মাপে পেশ হইয়াছে।

প্রথমতঃ কম্পাবেল সাহেবের অধােগতি দর্শনে পঞ্চানন্দ হৃথিত হইয়াছেন। সাহেব হইতেছেন রাজকুল, সে কুলে কালি দেওয়াতে লাট সাহেবেরই অবিবেচনা প্রকাশ পাইতেছে। যে ব্যক্তি আত্মকলঙ্ক গোপন করিতে জানে না, সে লােকের হস্তে লাটগিরি রাখা উচিত কি না পঞ্চানন্দ তাহার বিবেচনা পশ্চাৎ করিবেন।

দিতীয়তঃ বাঙ্গালীদের মনে এ প্রকার ভ্রম হওয়া
আশ্চর্য্য নছে যে, কনফেবলের দর্থান্তেই বুঝি জঞ্জ
সাহেবের চাকরি গেল। অথচ এরূপ ধারণা জ্যিয়া
গেলে, এবং প্রকৃত পক্ষে কনফেবলের কথায় জঞ্জ
সাহেব হেন ব্যক্তিকে অপ্রকৃত হইতে হইলে, ইহার
পর রাজকার্য্যে সাহেব লোক পাওয়াই হুঃদাধ্য
হইবে। এদিকে সাহেব লোক যদি বিরক্ত হইয়া বদ-

দেশে আর চাকরি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বাঙ্গধিকার র্থা, সমুদ্র লঙ্মন র্থা, আর মিধ্যা-কথাতে-দশানন-রূপী বঙ্গবাদীর পুরী ছারক্ষার করাও র্থা।

স্বতরাং হয় লাট সাহেব কম্পবেলের জ্ঞাজিয়তি কম্পবেলকে পুনঃপ্রদান করুন; নতুবা, যদি অভ্যস্তরের কোনও গৃঢ় কথা থাকে, তাহা স্পান্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া তুরাশী বঙ্গবাদীর ভ্রম দূর করুন।

মৌশলির অভুল-কীর্ত্তি সম্বন্ধে লাটের বিচার সর্ব্বাঙ্গ ফ্রন্দর না হইলেও পূর্ববিৎ মন্দ হয় নাই। লাট-বুদ্ধির উন্ধতি দেখিয়া পঞ্চানন্দের আখাদ হইয়াছে।

অত্যাচার কাহাকে বলে অতুল বাবু তাহা জানেন না। নচেৎ গরু ছিনাইয়া লওয়ার মোকদ্দমাতে তাদৃশ অল্ল দণ্ড দিতেন না। ইহাতে জ্ঞানা যায় যে অতুল বাবুর নীলের চাষ নাই।

আইনে সাজার চূড়ান্ত সীমা লিখিয়া দেয়, অপরাধ বুঝিয়া, অপরাধীর সেই দণ্ডের তারতম্য করাই
হাকিমের কমা। অতুল বাবুর প্রতি দয়া করিয়া
কোন্ মোকদমায় কি আন্দাজ সাজা দেওয়া উচিত
মৌশলি সাহেব ইহা দেখাইয়া দেওয়াতে, তাঁহার
মিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্রা। কারণ হাকিম
হাইয়া যে বুজিটুকু খাটাইতে হয়, অতুল বাবুর আর
তাহা খাটাইতে হইত না, অথচ পুরা মাহিয়ানাটা
বার্গাত হইতে পারিত। এ সামান্য কথা অতুল বাবু
বোঝেন নাই, স্তেরাং খোদ মেজেইর মৌশলি সাহেব

যে তাহাকে শ্বয়ং নিজ গুখে বোকা বলিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় নহে। তবে বোকাকে বোকা জানিয়াও বোকা বলিতে না পাইব, তবে কি বলিব ? মৌশলি সাহেব যে স্পশ্টবাদী সৱলভাষা সত্যপ্রিয়, ইহা লাট সাহেব বুঝিতে পারেন নাই।

লাট সাহেব বলিয়াছেন যে, বজ্জাত শব্দটা কিছু
রক্. স্থতরাং মৌশলি সাহেবের এমন শব্দ প্রয়োগ না
করাই উচিত ছিল। মৌশলি সাহেব দেখাইয়াছেন
যে এই শব্দের চলিত অর্ধ তত মন্দ নছে। বঙ্গভাষায়
যাহার এ প্রকার গাড় জ্ঞান, অবদর বুঝিয়া যিনি শ্লেষ
করিতে জানেন, তাহাকে ভাষা জ্ঞানের জন্য পুরস্কার
না দিয়া তিরস্কার করা যে কাঁহাতক অবিবেচনার
কাজ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এতদ্বির একজন
সাহেব যে বঙ্গভাষায় গালি দিয়াছেন, ইহাতে ভাষার
গৌরব, সাহিত্যের সম্মান, এবং অতুল বাবুর সৌভাগ্য
মনে করা উচিত। যে অতুল বাবু বাঙ্গালী হইয়াও
এ কথা বুঝেন নাই, তাঁহাকে বাঙ্গলাতে বদলি করিয়া
দেওয়া সংপ্রামর্শের কাজ হইয়াছে।

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে লাট সাহেবকে এই পথ্যন্ত দেখাইয়া দিয়াই পঞানন্দ অন্য পুঁথিতে ভোর বাঁধিলেন।

বিদেশের সংবাদ।

5

বেঞ্জামিন ডিজ্রেলি ওরকে আর্ল্বিকক্ষফীল্ড নামক এক ব্যক্তি ইংলতে লোকলীলা সম্বরণ করি-য়াছেন। তিনি কাতিতে ইছনি, ব্যবসায়ে পুস্তক-লেখক ছিলেন; আর, মধ্যে বারেক ছইবার তিনি ইংলত্বের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, ইংলতে মন্ত্রা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সকলেরই মন্ত্রী হইবার অধিকার আছে। এই লোক-টার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া অনেকে বিস্তর কাগজ কালি নস্ত করিয়াছে, আর যাহার মনে, যে কথার উদয় হই-য়াছে, তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছে।

পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন যে, বেক্সামিনের জন্য বঙ্গবাদীর মাথা ব্যথা, অন্যায় কথা। এ দেশে অনেক গ্রন্থকার আছেন; কিন্তু বঙ্গবাদী সারগ্রাহী, স্থবিবেচক এবং প্রতারিত হইবার পাত্র নহে, দেই জন্য দে সকল গ্রন্থ বড় একটা বিকায় না; ইংলভের লোক বোকা, তাই ডিজ্রেলির পুস্তকের এত পদার।

আর, ইহুদি হইয়াও ডিজ্রেলি মন্ত্রিফ পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে, গৌরব করিতে হইবে, তাহারও
কোনও অর্থ নাই। ডিজ্রেলি স্বধর্মত্যাগ করিয়া
থ্রীকীন হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছিল; তা এ দেশেও
অনেকে জাতি দিয়া মেমের সঙ্গে নাচিতে পাইয়াছেন।
স্তরাং ইহাতে প্রশংসার কিছুই নাই।

টের পাইতেন, ডিজ্রেলি যদি এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন। পুঁথির খণ্ডা বগলে করিয়া দ্বারে দ্বারে দ্রমণ করিলেও তাঁহার রোজ অন্ন যোটা ভার হইত। সই স্থারিশের জোর থাকিলে বেজুমিঁয়া বড় জোর একটা ডিপুটিগিরি পাইতেন। (মনে থাকে যেন, তাঁহার বি, এল্পাদ ছিল না, মফঃস্বলে তিন বৎসর মোক্তারের খোশামোদও করেন নাই, স্বতরাং মুন্স্ফি হইবার কোনও আশাই ছিল না)।

তাহার উপর দেলামের কেতা দোরস্ত থাকিলে, আরু সাহেবদের বাড়া বাড়া ছু বেলা ঘুরিয়া সত্য মিথ্যা দশটা বলিবার ক্ষমতা থাকিলে, বেনু চাচা হদ্দ খা নাহাছর হইতে পারিতেন। বাস্তবিক এ দেশে কাহারও চালাকি থাটে না; ইংলগু বোকার সায়গা সেথানে সবই হইতে পারে। তবে কি ডিজ্রেলির কথা লইয়া বাড়াবাড়ি কাড়াকাড়ি করা এ দেশে ভালো দেখায়?

2 1

আরও একটা লোক ইউরোপে মারা গিয়াছে,— ক্ষিয়ার জার।

এ মৃত্যুর বিচার কঠিন সমস্যা। রুষিয়া-সন্তান-গণের ভয়ানক আজোশ, তাহারা জার রাখিবে না। প্রজার মনোরঞ্জন করে এমন ভূস্বামা তাহারা চায়। এ ভাবে দেখিতে গেলে প্রজাদের দোষ মনে হয় না। বাস্তবিক, চক্ষের উপর এ অত্যাচার সহিবে কেন! আর লোকের যদি অসহা হয়, তবে জারই বা কতক্ষণ থাকিতে পারে ?

আর এক পক্ষে মনে হয় প্রকারা মিলিয়া মিলিয়া সহিয়া বহিয়া থাকে না কেন ? বঙ্গ দেশের প্রকাকেন ভাল মানুষ!— ক্ষুদ্র জমীদারকেও ভূষামী নাম দিয়া কত আদর. কত ভক্তি, কত যত্ন, কত সম্মান করে! অথচ সকলেই জানে যে, ইহারা জারেরও অধম। অদ্য সূর্য্যান্তে আবাহন, কল্যকার সূর্য্যান্তে বিদর্জন। তবে কি জানো, এখানে ধরণী স্কিংসহা।

ভালো হউক, মন্দ হউক, এ কথাতেও বন্ধবাদীর, ভারতবাদীর না থাকাই উচিত; এ দেশেরও ভাবনা ভাবিবারও কোনও হেতু নাই; যেহেতু আমাদের মালিক—মহারাণী ভারতেশ্বী!

রিউটার প্রেরিত তারের খবর। ^{বিলাত}

আষাঢ় মাস, অপরাহ।

মেস্তর লালমোহন ঘোষ ভারতবর্ষে যাইবার উদ্দেশে জাহাজের তক্তার উপর পা দিয়াছেন।

তাঁহার দহিত লাট রিপণের বরাবর এই মর্শ্মের এক চিঠি প্লাডফৌন সাহেব পাঠাইয়াছেন;——"বাবা-জীবনের প্রমুখাৎ দকল সমাচার অবগত হইবা। তেঁই বোদ্বাই মোকামে পদার্পণ করিবার অত্যেই পত্র পাঠ মাতে, ছাপার আইন, অস্ত্রের আইন, দণ্ডের আইন এবং যাবদীয় টেক্স উঠাইয়া দিবা। ভারতবর্ষে আমাদের তরফ যে সকল আমলা ও নগদী পাইক ইত্যাদি থাকিবে, তাহাদের বাসাথরচ ও অন্য অন্য থরচ বরদারির টাকা এথা হইতে পাঠান যাইবেক। নহিলে লিবারেল অর্থাৎ বদান্য নামে কলঙ্ক হইবেক।

তোমাকে চাকরি দেওয়াতে ভারি বিভ্রাট উপদ্বিত। বাবাজীবন যদি সম্মত হয়েন, ইহাঁর হস্তে
আদায় তহশীলের কাগজ পত্র এবং তহবিল সমঝাইয়া
দিয়া তুমি ফেরত জাহাজে বাটী রওয়ানা হইবা।
নিতান্তই যদি বাবাজীবনের অমত হয়় তাহা হইলে
নবাব আবতুল মিয়াঁকে ভার দিতে পারিবা। তেঁই
বড় লায়েক আদমি এবং আমাদের নিতান্ত অনুগত।

আদিবার কালীন এথাকার মিউজিয়নে রাখিবার জন্য মহারাজা, রাজা, নবাব, রায়বাহাতুর, খাঁবাহাতুর প্রভৃতি আমাদের স্প্রতির এক এক নমূনা, এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান, ও ইণ্ডিয়ান সভার এক এক সভ্য সঙ্গে আনিবা। জীয়ন্ত না পাওয়া যায়, মরা আনিলেও চলিতে পারিবে।

নান্তিক ব্রাডলা পালিয়ি মেনেট প্রবেশ করায়, তাহার বিলক্ষণ নাকাল হইতেছে—এ কথা বুঝাইয়া দিয়া মিরারকে সাভ্তনা দিবা এবং চিন্তা করিতে নিষেধ করিবা ও ব্রাক্ষমতে গোবরের শিবপূজা করিতে উপ-দেশ দিবা।"

^{&#}x27;'পঞ্চানন্দ" পাঠ করিবার অভিপ্রায়ে মহারাণী

বাঙ্গালা ভাষা শিথিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। বাঙ্গালা পরীক্ষা দিয়া হাজার টাকা পুরস্কার-প্রাপ্ত-হওয়া জনৈক ইংরেজ ঐ কর্মের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। নাম টের পাওয়া যায় নাই। চীনের সহিত রুদিয়ার যে যুদ্ধ হইতেছে তাহাতে চীনের সাহায়্য জন্য যুদ্ধের অর্দ্ধেক বায় ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে দিবার প্রস্তাব হইতেছে। ফুসেট ইহাতে আপত্তি ক্রিবেন।

দেশহিতৈযিতার ইতিহাস।

(প্রাপ্ত পত্ত।)

পূজাপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ ঠাকুর

শ্রীপদপল্ল গাঞ্জায়েয়।

मखबर প্রণামা নিবেদনকৈতৎ

আমি পোর বিপদে পড়িয়াছি, আপনার ীচরণে শরণ লইতেছি, উচিত আদেশ করিয়া এ দাসকে এ মহাশক্ষট হইতে উদ্ধার করিতে আজ্ঞা হয়। আমি একজন পল্লীগ্রামবাসী ক্ষুদ্র জমীদার। আগে আগে থাইয়া পরিয়া হুদশ টাকা আমার উদ্ভ হইত, সেই জন্য সামান্য সামান্য লোককে কর্জন্তী আসন্টা কথনও কথনও দেওয়া হইত। সরকার বাহাহুরকে যথাসময়ে রাজস্ব দিই, আলি পথে পাল্লীযোগে এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম যাই বলিয়া পথকর দিই, কি জন্য

বলিতে পারি না, কিন্তু আরও একটা কর দিই, লাইদেন দিই, বেয়ারিং চিঠির মাশুল আর নগদ টিকিটের দাম ছাড়া ডাকফও দিই, আর সরকার হইতে যথন যে কাগজপত্ত তলব হয়, তাহাও দিই। এই সকল বিষয়ে আমি কখনও ক্রটি গাফিলি কিন্তা আপত্তি করি নাই।

বিষয়রক্ষা করিতে হইলে কালেভদ্রে মামলাটা মোকদ্মাটা করিতে হয়। যে মোকদ্মায় আমার পরাজয় হয় তালাতে ঘর হইতে কিছু মাইবারই কথা, কিন্তু যে মোকদ্মায় জয়লাভ করি, তালাতেও আদল গণ্ডা কথনই পোনাইল না; উকাল, মোক্তার, সাক্ষী, আমলা দকলেই যথাশাস্ত্র আপন আপন অংশ লইতে লইতে আমার ভাগ্যে অতি অল্লই অবশিষ্ট থাকে।

সরকার বাছাত্রের খাজানা মথা সময়ে দাখিল করিতে পাই বলিয়া, সে অনুগ্রহের দক্ষিণা দিয়া থাকি; পুলিশের এলাকায় বাদ করি বলিয়া নিত্য পূজার উপর সময়ে সময়ে মানদিক দিয়া থাকি।

হাকিমত্ক্ম সাহেব স্থা গের্দ্মারিতে এ অঞ্চলে আসিলে খাশীটা সুর্মীটা, শাকটা ফলটা ভক্তি পূর্বক যোগাইয়া থাকি। তুজুবী কোনও সন্দার লোকের প্রয়োজন হইলে ধার করিয়া হাতী ঘোড়া পর্যান্ত সর-বরাহ করি।

আমার দোভাগ্যবলেই নে এ সকল করিতে পাই, তাহা আমি জানি, এবং শতসহস্র বার স্বীকার করি। পাই দেখিতে পাই যে, খোদ জজ মেজেন্টর পর্যান্ত দায়ে অদায়ে আমাকে শ্বরণ করিয়া চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে আমার আয় দীনহাঁন অকি-ক্ষনকে শ্বরণ করেন, দেই জঅ হাঁদপাতালের টেক্স, ইস্কুলের টেক্স, অলিঙ্গ কালঙ্গের কাঙ্গালী বিদায়ের টেক্স, ভেজ সমারোহের টেক্স—নগন যাহা তলব হয়, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর গহনা পত্র বঁধো দিয়াও ত্কুম তামিল করিয়া থাকি। অধিক কি বলিব, এই খয়েরইঁছিতে আমার ঘরে কিঞ্ছিৎ দেনা প্রবেশ করিয়া দিয়া এক প্রকার চালাইয়া আদিতেছিলাম।

এখন উপস্থিত বিপদ এই যে, অদ্য এক ইংরেজী পরোয়ানা ভুজুর লোক হইতে স্বাগত হইয়ছে, প্রামের মান্টের মহাশয় তাহা পভ্য়া বলতেছেন, যে, দেশ-হিতৈষিতার তহবিলে টাকা জমা দিবার ত্কুম আমার প্রতি হইয়ছে। মান্টের মহাশয় বলিতেছেন যে,এইবার আমি হুজুর হইতে বাহাছুরি পাইলেও পাইতে পারি।

এথন উপায় কি ? দেশহিতৈদিতা কাহাকে বলে তাহা আমার কোনও কণ্মচারী কিন্দা আমবাদীলোক, কিন্দা পঞ্জােশের মধ্যে কোনও লােক, আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলিতেছে যে, লড়াই করিতে মানুষ কাটা পড়িয়াছে, শেই জন্ম টাকা দিতে হইবে। যেনন কর্মা তেমনি ফল, মারামারি

করিতে গেলেই খুন জখন হইয়া থাকে, দে জন্য আমাকে কেন টাকা দিতে হইবে শুন্তরাং এ কথাটা নিতান্ত অলীক বলিয়াই বোধ হইতেছে। দিতীয় কথা এই যে, দেশহিতৈষিতার যদি একটা তহবিল থাকে, তবে আমাকে দে তহবিলে জমা দিতে হইবে কেন ? যাহার তহবিল, দে বুকিয়া শুকিয়া তাহার জমাথরচ নিকাশ নিস্পত্তি করিবে; আমি তাহতে জমা দিতে যাইব কেন ? আর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, আমার মোটে টাকা নাই, তাহার জমা দিব কি ? ধার করিয়া জমা দেওয়াতেও ক্ষতি বৈ লাভ নাই। শুতরাং দরকার বাহাত্বের এমন অভিপ্রায় কথনই হইতে পারে না। দেই জন্য মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা যে, ইহার আমল ব্যাওরাটা আমাকে জানাইবেন, আমি শ্রীচরণে বিক্রাত হইয়া থাকিব।

মান্টের মহাশয় যে বাহাছুরির কথা বলেন, তাহারই বা ভাবথানা কি ? ঘরে না থাকিলেও দিতে
পারাতে বাহাছুরি হইতে পারে, কিন্তু দে বাহাছুরি
লইয়া কাজ কি ? সরকার বাহাছুর এমন বাহাছুরি
দিবেন কেন ? তবে যদি ত্রুম এইরূপ হইয়া থাকে,
তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আপনি তাহাও জানাইলে
আমার পর্ম উপকার হয়। তাহা হইলে নাকি, গাই
না থাকিলেও বলদ হুইয়া হুধ দেওয়া এবং বাহাছুরি
লওয়া আবশাক।

আমি ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছি না। যদি

টাকা জমা দিতেই হয়, তবে ফেরত পাওয়া যাইবে কি না, এবং কত দিনে কি নিয়মে ফেরত পাওয়া যাইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা। ফেরত পাওয়া যদি না যায়, তাহা হইলে কিন্তিবন্দী করিয়া টাকা দেওয়া চলে কি না, অথবা বেবাক টাকার তমঃস্ক লিথিয়া দিলে সদ্য নিস্তার পাওয়া যাইবেক কি না, তাহাও জানিতে চাহি।

আপনি নাকি সদর জায়গায় থাকেন, আর সকল মুলুকের আসল থবর রাখেন, এইরূপ শুনা আছে, সেই জ্বনাই আপনাকে জিল্লাসা। ইহা ঐচিরণে নিবেদন ইতি।

দেবক

🖺 এক কড়ি রায় দাসভা।

श्वः निरंगमन,

এই সকল কথার উত্তর পাইলে, আপনি যদি আমার জেলার মোক্তারিপদ লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সালিয়ানা আড়াই টাকা বেতনে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারি, ইতি।

পোঁচ টাকা হউক ভালো, না হউক ভালো, পঞাননদ এ সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতে অসমর্থ। যে স্থলে, ''দিলে প্রাণ যায়, না দিলে মান যায়'' সে স্থলে বোধ হয় কেছই কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষতঃ, রাজা প্রজার কথা, পঞানন্দ ইহাতে একেবানে নারব। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ইহার কারণ বোঝা যাইবে।

প্রজার "আশা" বলিলে হাদয় প্রফুল্ল হয়; আবার রাজা রাজড়ার সেই 'আশা' বলিলেই "সোঁটা" মনে পড়িয়া রক্ত শুখাইয়া যায়। য়াহারা রাজা প্রজার অভিধান উত্তম রূপ জানেন, তাঁহারাই রায়জীর সমদ্যা পূরণ করিবেন।

शकानम ।

সুরেক্রায়ণ।

मिवहित्राख ग्रूथवक्क ।

প্দানন্দ দেবতা, স্তরাং ইচ্ছা অনুসারে ক্থনও মুক্তদেহ, ক্থনও যুক্তদেহ।

এতদিন পঞ্চানন্দ মুক্ত দেই ছিলেন,—দে পেটের দায়ে; এখন যুক্ত দেই হইলেন,—দথ করিয়া। ফল কথা, বায়ুনাং বিচিত্রাগতিঃ। দেই জন্য সম্প্রতি পঞ্চানন্দের ছায়া বঙ্গবাদীর কায়াতে মিশিয়া গেল। বাস্তবিক পঞ্চানন্দ ত বঙ্গবাদার জন্যই আবিভূতি।

তবে যুক্তই হউন, আর মৃক্তই হউন, পঞ্চানন্দ আপন আত্মা বজায় রাখিবেন, নিজের কোট কখনও ছাড়িবেন না। দেবত্বের গুণে, পঞ্চানন্দ বঙ্গবাসীর সহিত এক হইয়াও পৃথক রহিলেন; পঞ্চানন্দের ঝোঁক বঙ্গবাসী লইতে পারিবে না, স্তরাং হইবে না; আর পঞ্চানন্দ আপন ঝোকেই অন্থির, কাজে কাজেই বঙ্গ-বাসীর জন্য ঝুঁকি হইবেন না।

যেখানে ভারতের বিদ্যা বাহির হয়, হারার লাঞ্না হয়, স্থানরকে সন্মাসা ২ইতে হয়, পঞানল সেই বর্দ্ধানপুরেই বর্ত্তমান রহিলেন। আর যাহাই হউক, ঠিকানা ঠিক রহিল।

श्रिक्तम पार्ना; अवात जाहात दिलोकिक अनान

উপস্থিত। অনর্থের-মূল অর্থ লইয়া পঞ্চানন্দ বঙ্গবাদীকে নিঃদম্বল করিতে ইচ্ছুক নছেন, বরং বঙ্গবাদী কালক্রমে কুবেরত্ব লাভ করিনেই পঞ্চানন্দ স্থী হইবেন।

আইস ভাই! সকলে মিলিয়া পঞ্চানন্দের এই বদান্যতাকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা যাউক।

নমস্ত নাটা।

স্থরেন্দ্র বাঁড়্যের গওগোলে দব মাটী ইইল।
বোকা লোকে এই দোজা কথাটা বুবিতেছে না, বুঝাইলেও বুঝিবে কি না সন্দেহ। তবু আমার যে রকম
গায়ের জ্বালা ধরিয়াছে, না বুঝাইয়াও আর থাকিতে
পারিলাম না।

প্রথম মাটী.—থোদ পঞ্চানন্দ।

দিব্য প্রমানন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম; আমার জগৎযোড়া থোদ নাম, বাঙ্গালার স্থ্যয় প্রিণাম, ইত্যাদি দক্ষে কত মনোহর স্থা দেখিতেছিলাম;— এমন ঘুমটা আমার ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝে মাঝে জাগিয়াছিলাম বটে, কিন্ত কথাটা কহি নাই; অলো-কিক প্রতিভার লক্ষণ—নির্বাচ্ছয় আলদ্য; "জীনি য়দের" প্রকৃত পরিচয়,—নিপ্লাল কুঁড়েমি; ইহা জানিয়া, ইহা ভাবিয়া, কথাটা না কহিয়া, পাশ ফিরিয়া ভইতেছিলাম, আবার ঘুমাইতেছিলাম। এত সাধের ঘুম আবার ভাঙ্গিয়া গেল, আবার আমাকে ইতর প্রাণীর মত কথা কহিতে হইল। এত হাগোলে কি ঘুম হয় ? এমনতর বিরক্ত করিলে কথা না কহিয়া কি থাকা যায় ?

रयमिन বে-এক্তেয়ার খিলিজি সপ্তদশ অশ্বারোহী भांक मचल कतिया, नीतरव नवधील প্রदेश পূর্বক वन्न-দেশ করতলম্ভ করিল, দেদিন এত গোল না হইবারই কথা। কিন্তু পলাদীর যুদ্ধও ত শুনিয়াছি!—(শুনি-য়াছি; কেন না, চক্ষু চাহিয়া কন্ট স্বীকার করিয়া কোনও কিছু দেখা আমার অভ্যাস নহে; একটু কাণ লম্বা হইলেই যে কাজ হয়, তাহার জন্য চক্ষুর অপব্যয় করাটা আমাদের মত বিরাট বৃদ্ধিমন্ত দেবজাতির লকণ নহে)—পলাদীর যুদ্ধ শুনিয়াছি, এত গোল ত হয় নাই; বক্দরের লড়াই হইয়াছে, এত গোল হয় নাই, দেদিনকার দিপাই হাঙ্গানাতে এমন গোল হয় নাই: আলুশাসন সহ্তমে মহালাটের অনুষ্ঠানপতা পাঠ মাত্র যেদিন বঙ্গদেশ স্বাধীন হইল, সেদিনও এমন গোল হয় নাই। তাহার পর বাঙ্গালী মাত্রেই অবাধে ইংরেজ-**मिश्रक** कात्राक्रक कतिरव, घोशठालान कतिशा मिरव, এই স্ব্যবস্থার সূচনা যথন হইল, তথনও এত গোল হয় নাই। আজি তবে কেন বাপু এমন? কথাটা कि. ना, श्रुतिख कात्रामां इहेग्राह ! উভ्य इहेग्राह, ভাহার এত গোল কেন ? বরং হিসাব করিয়া বুঝিতে **েগলে** গোল থামিবারই কথা। পৃথিবীতে শান্তির आविकीय इहेरांब्रहे कथा। जा नां, (करल शाल, **८क**वल देश्टेस दिदेत भवत । खिळामा कति, हेशां कि যুমানো যায় ? বলো দেখি, এত গোলযোগের পরে কি অলোকিক প্রতিভার লক্ষণ অন্ধুগ্ধ রাখা যায় ? এখন এই আমায় জাগিতে হইল, কথা কহিতে হইল, মাটা হইতে হইল। আমি বেশ ছিলাম ; স্থরেন্দ্র জেলে গেল, আমাকে একেবাবে মাটা করিয়া গেল। সামান্য নরলোক স্থরেন্দ্র, জেলে গিয়া বিশ কোটি মানুষের বুকের উপর সিংহাসন পাতিয়া আমাকে টিটকারি করি-তেছে; আর আমি দেবতা—জেলখানার ফটকের দিকে ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। এতে কে না মাটা হয় ? আমি ত

তার পর মাটী,—দেবতা।

আমারই জাতি জ্ঞাতি, একচ্ছিদ্র শালগ্রামই হউন, আর নবদার বিশিষ্ট বিগ্রহই হউন, তিনিও বিলক্ষণ মাটী। স্তরেন্দ্র জেলে ঘাইবার আগেই তিনি কতক মাটী হইয়াছিলেন. অন্তত একশ বছরের কম বয়সের পাথর হইয়াছিলেন। তব ঠাকুবের কিছু ইজ্জত ছিল, তাঁহার হইয়া ছজন হিন্দু প্রীষ্টানে যুক্তি করিয়া মেথরের ঝাড়ুপূত বারাণ্ডায় ঠাকুরকে বসিতে দিয়াছিলে, বিশেষ নাস্তানাবুদের কার্থানা কৈহ কিছু করে নাই, অন্তত বিশেষ কিছু প্রকাশ পায় নাই;—অন্তর্ণামী ঠাকুর অন্তরের কথা অন্তরে রাথিয়া দিলেই আর গোল হইত না। কিন্তু স্বরেন্দ্র জেলে যাওয়াতে

চাক্রটী একেবারে মাটী। সাধ করিয়াই হউক, আর দায়ে পড়িয়াই হউক, চাক্র দেই তিলকে তাল করি-য়াছেন; করিয়া হিন্দু, মুদলমান, জৈন, গ্রীফটান, নানক-পছী, অঘোরপন্থী, দকলের শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখন তাঁহার মরা ইজ্লতের জন্য পথে ঘটে, হাটে মাচে, যত্র তত্র কেবল কান্নাহাটি পড়িয়া গিয়াছে। লজ্জার কথা বলিব কি, উইলদেন পাতার বিরাটপূর্বে নামক মহাতীর্থের হিন্দ্যাত্রীরাই এখন তাঁহার প্রধান সহায় বলিয়া লোকের মাঝে রাফ হইয়া পড়িয়াছে। এতে যদি চাক্র মাটী না হয়, তবে আর কিদে মাটী হইবে?

চ্ডा यांगी—शहरकार्छ।

বিচারক নরেশচন্দ্র কাদিতে কাদিতে কর্তা-বিচার-কের কাছে উপস্থিত। বলিলেন,—" দাদা, ঐ বাঁড়ুয্যে দের স্থারন ঐ যে ছোঁড়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেশের লোককে কেপায়; ঐ স্থারন আমায় যা'চ্ছে তাই বোলে গালাগাল দেচে,আমায় কত কি বোলেচে,আমায় বড্ড অপমান কোরেচে, ওর একটা কিছু কবো, নৈলে এ প্রাণ আমি রাক্বো না, এ মুক আর আমি দেখাবো না। এর আগে কতবার কত কতা বোলেচে, তা আমি কিছু বোলতে পারি নি। এবার আমার কোনও দোষ ছেলো না, মিচি মিচি আমায় যা'চেছ তাই বোলেচে, তোমার পায়ে হাত দে বলচি দাদা, এবার আমার কিছু দোষ নেই। আমি তো ভালো মন্দ কিছু জানিনে, তা সম্কে যাকে পেইচি, তাকেই জিজ্ঞেন্ কোরে তবে কাজ কোরেচি; তা তাদের কিছু না বোলে স্থারন্ কেন আমায় গাল দেবে? এর বিহিত একটা কোত্তেই হবে; নৈলে দাদা—অঁটা অঁটা —আমি বুঝি শস্তা হাকিম বোলে—অঁটা—আমি ব্যি কম দরের লোক বোলে—অঁটা " বলিতে বলিতে দর-বিগলিত নয়ন-ধারায় নরেশের বক্ষন্থলাবিত হইয়া গেল।

তথন, জলদ-গম্ভীর স্বরে দাদার জীমৃত-মন্ত্র ইইল ;— " তবে রে পাষণ্ড ষণ্ড তুফ্ট তুরাচার! वाकाली कुरलं शानि, अ-मिविलिशान, वात्राली हालक जुहै, वात्रालीत गृर्थ, দিনি গালি, যা'ডেডতাই বলিয়া নরেশে -ক্রিট লোসরে মম ! নয়নের পানি নিকালিলি রে নিঠুর, কঠোর ভাষণে তার প্রতি। অতি কোপে পড়িলি রে আজি. तका नाहे. तका नाहे. Caावाधि मन्यूटथ মম তোর। ফর্ ফরে অগ্নি-শিখা যথা উঠয়ে জ্বলিয়া, চালে টিকার আগুন ফুৎকারিয়া সংযোজিলে.—মধ্যাক্ত-মারীচে গে চালের খড তপ্ত—হায় রে তেমতি জালাইব তোরে আমি যা থাকে কপালে। তোয় জালাইতে যদি বঙ্গদেশ জলে.

প্রাস্ত হ'তে প্রাস্ত বদি অগ্লিময় হয়. তবু না ভবিব আমি. ক্ষান্ত না হইব। পুড়েছিল হাত মুখ, তা বোলে কি হনু— তোদেরি রামের দাস, তোদেরি সে হন---লক্ষাচালে লেজানল লাগাইতে কভু ভূলিয়া ভাবিয়াছিল অগ্র কি পশ্চাৎ ?" कहिला नरहरू लिका- यां उ छाहे. निक সিংহাসনে উপবেশি,—(কেশি কিছু নয়)— রুল বাণ হানো গিয়া মন্ত্রপুত করি. আত্মদার করি আগে ; করিতেছি পণ. তৰ শিরস্পর্শ করি, এই বাণে হবে. অ-স্থরেন অ-গার্থ বা, ব্যর্থ নাহি বলি। কিন্তু ভাই এক কথা, যা বোলে স্তরেন তোমারে দিয়াছে গালি, মিছা ত এবার ?" উত্তরিলা বিচারেশ নরেশ সম্ভি শান্তভাব পরিত্রহি, যুড়ি চুই পাণি, " পূর্বাকৃতি, নিতি নিতি, স্মৃতিপথে আনি গঞ্জ দাদা নিজ দাদে : দোষ কিন্তু আজি নারিবে বলিতে কেহ, স্থাইবে যারে: কুতাহ আমার, তাই নিতাহ প্রকাশি, অবিশাস করো দাদা, নহিলে, বিগ্রহ বিরাজে অলিন্দে আজি, তারে স্পর্ণ করি শপথিতে পারি আমি, পারে অন্য লোকে, স্করেন যা বলিয়াছে, টিক সত্য নছে।"

" ধাইল বিষম রুল, শূল সম তেজে, আনিল হুরেনে ধরি, ভুল ভ্রান্তি কিছু ना मानिया, ना छनिया. एक लिल इराउरन । আপনি আপন মান বজোরে বজায়, कतियां विठाही-व्रन, आनत्न अशाह, निक गाए निष्क निष्क পूष्प विविधन. बिज अग्न द्राप्त निज चत का छ। देन : ভাবিল উল্লাসে অতি, গৌরব বাড়িল। (ক্ষুদ্র এক কথা কবি কাতরে কহিবে. ভরসা, সকলে ইহা স্মরণে রাখিবে। পাঁচু যবে কৰি হয়, চড়ে কল্পনায়, সত্য মিথ্যা ভেদ তার, তথনি ফুরায়। উপরে মা বলা গেল, বিচার ব্যাপার, সত্য বলি. এক কথা সত্য নহে তার। কেবল কল্পনা-লীলা ছন্দের ছাঁতুনি. ক্ষেপার থেয়াল শুধু আঁখের বাধুনি। ইচ্ছা নাই করিবারে কোটাব্যাননা. धर्म कारन, माध नाहे, रारठ क्लाभाना।)

ফলে, স্থরেন্দ্রনাথ জেলে গেলেন। দেশ হাহাক নর, ছিছিকার, ধিকার, ন্যকার, "নয়নলোহিত্যাদি করণক চিত্ত-বিকার" প্রভৃতি অশেষ প্রকারে বিচারকদের বিচারকে অবিচার প্রতিপাদন পুরঃসর প্রতিনিয়তই প্রত্যেক স্থানে, যানে, গানে, ধ্যানে, মৌনে, জ্ঞাগরণে, শয়নে স্থপনে রাত্রিদিনে যেথানে দেখানে ঐ কথার আন্দোলনে এক বিষমাকার কারখানা হইয়া উঠিল। এদিকে জেলখানায় খাতায় খাতায় লোক, বস্তা বস্তা চিঠি, স্তৃপে স্তৃপে খবর, ঝাঁকায় ঝাঁকায় খাদ্য, জালায় জালায় পেয় ইত্যাদি উপস্থিত হইতে লাগিল। এক কথায় ছেলেরা গান শিখিল—

" या या

তোরা দিলি সাজা, আমরা করি রাজা।"
হাইকোটও দেখিলেন দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,
"মন্দ নয় মজা, দিতে গেলুম সাজা,
দশ জনে যে তুলে দিলে স্থরেনেরই ধ্বজা।"
কচি কচি ছেলেরা গাইতে লাগিল—
"এক কথা খাটী, হাইকোট মাটী।"

তেমনি মাটা,—ডব্-লুদি-বানরজী।

বান্ধানী ব্রাক্ষণের ছেলে যদি, কোট হ্যাট পরে, গোরু ভোজন করে, তেল মাথা ছাড়ে আর ইংরিজী ঝাড়ে, তাহা হইলে সে কথনই, বাঙ্গালী রয় না, সাহেব ও হয় না.

> নয় মা**নু**ষ, নয় **ভূত,** বিতিকিচিচ আঁটকুড়ীর **পুত**।

এই ভাব দাঁড়ায়। বানরজীর তদবস্থা। স্থরেজ বাঁড়ুয়ে এখন বালালী; স্বতরাং মামলাবাল; মনে

মনে ভাবিলেন বিচারে যা হয় হবে, কিন্তু আইনের কথা গুলা লইয়া তর্কাতর্কিটা করিতেই হইবে। বানরজী কিন্তু এ বাঙ্গালী ভাবের পোষকতা করিলেন না, মনে মনে ঠাওরাইলেন, এত কাউ, কাফ্ উদরস্থ করিয়াছি, আর এই চারিটা জন্বুলকে আমি মুখের জ্যোরে বাগাইতে পারিব না?—আমি? আমি ডব্লুসি-বানরজী? ইহা হইতেই পারে না। গেলেন অমনি ছুরী কাটা নিয়ে এগিয়ে। বাপো! একি তোমার টেবিলের গোরু যে, তুমি আঁ করে বাগাবে! চার চারটে আন্ত জীয়ন্ত জন্বুল হুলার দে, মাথা নেড়ে যেই দাঁড়িয়েচে, বাঁড়ুযোর পো বানরজীর ছুরী কাটা যে কোথায় ছটকে পড়লো, তা আর কে দেখে? ডখন একেবারে নিরন্ত্র, কাজেই রণে তঙ্গ দিয়া পলায়ন।

হইতে যদি বিলিতি কশাই, হে বানরজী, তবে হয় ত কাজ উদ্ধার করিতে পারিতে। অথবা থাকিতে যে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তনয়,—''তোমারা ভূতনাথ ভবানী-পতি ভোলা-মহেশ্বরের বাহন, তোমরা দেবাদিদেব বিশ্বেখরের অবলম্বন, তোমাদের ঐ ক্ষিতিবিদারি শৃঙ্গা-ইকে তৈল দিয়া দিতেছি, তোমাদের চারিটা কক্দ-মর্দান করিয়া দিতেছি, ভোমাদের চার আফৌ বিজেশ থানি পুরে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, হে ষণ্ডেশ্বরগণ, এ যাজা ক্ষমা করে।"—ইত্যাদিরূপ স্তবস্তুতি ভারা জনবুলাবতারগণের মনস্তুষ্টি করিতে পারিতে ভোমার মনস্কামনা পূর্ণ ইইত। কিন্তু তুমি যে প্রয়ের বাহির, কাজেই মাটী। তুমি জ্ঞাতসারে কোনও পাপের পাপী নও, কেবল কণ্মদোষে,

''আপনি মজিলে ভাই, লঙ্কা মজাইলে।''

সার সংগ্রহ মাটী।

একে একে সকলগুলি বিস্তাবে দেখাইতে হইলে বিস্তৱ কাগজ কলম মাটী হইবে। অতএব সংক্ষেপে বলি, স্থবেন্দ্রনাথের এই ভ্জুকে

- > লর্ডরিপণ মাটী,
- ২ আতা শাসন মাটী,
- इेलवरिंद्र आहेन माति,
- 8 शालादमत कृष्णमा भागी,
- ৫ ছেলেদের পরকাল মাটী,
- ७ याकी तरमत हेरकान याणि,
- ৭ কেশব সেনের নবর্ন্দাবন মাটী,
- ৮ निरक्षमारमत क्मभू छल गाँगे,
- ৯ দেশের খবরের কাগজ মাটী,
- ১০ বিস্তর রাজারাজড়া মাটী,
- >> हेश्दबक वान्नानीत महाव भाषी,
- ১২ বিস্তর সাহৈবের থানা মাটী,
- > १ स्टबस्माथ वाजू त्या माछी,
- ১৪ हर्त्रिण बाड़ी माछी,
- ১৫ इश्लिमगान श्रुव गाँगे।

কত বলিব ? বাঙ্গালার মাটীও মাটী। ভরদার কথা ছটী আছে; মাটা হইবেন না স্থরেন্দ্রনাথের পরম পূজনীয়া জননী, আর মাটা হইবেন না আমাদের জননী জন্মভূমি। কারণ উভয়েই—"স্বর্গাদপি গরীয়দী।"

কার্য্যকারণতত্ব।

কার্য্যকারণ ভাবের উপলব্ধি করা, মনুষ্য বৃদ্ধির আয়ত্ত নহে। কোন্ বাজে কি ফল পাওয়া যায়, কোন পদার্থ হইতে কি দিন্ধান্ত হয়, ইহা যদি নিঃদংশায়ে কেহ দ্বির করিতে পারিত, তাহা হইলে সংদার স্থুখ হঃথের অতীত হইত। সকলেই ইহা জানে এবং মানে, তথাপি হস্তগত গোটাকতক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সূচক দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া, এই হুজেয় অথচ অভ্রান্ত তত্ত্বের প্রমাণপুঞ্জ বর্দ্ধন করা মাবশ্যক বোধ হইতেছেঃ—

যেহেতু

জজ নরেশচন্দ্র জানেন যে বাঙ্গালী মাত্রেই মিথ্যা-বাদী; এক প্রাণীর কথা-তেওবিশ্বাস করা যায় না।

তাতএব

জজ নরেশচন্দ্র একজন বাঙ্গালী ইন্টিপেটার কথা শুনিয়া বিখাস করিয়াছিলেন, যে,আদা-লতে ঠাকুর আনিলে হিন্দুর মনে কন্ট, কিন্তা হিন্দুর ধর্ম নন্ট ইইডে পারে না।

বৈহেতু

লোকের কাছে সমাচার লইয়া, বিশাদ করিয়া, নের নিকট সমাচার বিচারকের উপর কটাক্ষ করিলে পাপ নাই;

ছ তেওব

ব্ৰাহ্মপ্ৰলক-ভূপিনিয়-পাইয়া বিশাস করিয়া বিচারকের উপর কটাক করিলে গোর পাপ।

(यरइड्र

চোরের অধিকারভুক্ত হইয়া শালগ্রাম ঠাকুরকে অধিকারে পড়িয়া ঠাকুর-আদালতে উপস্থিত হই-তে হইয়াছে.কেহ তাহা- হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম-তে ধর্মহানির আশকা বা হানির শক্ষা অথবা গণ্ড-ধর্ম্মের উপর হঠকেপ বলিয়া গণ্ডগোল করে नाई;

বেহেত্

বিচারেশ নরেশের কে আদালতে আদিতে গোল করা অদঙ্গত।

থেহেতু

ধর্মভেদ বা জাতিভেদ नारे, मकलात्रे প্রতি এ-क विष्ठांत्र, मुशान विष्ठांत्र र्हेशां शांदक ;

অত্তব

আদালতের অবজা ক-हा अभवार्ष, छिलद्र ७ ফেনিক সাহেবের সম্বন্ধে যে আদেশ হইয়াছিল. अरतिस नार्थंत्रं भेषरि भि ना रहेशा जनात्रल रहेगा

যেহেতু

ভারতবর্ষে সাধারণের কোন একটা মত নাই; রাজনীতি ঘটিত কথায় শ্রেরা বা অনুরাগ নাই, সঙ্গাতীয়তার মূলে ভিন্ন স্বরে মনোবেদনা প্রকাশ ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন করিতেছে। হাটে মাঠে, সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন প্র- সহরে, পাড়াগাঁয়ে সভা দেশবাদীদের কোনও প্র-কার একতা বা সমসং- টাকা তুলিতেছে,ইত্যাদি। যোগ নাই:

যেহেতু

রাজপ্রতি লাট রিপণ, জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে যো-গপেতে যোগ্য অধিকার দিবার অভিপ্রায়ে ফৌজ-দারি কার্য্য বিধির কলফ মোচনের সংকল্প করি-কোন, এবং ইস্কেরসের मन (महे जन्र (मनी cना- श्रमाणिक हहेग़ारह। কৈর উপর বিজাতীয় গুণা धनर्भन कहिया क्रिनिश उ कर्षे ভाषाय भानाभानि मिहंड लागिन.

অত্ত্ৰের

छाउन्मनार्थंत काताम छ হওয়াতে হিন্দু ও মুদল-মান, উড়ে ও পার্শি. পঞ্চাবী ও আশামী সম-করিতেছে, চাঁদা করিয়া

অভএব

এদেশের লোক ইং-বেজের উপর দ্বেষভাবা-পন্ন লাট রিপণের শাসন প্রণালীর দোষে রাজ-দোহী, অতিশয় অকু-তজ্ঞ এবং জাতিবৈর প্র-দশনকারী বলিয়া স্থস্পষ্ট (नरहरू

এদেশের লোক আজন্ম हेश्दतको ८५८०, हेश्दतको-তে লেখা পড়া করে. বিতর্ক বক্তৃতা করে, বি-लांठ यांग्र, मार्ट्य र्ग्न. তথাপি ইংরেজের আচা-র ব্যবহার, রীতি নীতি আনা উদরস্থ করিয়া লন, শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থতরাং বাঙ্গালীর পাপ রূপে অভিজ হইতে পা-রে না, স্তরাং ইংরেজে-র দোষ গুণের বিচার করিবার অযোগ্য।

অতএব

ইংরেজেরা বাঙ্গালা ভাষা (मर्थन नां, वाञ्चानीत কানাচের দিকে ঘেঁদেন না, বাঙ্গালীর ধর্ম কর্ম বোঝেন না, তথাপি বা-श्रानात राठे रूफ (शारना পুণ্যের বিচার করিতে নিশ্চয় যোগা।

সংশোধিত যাত্রা—মানভঞ্জন।

तुन्मा। अध्य, मानम्बि, कृषि कालाहाँ एनत दकादत অপমান, শেষে আপনি হবে ২তমান, এত মান ত ভাল नग्न, 🖲 तार्थ।

রাধা। শোনো রুন্দে, তুমি স্বভাতি বোলে এ যাত্রা তোমার মাফ কে:ল্লুম ; কিন্তু ঐ কৃষ্ণ যদি এমন কথা বল্তো, তা হ'লে একণি রুল হান্তুম, কাল সকালে জেল দিতুম। তুমি আর অমন কথা বলো না, इत्म, आभात मार्यत शारा कूलत चा मग्र ना, इत्म ।

ब्रान्म। कि द्याल की तार्थ ?

তোমার "মানের গায়ে ফুলের ঘা সয় না?" রাধে, আমাদেরও আর জেলের ভয় হয় না। এখন, কালা যুদি জেলে যায়, হবে সবে ক্ষিপ্ত প্রায়; যে নাইকো কুলে, সেও গোকুলে,

ঘটাবে এক বিষম দায়। এখন, স্থরেক্স বাঞ্ছিত পদ, দেখ জেল সম্পদাস্পদ, কেবল বাইরে ফারা, তারাই সারা, ক্সেলে কে ভাবে বিপদ ?

তাই বলি, রাধে তুমি সাধে সাধে জেলের কথা তুলো না। জেলে দিলে শুধু লাজনা, গেলে পরে ফীরছানা, দেখেও এত কারখানা,রাধে,ভুলো না আর ভুলো না। বরং আমার কথা রাখো রাই,

মানের গোড়ায় দাও গোছাই, তোমার কুটকুটে মান, বিষের সমান. কোনও পক্ষের ভদ্র নাই। রাধে কাজ নাই আর পোড়া মানে, ও মানে কি লোকে মানে, ভাই মানা করি রাই কিশোরী, মান ছাড় গো মানে মানে। নিয়ে ঘরের কুচ্ছ, পরের ভুচ্ছ সইবে কেন পার্য্যমানে। ধনি, মানের এখন মানে নাই, আপন মানত আপন চাঁই, বাঁধো কালাচাঁদে, প্রেমের ফাঁদে এই উপদেশ ধরো রাই।

অবিদ্যা ও বিদ্যা।

(জीर्गिकात)

দোতলার উপর সবে একটি ঘর, আর সেইটিই ঘরের মতন। নীচেকার ঘর বড় দাঁগেৎ দেঁতে, হাওয়া নেই বলিলেই হয়, কিন্তু দেকেলে হাড়ে সব সয় বলিয়া বাঞ্চারামের বুড়ী মা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেপুলে গুলি লইয়া দরমার উপর মাত্র পাতিয়া দেই ঘরে শোন, বদেন। উপরে থাকেন বৌমা—বাঞ্চারামের সাত রাজার ধন, পাড়ার চক্ষুঃশূল, শাশুড়ীর বিড়ম্বনা, প্রী উত্তোলনী সভার গৌরব।

বাঞ্যরাম শাল্কের পাটের কলে—চাকরি
করেন! কি চাকরি কেহই জানে না;—তবে কলের
দাহেব বাঞ্যরামকে 'বাবু' বলিয়া ভাকে, আর হুই
হাত হুই পায়ে মানুষে যা করিতে পারে, বাঞ্যরাম
দেই কর্ম করে। বাঞ্যরামের মাহিনে কুড়ি টাকা।

তবু সেই দোতলার ঘরে একথানি কেদারা, একটা ছোট মেজ, একথানি মাঝারি আড়ার আশী, দোয়াত, কলম, কাগজ। সেই কেদারার উপর দিন রাত্রি বিরাঞ্চ' করেন—বৌ মা!

আজি সকালে সকালে বাঞ্চারামের কলে যাইবার বরাত, সাহেব কড়াকড় করিয়া বলিয়া দিয়াছে। ভোৱে উঠিয়া গামছা হাতে বাঞ্চারাম বাজার করিয়া, আনিয়াছে, বৃড়ীও তাড়াতাড়ি ভাত ব্যপ্তন রাঁধিয়া প্রস্তুত; ছেলেগুলা টাটা করিতেছে; বৌমানামিয়া আদিয়া আহার করিয়া গেলেই ছেলেরা খাইতে পায়, বাঞ্ারামের কলে যাওয়া হয়।

বৌমার বিলম্ব দেখিয়া বুড়ী সাহসে ভর করিয়া,
ভাঁহাকে খবর দিতে গেল। বৌমার চ ক্লু পৃথিবীতে
নাই, শৃনো, বৌমার সম্মুখে মেজের উপর কাগজ;
বৌমার ডানি হাতে কলম; বৌমার বাঁহাত আঁপটার
এক গোছা আলগা চুল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।
বুড়ী ডাকিল—"বৌ মা!" বৌ মা সংসারে নাই, সাড়া
দিলেন না!

বুড়ী আবার ভাকিল—"বৌমা!"

বৌমার চট্কা ভাঙ্গিল। বৌমা মৃত্যক্ষ সরে
শান্তভাবে, বুড়ীর দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আহা! মুর্থতা কি ভয়স্কর দোষের আকর!
শুক্রাঠাকুরাণি, পুস্তকে আছে আপনি পুজনীয়া! কিন্তু
আপনি আমার যে উচ্চভাবে ব্যাঘাত দিলেন, যে
কবিহুল্লভি কল্পনার ধ্বংশ করিলেন, তাহাতে আপনি
আমার সহিষ্ণুতার সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন এমত
নহে, প্রভ্যুত্ত দে সীমা উল্লেখ্যন করিয়াছেন।

বুড়ী ভয়ে কাঁপিতেছিল; থতমত খাইয়া বলিল—
"তা নয় মা, বাঞ্ছা, সকালে সকালে যাবে, সেই জন্য—"

বোমা আর সহিতে পারিলেন না;—"তবে দেখি-তেছি অদৃষ্ট মানিতেই হইল! হায়! বঙ্গভূমে রমণী-

ক্লরবি ছইয়াও যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিচালন করিছে না পাইব, তবে অদৃষ্টের আধিপত্য স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর কৈ ? শ্বশ্রেচাক্রাণী ! আপনি আপনার মূর্থ পুত্রকে মৎসমীপে একবার প্রেরণ করুন; তাঁহার অকিঞ্চিকর সামান্য অর্থোপার্জ্জনে এবং আমার আশ্রয়ীভূতা কবিতাদেবীর আরাধানায় কি প্রতেদ, একবার তাঁহাকে বুঝাইবার চেন্টা করিব।"

বুড়ী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কোন দিনই বো-মার কথা বুঝিতে পারিত না। নীচে গিয়া বাঞ্চা-রামকে পাঠাইয়া দিল।

বাঞ্ছারাম আদিল, কিন্তু মুথে কথা নাই; এক দিকে সাহেব—অমদাতা, এদিকে পরিবার—ভয়ত্রাতা; তুই পিতৃ তুল্য, কথাটী না কহিয়া ইহাই ভাবিতেছিল।

বৌমা বক্তৃত। জুড়িলেন। বাঞ্চারামের নিঃশাস ফেলিবার সময় হইল। বক্তৃতা শেষ হইলে বাঞ্চারাম বলিল—"সময়ে না আহার করিলে শরীর থাকিবে কেন ? শেষে কি সব দিক নফ করিবে ?"

স্বাস্থ্যরকা খুলিয়া বোমা দেখিলেন, বাঞ্চারামের কথা যথার্থ। বাঞ্চারামের উপর প্রসন্ন হইয়া বলি-লেন—"বড় বাধিত হইলাম!"

বৌমার আহার হইল; বাঞ্ারামের চাকরিও বজায় রহিল।

১। স্থক্চির কথা।

निङातिभी विधवा, किन्छ लाटक वलाविल करत रय, তাছার চরিত্রটা বিধবার মতন নয়। নিস্তারিণীর এক জন আত্মীয় লোক গ্রামান্তর হইতে তাহার তত্ত্ব করিতে আসিয়া কএক দিন ধরিয়া তাহার বাডীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিস্তারিণীর ইহাতে একটু অস্তথ হইতেছিল আজীয়কে ফাইতেও বলিতে পারে না, অথচ তিনি থাকাতে নিস্তারিণীর বিষম উৎপাত মনে হইতেছিল। এক দিন দেই আত্মীয় ব্যক্তি নিস্তা-রিণীর নিকট একটু চুণ চাহিয়া পাঠাইলেন, নিস্তারি-ণীও মনের দুঃখ প্রকাশ করিবার স্তবিধা পাইয়া চীৎ-কার করিতে আরম্ভ করিল ;- "চুণ! আমার কাছে চুণ ? কেন আমি কি পান থাই, তাই আমার কাছে চুণ থাকিবে ? আমি বিধবা মানুষ, চুণ রাখি, পান খাই. তবে আর না করি কি ? আত্মীয় লোকের এই কথা ! আপন হইয়া এই কলঙ্ক রটনা ! অপরে তবে না विलाख (कम ? চরিতেই যদি খোঁটা হইল, তবে বাকী রহিল কি ? হায় ! হায় ! কুনাম রটনা হইতে কুকাজ घটना (य ভালো।" ইত্যাদি। निস্তারিণীর আত্মীয় वृतिशा (महे मिनहे श्रष्टांन कतिरलन। আমের তুই চারি জন লোক, যাহারা নিস্তারিণীকে বিশেষ আদর যত্ন করিত, নিস্তারিণীর চরিজের গুণবাদ

করিত, এক হারে বলিতে লাগিল—"আত্মীয় হইলে কি
হয় ? ভদ্র লোক হইলে কি হয় ? কথাটা ভদ্র
লোকের মতন হয় নাই। যাহাই হউক আত্মীয়ের
অভিপ্রায় মন্দ ছিল না, তবে তাঁহার ক্রচি এবং শিক্ষার
বিলক্ষণ দোষ আছে, ইহা স্বাকার করিতেই হইবে।
বিধবা স্ত্রী লোকের নিকট চূণ চাওয়াটা নিতান্ত বিকৃত
ক্রচির কার্য্য।"

পঞ্চানন্দের "শনিবারের পালা" নামক মহাপদ্য পড়িয়া কেহ কেহ স্থক্তি স্থনীতির কথা তুলিয়াছেন; ইহাঁরা নিস্তারিণীর দলের লোক না হইলেও ইহাঁদের আপতিটা যেন নিস্তারিণীর অঙ্গের বলিয়াই মনে হয়। তমালের পাতা কালো, যমুনার জল কালো, মাথার চুল কালো, কোকিল কালো, ভ্রমর কালো, মেঘ কালো—সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া, কালো দেখিলেই, —কালাচাঁদ কৃষ্ণকে মনে করিয়া কাজ কি ? যদি বা মনে পড়িল, সে দোষ মনের না কালোর ? ফলে যাহারই দোষ হউক, পঞানন্দের দোষ কথনই নছে।

যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, পঞ্চানন্দ ছঃথিত হইবার পাত্র নহেন; বরং বক্তারা যে বাঙ্গালা সাহিত্যে অবহেলা না করিয়া, উহারই মধ্যে বাছাই বাছাই গ্রন্থ পাঠ করেন, এবং চুনা চুনা প্রদঙ্গ কঠিছ অভ্যাস করিয়া রাখেন, দে জন্য তাঁহাদিগকে সাধুবাছ করিছে পঞ্চানন্দ মুক্তকেওঁ। কে বলে বাঙ্গালা ভাষার মা বাপ নাই; কে বলে বাঙ্গালা দাহিত্যের আশা

ভরদা নাই ? লেখার মত লেখা হইলে, আর বাগাইয়া যোগাইয়া লিখিতে পারিলেই সকলেই আছে।

ফলতঃ, স্থক্লচির বিষয় যেমনই হউক "শনিবারের পালায়" কাহার ও অরুচি দেখা যায় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্থাের বিষয় কি হইতে পারে? পঞ্চানন্দ এত দিনে পূজক চিনিতে পারিলেন, ভক্তের পরিচয় পাইলেন।

२। यूनोष्टित कथा।

কতক গুলি কথা আছে, যাহা পরিহাসের অতাত, কতক গুলি বিষয় আছে, যাহা উপহাসের আয়ত হইবারনহে; আর কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা লইয়া রিদকতা চলে না, রিদকতা করিতে চেন্টা করা অন্যায় এবং চেন্টা করিলে রিদকতা ফলে না। এ তত্ত্ব সকলেই জানেন, পঞ্চানন্দও মানেন। শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা বা ব্যবহারের দ্বারা যে ব্যক্তি এ তত্ত্বের বিপর্যায় করে সে স্থনীতির বিরোধী, স্থতরাং বনবাসের যোগ্য। আইদ ভাই, বিশদ করিয়া উদাহরণ দিয়া এই তত্ত্বের প্রতিপাদন করা যাউক।

মনে করে। একটা লোক অন্য কোনও দিকে স্থবিধা

শীপাইয়া ধর্মামুদরণ দারা বড় লোক হইবার চেন্টা
করিতেছে। উচ্চাভিলাষ গর্হিত বস্তু নহে, সেই
উচ্চাভিলাম সাধনের পশ্বা যদি ধর্ম হয়, তবে ধরা বাঁধা

প্রশংসার কাজ। ধর্ম ঘরেও হয়, বাহিরেও হয়: অরণ্যেও হয়, লোকালয়েও হয় ; চুপি চুপি করা চলে, দোর হাঙ্গামা করিয়াও চলে। এমত অবস্থায় যদি কোনও ব্যক্তি নিশান তুলিয়া, ডক্ষা বাঁজাইয়া, সঙ্ দাজিয়া ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে, অথচ ঘৎ-সামান্য কালের নিমিত্ত লোকের কাঞ্চ নফ্ট করা ভিন্ন অন্য অপকার না করে, তাহা হইলে দে ব্যক্তিকে কথনই দোষ দেওয়া ঘাইতে পারে না। আবার, ধর্ম প্রচার করিতে হইলেই ধর্মের বিচার করিতে হয়: বিচার করিতে হইলেই, প্রচারের বিষয়ীভূত ধর্ম ভিন্ন অপর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতে হয়; কেবল মুখে যদি নিন্দাবাদ করিয়া কাজে দেইরূপ নিন্দিত ধর্মেরই অনুসরণ বা অনুকরণ করা যায়, তাহা হইলেই বাক্ষতি কি ? এইরূপ পাঁচট। আয়োজন করিয়া পাঁচ রকমে ইফদৈদ্ধি করিবার বহু করা অদঙ্গত নহে। এবং এরপ সঙ্গত ব্যবহারকে যে পরিহাদ করে, দে স্বমী-তির বিরোধী। এরপ ব্যাপার যে কোথায়ও হইতেছে. তাহা নহে; তবে দুফীন্ত না কি কল্লিত বস্তু লইয়াও দেওয়া যাইতে পারে, দেই হেতু উপরিলিখিত কথা श्वाम विनाख रहेन।

আবার দেখো, সকলেই কিছু ধনবান নছে, সক-লেই স্থানহে। সেই জন্য "ছেঁড়া কাঁথায় ভইয়া লাখ টাকার স্থা দেখার" একটা প্রবাদ চলিত আছে। মনে করা যাউক—কল্পনার বলে সবই মনে করা চলে—ভারত্বর্ধ রাজনীতি বিষয়ে নিতান্ত মিয়মাণ,
দরিদ্রে, অদক্ষতিপন্ধ এবং কাতর। কিন্তু তাই বলিয়া
একটা খুব স্বাধীন, খুব দবল, খুব ধনশালী দেশের
অকুকরণে ভারতবাদী যদি রাজনৈতিক দভা করে,
রাজনীতির বড় বড় কথা লইয়া আন্দোলন করে,
অকুমোদন করে, করিয়া একটু স্থথে থাকে, সংদারের
জালা একটু ভূলিতে পারে, অন্ন চিন্তা হইতে কিয়ৎকাল অব্যাহতি পায়, এবং মরিবার দময়ে হাত পা
ছাড়াইয়া নিশ্বাদ ফেলিয়া মরিতে পারে, তাহা হইলে
দোষ কি ? এরূপ ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করা, ইহা
লইয়া উপহাদ করা, অতি অন্যায়, নিতান্ত নির্চুরের
কাল ; যে তাহা করিতে পারে, দে স্থনীতির বিরোধী
তৎপক্ষে কি সংশয় আছে ?

"বেগার দিই, তবু বিদিয়া থাকি না কর্ম-কুশল ব্যক্তি এই মন্ত্রের উপাসক। এই দলের লোক অন্য কাজ না পাইলে "খুড়ার গঙ্গা যাত্রা" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মনে করো একটা ছিল্ল ভিল্ল জাতির তুমি এক জন অপদার্থ লোক; সাধ্য নাই, সহায় নাই, সাহস নাই, সেই জন্য অপদার্থ। এখন, জাতির, উন্নতি করিতে হইলে অনেক কন্ত স্বীকার করা আব-শ্রুক, অনেক খড় কাঠের দরকার। বিদ্যা বুদ্ধি সকল লোকের থাকে না, শিল্প বিজ্ঞান লইয়া মাধালো ধাথাকো দশ জন লোকের চলিতে পারে; স্থুরাং জাজিবন্ধন করিতে হইলে, ইতরদের সঙ্গে একটা সাধারণ বন্ধনের আবশ্যকতা; ধন্মে এবং ভাষায় এই বন্ধন হইতে পারে, কিন্তু আমার তত সময় নাই, তত ক্ষমতাও নাই যে, গোড়া পত্ন করিয়া গোরচন্দ্রকা হইতে আরম্ভ করিয়া আমি সমুদয় পালাটা শৈষ করিয়া উঠি। তাই বলিয়া কি একটা সংখর দলও আমার করিতে নাই? সথ করিয়া যদি আমি জাতীয়তার পালা গাইতে আরম্ভ করি, ভুলোর দলের মেথরাণীর গান, মহেশ চক্রবর্তীর ভূতের সঙ্, বৌ মান্টারের ভিন্তীর নাচ, এই সকল যোট পাট করিয়া যদি ছদিন দশ দিন আমোদ আফ্রাদ করি, তাহাতে দোষ কি? বস্তুতঃ তাহাতে দোষ নাই, কতি নাই, কিছুই নাই। হতরাং এমন আচরণ করিলে যে রদিকতা করিয়া চাটা তামাদা করে, দে নিতান্তই স্থনীতির বিরোধী।

আবার দেখা, কেরাণী বাবু, হুজ্ব বাবু প্রভৃতি
জন কতক লোক এই গ্রীমপ্রধান দেশে পেটের দায়ে
অজত্র থাটুনি থাটিয়া একটু বিকৃতমনা হইয়া উঠিল।
কাজে কাজেই তাহাদের মাথাও গরম হইল। এক
দিন চীৎকার করিয়া উঠিল—" দোহাই ধর্মাবতার,
আর চলে না, আমাদের মনে হইতেছে যে মাথা বুঝি
নাই, পাগড়া আছে দেখিতে পাই, কিন্তু মাথা খুঁজিয়া
পাই না। যদি অনুমতি করেন, ত মাথাটা খুলিয়া
রাথি, নেহাত না হয় কালো টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখি;
তবু হাত বুলাইলেও মাথা আছে এমন বুঝিতে পারিব।
নচেৎ গরিবমারা হয়।" আফিলের সাহেব গরম দেশে.

আরও গরম; তাহার দর্বাঙ্গ গরম, মাথা আরও।

দাহেব গোল শুনিয়া নিজে চীৎকার ধরিলেন—"কেঁও

রে তোর ভি মাথা? মাথা যা আছে দে আমার দখলে,
তোর যদি শাহক, ঢাকিয়া রাখ্, আর শুরু ঢাকিলেই
বা হইবে কেন? পরামর্শ করিতে হইলে মাথায়
মাথায় চোঁকাচুকি না হয়, দেই জন্য একটা বিঁড়াও
মাথায় পরিয়া থাক্। নতুবা যদি দেখি শির্লাঙা,
তবে দেখ্বি শির লেঙ্গা।" ইত্যাদি দৃশ্য দেখিলেও
যে রদিকতা করিতে চেন্টা করে, দেও স্থনীতির
বিরোধী, নিতান্ত ছুনীত লোক। এ দকল কথা
দকলের শিথিয়া রাখা আবশ্যক।

ভদ্র লোকের ছেলে যাতুষ করিবার প্র**কর**ণ।

এক দফ।—শিশুপালন।

একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে খোষেদের শ্রীমতী ছোট বৌ ছোট বাবুকে একটী পুত্ররত্ব দিবেন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবুও অনেক দিন ধরিয়া সেই আকাজ্যা করিয়া আদিতে-ছিলেন, স্তরাং রত্ব লাভের জন্য অতিশয় ব্যথা হইয়া উঠিলেন এবং গৃহিণীকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া যন্ত্র-বিদ্যাবিশারদ যম-ন্মজোপম এক ধাত্রী পুরুষকে স্বীয় রত্বলাভাভিসন্ধি সাধ্নে সহায়তা করিবার উদ্দেশে

আনয়ন জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে দেই মহাপুরুষ এক বস্তা হাতা, বেড়া, কোদাল, কুড়ল, করাত, খন্তা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঘোষমহিলা এই সন্দেশ শ্রবণমাত্র ভাঁতচিত্রা হইয়া আর আব্দার লওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া প্রতিশ্রুত পুত্ররত্ব আপনা হইতে প্রদান পূর্বক নীরবে कानराश्रमा कतिरा नाशिरानम । जथम प्रजूर्मिरक यानत्मारमव बना कालाहल ध्वनिए पिडा छन शति-পূর্ণ এবং প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ধাত্রীপুরুষ অভীফ কার্য্যে অক্তমনোরথ এবং ব্যাছত হইয়া ক্ষণকাল মৌনভাবাবলম্বন পুরঃদর চিন্তা করতঃ পরি-শেষে পুত্রবরকে বারেক নয়নগোচর করিবার সক্ষল্প প্রকাশ করিলে ছোট বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে স্বকীয় সঙ্গে লইয়া গেলেন। ছোট বৌ প্রাণপতিকে ঈদৃশ অবস্থা-পন্ন এবং তাদৃশ অনুচরানুস্তত দেখিয়া মৃত্নু মন্দ ভাবে বসন সংযমন পূৰ্ব্বক অতিমাত্ৰ কটে তদীয় দেহলতা ষৎকিঞ্চিৎ অপসারণ করিলেন। তথন সূতিকাগার-স্থিতা কিন্ধরীর ক্রোড়ে ইহাঁরা উভয়ে সেই কুমার-লাঞ্ছন নবকুমারকে দৃষ্টিগোচর করতঃ ধাত্রীপুরুষ সহসা বিশ্বয়-রোষ-ঘূণাপূর্ণ হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ছোট বাবু তাঁহার তদ্রূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞান্থ হইলে তিনি কথঞ্ন আশ্বন্ত হইয়া বলিলেন – "অহো, কি আশ্চর্ষ্যের বিষয় যে, এই শিশু অনার্ত গাত্রে মুড়া-

সঞ্চারা এই ভাষণ শাতল বায়ু সঞ্চার ভোগ করিয়া সম্ভাবিনা পাঁড়ার আবির্ভাবাশস্কা বদ্ধমূলা করিতেছে। অধিকতর লজ্জার বিষয় এই যে, কিঙ্করী স্ত্রাজ্ঞাতি সম্ভূতা হইয়াও এই বালককে অক্ষুক চিত্তে স্বীয় অঙ্ক-দেশে স্থাপন পর্কাক প্রদর্শন করিতে ভীতা বা ব্রীড়া-বিতা হইতেছে না। তহুপরি বালকেরও কি প্রফতা, একেবারে আবরণ বিহান, এমন কি কোপীনচার পরিদ্ধান না হইয়াও এই রমণীজন মণ্ডলে অমান বদনে সহাস্যাম্যে বিরাজ করিতেছে। এতৎকারণ প্রযুক্তই অস্মদেশের এবস্প্রকার হুর্গতি, এবস্ভূত অবনতি, এবং এতাবৎ রোগশোক জ্রামৃত্যুপরিপ্লুত দশা সংঘটিতা হইয়াছে। ইহার প্রতাকার না করিলে স্ব্ধ সোভা-ব্যের আশা স্বন্ধ প্রাম্তা, তাহা শেমুদীসম্পন্ধ কোন্মতিমান ব্যক্তি অস্বীকার করণে সক্ষম হইবেন।"

ছোট বাবু প্রণিধান পুর্বক ধাত্রা পুরুষের উপদেশ নহরী অবণাঞ্জলিপুটে পান করতঃ তাহার সারবতা উপলাক করিয়া দাঘনিনাস পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন, "যথার্থ কথা," কিন্তু অজ্ঞ জনের ন্যায় কিংকর্তব্যবিষ্ট্ হইয়া ইতিকর্ত্ব্যতা বিধয়ে সবিস্তার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ধাত্রীপূরুষ লঙ্কার যাবদীয় শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ধোষণ পূর্বক বিধিব্যবহা সম্বন্তা করিয়া কিয়ৎ-কালান্তে অন্তর্দ্ধান হইলেন। নবজাতশিশু তদবধি ফেলানেলমণ্ডিত হইয়া ভব্যন্তনা সংকীর্ণ করণ বিধয়ে যত্নপর হইল।

কালক্ৰমে, বালক কি অভিধায় আখ্যাত হইবে তদ্বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেছ প্রস্তাব করিল প্রিয়নাথ, কেহ নলিনীভূষণ, কেহ কামি-নীমোহন, কেহ বা দামিনীকণ্ঠ ইত্যাদি বহুধা অভিধা প্রস্তাবিত হইলে, পরিশেষে সকল পক্ষ কিঞ্ছিৎ কিঞ্ছিৎ ত্যাগ স্বীকার করিয়া নর নারী উভয় জাতির মনস্তুষ্টি-জনক ননীগোপাল নামকরণ স্থিরীকৃত করিল। তদ-বধি নবকিশলয় বিনিন্দিত নবীন শিশু ননীগোপাল হইল, আতপতাপে তাহার দেহ বিগলিত হইতে लाशिल, भौक-मक्षादत क्षेत्र भंतीत क्रमां आफकारे হইতে লাগিল, এবং রমণী-জনস্তলভ কোমলহদয় তদীয় জনক ছোট বাবু, তথা স্থেহমধা জন্মী ছোট বৌ শিশুকে ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্যোম এই পঞ্ভূত হইতে নিরাকৃত করিয়া পরম যতে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্ষিতিস্পার্শনিবারণ জন্য দাস দাসী নিয়ো-**জিত হই**ল ; বহুবিচার পুরঃদ্র সময়ে সময়ে মীমাং**সা** করিয়া ননীগোপাল উষ্ণজলে স্নাত হইতে লাগিল, রুদ্ধদারবাতায়ন গৃহে তেজঃ নিবারিত হইতে লাগিল. कार्পामको घिरकार्गङारल श्राच्छ । त्र श्राच्या विश्व छ হইতে লাগিল এবঞ্চ দিব্যাশ্যুপলোচ্যানে আকাশের তুঃখাদ হইতে ননীগোপাল রক্ষিত হইতে লাগিল। নবনীত পুতলী-নিন্দিত ননীগোপাল এইরপে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।—ইতি "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি।"

অথ বিদ্যাশিকা।

(এড়ুকেশন-গেজেট হইতে সংগৃহীত।)

ননীগোপালের যথন পাঁচ বংদর বয়ক্রম হইল তথন "দশবর্ষাণি তাডয়েৎ" জানিয়া তাহার পিত। মাতা তাহাকে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিলেন। সেখানে কড়ানিয়া, ষট্কিয়া, নামতা, কড়িকদা, মণ-कमा, अनकमा काठाकालि, विधाकालि, प्रतानकालि, নোকাকালি প্রভৃতি শিথিলে অথবা নামলেখা, পত্ত-লেখা, খৎলেখা, পাট্টালেখা প্রভৃতি লিখিলে, একদিকে সময় নফ্ট অপরদিকে রথা কফ্ট জানিয়া,ননীগোপালকে তালব্য শ, মুর্দ্ধণ্য ষ, দন্ত্য দ, বগীয় ব, অন্তঃস্থ ৰ, ভুন্ন স্বর, দীর্ঘ স্বর, প্লুত স্বর প্রভৃতির উচ্চারণ গত প্রভেদ সম্বন্ধে সাবধানে নিরস্ত করিয়া কণ্ঠস্থ করিবার উপদেশ अमु इटेर्ड लागिल, अवर यावनीय डिकाइत्र स्थान, ব্রহ্মাণ্ডের শব্দের লিঙ্গজান প্রভৃতি বাঙ্গালার অত্যা-বশ্যক তত্ত্ব সকল মুথস্থ করিবার আদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। অধিকন্ত পৌণ্ডো, শিলিঙ্গ, পেন্দো দিয়া টাকা কড়ির হিদাব, আর ড্রাম, ঔন্দ, পৌও দিয়া ওজনের জ্ঞান স্লেটে অঙ্ক পাতিয়া ননীগোপাল শিথিতে লাগিল। এ দিকে কলিকালে লোক ष्यद्राश्च रश्च, এ कथां। সকলে জানে বলিয়া, চিরজীবী ননীগোপালের পর-কালের পথ মুক্ত রাখিবার জন্য বাড়ীতে একজন উপ-শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কুপায় পি-এল-ও-

ইউ-জি এচ — প্লাউ, টি-এচ-ও-ইউ-জি-এচ—দো, সি-ও-ইউ-জি-এচ — কফ, আর-ও-ইউ-জি-এচ — ব্যুফ্, টি-এচ — আর-ও-ইউ-জি-এচ — থুটি-এচ -ও-আর্-ও-ইউ-জি-এচ — থারা—ইত্যাদি উচ্চারণ রহস্যে ননীগোপাল নিত্য নিত্য নৃতন আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল।

ননীগোপাল প্রভাষে শ্যা হইতে ওঠে, অমনি স্থেম্মী জননী একবার তাহাকে মিঠাই মোহনভোগ দিয়া জলযোগ করাইয়া দেন; জলযোগ সম্পন্ন হইবানাত্রে হিতৈষী পিতা তাহাকে পাঠগৃহে বদাইয়া দেন; নয়টা না বাজিতেই পাঠ স্থিগিত রাখিয়া ননীগোপাল স্নান করে; স্নানান্তেই আহার; সঙ্গে সঙ্গে বিদালয়ে গিয়া ননাগোপাল আবার পড়া দেয়, আবার পড়া লয়। প্রদোষে বাড়ী আসিয়া ননীগোপাল উপশিক্ষকের হতে আবার কোমল প্রাণ সমর্পণ করিয়া দেয়। যথন চিঞ্চিনে রৌদ, সেই একটার সময় একবার ননাগোপাল বাহিরে যাইতে যাইতেই গলদ্ঘর্মা কলেবর হইয়া বিদ্যামন্দিরে পুনঃপ্রবেশ করে, এবং স্বাধীন ক্রীড়ার স্থাকুত্ব করে।

এইরপে দশ বৎসর বয়স না হইতেই ননীগোপাল বাঙ্গালা সাহিত্যে পারদর্শী, বাঙ্গালা ব্যাকরণে কৃত-বিদ্যু, প্রাচীন ও নব্য সমগ্র ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন, ভূগোলে নথদর্পণ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃত্রির সম্বন্ধ বিচারে তৎপর, অর্থনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত, পাটীগণিত,বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ, স্থিতিবিজ্ঞানের যন্ত্রজ্ঞান, গতিবিজ্ঞানে বেগমান প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধকাম
হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যেও উন্নতি
করিতে লাগিল। ননীগোপালের স্থ্যাতি লোকের
মুখে আর ধরে না, দেই আহলাদে ছোট বাবুর আর
মাটীতে পা পড়ে না, আর ছোট বৌ দেই অহস্কারে
সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারেন না।

আর দশ বৎদরের মধ্যে ননীগোপাল ইংরেজীতেও
পূর্ণমান্তায় জ্ঞান লাভ করিল। শেষবার পরীক্ষা দিয়া
ননীগোপাল যে পুরস্কার পাইল, অনেকে চাকরি
করিয়া তত টাকা উপার্জ্ঞন করিতে পারে না। বিংশতি
বৎসর বয়দেই ননীগোপাল এইরূপে কুতবিদ্য এবং
দিদ্ধার্থ হইয়া স্থের পূর্ণভোগ পাইল, তাহাতে দন্দেহ
নাই। কিন্তু নিরবচ্ছিয় স্থথ মানুষের ভাগ্যে ঘটে
না; দেই জন্য ননীগোপালের স্থেও তুই চারিটী
কন্টক ফুটিয়া তাহাকে একটু কাতর করিয়াছিল।
দেগুলির উল্লেখ আবশ্যক।

- (১) পঞ্চলশ বর্ষ বয়দে ননীগোপালের বিবাহ হয়। এখন তিনি বিদ্যাসমুদ্রের পারে আদিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়দ তিন বংদর, পুত্র খেলা করিতে শিখিতেছে এবং অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তি তাঁহার প্রণয়িনীর উদর-পরিধি রদ্ধি করিতেছেন।
 - (২) প্রত্যেক বার পরীক্ষা দিবার অনতিপূর্বে

ননীগোপালের জ্বর, উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপন্থিত হইত, কিন্তু স্থবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের কুইনীনের
প্রয়োগে, গবাস্থিচূর্ণ পথ্যে, এবং পিতা মাতার যত্নের
বাহুল্যে তিনি পরীক্ষা দিয়া উঠিতে পারিতেন।
তাহাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু
ননীগোপালের শরীর এখন নিয়ত নিস্তেজ এবং অসাড়
মনে হয়, অগ্রিমান্দ্য সর্ব্বদাই থাকে, উদরাময় প্রায়ই
দেখা দেয়, শিরঃপীড়া যখন তখন ঘটে, এবং চক্ষুতে
কিঞিৎ দৃষ্টি কম হয়।

(৩) বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইবার ছই তিন বৎসর আগে হইতে ননীগোপালের পিতা এক ঘরাও মোক-দ্মায় জড়িত হইয়া প্রায় সর্বস্থান্ত হইলেন, কিছু দিন পরে ছোট বৌ, ননীর মা, প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং ছোট বাবুও শেষে প্রেয়সীর অনুগমন করিলেন। ফলে, এ সব না ঘটিলেও, আর আর যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতই।

"তাড়য়েৎ দশবর্ষাণি"তে ক্ষান্ত হইল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ননীগোপাল প্রায় মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

> অথ "মিত্রবদাচরেৎ"। (এটা পঞ্চানন্দের।)

ননীগোপাল মাতুষ হইল বটে, কিন্তু ভাহার মনে বড় ভাবনা হইল। এখন করি কি ? যাই কোথায় ? ধাই কি ? এই সকল ভাৰনায় ননীগোপালের মন

তোলপাড় করিতে লাগিল। গৌরমোহন আঢ়োর স্থলে ছেলেদের প্রাইজ হইতেছিল; ছোট লাট অমু-গ্রহ করিয়া, কফ স্বীকার করিয়া, স্বয়ং সেইখানে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে প্রাইজের বইগুলি বিতরণ করিতেছিলেন। ননীগোপাল ব্যাপার দেখিতে গিয়া-ছিল; বালকদের উৎসাহ-আগ্রহ-আশা-মাথা মুখ দেখিয়া ননীগোপালের চক্ষের জল অতিক্ষেই চক্ষে রহিল; স্থবিধা, সময় বা স্থান পাইলে সে জল একবার অনর্গল পড়িত তাহার আর ভুল নাই। তাহার পরে गाए इत्र कार्षि लाएकत ताका, लक्क होकात हाकरत, চিডিয়াখানার প্রতিবাদী ছোট লাট সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া অন্যান্য দশ কথার পর গাঢ়স্বরে বলিলেন— " লেখা পড়া ত সকলেই শিখিতেছে: এখন এ দেশের वछ मानुरम्त (इलाम्बर, छम्लारकत (इलाम्बर मना যে কি হইবে, তাহাই আদল ভাবনার কথা হইয়া माँ जारे बार हा"

কথা শুনিয়া ননীগোপাল একটু কান্দিল, না কান্দিয়া আর থাকিতে পারিল না; দেই দঙ্গে সঙ্গেই ননীগোপাল একটু হাদিল, হাদি আপনা আপনি আদিল বলিয়া হাদিল। ননীগোপাল চমৎকারা অন্নচিন্তার দায়ে সকলই করিতে সম্মত, কিন্তু তাহার শরীর তাদৃশ পটু নহে; ওকালতি করিবার চেন্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে কাহারও বিদ্যা থাটে না, বিদ্যাতে কুলায়ও না, চাক্রির চেন্টা করিয়াছিল, যোটে নাই, যাহা যুটিয়াছিল তাহা না যোটারই মধ্যে, কারণ তাহাতে মান সন্ত্রম দূরে থাকুক, প্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হ ওয়া তুজর। স্বতরাং ননীগোপাল লাট সাহেবের কথায় মনের বেগ দামলাইতে পারিল না; এত লেখা পড়া শিথিয়া কিছু হইল না, অতএব দশায় হইবে কি—ইহা সত্য সত্যই ভাবনার কথা বুঝিয়াই ননীগোপাল কান্দিল। তথনি আবার লাট সাহেবের অট্টালিকা, লাট সাহেবের গাড়ী ঘোড়া, লাট সাহেবের নাচ গান, লাট সাহেবের থানা পিনা, এত হস্বামের ভিতর পরের দশার জন্য ভাবনা কেমন করিয়াথাকিতে পারে, বাস্তবিক থাকিবে না, যথার্থ ভাবনা থাকিলে পন্থাও হয়—এই সব মনে করিয়াই ননীগোপাল হাসিল। সভা ভঙ্গ হইলে ননীগোপাল আবার সেই অনের চেফ্টায় ফিরিতে লাগিল।

সংবংশরেও অয় সংস্থান হইল না, কিন্তু অয়ের
সংস্থান করা যে খুব সহজ ব্যাপার, ধনী হওয়াটা যে
সকলেরই ইচ্ছায়ত, ননীগোপাল ইহা বুঝিতে পারিল।
কারণ, সংবংশরই বক্তার বক্তৃতায় এই কথা, সংবাদপত্রের লেখায় এই কথা অনর্গল বাহির হইতেছিল,—
India is rich, you are rich; develope the resources of your country, find out the mine of wealth that is in her. Set about your task in right earnest, and you shall want nothing, ইংরেজীতে এই সব, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"
বাণিজ্য করো, কৃষি করো, মাথা করো, মুগু করো—
বালালায় এই সব কথা, নিতাই ননীগোপাল শুনি-

তেছিল বা পড়িতেছিল; যাহার অয় আছে দে বলে, যাহার "অদ্য ভক্ষোধসুগুলিঃ" দেও বলে, যাহার উচ্চ-পদ, তাহার মুখে এই কথা, যে চাকরির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, তাহার মুখেও তাই। ছঃখের বিষয় এই যে এ দকল কথা বুঝিয়াও, ইহার মশ্ম জানিয়াও ননীগোপাল এ দমস্ত প্রলাপ মনে করিতেলাগিল।

বংশর ঘুরিয়া গেল, আবার গৌরমোহন আচ্যের স্কুলে প্রাইজ বিতরণ; এবার প্রধান বিচারপতি বক্তা, ননীগোপাল উপস্থিত। প্রধান বিচারপতি বলিলেন, "সকলকেই যে ডাক্তার, উকীল, সঙ্গীত-বিশারদ বা চাক্রে হইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। ভগবান এক এক জনকে এক এক গুণ দিয়াছেন, মন দিয়াছেন, মন দিয়াছেন, মন দিয়া লাগিলে একটা না একটা কাজ যে ষ্টিবেই, সে কাজে ফল যে ফলিবেই, ইহা আমার দৃঢ় বিশাস। এই দেখো, কত ব্যবদা আছে, তোমরা অবলম্বন করিলেই হয় —এঞ্জিনিয়ার হইতে পারো, জরীপের কাজ করিতে পারো, উকীল হইতে পারো, চিকিৎসক হইতে পারো" ইত্যাদি।

বিচারপতি সমস্ত বলিলেন, কেবল পছাটা বলিয়া দিলেন মা। ননীগোপাল বাড়ী আদিল, কর্ম কাজের আশা ছাড়িয়া দিল, স্ত্রী পরিবারকে শ্বশুরবাড়ী পাঠা-ইয়া দিল, মদ ধরিল, ইয়ারকিতে মশ্গুল হইল। "মিঞ্জাচারেৎ" কাহাকে বলে, ননীগোপাল ভাহা বুঝিল, ননীগোপাল মানুষ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার তুর্ভাগ্য, মানুষ বেশী দিন টেঁকে না অল্ল দিনের মধ্যেই ননীগোপালের জ্রী বিধবা হইল, ননীগোপালের ছেলেরা পিতৃহীন হইল। আর "আমার কথাটী ফুরাইল" ইত্যাদি।

মূলে কুঠারাঘাত।

शृष्ठ मृहना।

বঙ্গদর্শন ত পড়া আছে ? তবে আইস ভাই এক-বার দার্শনিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভারতের ভবিদ্যুৎ হিন্দুধর্মী বঙ্গপন্থীই বঙ্গের ভরদা ভারতের ভরদা, জগতের ভরদা। বঙ্গপন্থী বৃঝিয়াছেন, বৃঝাইতেছেন, বৈষম্য দকল অনর্থের মূল। এই জন্য বঙ্গপন্থী অবতার স্বীকার করেন না। যদি স্বীকার করি, যে মধ্যে মধ্যে এক জন বা দশ জন অমাকৃষ শক্তি লইয়া জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে বৈষম্যবাদের প্রপ্রায় দেওয়া হয়। বঙ্গ-পন্থীর মতে তাঁহারা সকলেই অবতার, সমকার্য্যে সমধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গপন্থী বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ কিছুই মানেন না; গ্রন্থবিষম্য তাঁহা-দের পন্থায় নাই। সেই জন্য বর্ণ পরিচয় হইতে বেদান্ত দর্শন প্রাপ্ত সকলে পুঁথিই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান। তৃতীয়ত অর্জনা, বন্দনা, পুরা প্রোর তাঁহারা

দকলই রথা বলেন। আমি ভক্ত, তুমি ভগবান, এ কথা ঘোর বৈষম্য মূলক; এ মোহ-ভাবের প্রশ্রমদাতা বঙ্গপান্থা নহেন, স্তরাং তিনি অর্চনা বন্দনায় নাই। চতুর্থত বঙ্গপাহী জানেন, পাপ পুণ্য-মিখ্যা; বঙ্গপাহীর নবদর্শনকার, ইহা শ্লাঘার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, এবং বঙ্গপাহীর কার্য্য কলাপে প্রত্যুহই এই সাম্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধী বিবেচনা করেন, "মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আপনা হইতে ক্রমে ঘুচিবে। ধূমকণার স্বত-স্ত্রতা ঘুচিয়া সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা গেলে সেই রূপ কি একটা হইবে।"

এই নরসাগর জমায়েতের পূর্ব্বে দেশে মহাদেশে, গ্রামে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, ভবনে, অঙ্গনে, প্রকোষ্ঠে, খট্টায় যে নরনাগীরূপ আফুতির প্রকৃতিগত বৈষম্য দৃষ্ট হয় তাহা ঘুচিয়া যাইবে, গিয়া কি একটা হইবে।

যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন বঙ্গপদ্বীর মতে, জগতের ভরদা নাই, নরদাগর স্থির স্থোগ নাই।

खी शूक्रधित देवसगृहे मकन अन्दर्धत मून। मार्की-अनिक, मार्कामिक, मार्क्यकानिक। हिन्सू मूमनमाद्मत्र एचम, शृथिवीत्र अकरमनगाभी; जान्नाग मूख दङम अथम दक्यन क्नात्रगाभी, धनी, निर्मासत दङम दक्षा नाहे, मूर्थ शिख्या दुष्टम मार्क्यत कार्य नाहे, নবেল রোমান্সে ভেদ বিহ্নম বাবুর কাছে নাই, নাটক প্রহুদনের ভেদ মিজ্জার কাছে ছিল না, আধুনিক পুস্তক পুশ্লমধ্যে ওজনগত ভেদ থাকিলেও, পাচকের কাছে নাই, যোগেশ বাবুর কাছেও নাই। কিন্তু নর নারীর ভেদ কোথায় নাই বল ? বিলাতের সাম্য সভা পার্লিয়ামেন্ট হইতে দরিদ্রের পাকশালা পর্যান্ত এই বিজাতীয় জাতিভেদ কোথায় নাই ? বঙ্গপন্থী এত চেন্টা করিলেন, তবু ত ধর্ম সভা হইতে ত্রী পুরুষের স্থান গত বৈষম্যও উঠিল না! ইংরেজ-রাজ্য সাম্য অবতার,—বড়কে ছোট করিয়া ছোটকে খড় করিয়া অনবরত সাম্য সাধ্য করিতেছেন; তথাপি তাঁহার বিথাত সাম্যশালা শ্রীঘরে স্ত্রী পুরুষের স্থান বৈষম্য এখনও ত ঘুচিল না। অহো কি হুর্ভাগ্য!

তাহার পর, আকৃতির বৈষম্য, প্রকৃতির বৈষম্য, বিকৃতির বৈষম্য, নিজ্জির বৈষম্য, পরিচ্ছদের, প্রবৃত্তির, নির্ত্তির—বৈষম্য, আহারের ব্যবহারের প্রহারের অপহারের উপহারের বৈষম্য,—এ দকল কবে যে ঘূচিবে, বঙ্গপন্থী তাহা তাহার নব দ্রদর্শনিও স্থির করিতে পারেন না।

এই জাতিভেদ সকল জাতিভেদের শিরোমণি অথচ মূল। তলদেশে আঘাত না করিলে আর চলে না। হুঃখভরা ধরার সকল হুঃথের মূলই ঐ।

এই বৈষম্য তাড়নেই লক্ষাকাও, ইলিযুম নাশ, ছুর্য্যোধনের উক্লভঙ্গ, শমিজের মুধুটে, কুচবিহারে কিন্ধিরা, মৃজাপুরের গৃজাদ্বন্ধ। এই জাতিভেদ হইতেই কায়ক্ষের কন্যা দায়, প্রাণ্টের বোমটা দায়, পঞ্চানন্দের গৃহিণী দায়, সাধারণীর অনাদায়। (এ তাগাদায় কিন্তু লাভ নাই।)

এই বৈষম্য হইতেই ঢেঁকিতে ঢীপ ঢাপ ঢুপ, ব্যাকরণে ঈপ্ আপ্ উপ; ঘট ঘটীর তুর্ঘটনা, রমণ রমণীর বিচ্ছেদ যাতনা; লেনিতে father mother, brother sister প্রভৃতি নিতান্ত ঘনিষ্ঠের পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে সংস্থান। নাটকে—ললিত ললামের, এবং লীলা লহ-রীর ভিন্ন পথে, এক দল বাহু কম্পে, এক দল পদ ঝম্পে প্রস্থান।

এই জন্যই শক্সলা ভবন চুগান্তগণের জালায়
শন্থির হইয়া উঠিয়া যাইতেছে! ন্যাশনাল থিয়েটর
বিদিয়া যাইতেছে, ফোজদারি আদালত চলিয়া যাই-তেছে, দেওয়ানি আদালত বেনামির বিচারে ব্যস্ত,
কালেক্টর নাম খারিজে ব্যস্ত।

এই জন্যই দম্পতি, উপদম্পতি ক্ষণদম্পতি মধ্যে, দৈধার উৎপত্তি। তাৎকালিক জুলুবীর ওথেলাে, এই দৈধা হইতেই অকাল মৃত। বন্ধুতায় বন্ধুর-ভাষ; সভ্যদলে ভ্রাণ্ড ভগিনী ভাব।

এই বৈষম্য হইতেই আলক্ষারিকের আবিক্ষার।
নায়ক নায়িকা ধীর, ললিত, উদাত্ত, শঠ, ধ্রউহ্যক্ষ—
কলহান্তরিতা, বিহেহান্তরিতা, প্রবাসাম্ভরিতা, প্রকোঠান্তরিতা, প্রস্থৃতির প্রভেদ।

এই সাংখ্য দর্শনের মূল, অসংখ্য-দর্শনের ভূল। অসংখ্য রোগের সৃষ্টি, অসংখ্য শোকের রৃষ্টি।

এই জন্য, indecency, obscenity, pruriency, scandalum magnatum, venalum, অপ্লীল, কুৎসিত, কৌরুচ, পৌরুষ, জ্বন্য, নগণ্য, ধন্য, বদান্য প্রভৃতি কথার স্প্রতি, ব্যথার বৃষ্টি, সমালোচকের নিকট ক্রক্টি দৃষ্টি। দর্পণেভগুমি; তর্পণে গোত্রনামী। এই প্লীলতার দায়েই বঙ্গপন্থী কবির বিদ্যাস্থান্দর উদরস্থ রাখেন, সহজেউলগার করেন না, শনিবারের পালা পড়েন, হাসেন, তথাপি সভ্যভাষেন! সকলই না স্ত্রী পুরুষের বৈষম্য জন্য ?

এই বৈষম্যের অনিষ্টকারিতা এখন উপপন্ন হইল ; যাহাতে উপায় সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কর্ত্তব্য, এমত স্থলে

সংস্কার সূচনা।

এই বিষম বৈষম্য একটা মহান্ অনিষ্ঠকর ব্যক্তিচার; বঙ্গপত্থা ইহার সংস্কার করিবার অয়ত্র চেষ্টা করিতেছেন। এই সংস্কারের সংস্কারক নাই। এবার কার কে চৈতন্য দেব, জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর নাই। কোন পরামর্শ নাই, যত্র নাই, উদ্যোগ নাই, অথচ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে! ধর্ম্ম যাজন নাই, ধর্ম প্রচারক নাই, কোন গ্রন্থ নাই, (ব্যতীত এই পঞ্চানন্দ) অথচ চারি দিকে ইহার কার্য্য হইতেছে।

कार्धा नानाविध। श्रथम, जेयन পतिवर्त्तन। बक्का

ব্রহ্মাণী উঠাইয়া দিয়া, শিব তুর্গা তুলিয়া দিয়া, পুরুষ প্রকৃতির ভেদ ভুলিয়া গিয়া স্ত্রীপুংভাবের বৈষম্য-চেছদ করণার্থ প্রথমেই বঙ্গপন্থী ক্রীব ব্রহ্মের অবতারণা করেন। স্নেহ মায়া থাকিলে স্ত্রীত্য আইদে, কার্য্য-কারিতা থাকিলে পুংত্ব আইদে, কায়েই ঈশ্বর নিগুণ, নিজাম, নিরাকার জড় ভরত।

কিন্তু এখন আর তাহাতেও কুলায় না। বৈষম্যের এমনই অত্যাচার, যে, এছেন ঈশ্বরকেও লোকে পিতা, কেহ পুড়ার দাদা, বলিতে ছাড়িল না। সেন সাম্যী ইহার এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন! তিনি এমন ঈশ্বরকে জননী, স্বর্গাদপি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অটিরাৎ পিতরো, পার্ক্ষতী প্রমেশ্বরো বলিবেন; তাহা হইলেই ঈশ্বরছে আতিগত বৈষম্যের বিনাশ; সাম্য যোগের জয় জয়-কার।

দিতীয়তঃ নাম করণে দেই সাম্য যোগ। কামিনী সেন, নিত্যিনী মুন্দি, যামিনী গুপু, ভামিনী দাস, বলিলে এখন আর কোনরূপ আকৃতিগত বৈষম্য সূচিত হয়, না। রজনী গুপু নর কি নারী, কেহ দূর হইতে নির্ণয় করিতে পারে না।

তাহার পর পরিচ্ছদাদিতে সাম্য সাধন। জ্রীলো-কের মুখাবরণ উত্তোলিত হইতেছে, পুরুষে দাড়ি রাখিয়া মুখাবরণের সংস্থান করিতেছেন তাহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও সাম্য সাধন হয়। ফুল বাবু বুকের ছুদিকে ছুটী বড় ফুল গুঁজিয়া স্ত্রী অনুকরণে ব্যস্ত, ফুল কুমারী বস্ত্র তাড়ান, অনাহারে, রুচি সংস্কার প্রদর্শন জন্য সন্তানের গর্দভ-ছুগ্ধ ব্যবস্থা করিয়া বন্ধ্যাচলকে ভূলীন ক্রিয়া রাখিতেছেন, 'উঠ উঠবিদ্ধা হাজ' বৈদ্ম্য-বাদী ক্বির আবাহনে আর কিছুই হয় না।

অতএব আকৃতি প্রকৃতিগত বিকৃতি বৈষম্য সকল অনথের মূল; সেই বিকৃতির তলে আঘাত করিতে বঙ্গপন্থী নিয়তই বিত্রত; আশা করা যাইতে পারে, এই নদ নদী প্রথম প্রয়াগে মিলিত হইয়া ক্রমে ব্যক্তিণত স্বাতন্ত্র্য ভাগাইয়া নর মহাসাগরে লীন হইবে। যে কয়দিন না হয়, যেমন পুরুষাণুক্রমে চলিতেছে তেমনই থাকুক, পঞ্চানন্দের ভাহাতে বিশেষ আপতি নাই; বোধ হয় পাঠক পাঠিকার মাপতিও না থাকিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিতে আপত্তি আছে।

অপামর সাধারণ এক মত হইয়া যে কাজ করিতে মনস্থ করেন, তাহার বিরুদ্ধভাব করিবার চেফী করা যে প্রফতা মাত্র, তাহা আমি অবগত আছি। আর, সকলে যাহা ভালো বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা এক জন লোকে মন্দ বলিলেই সে মন্দ হইবে, ইহাও আমি বিবেচনা করি না। এমন কথা প্রকাশ করিলে ইহাকে বৃদ্ধির বিভন্ধন মনে করিবার অধিকার সকলেরই আছে। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষা উঠা-

ইয়া দিবার জন্যেও এইরূপ একটা সর্ববাদিসম্মত ষভিপ্রায় দাঁড়াইয়াছে। স্তরাং এই অভিপ্রায়ে বিরুদ্ধাচরণ ফরিবার চেষ্টা করাও যে অসমসাহসিকতা এবং নির্ব্ব দ্বিতার কার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। চক্রে ভগবান ভূত" এ প্রবাদও আমি অবগত আছি। কিন্তু রোগই বলুন, কিন্তা মানব প্রকৃতির শৃকরত্বই বলুন, এরপ দিগ্গজ পত্তিদের মত সত্ত্রেও আমি বাঙ্গালা ভাষার উচ্ছেদ দাধনে সম্মত হইতে পারিতেছি ন'। ইহা আমার হুর্লুদ্ধি হইতে পারে, হুর্ভাগ্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য সনে যাহা হইতেছে তাহা কেমন করিয়া চাপিয়া যাইব ? অধিক কি, যদি ন আইনে প্রতাল্লিশ আইন যোগ করিয়া স্বয়ং লাট সাহেব আমাকে তোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া না দিলে যে কিছুতেই চলিতেছে না এরূপ ধারণা করিতে আপুমি অফ্ম।

কিন্ত যেথানে সকলেই বলিতেছেন যে বাঙ্গালা ভাষা না উঠাইয়া দিলে বঙ্গদেশের সর্বনাশ, দেখানে অবশ্যই আমার বক্তব্য বিনয়ের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত এবং গান্তীর্য্যের সহিত প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য। গুরুতর প্রশ্নে পণ্ডিতগণের প্রতিকূল কথা বলিতে হইলে সম্মানের সহিত বলা আবশ্যক তাহা আমি জানি। অতএব আমি যে সকল আপত্তি নিবেদন করিতেছি তাহার সারবভার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গ-

বাদী বিদ্যানমণ্ডলী আমার ব্যবহারের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিবেন না। এই আমার ভিক্ষা।

ফনতঃ আমাকে এত মূর্থ বা বোকা মনে করিবেন
না, যে, সত্য সত্যই কেতাবী বাঙ্গালা ভাষার অনুকুলে
আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছি। যাহাতে এত ষত্ব পত্ব
ক্রম দীযের উৎপাত আছে, তাহা লইয়া ভদ্র লোককে
বিত্রত করিতে কোন্ পামরের ইত্যা হইতে পারে
তবে তেলা তামলা, গয়লা মালা, চাষা ভূষো, হাড়ি
ডোম্ প্রভৃতি গরিব ছঃখা লোক যে ভাষাকে অবলহন
করিয়া কোন রূপে পাপ বাঙ্গালী জন্ম কাটাইয়া যাইতেছে, তাহা উঠাইয়া দিতেই আমার আপত্তি, ইহা
আমি পতবার স্থাকার করি।

বাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিবার পক্ষ, তাঁহাদের প্রধান তর্ক এই যে বাঙ্গালা ভাষা বজায় রাখিলে
অন্ততঃ তুইটা ভাষা শেখা আবশ্যক হইয়া উঠে।
তাহা হইলেই প্রথমতঃ অকারণে অনেক বহুমূল্য সময়
নফ হয় এবং দিতীয়তঃ ভাষার বিরোধ হেতু মনেরও
বিচ্ছেদ জালা।

এ তর্ক যে নিতান্ত অসার ইহা বলিতে আমার সাহস হয় না। কিন্তু এ তর্কের কোথায়ও যে খুঁত নাই, তাহাও ত বলিতে পারি না। একাধিক ভাষার কথা যে বলা হয় তাহা ইংরেজীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়, ইহা আমি ধরিয়া লইলাম। ইংরেজী রাজভাষা, অতএব অর্চ্চনার বস্তু, তাহা আমি মানি। কিন্তু

खिनिएक পाउरा यात्र--हेश्त्रक वाक्रामी छे ब्राय्टे ब কথা বলেন – যে এমন দিন আদিতে পারে যে ইংরেজ-রাজ আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাই-বেন। যদি তাহা ঘটে, অথচ বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব তথন লোপ পাইয়া থাকে. তাহা হইলে গরিব বেচা-রারা দাঁড়ায় কোথায়? মনুষ্যের যে উৎপত্তিতত্ব ডার্বিন্ সাহেব আবিকার করিয়াছেন তাহার সত্যতার প্রতি সংশয় না থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া হঠাৎ এক দিন বাঙ্গালীকে সেই তত্ত্বের প্রমাণ দিতে বিসতে হইলে এবং জানি না কত যুগ পিছু ই।টিয়া যাইতে হইলে. বোধ করি নিতান্ত স্থের কথা হইবে না। এই কথাতেই সময় নটের আপত্তি কথঞিৎ খণ্ডিত হইতেছে। ফলে তাহানা হইলেও, আগা-গোড়া লোককে বাঙ্গালা ভুলাইবার জন্য যে অনেক সময় লাগিবে না, ইহাও নিশ্চিত বলা যায় না। বলিতে আশলা হয়, কিন্তু বিনীতভাবে বলা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে, কালে ভদ্রে পত্র লেখা আবিশাক হইলে Dear Papa, Dear Mamma না লিখিয়া প্রিয় বাপ, প্রিয় মা সম্বোধন করিয়া কতক সময় বাঁচা-ইতে পারা যায়, এবং সে সময় টুকু বাঙ্গালা ভাষাকে (म अया या है राज भ दता अवे। या अववे। अव वत वर्क তাহা বলিতেছি না. তবে অন্য দশ কথার সঙ্গে ইহার विरंवहमा कतिरल कहा गाहेरा भारत, धाइ माळ षामाद विलवात छेट्या।

ভাষা বিরোধের যে কথা বলা ছইয়াছে ভাষা যে একেবারেই অদঙ্গত তাহা বলি না। কিন্তু বড় লোকে ছোট লোকে, ইতরে ভদ্রে, স্থশিক্ষিত বাবুতে এবং অসভ্য চাষাতে যখন একটা প্রভেদ থাকা অত্যা-বশ্যক, বিরেধে না থাকিলে প্রকৃত উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না, তখন ভাষা-বিরোধের আপত্তি বা মনো-মালিন্যের শহ্বা, কেমন করিয়া সর্ববাতঃকরণে অনুমোদনীয় হইতে পারে ? যত্ন করিয়া যাহা রাথিতে হয়, চিরদিন যাহা রাখিতে হইবে, তাহার রক্ষণপ্রণালী লইয়া এত বাছবিচার করিলেই বা চলিবে কেন? এখন ত বাঙ্গালা ভাষা জাবিত আছে—বিকারের রোগীর মত তাহার অবস্থা বটে, তথাপি জাবিত— এখন যে কারণে বঙ্গবাদীর হিতের কথা হইলে, কোন একটা দরকারী কণা হইলেই ইংরেজীতে বাদ, প্রতি-বাদ, বিতর্ক, বিত্তা, বিচার, বক্তা করা যায়, বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিলেও ত দে কারণের বিনাশ হইতেছে না। সাধারণ বাঙ্গালী যাহাতে না বুঝিতে পারে তাহাই ত উদ্দেশ্য, তা বাঙ্গালা উঠাইয়া দিলেই যে সকলেই ইংরেজাতে দখলীসত্ত্ব বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে, মারুন্ আর কাটুন্ এমন বিশ্বাস ত আমার হয় না। লোকে এখনও বোঝে না, তখনও বুঝিবে না এমত স্থলে সামান্য ব্যক্তিদের ঘৎসামান্য ভাব বিনিময়ের পথে কাটা দেওয়াটা কি খুব স্থবিবে-**চনার কাজ হইবে**?

বাঙ্গালা ভাষার বিরোধীগণ আরও বলেন, যে বাঙ্গালা যখন মাতৃভাষা তখন শিক্ষা করিতে এত কফ স্বীকার করিব কেন ? অথচ লিখিতে, বুঝিতে গেলেই কফ স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

যে জাতি, গুলি ডাণ্ডা খেলিয়া, গুলি গাঁজা ফুঁকিয়া, পিতার পিতামহের, মাতামহের এমন আরও দশ জনের বিষয় হস্তগত করে, তাহার এরূপ তর্ক করি-বার অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু জাতিভুক্ত সকল ব্যক্তিই এমন সোভাগ্যশালী নয়; অনেককে মাণার ঘাম পায়ে কেলিয়া, ছুই প্রান্ত এক ঠাই কৰিতে হয়। ঈদুশ অবস্থাপন্ন লোকের জন্য বাঙ্গা-লাটা রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি ? যাহারা ধনবান, জ্ঞান-বান, বিদ্যাবান, স্বংদশ বৎসল, বাক্য সচ্ছল, তাঁহারা এখনও বাঙ্গালা শেখেন না, তখনও শিখিবেন না। ম্বতরাং তাঁহাদের কোন কফ নাই। তবে জোর করিয়া ভাষাটা উঠাইয়া দিয়া কাজ কি ? ভাষা উঠা-ইয়া দিতে ইহাঁরা যে পরিশ্রম করিতে উদ্যত দেই পরিশ্রম অন্য কার্য্যে নিয়োগ করিলে তাঁহাদের স্থ হইতে পারিবে, অভাগারাও কিছু দিনের জন্য রক্ষা পাইবে। ক্রমে বড় দরের লোকের মনোভাব টুইয়া চুঁইয়া ক্ষুদ্র দলের ভাবান্তর করিয়া मिर् ठोहां ए मन्द्र बाहे। उत् वाळ इहेश काज कि ?

देक्ट देक्ट बद्ल्य द्य बालालाग्न निधिवात देकान्छ

কথা নাই, পড়িবার কোনও পুস্তক নাই, তবে এমন ভাষা থাকিতে দিব কেন ?

একথা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার ক্রিলে কোন ভাষাই টেঁকিতে পারে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে ভাষা মাত্রেই উঠিয়া বাউক এরপ অভিপ্রায় কাহারও নহে। কারণ সকল ভাষারই শৈশব যৌবন আছে বলিয়াই সাধারণের প্রতীতি। বাঙ্গালার নাহয় সেই শৈশব মনে করা যাউক; গাঁহারা পণ্ডিত, তাহারা বাঙ্গালাকে গলহস্ত না দিয়া পুস্তকাদি লিখিলে সে কোভ নিরাক্বত হইতে পারে। তবে যদি বলেন যে লিখিয়াই যদি পড়িতে হইল, তাহা হইলে আমার না লেখাই ভালো—যদি এ কথা বলেন, আমি নাচার, নিরুত্রর।

शक्षानको गाकद्रग।

বিশুদ্ধ ভাবগ্রহ না হইলে রসের উদ্বোধ হয় না।
ব্যাকরণে জ্ঞান না থাকিলে ভাবগ্রহ অসম্ভব। সেই
ক্রন্যই পঞ্চানন্দের রস হৃদয়স্থ করিতে অনেকে অসমর্থ।
ইহাদের উপকারার্থ সচ্চিদানন্দকে নমস্কার করিয়া পঞ্চানন্দী যে এই ব্যাকরণ তাহা প্রণীত হইতেছে।

म॰ छा श्रकत्।

দ্বেধ, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান, মত্তা ও উন্মত্তা এই ছয় পদার্থে সংস্থার লোপ হয়। পঞানন্দা ব্যা রণে এই ছয় বজ্জিত। যাহারা বজ্জনে অক্ষম, এই ব্যাকরণের কোনও প্রকরণেই তাহাদের অধিকার নাই।

বিভাগ নির্ণয়।

ব্যাকরণের পাঁচ অঙ্গ;—বর্ণ অঙ্গ, ব্যুৎপত্তি-অঙ্গ, ভাব-অঙ্গ, ছন্দ-অঙ্গ, রস-অঙ্গ। এই পাঁচ অঙ্গে পঞা-নন্দ সম্পূর্ণ।

- ১। বর্ণ-অঙ্গ ; যে অঙ্গে হুস্ত দীর্ঘ, উত্তর পূর্বর, শকার নকার প্রভৃতির বিজ্ফানা, তাহারই নাম বর্ণ-অঙ্গ। বিজ্ফানার কর্তা নন্দী এবং তাহার অনুচরবর্গ।
- ২। ব্যুৎপত্তি-অঙ্গ; পঞ্চানন্দে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহার প্রকৃতি এবং বিকৃতি যে অঙ্গে নির্দেশ করিয়া দেয় তাহাকে ব্যুৎপত্তি অঙ্গ কহা যায়। ব্যুৎপত্তি সহজে হয় না, কারণ ইহা ঈশ্রদত্ত; সেই জন্য গাধা পিটিয়া ঘোঁড়া করা অসম্ভব।
- ৩। ভাব-অঙ্গ; যাহাতে শক্ষবিন্যাদের চাত্রি বোঝা যায়, তাহাকে ভাব বলে। ভাব ত্বই প্রকার; যাহারা বুঝিতে পারে, পঞানন্দের সহিত তাহাদের সদ্ভাব; যাহারা অবোধ, তাহাদের সমস্তই অভাব।
- ৪। ছন্দ-অঙ্গ; যেখানে মাত্রার তারতম্য দেখা যায়, সেই স্থানকে ছন্দের বিষয়ীভূক্ত বলা যায়। ফ্কীর চাঁদের মাত্রা, নেহালিনীর মাত্রা, ভুবনমোহিনীর মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রক্ষ। মাত্রার দোষে বা গুণে ঢলিয়া পড়িলে অথবা ঢলাইলে ছন্দোভঙ্গ হয়। যাহারা

ছন্দোভঙ্গ করে, তাহারা স্বতঃ বা পরতঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে লাইদেন লয়।

৫। রদ-অঙ্গ; কটুকথা, বিচ্ছেদ, মান, ক্ষমা, মিলন—এই পাঁচ পদার্থ যে অঙ্গে থাকে, তাহাকে রদঅঙ্গ কহে। পঞ্চানন্দের সহ্বাজেই রদ, দেই জন্য এই
সমুদ্যে পঞ্চানন্দের অধিকার দহ্ববাদি দ্যুত। কপালে
ঘটেও দ্ব।

বর্ণ নির্ণয়।

যাহাদিগকে লইয়া শব্দ তাহাদের প্রত্যেককে বর্ণ বলা যায়।

আদিতে চারি বর্ণ ছিল। অনুলোম, প্রতিলোম, ক্রমে ছাত্রশ বর্ণ দাঁড়াইল; ইহার উপরেও কতকগুলি বর্ণচোরা হইল। স্থতরাং এখন বর্ণ দ্খ্যা উনপ্রধাশর ক্ম নহে।

বৰ্ণ বিভাগ।

বর্ণ ছই প্রকার, স্বর ও হল।

যে বর্ণ নিরাশ্রয় হইলেও কার্য্যকর, অন্যের অব-লম্বন না পাইলেও এক রক্ষে চলিয়া যায়, তাহার নাম স্বর। পঞ্চানন্দ স্বয়ং স্বর বর্ণ।

স্বর দ্বিধ, তীক্ষ ও ভোঁতা। যাহা খট্ করিয়া মনে লাগে এবং ব্রহ্মজানীরও মর্মাভেদ করিয়া চিত্ত-বিকার উৎপাদন করে তাহাকে তীক্ষ স্বর কছে।

সেই আফোশে অবশিষ্ট অংশকে ভোঁতা বলা হয় i স্বরবর্ণ যাহাদিগকে চালায় অর্থাৎ পঞ্চানন্দ পাঠে যাহারা বিচলিত হয় তাহাদিগকে হল বর্ণ কহে। হলবর্ণ পরসুথ প্রত্যাশী হইলেও, চাষার অস্ত্র হইলেও তাহার উপকারিতা আছে; তাহার গুণে ভাষার অর্থাৎ পঞ্চানন্দের উৎকর্ষণ হয়।

বর্ণের উৎপত্তি স্থান।

> ।সনের সধ্যে উদিত হইয়া কণ্ঠ, তালু, জিহনা, ওষ্ঠ ও নাসিকার সাহায্যে অথবা কাগজ কালি কলমের সাহায্যে স্বরবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই স্থান ভেদ বা প্রক-রণ ভেদ, অবস্থাভেদেই হইয়া থাকে; যথা, নিতান্ত বিব্রত অবস্থায় স্বর নাকী হয়।

২। গালাগালিতে লোভ এবং অর্থে তিতিকা সংযুক্ত হইলেই হল বর্ণ উৎপন্ন হয়। এরূপ না হইলে চাষার হাতে পড়িবে কেন?

সন্ধি প্রকরণ।

একাধিক বর্ণ একতা করিয়া ঘনিউতা করিলেই সন্ধি হয়। সন্ধি হইলে মনের খট্কা যায়; যথা, শ্রীক্ষেত্রে, হোটেলে।

সন্ধি ছুই প্রকার, স্বর সন্ধি ও হল সন্ধি।

- ১। বেখানে মনের কোরকাপ মিটিয়া পঞ্চানন্দ এবং তাহার স্বরে সম্পূর্ণ একীভাব হইয়া যায় সেই খানেই স্বরদন্ধি হয়। যথা, নবপঞ্জী।
 - ২। इनवर्ष यनि खत्रवर्शत शृक्ववर्जी वा भन्नवर्जी

হইয়া মিলিত হইলে স্বরবর্ণে পাঁচ টাকা সংযুক্ত হয় তাহা হইলে হলদন্ধি হয়। এবং হলবর্ণের পর হলবর্ণ আদিয়া পঞ্চানন্দের তহবিলে মিলিত ক্ইলেও হলসন্ধি হয়। উদাহরণ বাহুল্য মাজ।

টীকা।—গ্রাহকগণ কোন কারণে চটিগ্না গেলেই সন্ধির বিচ্ছেদ হয়। তাহাতে ভাষাব অনিষ্ঠ, উভয় পক্ষের বলকায়।

ণত্ব ও ষত্র বিধান।

ইহার ধার পঞ্চানন্দ ধারেন না, ইচ্ছা থাকিলেও পরের জালায় পারেন না। বাস্তবিক ষত্ব গত্ব এক প্রকাবের গর্জভের সেতু; মত্ব গত্বের ভয়েই অধিকাংশ গর্জভ বাঙ্গালা ভাষায় পারগ হইতে পারে না।

পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে ভদ্রতা হইলে সন্ত্র, না হইলে নম্ব।

भक निर्वय ।

পঞ্চানন্দ পাঠে যে ফ্টু ও অফ্টু ধ্বনি পাঠকগণ করিয়া থাকেন তাহার নাম শব্দ।

বিভক্তি নিণ্য়।

শব্দের পর বিভক্তি হয় অর্থাৎ হয় বিশিক্টরূপ ভক্তির উংদ্রুক হয় নতুবা ভক্তি বিগত হইয়া হাড়ে চটিয়া যাইতে হয়।

পদ প্রকরণ।

বিভক্তি যোগের পরেই পদের প্রয়োগ; যাহাকে

থেমন পদ দেওয়া উচিত তাহাকে দেইরূপ পদ দেওয়া যায়।

পঞ্চানন্দ তিন প্রকার পদ দিয়া থাকেন; সম্পদ বিপদ এবং এক প্রকার উপপদ, যাহার নাম অব্যয়।

পঞ্চানন্দের আবরণে যাহার নাম প্রকটিত হয়, তাহাদেরই সম্পদ, যথা মহারাণী স্বর্ণময়ী।

পঞ্চানন্দ যাহার ঘাড়ে চাপেন তাহারই বিপদ, যথা পঞ্চানন্দের সৌখিন সম্পাদক; পঞ্চানন্দের দায়-গ্রস্থ পাঠক।

যাহারা গালাগালি খান, গালাগালি দেন, অথচ
একটী পয়দা ব্যয় না করিয়াও ভজনার রবিবারে
পঞ্চানন্দ পাঠ করেন তাহারা অব্যয়। সর্বাদা মনে
রাখিতে হইবে গে অব্যয়ে বিভক্তি গোগ হয় না।
উদাহ্যণ রাণী মুদি গলিতে পাভ্যা যায়।

বচন ।

পদ প্রয়োগ করিতে হইলেই বচন আবশ্যক, বচন ছুই প্রকার প্রবচন ও কুবচন।

এক কথায় যাহার সঙ্গে কাজ হয়, একবার চাহিবা মাত্র যে দেনা পরিশোধ করে, তাহার প্রতি স্তবচন।

অধিকাংশ লোকই বেয়াড়া, বহুবচনেও তাহাদের কিছু হয় না। অগত্যা কুবচন।

পুরুষ।

পুরুষ তিবিধ। আমি নিজে উত্তম পুরুষ, তুমি

যদি ইহা স্বাকার কর তাহা হইলে তুমি মধ্যম পুরুষ।
আমি তুমি ছাড়া (চক্ষুলজ্জার ভয় না থাকিলে)
সকলেই কাপুরুষ (নিকটবর্তী হইলে একটু লজ্জা হয়,
স্তরাং দেরপে স্থলে দেই) তৃতীয় বাজি প্রথম
পুরুষ।

কারক।

যাহাদারা পদপ্রয়োগ, কালে সম্পর্ক বোঝা যায় তাহাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্বন্ধ, অপাদান, অধিকরণ।

যিনি আহার যোগান স্থতরাং বাহার মন যোগা-ইতে হয় তিনি কর্তা। অবস্থা বিশেষে দকলেই কর্তা হয়।

দায়গ্রস্ত হইয়া যাহ। করিতে হয় তাহাই কর্মা, স্থতরাং পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে সংক্রা কুকর্মের প্রভেদ থাকা অসম্ভব।

যাহাদারা কার্য্যোদার করিয়া লইতে হয় সেই করণ। যথা, পঞ্চানন্দের উপলেখক সম্প্রদায়। যাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় আহকগণের সহিত পঞ্চানন্দের সমন্ধ স্থিরীকৃত হয় তিনি সমন্ধকারক; যথা, কার্য্যাধ্যক্ষ শীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৪ নং রসারোড ভবানীপুর।

যাহা হইতে পঞানন্দ ভয় পান, যথা, বন্ধীয় সমা-লোচক; যাহার কথায় পঞানন্দ চালিত হন, যথা, শুভাকান্ধী বন্ধু, তাহানা অপাদান্কারক।

বেখানে যে দিন কার্য্য সম্পন্ন হয় সেই সেদিনকার

অধিকরণ। টেক্স প্রভৃতির থে রকম উৎপীড়ন তাহাতে বোধ হয় যে কিছু দিন পরে অধিকরণ একেবারেই উঠিয়া যাইবে।

ধাতু।

যে সকল লোকের সহিত পঞ্চানন্দের আলাপ আপ্যায়িত, দহরম মহরম, করিতে হয় তাহাদের স্বভাবকে ধাতু বলে।

প্রতায়।

অফ ধাতুর লোকের সঙ্গে যথন পঞ্চানন্দের চলিতে হইতেছে তখন বিশাস না করিলে উপায় নাই। এই বিশাসের নাম প্রত্যায়।

ধাতু বুঝিয়াই প্রত্যয় করা যায়; কিন্তু তুঃথের বিষয় এই যে প্রত্যয়ের পর অনেক ধাতুর রূপান্তর হয়।

সমাস।

এক স্থানে ছুই চারি । কথা হইলেই সমাস হয়। সমাস হয় প্রকার।

- ১। সমশ্রেণীর কথা একত হইলে অর্থাৎ কথার উপর কথা বা যত বড় মুখ তত বড় কথা হইলেই দ্বন্দ বলা যায়।
- ২। দ্বন্দকারী উভয় পক্ষই যথন অপ্রাব্য প্রয়োগে হাট করিয়া তোলেন তখন দিগু বলা যায়।
- ৩। দোষ গুণ বৰ্জ্জিত কেহই নহে, অত্তএব সকলেই কৰ্মধানয়।

- ৪। যথন পদে পদে একাকার হয়, বিভক্তির চিহ্ন পর্যন্তে থাকে না অনুমানের হারা পাতাপাতা ছের করিয়া লইতে হয়, তথন তৎপুরুষ।
- ৫। যাহাদের নাম লইয়া সমাস, কাজের সময়ে যদি তাহাদের কোন স্বার্থ ই সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলে বক্ত্রীহি সমাস বলা যায়। যথা, ভারত-সভা বলিলে ভারতের অনর্থ স্ত্রাং সভা ব্যর্থ, কেবল গলাবাজী ও কলম বাজী বোঝায়।
- ৬। যাহারা বাপ পিতামহের টাকা ছহাতে অপ-ব্যয় করিয়া শেষে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় কুলা-ইতে পারে না অগত্যা অব্যয়েব ভাব প্রাপ্ত হয় তাহারা অব্যয়াভাব। অব্যয়ীভাবের দৃষ্টান্ত শুঁড়ীর খাতায় ও ইন্দালবেণ্ট অদালতে পাওয়া যায়।

বর প্রার্থনা।

- ১। দরাময়, তুমি আমার উপর সদয় হইয়া বর দিতে সম্মত হইয়াছ ; এখন আমি মনোনীত করিয়া লইলেই হয়। কিন্তু, দয়য়য়, আমি বাঙ্গালীর ছেলে, নানা রূপে বিত্তত, বহুতর দায়গ্রস্ত ; কি বর লইব, ভাবিয়া অস্থির হইতেছি।
- ২। দয়ায়য়, এ বিপদ দাগরে তুমিই তরণী, এ তরণীতে তুমিই কর্ণার, তুমিই আমার ভার গ্রহণ করো, যাহাতে আমার ভালো হয়, তাহাই করো।

সকল কামনা জানাইতেছি; যেটা পূর্ণ করা তোমার সাধ্যায়ত্ত, তাহাই করো।

- ৩। আমাকে অতুল ঐশর্যোর অধিকারী, বিপুল ধনের অধিপতি করিয়া দাও। আমি খানা দিব, আপনি থাইব না, খানার সময়ে খানসামাবেশে দণ্ডায়-মান থাকিব, বল্নাচ যাহা আবশ্যক হইবে করিয়া দিব, আপনি দার রক্ষকের ভাবে বাহিরে থাকিব, গাড়ী ঘোড়া বাখিক, তোমার সেকায় তাহা অফ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকিবে, তোমার নিয়োগ অনুসারে দান করিব, টাদা मिर प्रशाल छान । विश्वाम, ना शांकित्व पूरि কোনও দেশের নাম করিলেই আমি তাহার উপকা-রার্থে মুক্তহন্ত হইব। কানাচে হাহাকার উঠিলে গুনিব না, এ কর্ণনয় ভোগারই জ্লা, সম্মুথে দহ পড়িলে দেখিব না, এ চফুর য় তোমারই জতা; অংমর আস মুখে তুলিবার জন্য হস্ত সঞ্চালন করিব না, করদ্য তোমারই জন্য। দয়াময় এই পঞ্ ইন্দ্রিয়, নবদার লইয়া যাহা করিতে হয় করো, আমি কথাটা কহিব না। তবে, দয়া করিয়া, আমাকে উপাধিদানে কাতর इहें जा. (पवल एक धनावां प गांत विश्रूथ इहें जा : আমাকে মহারাজ বলিও, আমি লোকের মাথা কামা-हेशा निया नकल नाथ भिष्ठाहेशा लहेत।
- ৪। দয়ায়য়, আমি তোমার বেতনভোগী ভৃত্য, অহরহ পদ দেবায় নিযুক্ত আছি, এ দেহ তোমার অলে রক্ষা করিতেছি। আযি ভূমিশুনা, আমাকে

রাজা করিয়া দাও; আমি নাচ, আমাকে বাহাছর করিয়া দাও। আমি তোমাকে অভিনন্দন দিব, তোমার ঘশোধবজা উড্টায়মান করিয়া পথে পথে তোমার মহিমা সংকীর্তন করিব, ফুদ্রে দামর্থ্যে হাহা কুলাইবে, তোমার জন্য সকলই করিব। তুমিই আমার ধর্মা, তুমিই আমার কর্মা, তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার মৃক্তি, বাক্যে ইহা বলিব, মনে ইহা মানিব, শরীরের দার। ইহার প্রমাণ দিব। সাত শ টাকার নবাবী তোমার মুথের কথায় হইতে পারে, তোমার তাহাতে লোকসান নাই আমার সমূহ লাভ; দয়ায়য়, আমাকে ভাহা দাও।

- ৫। দ্য়াময়, আমি পেটের জ্বানায় অস্থ্রি, কাচ্চা বাচ্ছা আছে, পরিবার আছে, তুনি আমাকে বড় চাকরি দাও। কলঙ্কের ডালি মাথায় বাদ্ধিয়া, ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া, দুই হাতে তোমাকে নমস্কার করিব। আমি তোমার একান্ত অধীন, তোমার মন যোগাইতে আমি সকলই করিব। যাহারা আমার অধীনস্থ হইবে, তাহাদের উপর ভজ্জন গজ্জন করিতে পাইলেই আমার সকল অভাব পরিপুরিত হইবে। ভূমি আমাকে চাকরি দাও।
- ৬। তোতা পাখী যাহা পারে না, আমি তাহা করিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত হইয়াছি, ওকা-লতীর যোগ্য হইয়াছি। দ্য়াময়, আমাকে মোক্তা-রের ভগিনীপতি, জমীদারের ভাগিনেয়, আমলার

শালীপতি ভাই কিন্তা হাকিমের জামাতা যাহা হউক একটা করিয়া দাও, আমি লোক ভুলাইয়া প্রাসাচ্ছা-দনের সংস্থান করিয়া লইব। দ্যাময়, এখন যে তক্মা অপেক্ষা স্থতলার মূল্য বেশি তাহাতে আমার দোষ কি ?

৭। আমাকে দেশহিতৈষা করিয়া দাও; আমি যাহা ইচ্ছা বকিতে থাকিব মাতৃ ভাষার শ্রীমুখ কলুষিত করিব না, তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না, আমাকে পাগলাগারদে পাঠাইয়া দিও না। আমি জক্ম, নানা রকমে নাচার, ভুমি দয়া করো; আমি বড় হইব।

৮। দয়ায়য়, আমি জাতি মানি না, কারণ তাহা

হইলে তোমার প্রদাদ খাইবার ব্যাঘাত হইতে পারে।
আমার অভিমান নাই, তোমার পদধূলি গ্রহণ করাই
আমার পরমানন্দ। আমার অহঙ্কার নাই, মস্তকে
তোমার বামপদের অঙ্গুঠ ধারণ করাই আমার জীবনের মহাত্রত। আমার সাহদ নাই, তোমার শাদন
বাহুল্য মাত্র। আমার লজ্জা নাই; কেবল বচনে
আমি অভিতীয়। তুমি আমাকে রক্ষা করো।

বয়সের বিতার।

ধ্যোপদেটা যথন তথন বলিতেছেন "মুত্মূত্ ধ্য়স কমিয়া বাইতেছে, অতএব অনিতঃ সংসারের চিন্তায় সৃত্ত নিয়ত না থাকিয়া হ্রি চরণে স্মরণ লও"। জড়বুদ্ধি ডাক্তার বলিতেছেন, "প্রতিক্ষণে বয়দ বাড়িতেছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকিণ পর্যান্ত এইরূপ বাড়িবে। তাহার পর দব ফুরাইবে; অতএব নিয়ম পূর্বকি এখন খাও দাও, যাহাতে শেষ পর্যান্ত দেহ বজায় রাখিতে পারা যায়।

এখন সমস্যা শক্ত, প্রকৃতপক্ষে বয়দ বাড়ে কি কমে ?

পঞ্চানন্দ এতদারা জানাইতেছেন যে, যিনি যাহা বলুন, বাস্তবিক বয়দ বাড়েও না, কমেও না। যাহার যখন যত বয়দ তখন ঠিক ততই বটে; কমও নয় বেশীও নয়।

তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে এরপ বয়সের ফ্রাস র্দ্ধির সমস্থা উঠিল কোথা হইতে? উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

বয়দের হ্রাস র্দ্ধি নাই বটে, কিন্তু বয়স হিতি-স্থাপক পদার্থ, টানিলেই বাড়ে আবার ছাড়িয়া দিলেই কমিয়া যায়। এ হিসাবে বয়স তিন প্রকার; যথা, (১) যাহা বাড়েও না কমেও না তাহা আসল বা ঠিক বয়স। ইংরেজী নাম real age.

- (২) যাহা বাড়ে তাহা পেশাদারী বয়দ; পেশাদার হইতে হইলে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা দেখান আবশ্যক, দেই জন্য বয়দ টানিয়া বয়দ বাড়াইতে হয়, ইংরে-দীড়ে ইহাকে বলে professional age.
 - (०) याहा करम, जाहारक दल हांकरतत वशम।

না কমাইলে অনেককে পেন্দন লইতে হয়, সেই জন্য বয়স কমিয়া যায়। ইংরেজীতে বলে official age.

(৪) আর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলে যে বয়স কমে, তাহাকে বলা যায় গরজের বয়স অথবা selfish age; অতএব ধর্ত্তব্যইনহে।

দশ অবতার।

হিন্দুশান্ত্রকর্তারা ইতিহাস, দর্শন বা নাতি শান্তের কথা রূপক অলস্কারে সাজাইয়া বলিয়া গিয়াছেন, সাদা দিধা কথায় প্রায় কিছুই বলেন নাই। সানব স্থান্তের উন্নতির ক্রম দেখাইবার জন্য দশ অবতারের যে কল্পনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্থলে তাহার উল্লেখ করিলেই যথেন্ট হইবে। এ টুকু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দশ অবতার বলিলে সেই একই পদার্থাচর কাল বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। শান্ত্রকর্তারা যুগে যুগে যেমন অবতার কল্পনা করিয়াছেন, পঞ্চানন্দ এই এক যুগেই দেই সমূদ্য় অবতার দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকন্ত এক বঙ্গদেশেই সমস্ত বিরাজমান, স্থান বঙ্গের এমন সোভাগ্যের পরিচয় দেওয়াই পঞ্চানন্দের কর্ত্ব্য়।

১।—গত্য যুগের অবতার।

এখন সভ্য ত্রেভা দ্বাপর নহে মনে করিয়া, ঘাঁহারা বঙ্গদেশে সভ্যযুগের অবভার থাকা অসম্ভব বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিক যেখানে আয় রক্ষা, অন্যায়ের শাসন হইতেছে; যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্জনা প্রভৃতি পাপের লেশ মাত্র নাই; যেখানে যোলো আনা পুণ্য—দেই রাজনারেই সত্যযুগ।

সত্যযুগে চারি অবতার—, মৎদ্য, কৃর্ম, বরা**হ** এবং নৃসিংহ। রাজদ্বারেও এই চারি অবতার আছেন।

প্রথম মংস্য;—ইনি বঙ্গণেশের পুলিশ; গভীর জালে বাস, জীড়াচ্ছলে যথন পুচ্ছ আফালন করিয়া নরসমাজে ভাসিয়া ওটেন, তখন দৃষ্টিগোচর; কোধায়ও চার পড়িলে বাঁকে বাঁকে, উপস্তিত হইয়া ঘাট তোলপাড় করেন; আমিনের দোযে নিয়তই অপবিত্র, অথচ নহিলেও চলে না। কদাচ কখনও জালে লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ছই এক জন নিজ্মা লোক কখনও কখনও ছিপ বড়িদিতে ধরিবার চেন্টা করে; কিন্তু তাহাতে প্রায়ই ফল দর্শে না, লাভের মধ্যে চিন্চিনে রোদে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যায়, ও কখনও কখনও কালা মাথা সার হয়। মৎস্যের আদের তৈলে, পুলিশেরও তাই।

দিতীয়, কুর্ম;—আদালতের আমলা; পিঠ বিল-ক্ষণ মজ্বুৎ, কৈফিয়তের কামাই নাই, অথচ কৈফিয়ৎ দিতে অদিতীয়, গালাগ:লি না দেয় এমন লোক দেখা যায় না অথচ ক্রংক্ষপ নাই। হাত পা মুখ আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ ঘুল্ঘান পার্কনির বেলায়

হাত পা ছেডে নথর পর্যান্ত দেখাইয়া গাকেন, আর কাহাকেও কামড়াইয়া ধরিতে পারিলে, মেঘ গর্জন না হইলে তাহার আর পরিজাণ নাই। দেবতার ডাক মানুষের আয়ত্ত নয়, সেই জন্ম প্রায়ই রক্ত মাংসের অংশ দিয়া ঘরে যাইতে হয়।

তৃতীয় বরাহ; — খোদ মেজিফীর; যে দিকে গতি, দেই দিকেই মহাভতিব দকার, দেখ্রা ভয়ে লোক শশব্যন্ত; ভয়ানক গো, কহার দাণ্য দিরায়, কোপ হইলে ফুলের বাগান চ্যিয়া তাহাতে দ্রিষা বুনিবার যোগাড় করিয়া দেন। দূব হইতে নমস্কার করিয়া ইহার পথ ছাড়িয়া দেওয়াই প্রযোধের কর্ণা।

চতুর্থ, মৃদিংহ;—জেনার জজ; দেওয়ানী বিচা-রের কর্ত্তা, কাজেই নব,—শান্ত, বিবেচনাপরায়ণ, হিতাহিত জ্ঞানের দারা চালিত; দাওরায় বদিলেই দিংহ, পশু হইলেও পশুর রাজা, তজ্জন গর্জনে সমস্ত বনভূমি থর থর কম্পবান; অথচ ক্ষুদ্র শাপদগণের রাজাও শাদনকর্তা বলিয়া ভয়য়ুক্ত ভাক্তর পাত্র।

২। ত্রেতাযুগের অবতার।

রাজঘারের পরেই বিষয়া সংসারের কথা বালতে হয়। যাহার উপলক্ষে রাজঘাবে গতি বিধি করিতে হয়, এবং শরণ লইতে হয়, প্লতরাং যাহাতে পাদ পরি-মিত অন্যায়াচরণ হইয়া থাকে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে সেই বিষয়ী সংসারেই ত্রেতাযুগ। ত্রেতায়ুগে তিন অবতার,—বামন, পরশুরাম, রাম। বিষয়ী দণ্দারেও এই তিন অবতার।

প্রথম, বামন; — বঙ্গাদেশে ইনি উব্বাল নামে পরিচিত; পূর্ণবিয়ব প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে হাকিম বলা
যায়; যিনি উকাল তিনি হাকিম নহেন, অথচ হাকিমের আবশ্যকীয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহঁয়ে আতে, সেই
জন্য ইনি বামন। ছলনা করাই উকীলের ব্যবদায়,
সে জন্য ইনি বামন। আর, ভিকার ছলে দেহি দেহি
বলিয়া মকেলের কাছে উকাল যে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা
করেন তাহাতে কত বলি রাজাই যে পাতালস্থ হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতএব সর্ববি
প্রকারেই ইনি বামনাবতার, তাহাকে সন্দেহ মাত্র
নাই।

দিতীয়, পরশুরাম,—বঙ্গদেশে জমীদার, অভুল প্রতাপ, সর্বাদা কুঠার হন্তে মার মার, কাট কাট, শব্দ করিতেছেন, জননী জন্মভূমির প্রতি দয়া মায়ার লেশ মাত্র নাই, কুঠার প্রহারে তদায় মস্তকচ্ছেদন করিতে-ছেন, অথচ ধরাপতির একান্ত অনুণত এবং অকৃত্রিম ভক্ত; (উপাধির জন্য) ক্রত্রিয় শোণিতে পিতৃত্পণি করিতে অস্ফুচিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তৃতীয়, রাম ;—অক্ষোত্রভোগী; কিঞিং ভূসম্পত্তি আছে তাহাতে হুই একটা প্রজা হাপন করিয়া ভট্টা-চার্য্য আক্ষণের ন্যায় তাহাদের নিকট কলাটা মূলাটা লহিয়া, তাদের মানমগ্যাদা রক্ষা এবং যত্ন সম্মান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে; স্বত্বক্ষার নিমিত্ত জাতিশক্ত জমীদাবের বিরুদ্ধে মোকদমা রূপ যুদ্ধ সজ্জা করিয়া থাকে, দেবতা ব্রাহ্মণের— সরকার বাহাতুর ও বড় লোকের—প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে অকাতর, আব, পেট ভরিয়া থাইতে পায় বলিয়া ভুক্সবলবিশিষ্ট।

৩। দ্বাপব্যুগের অবতার।

যাহাতে স্বার্থের সহিত দেশের মঙ্গল সমভাবে জড়িত, যাহাতে অজ্ঞতা ও সহায়হীনতা চৈত্য এবং ক্ষমতার সহিত সমপরিমাণে বিভাজিত, এ কলিকালে সেই অর্থীসমাজেই দাপর যুগ বর্তুমান রহিয়াছে।

দাপরে হুই অবতার, শ্রীকৃষ্ণ এবং বুক্ক; অ্র্ণী-সমাজেও হুই।

প্রথম, ঐক্সঞ ;— বাঙ্গালা দংবাদপত্ত; চতুব, মন্ত্রণবিশারদ অথচ স্বয়ং রাজত্ব করেন না, স্বয়ং যুদ্ধ
করেন না; যাহার পক্ষাপ্রায় করেন, ধর্ম সেই পক্ষেই
জাজ্জ্ল্যমান , দকল ঘটেই বিরাজ করেন, দকলের
কথাতেই থাকেন। ইহাঁর জয় হউক, ইহাঁর গৃহীতমন্ত্রের ভায় হউক।

ষিতীয়, বৃদ্ধ;—বাঙ্গালার প্রজা; সমগ্র ভূমির উত্তরাধিকারী অতএব রাজপুত্র সদৃশ, তথাপি সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক; নির্বাণ-সৃক্তির প্রচারক, অন্নাভাবে মরিয়া গেলেই শান্তি, এই মন্ত্রের শিক্ষক। এখন ইহারা জাগিতেছে, অল্লে অল্লে চৈতন্য লাভ করিতেছে, স্তরাং বৃদ্ধ।

৪। কলিযুগের অবতার।

কলিতে পুণ্য যৎসামান্য, কারণ ধর্ম লোপ পাইবে, ধার্মিক কাগজের কোপ হইবে, সমৃস্তই একাকার হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ শৃদ্রের প্রভেদ থাকিবে না, কেই কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না, অথচ এক রকমে চলিয়া যাইবে। সে একাকার করিবার কর্ত্তা, অবতারের মধ্যে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ অবতার—কল্ফী অর্ধাৎ স্বয়ং পঞ্চানন্দ!

বিজ্ঞাপন।

३ नः ।

মহৌষধ! অব্যর্থ মহৌষধ!! পঞ্চানন্দের এণিট-বোকামি-মিকশ্চার। অর্থাৎ

বোকামি-নাশক আরক।

এই ঔষধ সেবন করিলে, নিরেট বোকামি,
পুরুষাসুক্রমিক বোকামি, আকস্মিক বোকামি, দৈবাৎ
বোকামি, দায়ে পড়িয়া বোকামি প্রভৃতি যত প্রকার
বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় দারিয়া
যায়। না দারিলে, কবুল জবাবের পত্র পাইলে
তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত দেওয়া যায়।

দক্ষতি বুঝিয়া বারো অথবা চকিবশ মাত্রা দেরন

করিলেই সম্পূর্ণ আবোগ্য। নিয়ম নাথাকাই এবং নারাথাই ইহার নিয়ম।

যাঁহারা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ চাহেন, ভারত-মাতাকে গাউন্ বনেট্ পরাইয়া নাচাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন, গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই মহৌদধ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধাদি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের অন্তরোধে দান ধ্যান করিয়া থাকেন, সভ্য-তার থাতিরে মদ্যপান করিয়া থাকেন, নানকা-ওয়ান্তে ময়লা-ফেলা কমিশনার হইয়া থাকেন, পিতৃশাদ্ধের ভয়ে ব্রক্ষজানী হইয়া থাকেন, ভাঁহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

আর, বুহাঁহারা কাগজের প্রাহক হইয়া দাম দেন না, না বুঝিতে পারিলেও সমালোচন করিতে কাতর হন না, লিওলা মরের সপিগুকিরণ করিতেছেন, সেই জন্য মাতৃভাষার ধার ধারেন না, তাঁহাদের অন্য উপায় নাই, এই মহৌষধ লইতেই হইবে।

সদর মকস্বলে প্রভেদ নাই,
ডাক মাস্থলের চাপ নাই,
চোট বড় বোতল নাই,
সমস্তই একাকার, সমস্তই সমান।
মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

> নং

সাধুতা ! সরলতা !! সতা কথা ! ! !

আজি কালি বিজ্ঞাপনের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়; বিজ্ঞাপন দিতে হইলেই অর্থ ব্যয় হয়। অতএব বিজ্ঞাপন দিলেই কিছু যে লভ্য হয, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফাঁকি দিতে ইচ্ছা নাই, দেই জন্য সাধুর ন্যায়,
সরল ভাবে, এই সত্য কথার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে, যে আমার বড়মাতুস হইবার অতিশয় ইচ্ছা।
যাহার যেমন সঙ্গতি নগদ, নোট, মনিঅর্ডর, ডাকের
টিকিট, যাহাতে স্থবিধা হয় আমার নিকট পাঠাইয়া
দিলেই আমি অব্যর্থ বড়মাতুস হইতে পারিব। বড়মাতুষ না হইতে পাবি সমুদয় ফিরিয়া দিব। টাকা
পাইবার অক্সে, এবং টাকা পাইবার পরে আমার
কেমন চেহারা হয়, ডাক মান্তল পাচাইয়া দিলে,
তাহার ছবি দেওয়া যাইবে।

রদীদের টিকিট লঙ্য়া যাইবে না। ডাকের টিকিট অথবা নোট পাঠাইলে টাকায় এক আনা বাটা দিতে হইবে।

প্রধানন্দতলা। } এও কোং।

পরকালের উপদেশ।

(পাদ্র পঞ্চানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত।)

ভান্ত নর! আর কত কাল এ মোহ-জালে আছিম হইয়া, ইহকালের ইন্দ্রজালে বঞ্চিত হইয়া রহিবে? একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করো, একবার ভাবিয়া দেখো এ প্রকাণ্ড প্রশস্ত সংসারে তোমার কেহই নাই, তোমার কিছুই নাই। "আমার, আমার" বলিয়া যাহা লইয়া ভুমি অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, বাস্তবিক তাহা তোমার নহে।

ঐ যে দিব্য বত্রে তোমার বলেবর আচ্ছাদিত
করিয়া রাখিয়াছ, তাহা তোমার নহে,—মাঞেইরের।
উহাতে তোমার শীত নিবারণ হইতেছে বটে, কিন্তু
লজ্জা নিবারণ হইতেছে না। এখনই যদি মাঞেইরের
কোপ হয় কিন্তা বিরক্তি জন্মে, এখনই যদি মাঞেইরের
তোমাকে বলে—আর দিব না,—তাহা হইলে তোমার
গতি কি হইবে ? এমন ফাণিক প্রেমে আর মুগ্ধ হইয়া
থাকিও না। অবিনশ্বর আচ্ছাদনের উপায় করো।

তুমি কাচের দোয়াতে বিলাতি কালি রাখিয়া লোহের লেখনীতে বিদেশজাত কাগজে লিখিয়া কর-কণ্টুমন নিবৃত্ত করিতেছ; তুমি বিজাতীয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সম্পাদনের প্রলোভনে মাটতনা হইয়া রহিয়াছ, জাহাজে পেইত্বার্ড আম- দানি করাইয়া তদ্বারা তোমার প্রস্থের আবরণ দৃঢ় করিবার ভাণ করিতেছ, কলের সূচে কলের সূতা পরাইয়া পত্রের পর পত্র যোজনা করিতেছ—সত্য; কিন্তু ভ্রমান্ধ নর! এ সমুদায়ই ফ কিকার! ইহার মধ্যে তোমার কিছুই নহে। মুহুর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখো,—সকলই অন্ধকার দেখিবে! ও কি করিতেছ ? দেশলাই জালিলে কি হইবে ? ও আলোকে এ অন্ধকার দূরীভূত হইবার নহে। তাহার পর, তুমি যে দেশলাই জালিতেছ, তাহাও যে তোমার নহে। অজ্ঞান! একথা এখনও বুঝিতে পারিলে না!

পাপের কুহক অতি ভয়ন্তর কুহক। এ ছলনার হস্ত হইতে পরিজাণ লাভের জন্য যত্নশীল হও। যে জুতা প্রকৃত পক্ষে তোমার মস্তকের উপর রহিয়াছে, ইহকালের আশু স্থা আজবিস্মৃত হইয়া, সেই জুতাকে তোমার চরণাভরণ বা চরণ-রক্ষণের পদার্থ মনে করি-তেছ। এ জুতা তোমার নহে। কারণ তাহা তোমার সঙ্গের দক্ষী নহে।

প্রাঙ্গণে, গৃহমধ্যে, ঝাড় লাণ্ঠান জ্বালিয়া, বিচিত্ত চিত্ত-শোভিত গৃহ ভিত্তিতে দৃষ্ঠিপাত করিয়া, ফেটন-যানে বিচরণ করিয়া, তাড়িত তারে মুহুর্ছ তোমার আল্লীয় সজনের কুশল বার্ডা আনাইয়া, তুমি স্বীয় ধন-গৌরবে মন্ত হইতেছ, তোমার ঐশ্বর্য মনে করিয়া হুথাকুতব করিতেছ, পরকালের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিতেছা। কিন্তু বুথা এই ঐশ্বর্য; মিথ্যা এ গৌরব! মুগ্ধ! যে লোহ-সিন্দুকে তোমার কোম্পানীর কাগজ, তোমার নোট, তোমার টাকা রহিয়াছে—তাহাও তোমার নহে। মায়া-পাশ ছিন্ন করো, একবার পর-কালের দিকে দৃষ্টিপাত করো।

তোমার আয় ব্যয়ের গণনা করিয়া অহঙ্গত হই-তেছ। নির্বোধ! তোমার আবার আয় কোথায়? এ কেরাণিগিরিতে তোমার যেমন অধিকার নাই, এ জমিদারিও দেইরূপ তোমার নহে। শেষের দেই ভয়ঙ্কর দিন যদি এইমাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ভুমি নিঃসহায়, নিরুপায়, নিরঃবল্ম, নিসম্বল। অহরহ, কলে কণে মনে রাখিবে—যিনি দিতে পারেন, যিনি দিয়াছেন, যিনি দিতেছেন,—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা মাত্রেই কাড়িয়া লইতে পারেন, অথবা অশেষ প্রকারে ভুমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারো।

নাস্তিক! তোমার এ বিষম ভ্রম পরিহার করে।,
আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করে।, যমদণ্ড হইতে
অব্যাহতি-লাভের বিধান করো। অদ্যকার ক্ষণিক
হথে আপ্লুত থাকিয়া, তুমি টপ্পানবিদী করিয়া, গায়ে
ফুঁ দিয়া, নিধুর স্বরে গলাবাজি, বা ভাঁড়ের ভণ্ডামি
করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার ভ্রমে তুমিই ভুলিতেছ;
ভাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি ভোমার
গর্জনে ভীত নহেন, তোমার উপহাদে কাতর নহেন,
ভোমার ভ্রান্ত প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না।

व्यटवाय! ८६लाम मव दान्नोद्देश्वह। अन्नकाम

তোসারই হস্তে রহিয়াছে; ধাহাতে রক্ষা পাইবে তজ্জন্য চেষ্ঠিত হও।

বিজাতীয় বর্ণমালায়

স্বন্ধাতীয় ভাষা লিখিবার বক্তৃতা।

(Roman-অঞ্চৰ সভাব আণামি অবিবেশনে জনৈক মহামহেগ্ৰপাধ্যায় অধ্যাগক কড়ক যাহা পঠিত হইবে।

ভদ্রাভদ্রগণ অর্থাৎ লেড়া Z এবং জেণ্টলম Eন্,

বেদ বিধির উল্লপ্তান করিতে পারা যায়, লোকাচার এবং দেশাচারের শীর্ঘদেশে উপান্ৎ প্রহার করিতে পারা যায়, আত্মাকে নরকস্থ করিতে পারা যায়, কিন্ত সাহেবের অনুরোধে অবহেলা করিতে পারা যায় না. সাহেব-ঘেঁদা বাঙ্গালীকে অসন্তুট্ট করিতে পারা যায় না, তাহা আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং জীবনের প্রতিমুহুর্ত্তে আপনারা গকলেই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ: মেভাগ্য বলে আমার পিতভোগ্য অপক-কদলী-দিদ্ধ-সহায়-অন্নরশিকে পরিবজ্জন করিয়া, এখন যে কাঠা-সনে উপবিষ্ট হইয়া কণ্টক কত্তরীর সাহায্যে পাত্তকা-সমেত ভগবত্যংশ স্বচ্ছন্দে উদরাগত করিবার যোগ্য ছইয়া আর্য্যশাক্রীয় ক্রিয়া কলাপে সমধিক সম্মান লাভ করিতেছি, তাহা আমি জানি এবং সে সেভিাগ্যের বিধাতা কে তাহাও আমি জানি। এ সমস্ত রুভান্ত আপনাদের অবিদিত নাই।

তবে জিজ্ঞাদা করি, দাহদ দহকারে অকুতোভয়ে আপনাদিগকে জিজ্ঞাদা করি, যে স্বজাতীয় ভাষায় বিজাতীয় বর্ণমালার প্রয়োগ হইলে যদি গৌরজনরঞ্জন হয়, তবে তজপ প্রয়োগ বিধানে আমরা কেন নিরস্ত থাকিব ? আমরা কি জন্য যত্নপর হইব না ? আমাদের উদ্যম দফল হইবে না, আমরা উপহাদাম্পদ বা নিন্দাভাজন হইব, দে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। দংদাদেই কাশীবাদ — ব্যাদ কাশীতে মৃত্যু হইবে বলিয়া দংদাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া মহাপাতকে পতিত হইব কেন ?

ভদ্রগণ, যেখানে উদ্দেশ্য সাধু, দেখানে তৎপোষক যুক্তির অভাব হয় না। স্বজাতীয় অক্ষর বর্জনের সংকল্প যে অতি মহান্, তংপকে স শয়ের স্ল নাই। প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক্ বর্ণমাল। থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্মপ্রবৃত্তির সন্ধার্ণতা হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাদিগণের আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া প্রযুক্তই যে হিংসা, দেয়, কলহ, যুদ্ধ বিপ্রহাদির প্রশ্রথ হইয়াছে, তাহা কে না বলি-বেন ? তুমি যবন, ভোমাকে কভাদান করিব না. তোমার সহিত ভোজ্যানতা করিব না —এ কথা বলিলে যে দোষ.—তোমার ভাষা অতন্ত্র, অতএব তোমার ভাষাকে আমার অক্ষর দিব না, অথবা আমার ভাষায তোমার অক্ষর লইব না—ইহা বলিলে যে তদপেকা গুরুতর দোষ হইতেছে, তাহা কি চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে ?

"জাতিবাৎসন্য" শব্দ অভিধান হইতে, ভাষা হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই উচিত। তুমি যদি জাতিবৎসল হও, তাহা হইলে তুমি 'মলুযোর শক্র, পরম শক্র। কারণ, তোমার লদয়ে পার্থক্যরূপ মোহাগ্রি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, আর পার্থক্যই সমস্ত অনিষ্টের মূল। ল্রান্তি পরিহার করো, প্রশস্ততা অভ্যাদ করো, বদান্যতা শিক্ষা করো,—তবে তুমি নিজের উপকার করিতে পারিবে, দংদারের মঙ্গল করিতে পারিবে। যদি দাধুতা থাকে, তাহা হইলে জাতীয় পার্থক্যের বিনাশ করো, ভাষার পার্থক্যের লোপ করো, এবং যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য বিল্পু করিয়াও নিজ মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করো। অক্ষরই লিখিত ভাষার প্রাণ, দাহিত্যের অন্থি মাংদ——দেই মূলে কুঠারাঘাত করো।

বিদেশী এই আর্য্য জাতির ভাষা শিখিতে পারে
না, স্থতরাং যথোচিত সোহার্দ্য বিদেশীর সহিত
জন্মিতে পারে না। কিন্তু শিখিতে যে পারে না,
তাহার কারণ কি? শুদ্ধ, বর্ণমালারূপ অন্তর্গায়ের
দোষে। স্যর্ উইলিয়ম্ জোল্স, কোল্জ্রুক, মোক্ষমূলর, কাউয়েল্ প্রভৃতি ব্যক্তির নাম যাহার। করে
তাহারা নিতান্ত নির্কোধ। পৃথিবীতে মনুষ্য-সংখ্যা
নিয়তই রৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলিয়া কি হরিতালের আবশ্যকতা স্থীকার করিতে হইবে না, অথবা
ব্যবহার প্রচলিত করিতে হইবে না? এক ব্যক্তিরও

যাহাতে অন্থবিধা বা ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহার অপনয়ন করা অবশ্য কর্ত্ব্য ; বিকলবৃদ্ধি ব্যক্তির নিমিত্তেও যত্ন করা একান্ত উচিত। বর্ণমালা লোপ করিয়া দাও, দেখিতে পাইবে পৃথিবীতে একটীও স্বতন্ত্র ভাষা থাকিবে না। তখন বিকৃতির বিলোপ হইয়া আবার প্রকৃতির জয় হইবে।

সাধারণতঃ বর্ণমালার দোষ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। একবার দেবনাগর বর্ণমালার পৃথক বিচার করা যাউক।

ভদ্রগণ! দেবনাগর অক্ষরের দ্বিশ্যে দোষকীর্ত্ন করিতে হইলে শীতকালের রজনীও প্রভাত হয়। দে পণ্ডপ্রমে আমি লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কারণ, লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ছই চারিটা মুখ্য দোষের উল্লেখ করিলেই যথেক হইবে।

আদৌ, দেবনাগরের নামেই দোষ। যে সভ্য সমাজে নর-নাগরের লাজুনা, সে সমাজে ভাষায় নাগর থাকিবে, ইহা অতি অদসত। তাহার উপর, দেবনাগর কোনও জীবন্ত ভাষাতেই প্রযুদ্য নহে। তবে, বলুন দেখি, দেবনাগর কোন্ লজ্জায় রাখা যাইবে?

আপনারা অবগত আছেন যে অন্ধকে অন্ধ বলিলে,
মূর্থকৈ মূর্থ বলিলে সে ছঃখিত হয়, রাগ করে। সংস্কৃতজ্ঞ অনেক লোক বায়ুগ্রস্ত, তাহাও আপনারা জানেন।
যে বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা নিয়তই বায়ুদংখ্যা মনে করাইয়া দেয়, তাহার সংরক্ষণ করিতে গিয়া কোন্ মতিমান

সংস্তজ্ঞ ব্যক্তি আত্মকতি সাধন করিতে পারেন ? আমার অমুরোধ,—আন্তন, আমরা উনপঞাশৎ সভ্যবর্গ সন্মিলিত হইয়া তুরন্ত বর্ণমালার বিনাশ করিয়া সফল-মনোর্থ এবং নির্কিল্ল হই!

দেবনাগর বর্ণমালাই ভঙ্গভাবাপন হইয়া বঙ্গীয় বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে, স্তরাং তাহার দোষো-দেঘালা, রথা কালক্ষেপণ মাত্র। এই উভয় বর্ণমালাই সুর্বল; নিজ ভাষার কার্য্য ব্যতীত অন্য ভাষার লিপিকার্য্যে সক্ষম হইবার শক্তি ইহাদের নাই! সুর্বলের মরণই মঙ্গল, অতএব এ বর্ণমালাব যত শীঘ্র বিলোপ হয়, ততই উত্তম।

এখন দেখা যাউক, উপযোগিতা পক্ষে ইংরেজী বর্ণমাল। কত অংশে শ্রেষ্ঠতর। বৈয়াকরণেরা বারস্বার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ইংরেজ জাতীয় মনুষ্যের ন্যায়, ইংরেজী বর্ণমালাও স্বাধীন। কি মনুষ্যের, কি বর্ণের, কোনও কার্যাই ইহাদের অকরণীয় নহে, অথচ কোনও কার্য্য ইহাদের নিদ্দিউও নহে। আমাদের যেমন রোক্ষণের সন্তান রোক্ষণেই হইবে, জুতা বেচিতে পাইবে না. সেইরূপ 'ক' 'ক'ই থাকিবে, 'ড'র কাজ করিতে পাইবে না। কিন্তু ইংরেজের শক্তি দেখুন, প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রণা দিতে যেমন উপযুক্ত, হল চালনাতেও সেই রূপ, বরং ততোধিক উপযুক্ত। ইংরেজী স্বরবর্ণের মধ্যে যাহাকেই লউন, কেহই নিয়মিত কার্য্যের দাস নহে:—এখন যিনি "এ," অন্য সময়ে তিনি "আ,"

কথনও বা "অ," তথনই আবার "আা,"—বাস্তবিক ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। "৪" ঘরে নাই, "৫" তাহার কাজ করিয়া দিবে; "৪" অনুপস্থিত, দেখানেও "৫" কাজ করিতেছে। কি মাহাল্যা! কি উদারতা! কি অমিত পরাক্রম! এমন মানুষ নহিলে কি মানুষ! এমন অক্ষর নহিলে কি অক্ষর!

শাবার দেখন। ঐ এ, বা, দাঁ, দি, বর্ণমালা কেবল যে ইংবেজের বা ইংবেজা ভাষার কীত দাস, তাহা নহে। নানা ভাষায়, নানা দেশে ইহাদের প্রদার; আর যেখানে যেমন ইচ্ছা, শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। অধিকন্ত অক্ষর গুলির গান্ডার্য্য এবং মর্য্যাদা বোধও প্রচুর;—শক্ষের মধ্যে, মূলে, বা অন্তে অক্ষর বিরাজ করিতেছে, অথচ নারব, নিঃস্পান্দ। এ শক্তি, এ আত্ম-সংযমনের ক্ষমতা অন্য কোনও বর্ণমালারই নাই। ঐ একই অক্ষর দিয়া ফরাশি লিখিতেছে, ইংরেজের তাহা অনুচ্চার্য্য, ইংরেজ লিখিতেছে, ব্রক্ষাণ্ডের তাহা অনু-চ্চার্য্য। বস্তুতঃ, যতই প্রবেশ করিয়া দেখাযায়, ইংরেজী বর্ণমালার গুণে ততই মোহিত এবং বিশ্বিত হইতে হয়।

সকল পদার্থই পঞ্ছতাত্মক। দরবর্ণই লিপি-কার্য্যের আত্মাম্বরূপ। ইংরেজীতে পঞ্ছতম্বরূপ পঞ্ স্বরবর্ণ! অহো! কি আনন্দের বিষয়!

পঞ্জুতে সংদার চালাইতেছে, আমরাও চালাইব। পঞ্জ স্বরবর্ণেই ভাষা চালাইব, কাহাতে কিছুমাত্র বিধা নাই। পর্য্যায় অনুসারে ধরিলে, প্রথমতঃ ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণের স্থান্তি হয়। কিন্তু এখন ভাষা জানিতে হইলে অগ্রে ব্যাকরণের দাদত্ব স্বীকার করিতে হয়। স্বজাতীয় সাহিত্যের জন্য বিজ্ঞাতীয় বর্ণমালার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাতে আর দোষ রহিল কোথায়? আর, যদি শাস্ত্র মানিতে ইচ্ছাথাকে, তাহা হইলে পঞ্চরাত্মক বর্ণমালাকেই যে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

পঞ্জ ভূতেই সকল পদার্থ নির্দ্মিত, অথচ এক পদার্থ ছইতে অন্য পদার্থের পার্থক্য নির্ণয়ে কোনই অস্তবিধা বা ক্লেশ নাই; যে পাঁচ ভূতে উমেশ, দেই পাঁচ ভূতেই রামদাস,—তথাচ রামদাস শুইয়া আছে তাহাতে উমেশের বদিয়া থাকার ব্যাঘাত নাই এবং উমেশকে চিনিয়া লইতেও কফ নাই। যত গুলি পৃথক্ পৃথক্ স্বরজ্বনির প্রয়োজন, এই পঞ্ স্বরেই আঁাকৃড়ি, বিন্দু, ফুট্কি ইত্যাদি দিয়া লইলে ততগুলি পুথক্ স্বরই পাওয়া যাইবে, অথচ মূলে যে পঞ্সর দেই পঞ্চ স্বরই রহিয়া যাইবে। এ প্রকার বিচিত্র কৌশল আর কোথায় আছে ? তবে কেন দেশীয় বর্ণমালা পরি-ত্যাগ করিতে কুণ্ডিত হইব ? বর্ণের দেশীয় নাম অক্ষুধ্র রাখিতে ইচ্ছা থাকে, রাখিয়া দাও, কিন্তু দেশীয় মূর্ত্তি কখনই রাখা যাইতে পারে না। কোট্ পেণ্টু লুন্ধারী তেঁতুলে বাগ্দীর সভ্রম রেলওয়ে ফেলনে যে দেখি-য়াছে, ইবেজী বর্ণালায় সজ্জিত দাস্তরায়ের পাঁচালীর

গৌরব সেই বুঝিতে পারিবে। এত ছিন্ন, গাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ভাঁহারা অবগত আছেন, যে, "কলি-শেষে এক বর্ণ হইবে যবন।" তবে কি আর বর্ণভেদ রাখা শোভা পায়? আইস ভদ্রগণ শাস্ত্র বাক্যের সার্থকিতা সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া কল্পী অবতারের সহায়তা করি। কৃতকার্য্য হইলে আমরাও ক্ষুদ্র অবতার হইতে কেন না পারিব ?

উপদংহারে আর একমাত্র কথা বলিব;—মুখে দকল বাঙ্গালীই পঞ্চারের প্রবল প্রভাপ স্বীকার করেন, ব্যবহারেও তাহার অনুগমন করেন; কিন্তু লিখিবার বেলায় এত দ্বর বাহুল্য কেন দ প্রকাপের অসংলগ্নতা জন্য বঙ্গবাসীর কি নজ্জিত হওয়া উচিত নহে ? গদিভের একমাত্র স্বর—অওচ দেই এক স্বরেই গদিভ ইহ জগতে অন্ধিতায়। আইদ, বন্ধাণ, দত্র করি, এখন পঞ্জার অবলন্দন করি, ক্রমে আমরাও একস্বরে অনিতীয় হইতে পারিব।

যাহা হউক, বলিয়া কহিয়া দিলেও, শিক্ষাবলে অভ্যাদ করিয়াও নাহারা "Ami chaldam" দেখিলে "আমি চলিলাম" পাঠ করিতে পারিবে না, তাহারা শিবের অদাধ্য; তাহাদের জন্য আমাদের প্রতিপত্তি, আমাদের বৃদ্ধিমতা, আমাদের দূরদর্শিতা নির্ভ হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের যদি কখনও প্রকৃত উরতি হয়, যদি কখনও বরফ্ শাম্পেনে শালক্রামের "শীতল দেবা" হয়, তবে জানিবেন, দে আমাদের কর্তুকই হইবে।

খেপা খগেশের

िंशभी।

আমি কেপা, না তোমনা কেপা ? তোমা-দের যদি ফুবড থাকে, তবেই আমাকে দেখিয়া এক আধ্বার তোমরা হাসিয়া থাকো। অথচ মাথা মুগু কি নে করিতেছ, কেন যে তোমরা সদা শশব্যক্ত, তার ঠিকানা নাই। আমি সারা দিন বাত হাসি, তোমা-দিগকে দেখিনেও হাসি, না দেখিলেও আপন মনে, মনে মনে হাসি। কেপা তোমরা, না কেপা আমি ?

—উক'ন দেখিনেই "হরি হরি বন্যে,—হরিবোল" বিনিয়া চীৎকাব করিতে আমার ইচ্ছা হয়। উকীল হউলেই মানুষের আশা ভরদাব, শিক্ষা পরীক্ষার, কার্য্য বীর্য্যের অবনান হয়। একটি একটি উকাল হয়, আর বঙ্গদেশ এবং বঙ্গভাষা গলা ধরাধরি করিয়া এক এক কোটা চক্ষের জন দেলিয়া থাকে। মরণ নানা প্রকার, তাহার মধ্যে উকীল হওয়া এক প্রকার। পয়দা খরচ করিলে উকীলে কথা কয়, না করিলে কয় না। প্রদা খরচ করিলে করিলে কলেও শব্দ বাহির হয়, আর্গিনেও সঙ্গীত হয়।

—বিবাহ আর প্রাদ্ধ একই রকম জিনিশ। লুচি মোণ্ডা,ধুম ধাম আসা যাওয়া ছুইয়েই আছে। আর, প্রাদ্ধের সময়ে টের পায় না—যার প্রাদ্ধ, দেই; বিবা- হের সময়ে টের পায় না—বর। যে শাশানে মড়া যায়, সেখানে প্রেতের অভাব নাই, যে বাসরহরে বর যায়, সেখানেও প্রেতিনী অর্থাৎ পেত্নীর অভাব নাই। আমি এখন চিন্তা করিতেছি, বিবাহ করি কি মরি। এখন ঝোঁক বিবাহের দিকেই। তাতে বেঁচে মরা হবে।

- —লোকে পড়ে না, কেন না পড়িবার উপযুক্ত বই
 নাই; লোকে লেখে না, কেন না পড়িবার প্রবৃত্তি
 কাহারও দেখা যায় না। পৃথিবীতে যত বন্দোবস্ত
 আছে, তার মধ্যে এইটি আমার মনের মতন।
- চাকরির বড় ভক্ত বলিয়া বাঙ্গালীকে অনেকে অভিসম্পাত করে, ঠাট্টা করে, গালাগালি দেয়; অগচ এটা বোঝে না যে সাধীন কাঙ্গে অক্ষম বলিয়াই বাঙ্গালী চাকরির জন্য এত লালায়িত। স্বাধীন কাজে যে অক্ষম, তাহার কারণ এই যে সকলেই চাকরির চেষ্টায় ব্যস্ত, স্থতরাং কাজ শেথে কে, শেথেই বাকথন্!
- —দেবতার কাজ অনুগ্রহ কি নিগ্রহ, তাহা বলিবার যো নাই। রৃষ্টির জলে কাহারও ফুটো ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাহারও দেয়ালের জন্য কাদা করিবার মজুর-থরচ বাঁচিয়া যায়। হিন্দুরা বলে, রাজাও দেবতা।
- —ব্যারাম হইলে লোকে যে চিকিৎসা করায়, ভাহার কারণ এই যে মৃত্যু আশস্কার হলে ঋণ পরি-

শোধ এবং দান ধ্যান করিয়া পরকালের পর্যন্তা পরিস্কার রাখাই স্থবোধের কম।

- —সে দিন যোগাচাহা উপদেশ দিতেছিলেন যে দঙ্গে বিষয় আইসে নাই, দঙ্গে বিষয় ঘাইবেও না; অতএব বিষয়-বাদনা পৰিত্যাগ করাই উচিত। যোগাচাহা এক কেপা, নহিলে এমন কথা বলিতেন না। বিষয় দদি দঙ্গে ঘাইত, অর্থাৎ আমি মরিলে যদি বিষয়ও শ্রিত, তবে বিষয়ের জন্য ইচ্ছা করিতাম না। কিন্ত বিষয় যে রাখিয়া যাইব! যাহা যাইবে তাহাই মাটী, যাহা রাখিতে পারিব, তাহাই ত আমার।
- —সকলেই বলে সময় যাইতেছে, অতএব নিদ্রিতর ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকা অবৈধ। পাগল আর কি ?
 সময় কি একা যায়? সকলকে সঙ্গে করিয়াই সময়
 যায়। তুমি যথন নিদ্রিত, তখনও তুমি সময়ের সঙ্গে
 যাইতেছ। বিধাস না হয়, বরাবর ঘুমাইয়া থাকিয়া
 দেখ, তুমিও সময় মত মরিবে। যে বলে সময় কাহারও
 হাত ধরা নয়, সে মিথ্যা বলে। সময়ের সঙ্গে এত
 হাত ধরাধার যে ছাড়াইবার যো নাই।
 - —মানুষ স্বভাষত বস্ত্রচ্ছদ-বিহান। ইহা দারা প্রমাণ হইতেছে যে গ্রীয় প্রধান দেশেই মনুষ্যের আদি বাস; ক্রমে সভ্যভব্য হইয়া শীতপ্রধান দেশে গমন করিয়াছে। অতএব থাহারা ভারতব্যে জনো, তাহারা জানোয়ারবিশেষ।

—বৃহৎকাঠে দোব নাই, তবে জাহাজে চড়িয়া

বিদেশ গেলে জাতি যায় কেন ? জাতি নাকি খুব পুরাতন প্রাচীন দামগ্রী, তাই বোধ হয় দমুদ্রের জলে লোণা ধরিয়া নফ হইয়া যায়।

- —সকলেই যদি চিন্তাশীল হয়, আর সকলেই নিজ নিজ চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে ঘোর-তর অনিষ্ট হয়, সাহিত্য বিজ্ঞান লোপ পায়, পড়া শুনা কেহ করে না, অবশেষে সমস্ত লোকই মূর্য হয়। নব-দ্বীপে মূর্য, গয়াতে ভূত—থাকাটা দরকার।
- —আমি প্রবৃত্তির দাস, নাকি প্রবৃত্তি আমার দাস, তাহা আজিও তির করিতে পারিলাম না। ছানাবড়া দেখিলে, খাইতে ইচ্ছা করে, এম্বলে প্রবৃত্তি অ'মাকে চালিত করিতেছে; আবার সর্বপ্রথম ছানাবড়া যথন খাইতে ইইয়াছিল, তখন প্রবৃত্তিও করিয়া লইতে ইইয়াছিল, দেখানে প্রবৃত্তিই আমার দাদ। কথাটা খুব শক্ত, কিন্তু তত দরকারি নয়। অথচ এমনি ভাবনা ভাবিয়া পৃথিবীর অর্জ্কেক লোক আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকে।

খেপা খগেশের

िश्नी।

2 1

সব বাইবে, নাম থাকিবে। উত্তম কথা; কিন্তু পৃথিবাই বলি যায় তাহা হইলে পৃথিবীর কি নাম থাক্তিব?

- —বিচ্ছেদই স্বাভাবিক; আলীয়তা, সদ্থাব, প্রণন্ধ বা মিলন কেবল ভণ্ডামি অথবা কাজ হাসিল করিবার ফিকির মাত্র। পৃথিবীতে আসিবা মাত্রেই প্রমালীয় জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, মরিবার সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ; আর এই ছুইটিই স্বভাবসিদ্ধ কাজ। তবে, নাট্যশালার অভিনয় করিবার জন্য যত যাহাই দেখাও। আদলে সব ফাকি।
- —বিদ্যা শিক্ষা এবং চৌর্য্যক্রিয়াতে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না। পরের ধনে স্বার্থদাধন উভয় কর্মে-রই অভিপ্রেত। তথাপি যে, লোকে চোরের উপর এত রাগ করে, দেই জন্যই বিদ্বান অপেক্ষা অর্থশালীর সম্মান এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে।
- —উপর্জনের প্রধান উপায় অনিছা প্রদর্শন; থাইতে বদিয়া আর লইব না বলিলেই, পরিবেষ্টা গীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। আহারে মানুষের প্রয়োজন নাই রিসিয়া আমেরিকায় এক ব্যক্তি দিনকতক উপবাদ

করিয়াছিল; তাই দেখিয়া লোকে তাহাকে এত অর্থ দিয়াছে, যে এখন তিন পুরুষেও আর তাহার অন্ধচিন্তা হইবে না।

কৃষিজ্ঞীবীদের ভূমির উপর বড়ই মায়া; যে কৃষি-জীবী সে চাষা; চাষা বলিনে গালাগালি হয়, অসভ্য ব্ঝায়। পাছে কেছ অসভ্য বলে, এই ভয়ে অনেক লোক জন্মভূমির প্রতি মমতা প্রদর্শন করে না।

- যিনি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন, সকলে তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া সম্মান ও ভক্তি করে। তবে যে এত রিফু করিয়া, চেঁড়া যুড়িয়াও দজীর গোরব নাই, তাহার হেতু এই যে দজী ধনবন্ত নহে, পেটের দায়েই অস্থির। বাস্তবিক যত প্রকার পাপ এবং যত প্রকার অপরাধ আছে, সমুদায়ের চেযে পেটের দায় গুরুতর।
- —অবিশাদ যদি সংদারে এত অধিক প্রবল না হইত, তাহা হইলে লেখাপড়ারও এমন আদর হইত না।
- দোকানদার লোক অতিশয় মূর্থ। দে দিন
 একটু কাপড়ের দরকার হওয়তে, আমি এক দোকানে
 গিয়া কাপড় চাহিলাম; দোকানদার আমার নিকট
 টাকা চাহিল। টাকা আমার নহে, কাহারই নহে,
 টাকা রাজার, স্নতরাং আমি হাতে করিয়া দিলেও
 আমার টাকা দেওয়া হইবে না, এই কথা দোকানদারকে বুঝাইয়া দিয়া আমি টাকা দিতে অসম্মত হইলাম, কিন্তু তথাপি তাহার এম গেল না। এমন মুখের
 সহিত ব্যবহার না করাই প্রেয়ঃ ভাবিয়া আমিও আর

কাপড় কইলাম না, রাগ করিয়া চলিয়া আসিশাম।
কিন্তু পশুতেরা বলেন রিপুদমনেই মসুবাম ; রাগ
একটা রিপু। আবার দোকানদারের কাছে ঘাইব কি
না, ভাবিতেছি।

- অগ্রিকে সর্ব্যক্ত বলে, সেটা ভুল। জলে তেলে একত্রে দিলে অগ্নি তেলটুকু চুষিয়া লয়, জল পড়িয়া থাকে। অগ্নি সর্বাভুক নয়, সারগ্রাহী বটে।
- —আপনার স্থ্যাতি আপনি না করিলেই অধাতি হয়। তুমি একটি টাকা আমাকে দিলে, তাহার বদলে আমি তোমাকে সতরো আনা পয়সা দিলাম। যদি চারি পয়সা অতিরিক্ত দানের কথা নিজ মুখে আমি বলিয়া দিই, তবে আমি সদাশয় লোক; যদি সেকথাটা না বলিয়া দিই, তাহা হইলে সকলেই বলিবে আমি বিষয়বৃদ্ধিহীন বোকা।
- —মনের মত না হইলে সত্য কথাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ছফেরই শাসন করা বিধি, নির্বোধের শাস্তি হইতে পারে না; কিন্তু চোর যদি বলে যে আমি বোকা নহিলে চুরি করিব কেন, আর চুরি য'দ করি, তবে ধরা পড়িব কেন? তাহা হইলে, কথাটা যদিও সত্য কিন্তু বিচারকের মনোমত হয় না, সেই জন্য তিনি সে কথায় বিশাস না করিয়া, চোরকে কুফ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। ফলে এই হয় যে, যে আসল বোকা সেই কুফ আর যে আসল হুফ সৈ বোকা এতিপর

— যাহার যাহা নাই, সে তাহাই ভিকা করে।
কিন্তু কাণাতে চক্ষু ডিক্ষা করে না। স্বতরাং জানা
গেল, যে, যাহা কিনিতে মেলে না, তাহা ভিকা করিলে
পাওয়া যায় না, সেই জন্য, কেহ তাহাও ভিকা করে
না। অতএব ভিক্ষা করাই ভুল, প্রয়োজনীয় সামগ্রী
কিনিয়া আনাই কর্তব্য।

বিদাকে অমূল্য ধন বলে কেন ? খরের পর্সা খরচ আর শরীর মাটি না করিলে বিদ্যালাভ হয় না। যদি বলো মূল্য দিলেও অনেকে পায় না, তা এমন অনেক জিনিশই ত পাওয়া যায় না ? বাজারে আলুর আমদানি নাই তাহা বলিয়া কি বলিতে হইবে যে আলু অমূল্য ধন ?

স্থানিকত এবং অশিক্ষিতের স্বথের

তারতমা!

(চতুৰ্প ভাগ চাৰুপাঠ হইতে উদ্ধৃত)

পরমকারুণিক পরমেশর মানবজাতিকে যে বৃদ্ধির র্ত্তি এবং ধর্মপ্রের্ত্ত দারা ভূষিত করিয়াছেন, অহং স্থানিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক তাহার এক মাত্র অধিকারী। তুমি অশিক্ষিত বর্ষর তোমার এ সমস্ত গুণ না থাকা প্রযুক্ত তুমি নিয়ত তুর্বিষহ যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া যৎকথঞ্চিৎরূপে জীবন যাপন করিতেছ মাত্র। তোমার শেখা নাই, তোমার আধিপত্য নাই, তোমার গাড়ী খোড়া নাই, তোমার ঝাড় লাঠান নাই, তোমার এ সমস্ত কিছুই নাই, আমার আছে! তোমার সেই জন্য হুজাগ্য, আমার দেভিগ্য।

দেথ আমি স্ল কলেজে নাম লেখাইয়া ৰিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীকা দিয়া এখন হাকিম হইয়াছি, আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু উকীল হইয়াছেন। আমি মাদান্তে ' মোটা মাহিয়ানা পাইতেছি, আমার বন্ধু অজঅ অর্থো-পার্জন করিতেছেন। আমাদের হুথের সীমা কি? षाभारतत ध्रथन ভारना नाहे, ि छा नाहे. कके नाहे: পৃথিবী ভাসিয়া গেলেও আমাদের ভাবনা নাই। তুমি মনে করিতেছ যে হাকিমকে ভূতের খাটুনি খাটিতে হয়, সকল সাহেবের মন যোগাইয়া চলিতে হয়; তুমি মনে করিতেছ যে উকীল পয়দার গোলাম, लाङ्ग्राल रेखन मर्फन ना कतिरल देशांत्र फिन भाख इश না, অতএব ইহাদের জীবন বড়ই হুঃখময়। কিন্তু তুমি বোকা তাই এরপ মনে করিতেছ। যদি সত্য সত্যই ইহা ছুঃখের কারণ হইত, তাহা হইলে চাকরির জন্য দেশ শুদ্ধ লোক লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত না। ওকালতির আশায় মাথা কুটিয়া মরিত না। বাস্তবিক তুমি যাহাকে, নির্দ্ধিতা হেতু, কফ মনে করিয়া থাকো, তাহা সোভাগ্য, ভোগের উপাদের চাট্নি মাত্র, তাহাতে সোভাগ্যের হুস্বাদ त्रिक व्याख इय ।

প্রকট্ন পর্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিখে রে

ক্ষিক্তিত হইবার নিমিতেও বিশেষ কোনও রেণ
পাইতে হয় না। আমরা পরীকা দিয়া উপাধি হাদিল
করিয়াছি সভা, কিন্তু যে ইংরেজী ভাষায় পরীকা

ক্ষিণ্টি প্রতি মৃহূর্তেই তাহার পিণ্ডান্ত করিতেছি;
যে গণিত, ইতিহাদ, বিজ্ঞানে পরীক্ষককে ভূট করিতে

হইয়াছিল, তাহা দঙ্গে দঙ্গে বুড়ীগঙ্গার জলে বিসর্জ্ঞন

দিয়া এখন আমরা নিশ্চিত হইয়াছি, অথচ পক্ষাভরে

মাতৃভাষার পদদেবা আমাদিগকে করিতে হয় নাই,
মাতৃভাষাও সাহদ করিয়া কগনও আমাদের নিকটবর্তিনী হইতে পারে নাই। স্থাকিতের প্রধান স্থে

আমরা যথন শ্যা ত্যাগ করিয়া বহির্বাটীতে আগমন করি, তথন থানসামা তেল মাথাইয়া দেয় খানসামা
সান করাইয়া দেয়, খানসামা কোঁচান কাপড় পরাইয়া
দের ; আমরা জড়ভরতের মত কেবল হুখেরই অমুভব
করিতে থাকি ; হস্তপদাদির পরিচালন মাত্র করিয়াও
দহতে হুখের জীবন বিড়ম্বিত করি না! অপরাহে
আমরা যতি হত্তে অমণ করি, সে বায়ু সেবনের জন্য ;
লীবার পর পাঁচজনে একত্র হই, দে মদমত হইয়া
কোঁগার বা খেমটানাচের জন্য । আহার বিহারের
আমাদের ভাবিতে হয় না, আমরাও ভাবি না।
শত্র করি না। দেশের হুংখ আমাদিগকে দেখিতে হয় না

আমরাও দেখি না। দেশের কথায় আমাদিগকে থাকিতে হয় না, আমরাও থাকি না। এখন আমরা কেবল খাই দাই, নিদ্রা যাই, প্রের্ভি ইইলে প্রকৃতির জন্মায় কাল কাটাই। বাত্তবিক আমাদের কোনও বালাই নাই।

কিন্ত অশিক্ষিতের ত্রবন্থা দেখ! অশিক্ষিত ব্যক্তি
নিয়তই পরের অধীন। যে অশিক্ষিত ব্যক্তি নিরেট
মূর্থ, সে পেটের দায়ে অন্তির। শুনিতে পাওয়া যায়
যে, এই সকল তুর্ভাগ্য মনুষ্য মাটি কাটিয়া, বা অন্য
প্রকারে থাটিয়া খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া
থাকে। অহো! কি বিভীষিকা! এ সকল লোকের
মরিয়া যাওয়াই উচিত। ইহারা নাকি একেবারে
কাওজানহীন, সেই জন্যই বোধ হয় এ জাবনভার
বহন করিয়া থাকে!

আর এক প্রকার অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে, যাহারা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর দেশ দেখিয়া থাকিলেও, কিছু মাত্র শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাদিগকে মর্দ্ধ শিক্ষিত বলা যায়। ইহারা ইংরেজী পড়িয়াছে, দে নাম মাত্র, কারণ ইংরেজীতে ভুল করিয়া পত্রাদি লিগিতে পারে না, অথবা শুদ্ধরূপে লেখেও না। এরূপ শিক্ষা কেবল শর্করবাহি বলিবর্দ্দের ভার বহনরূপ বিড়-ঘনা মাত্র। অধিকন্ত ইহারা দেশীয় ভাষার চর্চা করিয়া প্রকৃত শিক্ষা লাভের ফল হইতে বঞ্চিত থাকে, এবং তদ্বৈভূ স্বার্থের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। ইহাদের শুভ পরিণামের আশা স্নদূরপরাহত।

সাধারণত, উভয় দলের অশিক্ষিত ব্যক্তিরই এই এক ভয়ানক দোষ আছে যে, ইহারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না, পরের অপেক্ষা না করিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। ইহানের মনোমধ্যে একটা চিন্তার উদ্দেক হইলে পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিত্তা উপস্থিত করে, নহিলে কোনও প্রকার মীমাংসা করিতে পাবে না। কিন্তু আমাদের ভাব নানা প্রকার। আমরা সময় বৃঝিয়া সাহেব স্থবার সেবা করি বটে, কিন্তু আ্লার যাহাতে তৃপ্তি নাই, এমন কার্য্যের জন্য কনিষ্ঠাক্ষনী পর্যান্ত সঞ্চালিত করি না। আমরা শরীরের সেবা করি, মনের সন্তোষ বিধান করি, বাক্যের সার্থকিতা করি, অর্থাৎ যাহাতে বাক্যে অর্থাগম হয়, তাহার চেন্টা করি! আমরা স্থানিকত স্থতরাং বুঝিতে পারি থে—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্।"

— আমরা চুলে পমেড্, গায়ে জামা, পায়ে বুট, হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি সমত্রে সঞ্ম করিয়া সন্মানের সংযোগ করিয়া লই। কিন্তু অশিক্ষিতগণ পরের জন্যই সদা ব্যস্ত। তাহাদের পরকাল অনিশ্চিত, ইহকাল খাটি মাটা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্বজ্ঞন সমাগম।

স্থই স্বর্গ, আর যেখানে স্থা দেই স্বর্গ। যেখানে বিছৎ-মণ্ডলী, যেখানে একপ্রাণ বহুজনের সমাগম, সেখানে যাহার স্থা না হয়, সে পামর, সে হতভাগ্য; —তাহার অদৃটে কুরোপি স্থা নাই, তাহার স্বর্গ লাভ কথনই ঘটিবে না, তা বাঁচিয়া থাকিতেই কি, আর মরিয়া গেলেই কি?

যিনি কমলার কুপাদত্ত্বেও ভারতীর চি হ্নিত দেবক,
যিনি প্লভি মানব জন্মে দিজেন্দ্র বলিয়া বরেণ্য, তাঁহার
আতিখ্যে স্বর্গ স্বখ লাভ করা যায়, ইহা বিচিত্র নহে।
তাহার উপর, যেখানে বাল্মীকির কাব্যপ্রভা, যেখানে
মূর্ত্তিমতী প্রতিভা, যেখানে দঙ্গীতের নিদর্গ শোভা—
দে যদি স্বর্গ না হয় তবে স্বর্গের অন্তিত্ব দম্বন্ধেই
সন্দেহ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দ স্বৰ্গবাদী হইলেও এখন নরলোকে বিরাজ করিতেছেন; স্বতরাং মানবস্বর্গেও তিনি ইক্সছ করিতে গিয়াছিলেন। বিষক্তন সমাগমে তিনি মর্ত্যের পরম স্থখ লাভ করিয়াছেন। ধরাধামে কি কি উপাদানে স্বর্গ সংগঠিত হয় তাহার পরিচয় পঞ্চানন্দ পাইন্য়াছেন; অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা স্কর্প এই লোহলেখনী দ্বারা তদ্তান্ত বিবরিত হওয়া মাব-শাক।

(राशात गमागम, त्महे थातिहे मजा; (राशात সভা, সেই খানে সভাপতি। কালের চ্চেত পুত্র, বঙ্গের গণপতি এই জনসমাজে সমাগত হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। মণিমুক্ত: বিভূষণে স্বয়ং সঙ্গীত সীয় রাজন্রী প্রদর্শনে, সমাগত বিদ্বজ্জনের মনোমোহন করিয়াছিলেন, ইহাও বলা নিস্পায়োজন। বিদ্বানের বল বিজ্ঞান: স্তরাং রসায়ন রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞা-নের আবিভাব অবশ্যস্তাবী। দেবভাষা, নাগরবেশে আশু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া লম্বশাটপটাবরণে সভার শোভা বৰ্দ্ধন করিরাছিলেন। শীতল ভাবে মেধা স্বীয় পুরুষকার দেখাইতেছিলেন; কল্পনা সঙ্গে কাহিনী দেখানে মূহু মন্দ হাদিতেছিলেন। পাছে এত শোভা সমষ্টি সন্দর্শন করিয়া মানব নয়ন ঝলসিয়া যায়, সেই জন্য নেত্র রোগ-ধয়ন্তরী ও নিজ বিপুল কলেবর স্ঞা-ला का कि करतन ना है।

এত দ্বি বিভাকরাদি নানা গ্রহ, জাতীয়ত্ব প্রভৃতি বিবিধ উপ গ্রহ, কুলাচার্য্য ডাবিনের পরম পূজ্য স্বকৃত ভঙ্গ কুলতিলক সম্প্রদায় তথায় উপদ্রব করিতে উপেক্ষা করেন নাই। আর যেখানে এত উপদর্গ, শেখানে সাধারণীর অক্ষয়চ্ছায়া হল স্বর্গের অপ্সরাশ্যানীয় হইয়া সকলকে বিষুগ্ধ করিতেছিলেন, ইহাতে কাহার না আনন্দ হইবার কথা? এমত অবস্থায় শ্রুষ্ঠ সন্ধীত এবং আকঠ সন্দেশে পঞ্চানন্দ যে নিরাম্যুক্ত সন্ধীত এবং আকঠ সন্ধান্ত অজ্ঞান্ত আইস ভাই,

প্রবন্ধ শেষে জয়ধ্বনি করিয়া ছাপাখানায় কাপি পাঠা-ইয়া দেওয়া যাউক।

(भाक्राहीन।

(ঐতিহাসিক নবাখ্যান) প্রথম পরিচ্ছেদ। একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যার মীমাণ্যা।

নব বিধানের রহদ্য ভেদ শুনিঘা দমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত; রাজকুমার আলবাটের মধ্যম পোজের প্রপিতামহী জুলুভূমি হইতে অনুচ্চার্যানামা বহাজস্ত আনাইয়া জীবতত্ত্ব বিষয়ক বিজ্ঞানের পরিধি বাড়াই-তেছেন দেখিয়া, বিরাট-লাট-রাজপ্রতিনিধি পুণ্যভূমি আর্য্য-ভূমিতে একটী কাব্লা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্কাকরপে তাহার দেবা পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; এবং এবস্থিব বছবিধ ঐতিহাদিক ব্যাশার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নৈস্পিকি নিয়্মাবলীর অবিকলতা প্রতিপন্ন করিতেছে; এমন সমধে খ্রীপ্রীয় অফাদশ শত একাশীতিতম অন্দের প্রথম এপরিল দিবদে বেলা ছয়্টার পন্ন গোরাটাদের বাড়ীতে ভরপুর মঞ্চলিশ জমিয়া গেল।

रकामनद्यान भाठक। वींब्रश्नमित्री भाठित्क।

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণটা একটু কঠিন ছই-याद्ध विनया किंदू गरन कतिरवन ना। यथन विजात বেগ সম্বরণ করা যায় না, তখনই লেখকেরা গ্রন্থারম্ভ করে, হুতরাং ভাষার জোয়ারের মুথে জঞ্জাল দেখা যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? আমি পাঠক মহা-শয়ের স্বজাতি-বাৎসল্যের—পাঠিকা ঠাকুরাণীর গুরু-জন ভক্তির—দিব্য করিয়া বলিতেছি, ইহার পর যাহা লিখিব অতি প্ৰাঞ্জল নিৰ্মাল ভাষাতেই লিখিব। দন্ত-হীন ব্যক্তির স্বাদ বোধ অল্ল; সেই জন্য গোড়াতে এক মুঠা এক মুঠা চাল ভাজা ছোলা ভাজা দিয়া আপ-নাদের অভ্যর্থনা করিলাম। আমি দরিদ্র.—আতা, রাতাবি কোথায় পাইব ? যদি অঙ্কুরেই অগ্রীতি না জিমিয়া থ'কে, তাহা হইলে আদিতে আজা হউক, আমার এ ভূনির দোকানে যাহা কিছু আছে সকলই (मशाहेव।

বাগবাজারের যোষ পাড়ার একটা গলিতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যদেব অদ্যকার মত রাত্তিবাসের জায়গা খুঁজিতেছিলেন; একটা প্রকাণ্ড নারিকেল গাছের পশ্চিম দিকের পাতাগুলা তাই দেখিয়া হাসিতেছিল; পূর্বিদিকের পাতা গুলার স্বভাব কিছু নত্র, আস্তে আন্তে অল্ল অল্ল মাথা নাড়িয়া স্নান মুথে তাহাদিগকে হাসিতে বারণ করিতেছিল। ইত্যাদি। এ সমস্ত কবি কল্পনা; লেখকের বর্ণন শক্তির পরিচয় মাত্র। প্রকৃত কথা পশ্চাৎ বলা ঘাইতেছে। যেখানে সেই নারিকেল গাছ, তাহার উত্তর দিকে
ইটের প্রাচীর, তাহার উত্তরেই গলি; তাহার পরেই
দরজা দিয়া উত্তরমূথে প্রবেশ করিলেই গোরাচাঁদের
বাড়ী। বাড়ীর বর্ণন করিয়া আর কন্ট দিব না, ফলে
বাড়ী খানা তুমহল। নির্ভয় চিতে, আমার সঙ্গে অন্দর
মহলে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, পূর্বঘারী
একতলা ঘরের দরদালানে পাড়ার মহিলাদের মজলিশ
বিদয়া গিয়াছে। উপরে এই মজলিশের কথা বলিতে
গিয়াই বর্ণন কণ্ডয়নে বিত্রত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামী, বামী, শামা, অলকা, তিনকা, মেনকা, বিমলমণি, কমলমণি, সূর্য্যমণি, হেবোর মা, পুঁটীর মা, থোকার মা প্রভৃতি ছোট বড় মাঝারি বয়সের বিস্তর মহিলা সেই মন্দ্রিশে উপস্থিত। কেহ গা আছড করিয়া, কেছ পা ছড়াইয়া, কেহ আধ ঘোমটা টানিয়া. —নানা ভাবে নানা মহিলা ব্যিয়া আছেন। আরু কেহ বা ছায়রের শিকলি ধরিয়া, কেছ বা এক পায়ে ভর দেয়ালে ঠেলান দিয়া, কেছ বা সাঁচলের খুটে বাঁধা চাবির রিঙ আঙ্গুলে যুরাইয়া অন্যনস্কা হইয়া,--কত জন কত ভঙ্গীতে দাড়াইয়া আছেন; কেছ বাদ-রের গান ভাবিতেছেন; কেছ নূতন অপেরার নূতন টপ্পাটা বার বার মনে মনে আওড়াইতেছেন; কেছ অপরের নৃতন ধরণের বেশ বিন্যাস প্রণালীটা মৌন-সমালোচন করিতেছেন; কেহ বা গোরাটাদের বনি-তাকে সাহস দিতেছেন, কেছ বা কল্লিড বছদর্শিতার

স্তপারিশে তাঁহার আশঙ্কা বাড়াইতেছেন। ফল কথা,
নানা রকমে নানা জনে কথা কহিতেছেন; হাসির
উপদ্রেবে, নিষেধের তাড়নায়, পরামর্শের গভীরতায়,
রোদনের শান্ত অভিনয়ে, নিতাত অগ্রাহ্য নয়, এমন
তর একটা গোল্যোগ সেখানে হইতেছে। মজ্লিশের
উপস্থিত বিষয়—গোরাচানের বনিতা আসম্প্রস্বা।

যশোর জেলার পূক্ব প্রান্তে অপ্রসিদ্ধনাম এক পলীপ্রামে গোরাচাঁদের বনিতার বাপের বাড়ী; নাম, বস্ত্রমতী। নামটা উনবিংশ শতাকীর উপযুক্ত নয় মনে করিয়া গোরাচাঁদ দীয় উত্যাদ্ধকে বিকল্পে বসন, বস্নী বা বদী বলিয়া সন্বোধন কবিতেন, প্রাণান্তেও বস্ত্রমতী বলিতেন না। আমি কিন্তু এ নিয়মের অধীন নতা স্বীকার করিব না, যেখানে যেমন স্ত্রিধা, দেখানে দেই নাম করিয়া গোরাচাদ গৃহিণার পরিচয় দিব।

বস্থমতীর বয়দ উনিশ বৎদর মাত্র, বর্ণ গোর, এমন কি চুলগুলি পর্যান্ত খব কাল নয়: গড়ন দীর্ঘাকার, একহারা, তবে সংপ্রতি তেহারা বলিয়াই মনে হয়; কপাল ছোট; চফু ছটি ডাগর, কিন্তু কোলে বদা; নাক স্থদীর্ঘ, টিকলো, দরু; গাল ছখানি মরা মরা, উপর চোঁট খুব পাৎলা, নীচের খানি পুরু, খুতনী খুব অল্প। বস্থমতীর স্থর চড়া, কিন্তু মিহি, অল্পেই নাকিতে ওঠে। এ হেন বস্থমতী আসমপ্রস্বা দেই মজলিদে বিদয়া আছেন, কদাচ ছই একটী কথা কহিতেছেন, কিন্তু এত গোলে ভাঁহার কথা ধরা যাই-

তেছে না। বাঁহারা দেখিতে, দেখা করিতে বা দেখা দিতে আদিয়াছেন, তাঁহারা নিজে নিজে কথা কহিয়াই পরিতুষ্ট; স্তরাং বস্থমতীর কথা বুঝিলেও তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইতেছে না।

পোরাচাঁদ বাড়াতে ছিলেন না। "ব্রা উত্তোলনী"
সভার অন্য বিশেষ অধিবেশন; স্নতরাং সভাপতি
গোরাচাঁদ বেলা একটার সময়ে সেইখানেই গিয়াছিলেন। ব্রীর অবস্থা মনে ছিল না, বাড়ীতে এ
মজলিস বসিবে তাহারও সংবাদ পান নাই, কাজে
কাজেই সন্ধ্যা পর্যান্ত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না।
পাড়ার মেয়েরা গোরাচাঁদকে বড়ভয় করিত, আজি
বাহিরে গোরাচাঁদের বিলম্ব হইবে টের পাইয়া
মেয়েরা তাঁহাব বাটীতে আসিয়া মুটিয়াছিল। এমত
অবস্থায়, সন্ধ্যার পর গোরাচাঁদ যগন বাড়া আসিলেন,
তথ্য মক্সলিশের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

গোরার্টাদের পরিচয় দিবার এই স্থযোগ হইয়াছে, অতএব পাঠক পাঠিকাগণের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া বাউক।

বর্ণচোরা আমের দোষ বা ওণ এই যে, ভিতরে পাকিয়া পচিবার উপক্রম হইলেও, খোদা যে সর্জ্ব দেই সর্জই রহিয়া যায়। বয়দের হিদাবে গোরাচাঁদও বর্ণচোরা আম; পাঁচিশের উপর পঞ্চার পর্যন্ত সকল বয়দই গোরাচাদের হইতে পারিত; কেবল এক রুড়ি মা বাড়ীতে থাঙাতেই গোরাচাদের বয়দ্

চল্লিদের নাঁচে রাখিতে পাড়া প্রতিবাদা বাধ্য হইয়া-ছিল। নবতুর্বাদলশ্যাম,—(ইহার ভাবার্থ যাহাই হউক)—বিলক্ষণ থৰ্ববাকৃতি, প্ৰশস্ত চতুফোন ললাট. স্থূল নাস, প্রবল হতুমন্ত, বর্ত্ত্বাক্ষ, ওম্ফবিভীষিত নিষ্পিষ্ট ওষ্ঠাধর, বিরল অধচ দীর্ঘ শাশ্রু শোভিত চিবুক, মন্তকে ধুসর কালারার ক্যাপ্, গলায় তুহাত লম্বা কক্ষটর, আধ-চীনে-আধ-বিলভৌ কালো আল-পাকার কোর্ট এবং সাদা জিন্কাপড়ের পেণ্ট্লন-পরা. হাতে পিচের মোটা ছড়ি, পায়ে গরাণহাটার ভবলস্প্রিং জুতা—পুষ্ট না হইলেও হৃষ্ট গোরাচাদ शृह मरक्षा व्यादम क्रिया रिमिश्लिन, जाहात क्रमशा-কাশের চাদ (বদন) কাতর মুখে, কাতর ভাবে বদিয়া একাগ্রচিত্তে স্বায় দক্ষিণ পদের অনুষ্ঠ দেখিতেছেন। ভীত, চিন্তিত, বা বিশ্বিত না হইয়া গৃহিণাকে কিছু না বলিয়া এবং কোনও জিজাদাও না করিয়া গোরা-চাঁদ নিকটবন্তী হইয়া বস্তমতীর হাত ধরিলেন এবং শুদ্ধ হস্ত বলের অনুরোধে তোঁহাকে শয়ন গৃহে লইয়া যাই-বার উপক্রম করিলেন। বস্তমতা মুখ তুলিয়া চাহিল किस कथा कहिल ना।

গোরাচাঁদের মা রামা ঘরে ছিলেন, জুতার শব্দে পুত্রের আগমন বার্তা জানিতে পারিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া পুত্র পুত্রবধূকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন।

क्रननीत्क (मधिया शांत्राठाम वित्रक इट्रेलन।

বহুমতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, স্বীয় বাম কটিতটে বাম হত্তের মণিবন্ধ স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ তুলিয়া, সোজা অথচ একটু যুরিয়া দাঁড়াইয়া গোরাচাঁদ বলি লেন—" যাও! তোমার রান্না ঘরে যাও!—কর্ত্ব্য পালন আগে; বিশ্রাম কি আমোদ, তার পর! রুটী इरायरक १-- इय नाहे; जा'ल इरायरक १-- इय नाहे; ठका ए इराइ १—इम्र नाई: नाइ जाका इराइ १ হয় নাই ! – আমি জানি, নিশ্চয় জানি, এ সব কিছুই হয় নাই। তবু তুমি কাজ ফেলে, আমার কাছে আমোদ করতে এলে! ছি! ছি!" মাকে সম্বোধন করিয়া এই পর্য্যন্ত ; আপনাব আপনি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট कित्र्या विलिलन-- " मा मत्न करत् एय मा इ'रलई বুঝি সাত খুন মাফ! এই এলুম একটা কাজ করে'; কোথার হুটো মিষ্টি মুখের কথা শুনে মন ভূষ্ট করক পরিশ্রমের অবদাদ বিনাশ করব, না বুড়ী এদে স্বমুথে দাঁড়ালেন ! এদের কি বিবেচনার লেশ মাত্র নাই ?"

মা থতমত, ভীত, সফুচিত! বলিলেন—" না বাবা; এই বৌমার অস্তথ করেছে, তাই বল্তে এলুম, বলি যদি কারুকে ডাক্তে টাক্তে হয়, তা হ'লে—"

"তা হ'লে তোমার সাত গুষ্টির পিণ্ডি, আর আমার বাবার মাথা। তা হ'লে আবার কি ?—যাও, যাও, বিরক্ত করো না।"

আহা পরের জন্যে বাছার আমার আহার নিদ্রে নাই। থেটে খুটে এয়েছে—" বিড় বিড় করিয়া এই• রূপ বলিতে বলিতে গোরাচাঁদের মা, কর্ত্তব্য পালনের স্থান রশ্ধনশালায় পলায়ন করিলেন।

তথন গোরা চাঁদ আবার পূর্কভাব অবলম্বন করিয়া, প্রেয়সীর হাতে ধরিয়া, একটু উৎকণ্ঠা, একটু আগ্রহের স্বরে বলিলেন—"অস্থ হয়েছে ? কি অস্থ, বসন ? তোমার অস্থ করেছে ? তোমার ?"

বসন উত্তর দিতে বিলম্ব করিল। গোরাচাঁদ বসনের হাতে ধরিয়া বসনকে টানিয়া ঘরেব ভিতর লইয়া গেলেন; থাটের উপর বসনকে সবলে উপ-বেশন করাইলেন।

বস্তমতীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; নয়ন নদের পঞ্চিল জলে কপোল-ভূমি ভাসিয়া গেল!—"তোমার বসীর কি হয়েছে, তা' কি তুমি জানো না ?" স্বল্প ভাষিণী বস্তমতী প্রত্যেক শব্দের পর এক এক দীর্ঘশাস, অথবা কণ্ঠরোধ সূচক অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে কয়েকটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইল। গোরাচাঁদ মাথার টুপি খুলিতেছিলেন; খোলা হইল না, টুপির সঙ্গে হাতের যোড় লাগিয়া গেল।

"থামি ত জানি না যে তোমার কোন অন্তথ করেছে। তোমার অন্তথ জান্লে কি আমি এমনি স্থির হ'য়ে থাকবার লোক ? তোমার জন্যে আমি নদীর জল, গাছের পাতা, আকাশের নক্ষত্রে তন্ন তন্ন করে' তোলপাড় কর্তে পারি, স্বর্গ মর্ত্ত আন্দোলিত কর্তে পারি, আমার দেই বসনের, আমার

হানয়ের সেই বদীর, আমার দেই তোমার অস্তথ জেনেও আমি হিমাচলের মত শীতল, অচলভাবে বদে' থাক্ব, এও তোমার বিশাস হয় ?" *

বস্থমতী দেখিলেন বেগতিক; এখন যে এই প্রণয়-সরোবরের লহরীলীলা দেখিয়া তিনি স্থাকুভব করি-বেন, এমন অবস্থ। তাঁহার নয়। কাজে কাজেই আর বাক্যাড়ম্বরের দিকে না গিয়া দাদা কথায় বলিয়া উঠি-লেন—"আজ বুঝি আমার ছেলে হ'বে। একটু একটু ব্যথা উঠেছে।"

গোরাচাঁদ। "এই বুঝি অহথ ?"

বহুমতী। "দত্তদের বাড়ীর মেয়েদের কথা শুনে অবধি আমার আরও ভয় হচ্চে। ওমা! তা হ'লে আমি কি কর্ব ?"

বস্তমতী আবার কাদিয়া ফেলিল। দতদের বাড়ীর মেয়েরা ভয় দেখাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্রে পুলিদে খবর দেওয়া উচিত কি না; বস্তমতীর ব্যথা উঠিয়াছে, ডাক্তারকে প্রথমেই ডাকিয়া আনা উচিত কি না; যে জন্য, যে জ্রী পুরুষের সাম্য সংস্থাপন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ত্রত সার্থক করিবার এই স্র্যোগে কাজ হাদিল করিবার চেক্টা করা উচিত কি না—এই মানদিক বিতশুায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোরাচাঁদ একটু মোনী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে, শেষ চিন্তাই প্রেষ্ঠ চিন্তা, এই সার করিয়া প্রফুল্ল ভাবে, হাঁদি হাদি মুখে বলিলেন—

"বেদ্ হয়েছে! তোমার এই যে অহথের কথা বল'ছ, এ চমৎকার হয়েছে। তোমার কফ পাবার দরকার নাই, আমি স্বয়ং সন্তান প্রস্ব কর্ব; তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে' খাওয়া দাওয়া দেরে ঘুমোও গে। আমি রইলুম, ছেলে প্রদ্বের ভারও আমার রইল।"

বহুমতী অবাক্!

"দে কি ? তুমি প্রসব কর্বে কি ?"—তা যদি হ'ত, তবে আর ভাবনা কি বলো ?" অনেক কফের উপরেও একটু হাসিয়া, বহুমতী এই কথা কয়টী বলিল।

"তা যদি হ'ত ?— কেন ? যদি কেন ? হ'তেই হ'েব। তুমি যেটা অসম্ভব মনে কর্ছ, সেটা শামার মতে একটুকুও অসম্ভব নয়।—হা আমি স্বীকার করি, যে, এপর্য্যন্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রস্ব করে নাই। কিন্তু এর কারণ কি ? কারণ, শুদ্ধ পুরুষের অত্যাচার, স্ত্রীজাতীর বিড়হনা, আর তোমাদের অর্থাৎ স্থ্রীলোকের কু অভ্যাস। আগে রেলের গাড়ী ছিল না, তাই रत्न' कि carea शांड़ो रु'en ना १ आरंग cकनन পুরুষেই বই পড়ত, স্ত্রীলোকে রাঁধাবাডা কর্ত-এখন কি তা উল্টে যায় নি ? কু-অভ্যাদ, সমস্তই কু-অভ্যাদ, আর কু সংস্কার, আর অত্যাচার। আমাকে যদি মা ৰাপ ছাড়তে হয়, বাগৰালার ছাড়তে হয়—দেও স্বীকার, তবু এবার তোমাক্ষে আমি প্রদব হ'তে দিচ্ছি না। আমি ক্রাস্ভাঙ্গায় গিয়ে বাড়ী কর্ব, সেথানে নিজে প্রদাব করব—তবু তোমাকে আর কন্ট সহা

করিতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিতে বিভূম্বিত হ'তে দিব না।"

বক্তৃতা করিতে করিতে, গোরাটাদ প্রান্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের ভাব দর্শনে গোরাটাদের মা কাতর ভাবে কাদিয়া উঠিলেন, তাঁহার হাতের এক গোছা রুটা উননে পড়িয়া পুড়িতে লাগিল, পাড়ার লোক একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল। মহা এক হুলসুল ব্যাপার, কিন্তু গোরাটাদের বিরামনাই, নির্ভি নাই। বাস্তবিক সদ্বক্তার, স্থকবির, প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেইরই গুণই এই; ইহারা তুমায় হইয়া বাহ্ডান শূন্য হইয়া পড়েন। নহিলে প্রতিভাকি ? অসাধরণতা কোথায় ?

অনেকক্ষণ পরে গোরাচাঁদের চটকা ভাঙ্গিল;
তথন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অনেক লোক
উপস্থিত হইয়াছে; বুঝিতে পারিলেন যে আপনি
বক্তা করিতেছেন; আর কথাটা না কি নিজ্প
গোরবের কথা,—তাই মনে মনে একটু ইতস্তত করিয়া
গোরাটাদ বুঝিতে পারিলেন, যে শুদ্ধ বক্তৃতার ইন্দ্রজালে জড়িত এবং বিমোহিত হইয়াই এত লোক
দমবেত হইয়াছে। গোরাটাদ দিদ্ধবক্তা;—জনতাই
তাঁহার ঘর বাড়া, জনতাই তাঁহার অস্থি মাংস;
মৎস্যের মেমন জল, নক্ষত্রের যেমন আকাশ, অগ্নির
যেমন ইন্ধন, জনতাও গোরাটাদের তদ্রাপ; স্থতরাং
গোরাটাদ বিস্থিত হইলেন না, দিশ্বত বদনে হতবুজি

জননীকে বলিলেন—"মা, এক গেলাস জল নে এস দেখি,"—বলিয়া সেই স্ত্রীবহুল লোক-সমুদ্রে নয়ন সঞ্চালন পূর্ক্ক দেখিলেন, সংবাদপত্তের লেখক তাহাতে ভাসিতেছে কি না। দেখিলেন, কিন্তু র্থা! যে হেছু, সংবাদপত্তের স্বসম্পর্কীয় নরনারী কেহ তথায় ছিল না। সংসারের দোষই এই; শিয়রে সময় মত ইতিবেতা থাকে না বলিয়া আমাদের কত কত সোণার স্বপ্ন স্বপ্নেই বিলীন হইয়া যায়!

জননী জল আনিবার অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বৌমা বিছানায় পড়িয়া ছটপট করিতেছেন এবং কাতর ভাবে—"মাগো মর্চি গো, আর বাঁচলাম না গো" ইত্যাদি শব্দ করিতেছেন। স্থতরাং জলের কথা ভুলিয়া বৌমার শুশ্রানা করিতে বিদ্যা গেলেন। অভ্যাদ দোষেই হউক, কুল-ধর্মের শুণেই হউক, বহুমতী যে তথন বিলক্ষণ কইভোগ করিতেছিল, ভাহার আর কথাটী নাই; এবং গোরা-টাদের মা যে দে কইট বুঝিতেছিলেন, ভাহারও সংশয় নাই। স্থতরাং প্রিয় পুত্রের পিপাদার কথা ভুলিয়া যাওয়াতে তিনি যে একটা খুব গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত্তর নহি।

জল আদিল না দেখিয়া গোরাচাঁদ অতিশয় ত্যক্ত হইলেন। বক্তৃতা ব্যাপারের ছইটা প্রধান অঙ্গ-দংবাদপত্তের লিপিকর এবং জলের গেলাম-অসু- পশ্তিত দেখিয়া উপস্থিত মহিলা মগুলীর উপর গোরা-চাদ কটুক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তুই মাগীরেই তো যত দোষের গুরু! আপনি ভালো হবি না, প্রকেও হ'তে দিবি না।— তোবা আপনার নাক কাটিদ, কেটে প্রের যাত্রা ভঙ্গ করিস্। সংকার্য্যে যোগ দান,—আপনাদের উপকারের কথাতে উৎসাহ — দূরে থাক্. বাপ পিতামহের ব্যাভারের উল্লেখ করে' আবার আমাদেরই টিটকারি করাটুকু আছে। এখানে তামাদা দেখতে এয়েছেন,—আমার—চোদ্দ পুরুষের প্রাদ্ধ দেখতে এয়েছেন। বেরো আমার বাড়ী থেকে! বেরো, বল্লুম বেরো! এক্ষণি বেরো! নইলে এক এক কিলে তোদের নাক ভেঙে গেঁতো করে' দেবো, জানিদ নে '"

স্থালোকেরা গোরাচাঁদকে ভয় করিত, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। কেন তাহারা ভয় করিত, তাহাও এখন জানা গেল। তিরস্কারের তাড়নায় রমণীগণ দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করিল।

সেই রাগের ভরেই গোরাচাদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জননার উপস্থিতির প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, ধীর গল্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বসন! এই তোমাকে শেষধার জিজ্ঞাসা কর'ছি তুমি আমাকে প্রস্ব কর'তে দিবে কি না ?"

"বসন" নিক্তর। পূর্ববং এ পাশ, ও পাশ, হা হ্তাল করিতে লাগিলেন। "বাবা গোরাচাঁদ—" বলিয়া জননী মুখ ব্যাদান করিতে না করিতে, একবার তীত্র দৃষ্টির পর এক লক্ষ প্রদানে গোবাচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং সেই রাত্রি নয়টার সময়ে স্ত্রীর ছরভিসন্ধির প্রতিবিধান কল্লে কিংকর্ত্ব্য স্থির করিবার জন্য সভাগৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মনে মনে সংস্কল্ল করিয়া চলিলেন যে, স্ত্রী পুরুষের সাম্য বিধান জন্য আবস্থাক মত বল প্রয়োগ করাও বিহিত, সভায় এইরূপ অবধারণ করিয়া, সভার কার্য্য বিবরণে ইহা লিপিবদ্ধ করাইয়া লইবেন। নচেৎ এ সমস্যা পূরণের উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। [পাঠক পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্তারই হাতে।]

তথন দিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ ইইয়াছে। এমন যে কলিকাতা সহর, তাহাও এক প্রকার নিস্তর্ক ইইয়াছে; এত যে জনম্রোত, তাহাও যেন শুথাইয়া, শীর্ণ ইইয়া, সঙ্কুচিত ইইয়া বালুকারাশি মধ্যে অন্তর্ধনে ইইয়াছে। (পাঠক মহাশয় সমীপেয়ু,—জনম্রোতের অনুরোধ আমি অবশ্য মানি; কিন্তু এহলে বালুকা-রাশি যে কোন্ পদার্থের উপমান তাহা আমি অবগত নহি)। কেবল কদাচ কোথায়ও একথানা ভাড়াটে গাড়ী ভয় দেখাইরার জন্য বিকট শব্দ সহকারে মৃত-

প্রায় অখ-যুগলের অনুধাবন করিতেছে; অখদয়ও প্রাণের দায়ে একমনে একভাবে চলিয়াছে। অনেকে ভূত মানে না, কিন্তু ভূতকে বড় ভয় করে: রাত্রি-काल मिनक छल निया याहेरा हहेरल छए प्राक्ति পারে না. থামিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও সাহস করে না। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোডার অবস্থাও দেই-রূপ। কোনও কোনও স্থানে বেড়ার গায়ে, দেয়ালের গায়ে, রেলিঙের গায়ে ঠেদ দিয়া চক্ষু মুদিয়া আন্ধা-রিয়া লাঠান হাতে এক এক জন পাহারাওয়ালা ছুইটা পর্মতত্বের ধ্যানে নিম্ম রহিয়াছে; এক. সার্জন সাহেব এ পথে না আইসে; অপর, একটা চোর কিষা মাতাল গায়ে পড়িয়া ধরা দেয়। যাহারা পাখা টানে আর যাহারা পাহারা দেয়, তাহারা ইহকাল পরকাল এক সঙ্গে রক্ষা করে.--ধ্যান ছাড়ে না, অথচ কাঞ্জ ভোলে না। ইহা ছাড়া, পথের ধারে কিন্তু দোতলার উপরে কোথায়ও বাঁয়া তবলা, মানুষের গলা প্রভৃতি ছইতে ওয়াক্ ওয়াক্ মিশ্রিত অনিকার শক্তে নেশায় তরর ক'লকাতার বিরক্তি সম্পাদন করিতেছে। ঘুমাইয়াও কলিকাতা খুমাইতে পাইতেছে না।

ফলে আমি প্রকৃতি বর্ণন করিতে বদি নাই, পটও আঁকিব না। গোরাচাঁদ না কি সভাস্থল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আদিতেছেন, ডাই ঐতিহাদিক নবাথানের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই এত বাক্য ব্যয় করিব ডেছি। আশনারা দেটা স্থানিবেন না। তত রাত্তিতে সভায় গিয়া গোরাচাঁদ দেখিলেন, সভাগৃহের দার রুদ্ধ, স্থতরাং প্রবেশ করিবার উপায় নাই। যে সে লোক হইলে হতাশ্বাস হইয়া এই থানেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু গোরাচাঁদের অধ্যবসায় অপ্রতিহন্ত, সঙ্কল্ল অটল, সাহস হর্জয়। অসাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু গোরাচাঁদের অভীক্ট বিচলিত হইতে পারে না। অনেক উত্তম উপমা দিয়া এ বাক্য সমুজ্জল করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। যে অসম্ভবকে বাস্তব করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার প্রতিজ্ঞা সন্বন্ধে উপমা প্রয়োগ করা প্রকৃতা ত বটেই, পূর্ণ বাতুলতা।

স্ত্রী-উত্তোলনীর সম্পাদকের বাড়ী গোরাচাঁদ স্বয়ং গেলেন, ভাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সভ্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়া আবশ্যক সংখ্যা পূরণ করিয়া সকলে মিলিয়া সভা-তলে উপনীত হইলেন।

অসাধারণ সভার এই অসাধারণ অধিবেশন খুব জমিয়া গেল, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে প্রস্তাব, বক্তা, বাদ, অনুবাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক, বিতণ্ডা— কত বলিব? আমি ক্ষুদ্রবৃদ্ধি ক্ষুদ্র মানব, কেমন করিয়া সে বাক্যসাগর মদীরেখায় অঙ্কিত করিব? সাহারার মরুভূমি যদি কাগজ হইত, মিশরের শিথা-মন্দির যদি লেখনা হইত, ভুমধ্যসাগর যদি দোয়াত হইত, তাহা হইলেও এই সভার, এই রজনীর কার্য্য-বিষরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করিতাম কি না, বলা যায় না। আমার বর্ত্তমান অবস্থায়, উপস্থিত উপকরণ লইয়া ত কোনও মতেই নয়। আপনারা এই স্থলে একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন; উপরে যে দৃষ্টাল্ডের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভারত ছাড়া। পাণ্ডিত্য থাকিলে, আর পাণ্ডিত্য দেখাইতে হইলে এরপ নহিলে হয় না। ফল কথা, আমি সে কার্য্যবিবরণ এখানে ভূলিতে সাহদা হইলাম না; সদ্য সদ্য তাহা না পড়িলে যাঁহার সংসার অচল হইবে, তিনি সভাসম্পাদকের খাতায় পড়িয়া আসিতে পারেন; আর, অপেক্ষা করা যদি চলে, তবে আগামী কল্য মন্তব্য সমেত সংবাপত্তে পাঠ করিতে পারিবেন।

ন্ত্রী পুরুষের সম্যক্ সাম্য বিধান জন্য গোরাচাদ
যথাবিধি প্রস্তাব করিলেন; যথাবিধি গোরাচাদের
দে প্রস্তাব গৃহীত, অনুমোদিত, অবলম্বিত এবং সভার
পুস্তকে লিখিত আকারে পরিণত হইল, এটুকু বলা
আবশ্যক। সত্যের জয় অবশ্যস্তাবী, জয়ের পূর্বেব
যুদ্ধও অবশ্যস্তাবী, নহিলে জয় কিসে? অতএব গোরাচাদের প্রস্তাবে বাধা উপস্থিত করিয়া, তাহার বিরোধ
চেন্টা করিয়া কেহ যে নিজ ভুর্ক্ষনতা, অসমসাহিকতা
প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা না বলিলেও চলে। অন্ততঃ
এখন, এখানে না বলিলে চলে।

সেই জয়ে উল্লিসিত হইয়া, সভাভঙ্গের পর দ্বিপ্রহর রাজি অভীত করিয়া গোরাচাঁদ কর্ণবালিস রথ্যা অব-লখনে বাটা ঘাইভেছিলেন। তাহাতে স্থকিয়ার গলির মোড়ের সম্মুখে প্রন্থকারের সহিত দেখা। সেই কথাটা জানাইবার জন্য আবার এ প্রয়াস। অনেক কথা বলিতে ভুলিয়াছি; তন্মধ্যে এক কথা এই যে, মির্জাপুর রথ্যার কোনও এক স্থানে স্ত্রী-উত্তোলনীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই ধড়াচ ড়াবন্ধা গোরাচাঁদ সেই স্থান হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। আর এক কথা এই যে, গাড়ী ভাড়ার পয়দা সঙ্গে ছিল না বলিয়া গোরাচাঁদ একাকী পদত্রক্ষে যাইতেছিলেন। এই অর্থাভাবে এই ইতিহাদের অদৃষ্ঠ স্থপ্রসম হয়, গোরাচাঁদ গাড়ী হাকাইয়া যাইতে পারিলে আমরা সঙ্গে যাইতে পারিলে আমরা সঙ্গে যাইতে পারিলে মামরা প্রবিক নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার, এবং গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন।

যাহাদের মানসক্ষেত্রের পরিসর অল্ল, এরূপ ক্ষুদ্র প্রাণ মনুষ্যুগণ উল্লাসে উন্মন্ত হইলেন না; তাই গোরাচাদ বিরাট পুরুষ, উন্মন্ত হইলেন না; তাই গলিয়া অন্তরের তরঙ্গ বিক্ষোভে তিনি যে একটুকুও বিচলিত হন নাই, এমন বলিতে পারি না। প্রাকৃতিক বলের সংঘর্ষ একেবারে পরিহার্য্য নহে, ভুকম্পে ভূধরও টলিয়া যায়। স্কুরাং গোরাচাদ চলিতে চলিতে এক একবার দণ্ডায়মান হইবেন, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গভঙ্গী সমেত সবলে দক্ষিণ হস্তের সঞ্চালন, বামকরতলে দক্ষিণ করমুন্তি সশক্ষে প্রহার করিবেন, ইহা আশ্রেটা নহে। এক পাশ্বিত্তী পাদপদা হইতে অণ্ণর দিকের পাদপন্থায়, আবার এধার হইতে ওধার,—বার বার গোরাচাঁদ এপ্রকার করিয়া চলিতেছিলেন, ভাছাও আমি অস্বীকার করি না, অন্তির মতিতে পদ বিক্ষেপ অন্তির ইহা ছিল, তাহাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহার কারণ ছিল।

সভাতে গোরাচাঁদ কৃতকার্য্য সিদ্ধকাম হইয়া-ছেন, সভার নির্দ্ধারিত প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া বস্তুমতী আর আপত্তি করিতে পারিবে না সহজেই পুরুষত্ব লাভে দম্মত হইবে, দম্গ্র নারীকুল বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া দেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, ইহা চাপিয়া त्राथिवात व्यानम नटर। अथन, धरे त्रीत्रवत कथा. এই আনদের কথা দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইবে বটে, কিন্তু অদ্য রাত্তিতেই "বঙ্গ মশালে" এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইতে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, গোরাচাঁদ ইতস্তত করিতেছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে দর্পগতি অবলম্বন করিতে इटेग्राहिल, कार्ड कार्ड मार्य मार्य शमिक्या माँछा-ইতে হইতেছিল। গোরাচাঁদ একবার ভাবেন "বঙ্গ মশালের" বাড়ী যাই অমনি রাস্তার ডান ধারে উপ-স্থিত: আবার মনে করেন, "বঙ্গ মশাল" হয় ত এত-कन प्रभारेशाएक. अगिन माँ जो मांथा काँ लाहिशा চিন্তা; তথনি স্থির করেন আত্মগোরব পরমূথে ব্যক্ত হইলেই ভাল, সঙ্গে দঙ্গে বেগে রাস্তার বাঁ ধারে আদিয়া পঁড়েন; ক্ষণে আবার যুগপৎ সমস্ত ভাবের

সমাবেশ হয়, তথন এক পা তুলিতে এক পা পড়িয়া যায়, তুপা আগে হাঁটিতে এক পা পাছে সরিয়া যায়, যেখানকার দৈই খানে পা থাকিতে দেহ-প্রতিমা তুই বার বামে, তুই বার দক্ষিণে হেলিয়া যায়। ফলত গোরাচাঁদের সেই আপাত দৃশ্যমান অস্থিরতার কারণ ছিল, ইহা আমি দেখাইলাম। সে কারণ "বঙ্গ মশাল"। "বঙ্গ মশাল" যে বঙ্গ দেশীয় বঙ্গভাষা বিরচিত, বঙ্গোন্মতির কেন্দ্রীভূত "জগদিখ্যাত" সাপ্তাহিক সংবাদ পত্ত, এ কথা যে না জানে, মহারাজা, রাজা এবং রায় বাহাত্রের তালিকা হইতে তাহার নাম খারিজ করিয়া দেওয়াই উচিত। আবশ্যক হইলে "বঙ্গ মশাল" সম্বন্ধে অন্য কথা পশ্চাৎ।

উপরে বলা হইয়াছে—র্থা কথা আমি বলি না—রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছিল। এক জন পাহারাওয়ালা একটা আলোক স্তম্ভে নির্ভর করিয়া মুদিত নয়নে ভাবনা করিতেছিল যে, ব্রজবাদিনী গোপীগণের ভাও ভাঙ্গিয়া নবনী চুরি করিয়া কিষণজ্ঞী বড় উত্তক্ত করিতেছেন, যশোদামাইর খাতিরে কেহ কিছু বলিত না, আর তেমন হুঁদিয়ার পাহারাওয়ালা জ দে আমলে ছিল না। এখন এই 'কম্পানির' মূলুকে আমার সাম্নে পড়িলে কিষণজী যেই ননীর ভাঁড় হইতে হাতটী তুলিতেন, অমনি খপ্ করিয়া—ভগবৎ ধ্যানময় পাহারাওয়ালা সত্য সত্যই দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে, দৈবের বিচিত্র সমাবেশ,

গোরাচাঁদের দেহথানি দেই হাতথানির প্রান্তদেশে উপস্থিত! স্থতরাং সংস্পর্শ : ফল, উভয়েরই ধ্যান-ভঙ্গ। একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ নির্দেশ করিতে বড বড দার্শনিকগণ সমর্থ হন নাই ম্বতরাং কিষণদ্ধী ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা কেন যে "শশুরা" বলিয়া উঠিল, আমি কেমন করিয়া জানিব, কিন্তু বলিল—"শশুরা"। গোরাচাঁদও "বঙ্গ মশাল" ভাবিতেছিলেন সহসা বলিয়া উঠিলেন-"ক্যা হ্যায়"। চিত্তর্ত্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই নাটকের উৎপত্তি, শব্দের উপর শব্দ পড়িলেই গোলযোগের উৎপত্তি; এ কি না নৈস্গিক নিয়ম, তাই এ স্থলেও ইহার কার্য্য হইল। পাহারাওয়ালা পুর্বের কেবল শহরা বলিয়াছিল, এখন বলিল—"শশুরা, বাউরা, মাতোয়ারা"। অগতা। গোরাচাঁদের মুথে "বও" অর্থাৎ সরিয়া যাও ধ্বনিত হইল। পাহারাওয়ালা পুনরপি বলিল "চলো থানা পর" এবং সর্বাঙ্গ চঞ্চল করিল। গোরাচাঁদও ইংরেজী ভাষায় উত্তর দিয়া সর্ব্যাঙ্গ অধিকতর সঞ্চালন করিলেন। ফল হইন উভয়ের বেগে গমন, অগ্রে গোরাচাঁদ, পশ্চাৎ পাহা-রাওয়ালা; ক্রমে রীতিমত নরদৌড়, সঙ্গে সঙ্গে শর্ক— "পাকড়ো চোর—মাতোয়ারা" ইত্যাদি।

দৌড় ! দৌড় ! দিরপরাধ পরহিতপরায়ণ গোরাচাঁদ জানেন না যে কেন দৌড়িতেছেন, তথাপি দৌড় ! সাহস নাই এমন নয়,—এত রাত্রিতে সভা সংগ্রহ, সভা হহতে একাকী প্রত্যাগ্যন, ভীরু লোকে পারে না। শরীরে বল নাই এমন নয়.—জুরের উচ্ছিষ্ট শীহাগর্ভ বস্বাদী সহজে এত বেগবান হইতে পারে না, তবু দোড়। জাম বশত দোড়। পাহারাওয়ালা দোড়িতেছে, দেও ভ্রমবশত দোড়। সংসারে কয়জ্ঞন ফিরিয়া দেখে ? সংসারের গতিকই এই।

ইহাঁরা দোড়ন, কিন্তু পাঠকপাঠিকা এখন নিতান্তই প্রস্তকারের কাতে। এখন আমি মারিলে মারিতে পারি. রাখিলে রাখিতে পারি: এখন একমাতে আমার দয়ার উপরে নির্ভর। এই জন্যই গ্রন্থকারের এত সম্মান লোকে গ্রন্থকারদের এত ভয় করে। নিত্র নিতা দেখিতে পাও না দক্ষিণা দিয়া হাসি হাসি মুখে গ্রন্থকারের করকর্বলিত হুইয়া কত সুশীল স্থাবাধ পাঠক শেষে কান্দিয়াও নিস্তার পান না ? অতি কোমল শ্যায় সবলে শোয়াইয়া দিলেও যাহার অস্থি-ভঙ্গের সম্ভাবনা এমন কোমলপ্রাণা, পাঠকের ভাল-বাসার ধন, নায়িকাকেও উত্ত গিরিশুম্বে তুলিয়া এই ফেলি, এই ফোল করিয়া গ্রন্থকার ছাড়িয়া দেন; বহু অঞ্পাত, বহুতর বিচ্ছেদ, বহুতর সুঃখ ভুঞাইয়া আশার স্থ্যপ্রান্ত সংস্পর্শ করাইয়া বীর ধীর শান্ত নায়-ককেও গ্রন্থকার ভদ্রাসনের খিড়কির বাঁধা ঘাটের নিম্নে অতল সাগর তলে নিমজ্জমান রাখিয়া ভদ্র লোকের মত স্বিয়া দাঁডান। গ্রন্থকারের এই রীতি। এক্টেয়ার আছে বলিয়াই এই কার্দানি। আমিও ত গ্রন্থকার।

গোরাচাঁদ অনস্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া অনস্তকাল পর্যান্ত পাহারাওয়ালা তাভিত হইয়া দেড়িতে পারেন; মৃহুর্ত্ত মধ্যে পাহারাওয়ালার করাল কবলে জ্বলিত হইতে পারেন; অথবা বিপদ-প্রশান্তমহাসাগরে সন্তরণ লীলা দেখাইয়া পাঠকের অলক্ষিতে, পাঠিকার অত্কিতে বেলা ভূমিতে পদাপণ করিয়া হাস্য রাশি বিকীর্ণ করিতে পারেন। পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজি হইলে ত ং সেই হন্যই বলিয়াছি পাঠক পাঠিকার মরণ বাঁচন প্রন্থক ভারেই হাতে।

এখন আপনাদের ধৈষ্য পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একবার বিশ্রাম লভিব: আপনার, ভাবিতে থাকুন।

দিশাহার।।

"ভূমি কার কে ভোমাব, কারে বলো রে আপন ?"

নবৰিধানের সেন মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা কলা ঘাইতেছে। "সাধারণী" একবার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিশ

"আমি তার, সে আমার,
তারে বলিরে আপন।"
সর্বনামে "সাধারণী" সভোঘ হয়; পঞানদের **হইবে কৈন ? তা**ই এ কথাটা তোকা গেল।

তুমি গড়িয়াছ গিজ্জা, নাম রাখিয়াছ মান্দর, দাঁড়াও পুল্পিটে, বলিয়া থাকো দেটা বেল; যাভগ্রীফের নাম গাইয়া তুমি পালরি ভুলাইয়াড; হরিনাম সঙ্কী-র্তনে তুমি পথের পথিক ভুলাইয়াড; থোল করতাল, ডোর কৌপীনে তুমি গোঁড়া গোস্বামীর চক্ষে ধূলি দিয়াছ; আবার শভা ঘণ্টা হুলুপ্রনি দিয়া নববিধানের ধ্বজদণ্ডের বরণ করাইয়া তুমি হিন্দু কুলবধূর মন মোহত করিয়াছ! বালাজী! বলো দেখি, ইহার মধ্যে তুমি কার. আর তোমারই বা কে?

তোমার চক্ষে সোণাব চশমা, চুলে বাঁকা টেড়ী, পরণে গেরুয়া; পদাকুটার-অট্টালিকায় বাস করিয়া ভূমি সম্মাসা; স্থা-পরিবাধে বেপ্তিত থাকিয়া ভূমি বৈরাগী; কন্যার জন্য সৎপাত্রের ভাবনা ভাবিয়া ভূমি যোগ সাধনে নিময়; রেলের গাড়ীর গদামোড়া কামরায় ভ্রমণ করিয়া ভূমি দারিদ্র্য ব্রভাবলম্বী;— বাবাজী, সত্য বলিতেছি, ভোমাকে চিনিতে পারিলাম না, সেই জন্য সরলভাবে জিজ্ঞানা করিতেছি, "ভূমি কার, কে তোমার?"

দামাজিক নিয়ম সমূহে যে সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধন জন্য তুমি বিশেষ ব্যপ্ত। জাতিতিল, সম্প্রদায় তেল, অতিশ্য অনিইজনক জানিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য তোমার বিশেষ যত্ন। জিজ্ঞাদা করিতেছি, দেই জন্যই কি পরের মেয়ে জাইবুড় রাথিবার আইন করাইয়া দকাল দ্কাল

আপনার মেয়েকে রাজরাণী করিয়া দিলে ? দেই জনাই কি হিন্দুব ছাত্রিশ জাতির উপর নিজের একটা দল ? আর ঝগড়া করিয়া আরও একটা ভাঙ্গা দল বাড়াইয়া বোঝার উপর শাকে আটি করিয়া, দিলে ? বলো দেখি বাবাজী, তুমি বাস্তবিক কোন্ দলের, আর তোমার আসল মত খানাই বা কি ?

তুমি পৌতলিক, এমন কথা কেহ বলিতে পারে
না; অথচ তোমার মন্ত্র আছে, তাহাতে বাবা
ভগবান, মা ভগবান পৃথক পৃথক আছে; ভগবানের
পদ্ম আঁখি, রাঙা চংগ আছে। তুমি মদলমান,
তাহাও বলিবার যো নাই, তর মকা মদিনায় মহম্মদের
কাছে তোমার তীর্থ ভ্রমণে, গাওয়া টুক্ আছে। তুমি
থ্রীন্টান নও, কিন্তু থ্রীন্ট পুবাণের ব্রত পর্বের অনুষ্ঠানে
তোমার ক্রাটি দেখি না। কত বলিব ? আমি হতভম্ম হইয়াছি, তুমিই আনাকে দিশাহারা করিলে।

তোমাকে চিনিতে পারিলাম না বলিয়া আমার ভয় হইয়াছে। ভয় হইয়াছে বলিয়া একটা অমুরোধ করিতে চাই। স্তলভ সমাচারে দেখিয়াছি ভূমি নব-বিধানে "দীতা উদ্ধার" করিয়াছ, এখন অমুরোধ এই, প্রাচীন বিধানে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, নব-বিধানে যেন লক্ষা কাণ্ডটা আর কবিও না। কথ টা রাখিবৈ গ

আমি কে, আর আমি কার।

[(वकांत (लांतकत (लथा।]

এই প্রশ্ন আপনি উপাপন করিয়াছেন। বে হেতু মৌন সম্প্রতি লক্ষণ; আমি উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। বিলরক্ষবিহারী মহাপুরুষ ভ্রমানৈত্যেরা দৈত্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখেই প্রকট হইটা থাকেন, কিন্তু অদ্য স্বয়ং মহাপুরুষই কথা কহিতেছেন।

আমি কার? এই প্রনের দংকিপ্ত উত্তর এই; আমি সকলকার। আমার মনে বিকার নাই, ভাই কেহ কেহ আমাকে মির্ফিকার ব'লেন। ব্রেজেন্দ্র নন্দন গোকুল-বিহারীর মত আমি দখি দখা, পিতা মাতা দকলকার। আমি দগা মজুমদারের দারী ভাতা, কোকিল বিহারীর হত্তের ছড়ি, কন্যা রাজনারীর পর্ম হিত্রারী এবং কোমল কুটিরবাদিনা গৃহিণীর জীবনবারি। আমি কাঙ্গাল এবং ধনীক, মূর্খ এবং জোনীর। আমার চক্ষে শেও কালো সমান, শিকাশির জাব্দণ এবং শাশ্রু এধর মূদল-লান আমার উভয় হুল্য। কি উচ্চ কুচরাজ, কি আমা পুকুরের অক্ষায়ন্দিরের মস্তক, কি কলমীর কুটি-রের প্রাচীর, আর কি ঘানিটোলার গাছবর, আমার চক্ষে ইতরবিশেষ শূতা। বিশুদ্ধ পেত ফটিক রচিত ময়নাবরণ মধ্য দিয়া আমি সকলি শ্বেত নিশ্মল দেখিয়া धाकि।

আমি কে? আমি কে? আমি সব। আমি চন্দ্র,
আমি পাপবৈদ্য। আমি ধর্মধজী—ধর্ম যুদ্ধে দেনা
নায়ক, আমি মহাদেন। আমি নিদানে; আমি মোক
যুক্তি প্রদানে; কেবল কন্যা সম্প্রদানে, শালপ্রাম
দেখিয়া একণে নববিধানে প্রবৃত হইয়াছি।

আমি হুন্দর গোরাপ। বঙ্গে কত রঙ্গ করিলাম তাহার শীমা নাই। আমি নোগার চক্ষে দর্যাদা-সহধর্মিনীর অত্যে রাস র্লিক এবং জামাতার অত্যে রাজ সচিব। আ্মায় সকলে একচকে দেখেনা। ভাবুক ভেদে আমার অনেক রূপ। কেহ আমাকে কুরু-ক্ষেত্রের ক্রফের মত চতুর মনে করেন। সার চিত্ শ্রীবাসের তুল্য প্রশন্ত তিনি আমাকে গ্রমতারণ জ্ঞান করেন। কথাই আছে "মতি কি মন" জগতাতলে যত মাথা তত মত – কাজেই আমার সম্বন্ধে নানাবিধ कथा छेठिया थाता किछ आमि आर्श त्यहे, आमि পরেও দেই, আমি কিছু আর এই নয়। আমি मिन्दर, मधनीत, ममजीत अवः ल्लादक महन। আমি খোল করতালে, খঞ্জনী এব হার্নোনিয়ামে। আমি আর কত বলিব, আমিই কলিকাতায়, আমিই শিমলায়, আমিই নুঙ্গেরে, আমিই গাজিপুরে, আমি সর্বত সর্বব্যামী এবং ছেলে বুড়ো সকলের অন্তর্যামী।

কলিকাতার সিঁছুরে পটী আমার আদ্যুলীলার ছল। শেতামধাম হুদুর সিঞ্লার তামসতীরে আমার মধ্যলীলা হয়। আর শেষ লীলা এইক্ষণ শিবদহ সন্নিকট—ললিত গৃহে।

আমার প্রথম লীলার পারিষদ ছারকানাথ হত দেবেন্দ্র দেব। দিতীয় লীলার পারিষদ অনেক। দেশী এবং বিদেশী—তন্মধ্যে সাহেব জনসারই অতি প্রধান ছিলেন। আর এই শেষ লীলায় ত্রৈলোক্য শুদ্ধ অনেক বয়স্য এবং শিষ্য।

পূর্ব্বে আমি বক্তা হইয়া বায়ু দারা জীবের ধন্মায়ুর
মঙ্গল সাধিতাম। এক্ষণে বায়ু ছাড়িয়া অন্যতর ভূত,
জলের আশ্রয় লইয়া তদ্ধারাই শান্তির কার্য্য সাধন
করিতেছি। মন্তকই কুলকুগুলিনীর বাসস্থল, তাই
লোকের মন্তকে জলসেচনা আরম্ভ করিয়াছি; আর
যেমন চিকিৎসকেরা এলোপেথি ছাড়িয়া হুমোপেথী
এবং হাইড্রোপেথী ধরিয়াছে, আমিও তেমনি আলার
রোগ সম্বন্ধে জলসেক জলপড়া অবলম্বন করিয়াছি।
জাহাজে ইংরেজ এসে গঙ্গাজলকে অপবিত্র কবায়,
আমি আমার পবিত্র কুটীরের পুক্রিণার জলের আশ্রয়
লইয়াছি। দেখা যাগ, এই ধর্ম হাইড্রোপেথিতে কত
দূর কার্য্য হয়।

यान!

"প্রাণ অতি তুচ্ছ গণি, প্রাণাধিক মান।" হে রাম! এমন কুশিকাও কি আর আছে। এমন ভ্রমপূর্ণ কথাও লোকে উপদেশ হলে বলে। কোথায় অমূল্য, অতুল্য, পরম যত্নের, পরম সমাদরের প্রাণ—আর কোথায় ছেঁড়া ন্যাকড়া মান! ছি ছি! প্রাণের কাছে, ধনের কাছে, মানের কথা কি তুলিতে আছে?

বেমন গামছা ধুতি, ছড়ি ছাতি, তেমনি মান;—
দাম দিলেই পথে ঘাটে, হাটে মাঠে যত চাই, ততই
পাই। তাই যে খুব দরে চড়া, দাম কড়া, তাহাও
নয়; টাকা কড়ি ত কথাই নাই, একটু ভাণের বদলেই
মান পাওয়া যাইতে পারে। "আপনার মান পাপনার
টাই"—কেবল যার যত্ন নাই, সাধ নাই, ইচ্ছা
নাই, তারই মান নাই। নহিলে মানের জন্য আবার
ভাবনা?

হারাধন মান হারাইয়াছে, আর হারাধনের মুখ দেখাইবার যো নাই;—হয়, ইহা দার্থপর শঠের কথা, নয়, বুদ্ধিনীন ঘটের কথা; যাহারই হউক, ভদ্রলাকের অগ্রাহ্য, শুনিবার যোগ্যই নহে। কিছু পাইয়া, কিয়াকিছু পাইবার আশায় য়িদ হারাধন এই অকিঞিৎকর মান ছ দিনের তরে হারাইয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা এমন কি হইল ? আজি মান গিয়াছে, আবার কাল্মান হইবে; তবে আর মুখ দেখান বন্ধ হইতে গেলকেন ? জুতার স্থতলা হারাইলে ত কেহ বলে না য়ে, না ভাই তুমি স্থতলা হারাইয়াছ, তোমার আর লোকের সম্মুথে বাহির হওয়া উচিত হয় না। হথ-তলার অভাবে তব্ব পায়ে লাগে। আর, মানের

অভাবে ?—কৈ আহারেরও ব্যাঘাত নাই, নিক্রারও বিল্ল নাই।

শঠের কথা বলিতেছিলাম, আর নিপট নির্কোধের कथा विलट्डिलाम। हेशांबा वरल, मान श्रात मव পেল। খাটি জানিবে, বুদ্ধি শুদ্ধি থাকিতেও যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, (দ বড় সহজ লোক নয়; হয় দে মানের দালাল, খরিদদার যুটিলেই তাহার লাভ; নয় ত সে কোন্ দালালের হাতে পড়িয়া আপনি ঠকিয়া এখন বারেন্দ্রগিরি ধরিয়াছে; তোমাকেও ঠকাইয়া আপনার পর্যায়ে বদাইবার—ভুক্তভোগী করিবার— চেন্টান্ন আছে। তাই বলিতেছি, ইহারা স্বার্থপর শঠ, ইহাদের কথায় ভুলিও না, ঠকের কাছে ঠকিও না। যাহাতে মানের দর বাড়ে. মানের কদর বাড়ে. তাই कताहे हेहारमत बुद्धि वावमा। आह, निर्त्वारधत कथा ছাডিয়া দাও, ইহারা কবির দলের দিন মজুরির দোয়ার, গান বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রাণপণে ১েচাইয়া দিলেই ইহারা বাহাছুরি মনে করে। ডার্বিন বলিলেন-বান-রের বংশেই ক্রমে মানুষ হয়; নির্বোধের দল ধুয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল-এ কথাই ঠিক, আমরা দেখি-য়াছি আমাদের সাক্ষাৎ বাবা বানর ছিলেন। তাই বলিতেছি, নির্বোধের কথা ছাড়িয়া নাও। তাহা-मिगदक यादा धतादेश मित्त, छाहादे छाहाता धतित्व। এই এত কাল কেহ বলে নাই, আমি আজি নৃতন ৰলিতেছি-মান নিতান্ত অপদাৰ্থ সামগ্ৰী; দেখিও

আভাদ পাইবা মাত্র কাকের পালের কলরবের * মত এখন ঐ রবই শুনিতে পাইবে—মান অতি অপদার্থ দামগ্রী।

करल भार्येत कार्ष्ट मावधान । कि ताजवारत कि কারাগারে, ইহারা সর্বত্তেই আছে: দেই পঞ্মের উপর গলা চডাইয়া ডাকিতেছে—চাই মা—ন. বড মান, খুব মান সন্মান। ডাকুক, তায় ভুলিও না, তোমার দর্ববন্দ কডিয়া লইবার ফিকির। তমঃস্তক লিখিয়া তোমার কাছে কেহ কর্জ্জ করিতে আসিলে তোমাকে "মহামহিম জলজীযক্ত-সম্বোধন করে: তুমি তথন মনে করিতেছ সে ব্যক্তির অপমান, আর তোমার দন্মান, উভয়েরই দামা নাই: কিন্ত তোমার লাভ-কাগন্ধ, তাহার-টাকা। বল দেখি কে ঠিকিল ? বল দেখি, মান ভাল, না অপমান ভাল ? তাই বলিতেছি যে, যে টাকা কয়টি রাখিয়া দিতে পারিলে, তোমার সংবৎসরের অন চিত্তা কমিথে মান কিনিতে যেন তাহা হাত ছাডা করিও না, ব্ঝিলে ত ? তোপ মারিলেও—না! আপনি বাঁচিলে হাজার তোপ! সেই রূপ আঁথর দিয়া বলিলেও ভুলিও না : কীর্ত্তন গাইবার সময়ে আখির দেয়, মন ভুলাইবার জন্য; তাহা ত

কাক ওল। কি গক যে কাকের পাল বলা হ**ইল ? আমাদের** মোটা রসিকের ভাষার বাধুনী . নেমন, আয়শাজ্পের পাথনীটা তেমন নয়। পঞ্চানল।

कान ? जाभात कथा ना श्विनित्न जारशत काँपिटक इहेरव।

মান যে কত স্থলভ, মান যে আপনার হাতে, সেটা একটু দেখাইয়া দিই ; নহিলে ভোমার জনয় সম হইবে না। চেয়ে চিত্তে একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, ফর্দা জামা, আর ভূত্য শ্রামা—সঙ্গে করিয়া যেখানে যাইবে, দেই থানেই তোমার মান; তুমি আপনার আপনি বাবু বলিলে বাবু বাহাতুর বলিলে বাহাতুর, রাজা বলিলে রাজা; তাহাতে তোমার অন্য বাবুগিরি চাই না, কাজে বাহাছবি চাই না, সতিযুকার প্রজার পুরী চাই না। চাই কি. ভাল মালুষকে ভেড়া করিয়া ভূমি দশ টাকা নগদও হস্তগত করিতে পার। আবার, সেই টাকাতে কত ইয়ার, কত ডিয়ার লইয়া কত বালাখানায় টপ্পা গেয়ে, কি পথের খানায় ধাকা থেয়ে কত কারখানাই তুমি করিতে পার। তুমি জঘন্য নগণ্য জীব, তবু সকলেই তোমার নাম করিবে, শেও ত মান। আর যদি সে সময়ে সম্মান নাই হইল, তাহাতেই বা কি ? তোমার নেশা ছটিলে চোথ ফুটিলে, দেখিতে পাইবে, তুমি যে ছিলে দেই ; মোদা জামাটা যেন সদ্য পাটভাঙ্গা হয়। ধোপাকে ভার দিও, সে চুটী পয়সায় তোমার সঙ্গ দোষ, চরিত্র দোষ, নকল দোষ ধুইয়া দিয়া দিয়া তোমার পুরা**তন** মান ইস্তিরির জোরে খাডা করিয়া নিবে: তোমার সেই নিখুত নিভাঁজ নিশাল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি

হাঁকাইয়া, চোথ রাঙ্গাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আদিলে চাব্কে দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান ত ধোপার হাতে; আর ধোপা ত ছু পয়দার চাকর! মানের জন্য আবার ভাবনা?

বাঙ্গালা দেশে কেই ইতিহাস লেখেনা, কেই ইতিহাস পড়েও না। সেটার প্রতি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? আমি বোধ করি, এ বড় প্রবৃদ্ধির বন্দো-বস্ত। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে; কাজ কি বাবু সে কথায় ? এখন, এই উপস্থিত মুহুর্ত্তে আমার যদি গাড়ি যড়ি, তেইন ঘড়ি, হুইপ্ছড়ি, চশমা দাড়ি সমস্তই থাকে, তাহা ১ইলে কাল্ আমার কি ছিল, আমিই বা কে ছিলাম—সে গোজ খবরে দরকার কি গ বাস্তবিক দরকার কিছুই নাই; আর দরকার যাহাতে নাই বাঙ্গালীও তাহাতে নাই। বাঙ্গালীত অজ্ঞান নয়। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ষরাং"—যে জাতির ইন্ট মন্ত্র সে কি কথনও অজ্ঞান হয় ?

বাস্তবিক মানের জন্য ভাবিতে নাই। মান তোমা-রও নয়, মান অমাবও নয়; মান যায়ও না; ফল কথা মান মানীর, যখন যাহার মানে দরকার, তখনই তার মান! মানের দঙ্গে যখন চিরস্তনের বাঁধা সম্বন্ধ কাহা-রই নাই, তখন মানের জন্য প্রাণ দেওয়া, ধন দেওয়া, দূরে থাকুক, এমন যে ফিকিকার জিনিশ ফাঁকি, তাহাও সকল সময়ে দিতে নাই। কালে ভানে ফাঁকি দিয়া কি ছুটা মিছা কহিয়া যদি মান পাওয়া যায় ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐবস্!

ঠাকুরদাদার কাহিনী।

এক থাকেন রাজা, তিনি থান থাজা, বাদ করেন আমড়ার বাগনে। কোটা বালাখানা, বাগ বাগিচা, দীঘা পুন্ধরিণী, হাতী ঘোড়া, গাড়া পাল্লা, লোক লক্ষর—এ দব যে কত তা বলিয়া ওঠা যায় না। রাজার ভাণ্ডার, কুবেরের ভাণ্ডার। ফল কথা, ভূ-ভারতে এমন রাজা আর ছিল না।

রাজা বয়সে যেমন নবীন, জ্ঞানে তেমনি প্রাণীণ ।
রাজা হইলেই তার যেমন স্থা স্থা সুই রাণীণাকিতেই
হয়, এ রাজার তা ছিল না;—এক রাজপাটে এক
পাটরাণী। এখন রাজরাণী হওয়া না কি খুব জোর
কপালের কথা, তোমার আমার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে
না, এই ভেবে রাজা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।
পারিষদ্ধ এক দিন বিকাল বেলায় দেখে যে, ফুলবাগানের পদা পুকুরের পাথরবাঁধা ঘাটে ধরাদনে
বিদিয়া, গালে হাত দিয়া, বিমর্বভাবে রাজা মৌনী
হইয়া রহিয়াছেন।

পারিষদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পারিষদ, চুপি চুপি পা টিওে টিপে পেছুন দিক দিয়া রাজার দ্মীপবন্ধী হইয়া চুপ্ করিয়া তুই হাতে রাজার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। রাজা তখন এক মনে ভাবিতেছিলেন, আঁৎকে উঠি-লেন; পারিষদ তব্ চক্ষু ছাড়িল না। কাজে কাজেই রাজাকে পাবিষদের হাতে হাত বুলাইয়া দেখিতে হইল, লোকটা কে গ হাত বুলান শেষ করিয়া, একটু রাজ-হাসি হাসিয়া রাজা বলিলেন—ঠাওরাইতে পারিলাম না।

তথন দেই হাতের মালিক ফিক্ কবিযা একট্ হাসি ছাড়িয়া দিঘা, রাজার সম্মথে দাড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল—বনি, মহারাজ, একা বসে এত ভাবনাটা হচ্ছিল কিসের ?

চোখ ধবাতে বাজার ভাবনা গিয়াছিল, এই কথায় আবার সেই ভাবনা ফিরিয়া আসিল, পাজা বলিলেন— প্রিয় সংখ! ভাবি কি নাধে? ভাবনা আসিয়া পড়ে, তজ্জন্যই ভাবিতে হয়। পরের দুখে ভাবিতেছি।

পারিষদ এতক্ষণ গন্তার ভাবে রাজার বাক্য সকল প্রবণ কুহরে প্রবেশ করাইতেছিল, ফুরাইলে পর, উচ্চ হাদ্য দম্বরণ করিতে পারিল না, অপিচ বলিল—মহারাজা দদাগরা দপ্তবীপা পৃথিবার রাজা আপনি, আপনার আবার ভাবনা ? ধনাগারে ফাক নাই, হীরা মণি মাণিক্যে পরিপূর্ণ; শরীরে ফাক নাই, রূপযৌবন পরিচ্ছদাদিতে শোভা উছলিয়া পড়িতেছে, গীত বাদ্য মাংদ মদ্য দমস্ত বয়দ্য কিছুরই অভাব নাই। আমি ভাবিতেছি, ভাবনা কোন পথ দিয়া কোথায় প্রবেশ করে ? না মহারাজ, আজ অন্য কোন নিগৃত কণা

আছে, আমাকে বলিবেন না, সেই জন্য এই সকল ওজর করিতেছেন।

পারিষদের এই শ্লেষসূচক বাক্য পরস্পরা শ্রবণ মাত্র, রাজা অতিমাত্র ক্ষুগ্ন হইয়া থিম চিত্তে উত্তর করি-লেন—প্রিয় বয়স্য, তোমার নিকট আমার গোপনীয় কি আছে? তুমি আমাকে অবিশাস করিয়া অবিচার করিতেছ। সত্য সভাই আমি পরের তুংখ ভাবিয়া কাত্র হইয়াছি।

উভয়ে মন্ত্রণা গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা একে একে হুঃথ জানাইতে লাগিলেন, পারিষদ যথাক্রমে তাহার প্রতিবিধান ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল।

বিস্তীর্ণ রমণীকুল মধ্যে একজন মাত্র রাজরাণী হইতে পাবে, অন্যের সেই সৌভাগ্য সম্ভবে না। ইহাই রাজার এক নম্বর পরত্রহা।

মীমাংশা আতি সহজ। পারিষদ বলিল--মহারাজ, এ ছঃথের নিবারণ ত আপনারই হস্তে রহিয়াছে। বাক্য এবং ব্যবহারে আপনি ঘোষণা করুন যে, যাহার রাজরাণী হইবার সাধ আছে, আপনি তাহারই মনো-বাঞ্চা পূর্ণ করিতে সক্ষল্ল করিয়াছেন; আপনার পাট-রাণীর প্রতি একাগ্রতা পরিত্যাগ করুন; তাহা হইলে সোভাগ্য-কামিনা রমণী মাজকেই রাণী নির্কিশেষে আশন ভূষণ সম্প্রদান করিয়া পরত্বঃথ নির্দন এবং আত্মা ভাষনা বিদর্জন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সংশয় দেখি না। শাধু! বয়য়য়, য়াধু, বলয়া মহারাজ প্রিয় বয়য়য়র করমদন এবং শিরশ্চুখন করিলেন। এত সহজে এক চিন্তার পার পাইয়া, আর এক চিন্তার উলয়য়ণ করিলন! বলিলেন—বয়য়য়, য়য়য়র প্রজাবর্গ য়িত দরিদ্র, কোনও প্রকারে যৎকিঞ্ছিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া জীবন যাত্রা নির্কাহ করে; কিন্তু তাহাদের চরিত্র বড় দৃষিত, গণিকা এবং মদিরাতে তাহাদের ধনক্ষয় হয় এবং তাহারা সপরিবারে কন্ট পায়; ইহার উপায় কি

এই দ্বিতীয় দফার দুঃখও অকিঞ্ছিকর ; পারিষদ প্রস্তাব করিল—মহারাজ, এ জন্য চিন্তা কি ? ব্রুমা-তের এই দ্বিতীয় দফার গ্রঃখও অকিঞ্ছিকর : পারিষদ প্রস্তাব করিল-মহারাজ এ জন্য চিন্তা কি ? ব্রন্ধা-ভের বারবিলাদিনীগণকে আপনি আশ্রয় প্রদান করুন; প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্তালে তাহাদিগকে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন পূর্বক নিশাশেনে বিদায় করিয়া দিউন: তাহাদের জীবিকা জন্য রতি ব্যবস্থা করিয়া দিউন; এবং তাহাদের মনোভঙ্গ নিবারণ জন্য রাজপ্রাদাদে ন্তরাচ্ছত্র সংস্থাপন করিয়া দিউন। মহারাজ, এ প্রকার নিয়ম হইলে শৌভিকের ব্যবসায় বিলুপ্ত হইবে না, অথচ নিশাকর ও নিশাচর প্রজাবর্গের ধন-রুদ্ধি ও ধর্মোয়তি হইবে, আপনি ধর্ম্যাক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবেন এবং আপনার যশোরাশি দিগন্ত পরি-याथ रहेशा धत्रनी मखदल विरंचाधिक रहेरल थाकिर्य.

বমের শব্দের ন্যায় দূর দূরান্তরে আপনার নামের শব্দ শোনা ঘাইবে।

তথন রাজার মনে তিন নম্বরের চিন্তা উদ্রিক্ত হইল। যে পশুতিত, যে বিদ্বান তাহার সম্মান সকল রাজ্যে সকল রাজাই করিয়া আদিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যা পূর্ববিজনাজ্জিত পুণার ফল। এমন অবস্থায় মুর্থ বর্ববিরগণকে মুণা করা, তাহাদের সহ্বাস বর্জন করা অতি নিষ্ঠারের ধন্ম। বয়স্তা, কি বলো ?

পারিষদ তৎক্ষণাৎ এ প্রশের সারোদ্ধার করিয়া দিল। যোড হস্তে বলিল—মহারাজ, আমিও ঐ কথা অনেক দিন ধরিয়া মনের মধ্যে তোলপাড করিয়া আসিতেছি। আনাদিগকে স্থান দিয়া এ প্রশের মীমাংসার পথ আপনি অনেকটা পরিকার করিয়া রাথিয়াছেন বটে কিন্তু তবু এত দিন মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে আমার সাহাদ হয় নাই। আজ যাই আপনি উত্থাপন করিলেন, এখন আর কোরকাপ না রাখিয়াই সব বলিয়া কেলিব। পণ্ডিত আর ভদ্র বেটারাই এত কাল আদর বত্ত্বের একচেটে করিয়া ছিল; সেই বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে ঐ কথাই শুনিয়া আসি-তেছি। কিন্তু মহারাজ, আপনি বথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন—বিদ্যা আর সভাতা ত্তরুতির ফলেই হয়। মতরাং মুর্থদিগকে দেবতায় মারিয়াছে বলা উচিত, তাহার উপর মায়ুবে মারিলে মড়ার উপর খাড়ার ঘা হয়। মহারাজ আপনি নিয়ম করুন, যে যার পেটে

কালির দাগ আছে, তাহাকে রাজভবনের ত্রিসীমার মধ্যে আদিতে দেওয়া হইবে না,তাহা হইলেই বিধাতার যন্ত্রণাটা ছার থাকিবে না; হেদে থেলে দকল লোকেই আপনার জয়জয়কার করিবে। বাস্তৃধিক মহারাজ লোকের চরিত্র শোধনের যে উপায় করা হইয়াছে, তাহার পর ভদ্রলোককে এ দিকে ঘেঁনিতে দিলে, আবার নাকে তাই হ'বে, লাভের মধ্যে স্থানটা ভালো। নে যথার্থ ভদ্রলোক, দে সহজেই এ মুথো হবে না! আর যে নামে ভদ্র, ভার সম্বাদ্ধ অদ্ধচন্দ্র বিধান হই-লেই সমস্ত নির্ভয় নিঃসংশয়।

রাজা বলিলেন—বয়স্তা, স্থানর কথাই বলিয়াছ। কিন্তু লোকের সভাব আমি বিশেষ অবগত নহি, তাই একটা আশক্ষা হইতেছে, আমার নামে বম্ ফুটিবে তং

পারিষদ নিবেদন করিল—মহারক্স বলেন কি?
বন্ ত বন্ আপনার নামে তোপের শব্দ হইবে,
লোকের কাণ ঝালা পালা হইবে. তুট পড়শীর বাস্তভিটায় ঘুঘু চরিবে, চারি দিকে হুলস্থল পড়িয়া
ঘাইবে। মহারাজ আপনি রাজা, শাস্ত্রে বলে—

"মৃহতী দেবতা রাজা নর রূপেণ ভিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ কি না রাজা ত মাত্র নয়, দেবতা;
দংসারে কেবল লীলাথেলা করিতেই আসা। তা
আমি বুক ঠুকিয়া বলিতেছি, আপনার লীলার কেহ
অত পাইবে না।

তারপর এই নিয়মে রাজ। ঘরকন্না কর্ত্তে লাগলেন, অতএব সামার কথাটী ফুরুল, নোটে গাছটী ইত্যাদি।

ন্ত্ৰী স্বাধীনতা।

কামিনী স্থলবী বস্থ বিকাল বেলায় আফিস হইতে বাসায় আদিলেন। বৈঠকখানার বারাণ্ডায় এক খানা চেয়ারে পা ঝোলাইয়া বসিলেন। তামাম সাজা ছিল, মেনকা খানসামানী আলবোলার নলটা কামিনী বস্তর হাতে তুলিয়া দিল; তিনি মৃত্যুন্দ ভাবে টানিতে লাগিলেন। এ দিকে মেনকা সেই অবসরে জুতা সোড়াটী, মোজা যোড়াটী খুলিয়া লইল, চটী জুতা পরাইয়া দিল, গাউনের বন্ধ ছন্দ খুলিয়া দিল, দিয়া শাড়ী খানি হাতে করিয়া সমস্ত্রমে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তামামাকের আশ মিটিলে, কামিনী স্তব্দরী বস্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শাড়ী থানি মেনকা বাড়াইয়া দিল, তিনি গাউন ছাড়িয়া শাড়া পরিলেন। অন্দরের এক ছোঁড়া চাকর সেই সময়ে সম্মুখের উঠান দিয়া পুকুরের ঘাটে একটা গেলাস গুইতে ঘাইতেছিল, কামিনী স্থন্দরীকে দেখিয়া কোচার আঁচলটা মাথায় টানিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই মুখ হাত ধুইয়া কামিনী হুন্দরী বহু জন্দরে প্রশেশ করিলেন। কামিনী হুন্দরীর যংসামান্য বাহির-ফটকা রোগ ছিল। তা থাকুক কিন্তু পরিবারের প্রতি তাঁহার অযত্ন ছিল,না। আফি-সের ফেরত রোজকারের টাকার অধিকাংশই বাটীর ভিতর গিয়া দিতেন, আর সেই সময়ে ছটা থোসগল্ল করিয়া দিবসের অবসাদ নন্ট এবং অন্ধাঙ্গের মন তুষ্ট করিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ তাহাতেই আফ্লাদে অধীর।

কামিনী স্থলরীর পরিবার একছারা, গৌরবর্ণ,
দিব্য ফুটফুটে ছোকরাটী। তাঁছার স্থলর ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ রেথাঙ্কের অবস্থা ছাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও লতাইয়া পড়ে নাই, ছরিতালের কল্যাণে গালপাট্টা প্রকট হইতে পারে নাই, মাথার আলবাট কাটা টেড়ি কোচার কাপড়ে অন্ধারত। পরিবারের নাম ভৈরব দাদ, কিন্তু কামিনী স্থলরা আদর করিয়া তাছাকে ভ্রী বলিয়া ডাকেন। ভ্রা,—কামিনী স্থলরী বস্তুর দিতীয় পঞ্চের সংসার।

্ছিতীয় পক্ষের পরিবার সচরাচর যেমন প্রবল হয়, মুখর হয়, প্রগল্ভ হয়, ভৈরব দেরপে নহেন। কামিনী স্থলরী বস্তর প্রথম পক্ষের এক কন্যা আছেন, কিন্তু ভৈরবের ব্যবহারে দেটী যে দপতীর কন্যা তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—ভৈরব এমনি শান্ত এমনি সংস্থভাব, এমনি সেহময়। এ হেন ভৈরবকে কামিনী স্থলরী বস্থ ভাল বাদিবেন, ইহাতে আশ্চর্যা কি ? অদ্য দশ অঙ্গুলে দশ্টা হীরার আঙ্টী, হাতে চুড়ি, বালা, গলায় চিক, কোমরে সোণার চন্দ্রহার, আরভ (নাম জানি না) কত কি অলস্কার স্থকোমল শরীরের নালা অঙ্গে পরিয়া, জল থাবারের
থালা সন্মুগে সাজাইয়া রাখিয়া ভৈরবী বসিয়া আছেন,
এমন সময়ে কংমিনী স্থলটা হাসিতে হাসিতে সেই
স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসনে বসিয়া কামিনা
স্থলরা বতু বলিলেন—"কি ভগা; আজ যে বড় বাহার
দেখিছি! শরীরটে বাহা দিয়েছি, প্রাণটা কেড়ে নিয়েচ,
এখন কি নেবে?"

ভৈরব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, মৃতু হাস্যে ভুবন
ভুলাইয়া থারে ধারে বলিলেন—প্রাণনাথান! আমার
বাহার ত তোমারই নিমিতে। আমায় যতদিন তুমি
ভালবাসিবে, যতদিন তোমাব অনুগ্রহ থাকিবে তত
দিনই আমার বাহার। এখন সাহস আছে, ভালবাস
তাই এ বাহারও আছে; বারণ কর, আর বাহারও
ক্রিব না।" এই কথা ঘলিতে বলিতে ভৈরবের চকু
যেন ছলছল করিয়া আদিল।

কামিনী স্থলরী তথনও আহারে প্রবৃত্ত হন নাই।
তাড়াতাড়ি ভৈরবের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ছি
ছি ভয়! আমি কি তোমার মনে কন্ত দিতে ও কথা
বল্লুম! রোজ রোজ এমন সাজগোজ দেখি না, সেই
জন্যেই রহস্য করে' একটা কথা বল্লুম! তুমি আমার
উপর রাগ কর্লে?"

পড়ার সোহাগে কোন সাধ পতির মন না গলিয়া

যায় ? ভৈরব পরিছাদের স্বর অবলম্বন করিয়া বলি-লেন—"তোমার মন বুঝিগাব জন্য অমন করিলাম, তাহাও বুঝিলে না! আজ ওবাড়ীর দুঁাদা একবার দেখা কর্তে চেয়েচেন, তাই মনে করেচি গে ভূমি যদি বল তবে একবার তাঁব সঙ্গে দেখাটা করে আসি"।

काशिमी छन्मती वछत देखा नग्न (य अमन ममर्य ভৈরব কোথাও যান। তিনি ভৈরবকে ভালবাদিতেন ষ্টে, কিন্তু সে ভালবাদায় ঈধ্যা ছিল না এমন কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। ভৈনবের কথার উত্তর না দিয়া কামিনী স্তব্দবী বস্তু বলিলেন—"ভোমাদের तोर्यव अनुविधे। वेच श्रांत्राल रहार्य गारुह। रम मिन भन्मािक नार्मित नाष्ट्री निमञ्जल शिर्म कि छन। छनि हिने ना কর্ল / মানার গুন্চি দে মেচোবাজাবের জীবন-কুষ্ণের বাড়াও যাতায়াত অ'রম্ব করেছে, কেউ কেউ বলে তাকে বাঁধা বেখেচে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।" অদ্য সন্ধ্যাব পর জাবনক্ষের বাড়ীতে कामिनी छन्मती वछ धवर ठाहात है शातिनी एमत (य মজলিদু হইবার কথা আছে, ভৈববকে তাহা আর বলিলেন না। হয় ত. পাছে ভৈরব আপন দাদার মুখে কিছু ইঙ্গিত পায়, সে ভয়েও তিনিও কথা চাপিয়া গেলেন।

তাহাতে কিন্তু ভৈরব দাস বুঝিলেন মা। দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একটু প্রীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, কামিনী স্থন্দরী বস্তর মনে সর্বাছিল; কেন, বলা যায় না, কিন্তু আজ সেই সর্বাদদেহে পরিণত হইল। ভাল করিয়া জল খাওয়াও হইল না, একটা বিশেষ কায আছে বলিয়া ওজর করিয়া কামিনী স্থনরী বস্থ তাড়াতাড়ি বাহির বাটীতে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আদিবার সময় ভৈরবের জল ধারা ভৈরবের কপোলদেশ অভিষিক্ত করিতেছে দেখিয়া আদিলেন; তাহাতে চিত্ত আরও উদ্যান্ত হইল।

পাঠ প্রকোষ্ঠে বসিয়া কামিনী ফুল্বরী বহু অনেক চিন্তা করিতে লালিলেন; কিন্তু চিন্তার অবদান না হইয়া বাহুলাই হইতে লাগিল। তখন দেই থানসামানী ম্যানকাকে ডাকিলেন। ম্যানকা মনের গতি জানিত, স্থবাপূর্ণ ডিকাণ্টার, গেলাদ, জল, বরফ দম্মুখে রাখিয়া দিয়া কথাটী না কহিয়া, আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তুই লোকে বলে, মদ আনিবার সময়ে মেনকা এক গণ্ডুম আপন গলায় না দিয়া আনিত না, এবং গল্পের আশলাতেই কথা কহিত না। কিন্তু দে তুইট লোকের কথা। দে কালে পুরুষেরা স্বাধীন ছিল, তখন বাবুদের খানশামারও ঐ অপবাদ শুনা যাইত।

ছুই গেলাস মদ ক্রমে ক্রমে কামিনীস্থলরী বস্তর উদরে পড়িল, তাহার পর নিজ গুণে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া জুই গেলাসই তাঁহার মাথায় গিয়া উঠিল। ভথন কামিনীস্মারী বহু কয়েক বার দীর্ঘাদ ছাড়িয়া, ভাহার পর দস্তে দস্ত ঘর্ষণ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে "জীবন কৃষ্ণ নাচে ভাল" এই কথা কয়টা অদ্ধিকটুট স্বরে ভাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

চল পাঠিকে! কামিনীস্ক্রী বস্তর সঙ্গে সংজ্ঞ আমুরাও যাই—(উচ্ছনে ?)

চিঠির মুদবিদা

[সেকেলে উকীলদের একটা খ্যাতি ছিল, এখনও অনেক জায়গায় আছে যে, তাঁহারা মুসবিদা করিতে অদ্বিতীয়। হাল ধরণের উকীলগণ হাত পা নাড়িতে ভাল, নজীর দেখাইতে ভাল, কিন্তু বিদ্যা ঐ পর্যান্ত; মুসবিদার ত তাঁহারা যম।

পঞ্চানন্দ সেকেলে। অগত্যা যাবদীয় সংবাদপত্ত ও প্রবন্ধপত্তের সম্পাদকবর্গের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইগ্না, অনেক দিন ধরিয়া একখানি পত্তের মুসবিদা করিতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য কিছুকাল তদীয় দরজা রুদ্ধ ছিল, তোমরা তাঁহার প্রীচরণ-রাজি সন্দর্শন করিতে পাও নাই।

পত্রথানি এখন প্রস্তুত। প্রত্যেক পত্রসম্পাদক সমীপে প্রেরণ ক্রিতে হইলে বহু ব্যয়, বিলম্ব এবং বিভ্রমান সম্ভাবনা। তাই, নিম্নে মুদ্রান্ধিত ক্রিয়া দেওয়া যাইতোছ। আবশকে অংশ সম্পূর্ণ করিলে ই কাজে লাগিবে।]

'মহামহিম মহিমার্ণব

শ্রীলন্ডীযুক্ত (নাম, এবং পুচ্ছ থাকিলে পুচ্ছের পরিচয় বসাইতে হইবে) মহোদয়

> অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বরাবরেয়ু।

সযোড়হস্ত সকাতয় সবিনর নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ।
পরং মহাশয়ের মহারাজোয়তি (অথবা রাজোয়তি,
রায়োয়তি, বাহায়রোয়তি, অভাবে বাবৢয়তি. যেখানে
যেমন বসাইতে হয়) নিয়ত শ্রীশ্রীগবর্ণমেণ্ট সমীপে
প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে এ দেশের এবং এ দাসের
ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল জানিবেন।

মহাশয় অনুগ্ৰহ পূৰ্ব্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিষাছেন, তাহাতে বীণাপাণি বাগদেবী নিতান্ত উপকৃত এবং চিরচরিতার্থ হই-য়াছেন, ইহা বলাই বাহ্ন্য। যে হেডু ভবদীয় লেখা পড়া শিক্ষা শুদ্ধ বদান্যতা মাত্র।

কাজে কাজেই মহোদয়ের নামের জ্যোতিঃ ভূমণ্ড-লের উত্তর মহাকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ মহাকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, দেশের তমোরাশি অপস্ত হইয়াছে। এখন সূর্যাদেব থাকিলেও চলে, না পাকিলেও চলে। আপনার সন্বন্ধে অত্যক্তি অসম্ভব। বানরকে নাই দিলে মাথার উপর চড়ে। আমাতি সেই দশা ঘটিয়াছে।

বিলাদ ভোগই আপনার উপযুক্ত কার্য। তাহা বিদর্জন দিয়াছেন দেখিয়া ভবদীয় শ্রীঅক্ষর সংযুক্ত পত্র (প্রাপ্তে বা অপ্রাপ্তে) মূচবুদ্ধি অসমদাহদী স্বার্থান্ধ আমি সাহস বাঁধিয়া [বঙ্গদর্শন বা বান্ধব, সাধারণী বা দঞ্জীবনী এইগানে বদাইবে] লইয়া মহাশয়ের দারস্থ হইয়াছি। আপনার অদীম কূপা, অসাধারণ দহিন্তা, দেই জন্য আপনি আমাকে দার্দ্ধচন্দ্রে বিভাঙ্তি করেন নাই; অপিচ কথনও কথনও অতি স্কুল্ভ অবসর পাইলে মোড়ক খুলিয়া, মলাট তুলিয়া অভান্তরে শুভ দৃষ্টি পর্যান্ত করিয়া থাকেন। এ আনন্দ প্রকাশ করি কাহার কাছে? এ গৌরব বোঝে কে?

ফলে আপনি এবস্প্রকারে আমার যে উপকার
করিয়াছেন, তাহা জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া শতমুখেও
ব্যক্ত করা যায় না। এই দঙ্গে যদি আর একটু
উপকার করেন—লুকের আশার নাকি সীমা নাই,
তাই বলিতেছি—আরও একটু উপকার যদি করেন,
তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহে ঋণদাগরে আমি
-একেবারে তলাইয়া যাইতে পারি।

পাপিন্ঠ কাগজ বিক্রেতা অত্যন্ত অর্থলোভী; মহা-শয়ের মন যোগাইবার অভিদন্ধিতে, দেই কাগজে ভব- দীয় গুণ গরিমার বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের নিকট কাগজ লইয়া থাকি। কিন্তু এমন মহাত্রতের গোরৰ তাহার বোঝে না. তাহারা দর্বদা পেটের দায়েই অস্থির, 'হা অন্ন হা অন্ন করিয়া আমাকে বিব্রক্ত করিয়া তোলে: তাহাতে একমনে মহোদয়ের গুণ চিস্তনের ব্যাঘাত হয়। বিধন্মী পাষ্ত দপ্তরি কাটিয়া চাঁটিয়া, বান্ধিয়া যুড়িয়া ভবদীয় অনুগ্ৰহ লাভে জন্ম সার্থক না করিয়া বেজন চায়। মহাশয়েরই পদদেবার জন্য শোষক রাজা ডাক হরকরাগিরি ব্রতাবলম্বন করিয়াছে অথচ টিকেট বিক্রয় ছলে শোষকতা ছাডিবে मा। आत कमा कतित्व विविद्या त्कलि. छेनत नारम আমার যে এক শক্র আছে, দেও মহাশয়ের কাজে বাধা দিয়া থাকে। বক্তৃতা করিয়া হউক, সভা করিয়া হউক, বিলাতে ভগ্নত পাঠাইয়া হউক কিম্বা "পারিলে-মন্দে" দরখান্ত করিয়াই হউচ, যে কোনও প্রকারে এই ছুফ मञ्जूमायुर भामन यनि कतिया निष्ठ शार्त्रन. তাহা হইলে মহাতুতবের নিকট "বিনি মূলে" চির-বিক্রীত হইয়া থাকি।

বাস্তবিক শপথ করিয়া বলিতেছি এই অন্যায় অন্তরায়গুলি না থাকিলে আমার [অমুক] পত্র প্রকাশ করিতে তিলমাত্র নিয়ম ব্যত্যয় হয় না; এবং আপনার অক্তিম সাহিত্যাকুরাগ এবং স্বদেশবাৎসল্য অপ্রতি-হতভাবে লীলা করিতে পাইয়া জগৎ সংসাহকে তোল-পাড় করিয়া তুলিতে পারে। বক্তা, পভা ইত্যাদি বি য়ে ধদি আপনার
নিতান্তই অমত হয়, তাহা হইলে ভদ্রলোকের মত
দামটা কেলিয়া দিলেও চলিতে পারে। তাহাতে
আমার ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচাশয়তা প্রকাশ
পাইবে স্বীকার করি, কিন্তু আপনার দোয় কি? না
হয় মনে করিবেন, এ কাগজখানাও সাহেব চানিত
ইংরেজী কাগজ, অথবা এ টাকা কয়টা সাহেব চাহিত
সংকর্মের চাঁদা, কিন্তা শুড়া খাতার দেনা কিন্তা
ইত্যাদি। আমনাব "ইত্যাদি" অনন্ত, আমি কি
তত জানি, না প্রকাশ করিতেই পারি!

শীহাশয়ের কুশনেই এখানকার কুশল। অধিক লিপি বাহুল্য। নিবেদন ইতি।

> দাদখ**ৎ** [নাম বদাও] অধ্যক্ষ [বা কাৰ্য্যনিৰ্ক্তা**হক**]

বিদেশভান্ত যুবকের পত্র।*

প্রিয় মহাশয়,

যাহারা বিদেশে গিয়া থাকে বঙ্গীয় সমাজে তাহা-দের নানা কলক্ষ রটনা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমা-

^{*} আশক্ষিত প্রান্তি নিবসনার্থ জ্ঞাপন কবা যাইতেছে বে এন্তলে স্লোক্ত কর্মের ক্রেড ভ্রমণ বোধবা ইতি। প্রকানক্ষ।

দের অর্থাৎ বিবৃশি দর্শনকারী যুবকগণের অপেক্ষা স্থানেশের মঙ্গল কামনা কে অধিক করিয়া থাকে ? তবে যে আপনার্ট্রের সহিত আমাদের আচার ব্যবহার মেলে না দে মহাশয়দের ছুর্ভাগ্য। এ বিষয়ে অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা ক্রমে আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব। ভরদা করি, আপনার ইহাতে উপকার হইবে।

আমার স্মরণ হইতেছে যে, এক বংসরের কিছু বেশী হইবে আমি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়া-ছিলাম। কিন্তু স্থের বিষয় এই যে, এ পর্যান্ত আমি বাঙ্গালা ভাষা ভূলিয়া যাই নাই। কলতঃ এ দেশের লোকের আচার ব্যবহার এ প্রকার অদুত যে তাহা দেখিয়া আমি বিশ্বয় সংবরণ করিতে পারি নাই। তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

গত ১লা এপ্রেল যথন আমি জাহাজ হইতে প্রিন্দেক হাটে নামিলাম দেই দিন প্রথমেই এক অপুর্বাক্ত আমার চক্ষের উপর পড়িল। আমার দাজ দর-জাম জাহাজ হইতে নামাইবার জন্য বাহকের প্রয়োজন হইয়াছিল; বলিলে বিশাদ কবিবেন না, কিন্তু দত্য দত্যই কতকগুলা কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য মনুষ্য—পরে জানিয়াছি ইহাদিগকে কুলী বলে—গাঁটী উলঙ্গ হইয়া আমার সন্মুখে উপস্থিত হইল। কেবল ভাহাদের কটী দেশে বোধ হয় তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট অভি মূলিন কাপড় জড়ান রহিয়াছে, হাহার গন্ধ এখনও

পর্যন্ত আমার নাকে ঘুরিতেছে। তাহাদের পায়ে জুতা নাই; গায়ে কাপড় নাই, গাথার টুপি নাই। যাহা হউক, কোনও প্রকারে আমার দ্রণাকে জয় করিয়া তাহাদের সাহায্যে এক ঠিকা গাড়িতে আমার দ্রব্য সামগ্রী সমেৎ আমি অধিষ্ঠিত হইলাম। বিদেশে থাকিতে যে ভদ্রলোকের সহিত আমার পত্র লেখালেরি হইত, তাহার বাসস্থানের গলির নাম এবং নম্বর বিলয়া দিলাম কিন্তু চালক কিছুই বুলিতে পারিল না। কিন্তু চালক কিঞ্জিৎ বিল্লমের প্রতিশোধ স্বরূপ—এদেশে ইহাও এক লক্যু করিবার কথা, অধিকাংশ লোকেই, সম্মান্যোগ্য বর্জন অবশ্যই আছে, বলিসে বড় অনুরক্ত—আমার বন্ধুর বাদীর সম্মুথে আমাকে নামাইয়া দিয়া বাধিত করিল। আমার স্মারক পুস্তকে তাহার নাম লিথিয়া রাথিয়াছি।

বৈদ্ধে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম কিন্তু এত কাল পরে দেখা ইইয়া যে হুখ হইবে মনে করিয়া-ছিলাম তাহার পরিবর্ত্তে বিষম হুঃখ হইল। বন্ধুও সেই কুলীদের ন্যায় উলঙ্গ। তবে ইহার কোমর হইতে পা পর্যান্ত যেমন বেশী ঢাকা তেমনি এ দিকে আবার কাপড় এত সূক্ষা যে হুঃখের কথা কি বলিব, যতক্ষণ বন্ধুর নিকটে ছিলাম, একবারও তাহার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি করিতে পারি নাই। বিড়ম্বনার উপর বিড়-ম্বনা। আমি বন্ধুর সহিত কথা বার্তা কহিতেছি এবং আমার প্রাচের ভাব কোনও প্রকারে অপনীত করি- তেছি, এমন সময় বন্ধুর ছুইটা পুত্র দেইখানে আসিয়া উপস্থিত। বিকটার বয়ংক্রম চারি ও পাঁচ বংশরের মধ্যে, আরএকটার আড়াই বংশর। কিন্তু ভগবান জানেন তাহাদের কাহারও গাত্রে যদি এক আঁদ শৃতো থাকে! অথচ যে পরিমাণ বহুমূল্য ধাতু দ্রব্য তাহাদের শরীরে ছিল তাহাতে আমি বিবেচনা করি যে ইংলণ্ডের কোন এক রুংৎ কোন্টার সমস্ত দরিদ্র লোককে বস্তার্ত করিতে পারা যায়। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, উঠিয়া চলিয়া আদিলাম। স্বদেশীয় স্বজাতি প্রভৃতি কথা উত্তম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্লীলতার উপর, সভ্যতার উপর, আক্রমণ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

বন্দশের ইতিবৃত্ত।

মার্সমান সাহেব লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের যে অংশে বাঙ্গালা লেখে এবং বলে তাহাই বঙ্গ অথবা বঙ্গুদেশ।

এখন আর এ সংজ্ঞায় চলিরার যো নাই। যে বলিতে পারে, সেইংরেজী বলে, কটু কাটব্য বলে, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাণান্তেও বলে না। আর যে বলিতে পারে না, সেত মুখচোরা; তাহার ইহকাল নাই পরকাল নাই, চাকরি যোটে না, ব্যবসা ফলে না, স্কুতরাং তাহার পক্ষে বাঙ্গালা অবাঙ্গালা একই কথা। আর বাঙ্গালা কেছ কেছ লেখে বটে কিন্তু বড় একটা বিকায় না। অতএব মার্স-ম্যান দাহেবের আমল আর নাই, ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইল।

ফলে ইহাতে তাদৃশ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ বাঙ্গালা না থাকিলেও, বাঙ্গালী উচ্ছন্তে গেলেও বঙ্গদেশ থাকিবে। এমত অবস্থায় তাহার ইতিবৃত্ত লেখা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশে একণে যে সকল মনুষ্য বাস করে তাহারা ছুই জাতিতে বিভক্ত; কতক পুরুষ জাতি, কতক স্ত্রী জাতি।

এই পুরুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, রাজ-পুরুষ; দ্বিতীয়, রোজকেরে পুরুষ; তৃতীয়, কাপুরুষ।

যাহারা দণ্ডমুণ্ডকারী, অদিচশ্মধারী, উডেনোদ্যানবিহারী কেটন্যান-সঞ্চারী, বামাজদহকারী তাহারা
বিশিষ্ট রাজপুরুষ! আর, যাহারা অদিতদর্মধারী
হইলেও স্মিতবদন-বিকাশকারী, প্রাপ্ত পদ-কল্যাণে
নরান্তকরূপে কান্টাদন-বিহারী, অধম-জন-মনভীতি
সঞ্চারী, মনোমোহন-গোর-পদ-লেহন-ত্র্থ জন্য সদা
অহস্কারী—তাহারা অবশিক্ট রাজপুরুষ।

থিনি প্রশস্ত রমণীকুল মধ্যে কেবল গৃহিণীতে অনু-রক্ত, গৃহিণীর ভক্ত, জনক-জননী ভ্রাতা-ভগিনীতে বিরক্ত, শ্যালক-শ্যালিকা-বলে-শাক্ত, যিনি বিস্তীর্ণ রাজ-নীতি ক্লেত্রে বিজাতীয় বক্তৃতা প্রসক্ত, দেশ সমেত লোক যজ্জন উত্তাক্ত, শাক চচ্চড়ি পরিবর্তে যিনি গো-মেষ-মহিষ-মটন মুরগীতে আদক্ত, তিনি রোজকেরে পুরুষ।

এই উভয় সম্প্রদায়কে আমরা বারবার নমস্কার করি।

বাকি যাহারা বাজে নিজ্মা লোক চাষ বাস করে, দোকান পদার করে, টেয় দেয়, গালি খায়, তাহারা যেমন কাপুরুষ আমরাও তদ্রা। অতএব ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও। এই গলগ্রহ বহিতে হয় বলিয়াই রোজকেরেরা বাঙ্গালাকে স্বর্গে তুলিতে পারেন না। তমচেৎ এতদিন বঙ্গদেশের স্বর্গপ্রাপ্তি, গয়াকৃত্য পর্যান্ত হইয়া যাইত।

বঙ্গদেশে এখনও ক্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত হয় নাই।
স্কুলারা হাট বাজার করে, সত্য; মহতীরা তীর্থ ভ্রমণ
করেন, সত্য; কিন্তু মেজবউ বাড়ীতে চেয়ারে উপবেশন করিয়া কাব্য রসাস্থাদন করিতে পারেন না,
কোণের বউ গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারেন না,
বিলাসিনী বারে বসিয়া থাকিতে পান না, মিত্র স্বজনের
পাণি-পীড়ন করিতে পারেন না, চটুল চরণে নাচিতে
পান না—তবে আর কোন্ মুথে বলিব স্বাধীনতা
আছে।

वक्र (मर्ग कि कि इम्र।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য হয়, মধ্যে মধ্যে ছর্ভিক্ষ হয়, কালেজে ডাক্তার হয়, বাহিরে হাতুড়ে হয়, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া হয়, বালকের বিবাহ হয়, বালিকার বৈধব্য হয়, কবি হয়, কাব্য হয়, আর মাথা মুগু ইথেই হয়। অন্যান্য বিবরণ দ্বিতীয় চালানের হৈতি পাঠান যাইবে।

ধরম দিংছের নান্থাতাই।

ना-न् थाठा-इ!

ইহকাল আছে, পরকাল—আছে, বেদ—আছে, বাইবেল—আছে, কোরাণ্—আছে, আবেন্তা—আছে। না—ন থাতা—ই!

থোল—আছে, করতাল—আছে, নাড়া—আছে, নাড়ী—আছে, ভেক—আছে, ভিখ্—আছে, ঝোলা— আছে, ঝুলী—আছে, রং—আছে, তামাদা—আছে।

না—ন্ খাতা—ই!

চদমা—আছে, ঝাড়—আছে, লণ্ঠন—আছে, কোট
--আছে, কুটীর—আছে, বালাখানা—আছে, মন্দির—
আছে, দর্পণ—আছে।

না-ন্ খাতা-ই!

এক—আছে, অনেক—আছে, হরি—আছে, চৈতন্য —আছে, ঈশা—আছে, মুদা—আছে, নাচ—আছে, গান—আছে, আদাশ—আছে, স্বপ্ন—আছে।

ना-न् थाठा-इ!

পৌতলিকতা—নাই।

এত্-তত্ত।

প্রেবিত পত্র।

আমি দেখিতেছি যে বঙ্গদেশের এবং বঙ্গুভাষার শ্রীরৃদ্ধি কর্মো আপনি অতিশয় যত্নপর হইয়াছেন। ইহাতে আপনি অবশাই ধন্যবাদাই, কিন্তু কি কি বিষয়ে বিশেষ রূপে মনোযোগ বিধান করা উচিত, তাহার নির্বাচন কবনে আপনার ভ্রম হইতেছে দেখিয়া আমি ছঃখিত হইয়াছি।

রাজনীতি বিষয়ে আপনাব হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; সে কায্যেব ওন্য অনেকগুলি সভা হইয়াছে;
এবং তাহাদেব দাবা প্রচুরেব অতিরিক্ত কার্য্য হইয়াছে
স্বীকার করিতেই হইবে। রাজনীতির আন্দোলন
এক্ষণ বিলাদের বস্তু বলিলেও বনা যায়ন

ধর্মের জন্যেও আব চিন্তার কারণ নাই। বে হারে ধর্মের সংখ্যা এখন বাড়িতেছে, বোধ হয় এরূপ চলিলে, প্রত্যেক ভারতবাদী একটা একটা পৃথক ধর্মের অনুসর্গ করিতে পারিবে; এক জনকে অপ-রের ধর্মের ভাগ চাহিতে হইবে না।

সমাজের কথায় ভদ্রলোকের থাকাই, আমার মতে অকর্ত্তব্য। সমাজে এত বিভিন্ন প্রকার লোক আছে, তাহাদের মধ্যে এত বিভিন্ন প্রথা সকল্প প্রচ- লিত আছে, এবং দেই উপলক্ষে এত জ্বন্য কার্য্য আচরিত হয়, যে, তাহাতে লিপ্ত হইতে গেলে ভদ্রের ভদ্রত্ব রাখা অসম্ভব। তবে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোনও উন্নতির, বিধান করিতে হইলে অবশ্যই কচিৎ কথনও কিছু বলিতে পারেন।

ভাষার এক মাত্র অভাব ভিন্ন অন্য কোনও অংশে থর্বতা পরিলক্ষিত হয় না। দে অভাবের কথা পশ্চাৎ সবিস্থার লিখিতেছি। এই দেখুন, ইতিহাদে যথেষ্ট, বোধ হয় এ মার্শমানের ভারতবর্ষের ইতিহাদের কিছু কম দশ বংরো খানা অনুবাদ, চুন্দুক, প্রশ্নোভর প্রভৃতি আছে। একটু হিদাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে ইংরেজী ভাষায় যত ইতিহাদ আছে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার দশ বারো গুণ বেশী ইতিহাদ হইল।

কাব্যেরত কথাই নাই। কাব্য এখন ছাঁচে ঢালিয়া লাইলেই হয় কিলা কলে প্রস্তুত করিয়া লাইলেও হয়। আদি রসে—প্রেম, প্রণায়ণী, বিরহিণী, নবীন পল্লব, শিশির, নিশির; করুণ রসে—ভারত, জননী, নিদ্রা, সন্তান; বীভৎস রসে—ছাই, ভস্ম; রোদ্র রসে—দাপট, সাপট, মহাভৈরবী, মেঘগর্জ্জন, শ্মশান; বীর রসে—জাগো, উঠো,—ইত্যাদি কয়েকটা কথা মনের আগুনে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া দিলেই কাব্য, স্ক্তরাং এ অংশে কিছু মাত্র অপ্রভল নাই।

উপন্যাদের কল আছে; ই রেজীর মাথা মুপ্ত কলের ভিতর ও জিয়া দিলেই থাদা থাদা উপন্যাদ বাহির হইয়া আং দে।

নাটক আরও প্রচুর; যেখানে দেখিবেন ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক উদ্দেশে সমবেত হইয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিতেছে এবং যে যাহার পারে বুকে ছুরী মারিয়া মরিতেছে, সেইখানে জানিবেন নাটক। দোকানে যেমন মুড়ী মুড়কী, বাঙ্গালায় তেমনি নাটক।

বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই; যে দে পাড়াগাঁয়ের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিবেন ৮। ১০ বৎসরের কচি ভেলেদের
এ সমস্ত কণ্ঠস্থ।

স্তরাং ভাষা বিষয়েও তাদৃশ কফ পাইবার প্রয়ে। জন নাই। এক অভাব আছে যে বলিয়াছি, দে প্রত্নত্ত্ব সম্বন্ধে। প্রাচীন কথা যে সকল লুপ্ত প্রায় হই-য়াছে, তাহার উদ্ধার করাই আবশ্যক, তৎপক্ষে যত্ন করাই মনুষ্যত্ব, ভাহাতে নির্বচ্ছেদে লিপ্ত থাকাই মাহান্যা। আমি এক জন প্রত্তত্ত্বের।

এ সম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ আমার লেখা আছে;
মধ্যে মধ্যে পাঠাইয়া আপনার উপকার করিতে আমি
কুণ্ঠিত নহি। এবার একটা পাঠাই, পত্তস্থ করিয়া
বাধিত ছুইবেন।

পাঁচী ধোপানী।

অশোকের স্তান্তের পূর্বের কি পরে পাঁচী ধোপানীর আবির্ভাব হয়, তৎদম্বন্ধে পণ্ডিতগণে। নত-ভেদ আছে (১)। প্রাদিন্ধ চৈনিক পর্যাটক হোয়েন্থ সাঙের পূর্বের কান্থশচটকা বাদী জিনক্ষিহা (২) যে দময়ে ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন, তৎকালে পাঁচী ধোপানী জীবিত ছিলেন না, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ, জিনক্ষিহার গ্রন্থে তাহার নামের উল্লেখ নাই, দায়ো-দোরদ দেকুলদ্ (৩) এ কথা স্পান্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন (৪)। ইহাতে ছনুমান হয় যে, যীশুগ্রীন্টের জন্মের অন্টাদশ শতান্দী পূর্বেষ কিন্ধা পরে (৫) পাঁচী ধোপানী জীবিত ছিলেন। পণ্ডিতবর বাবরের এই মত (৬)।

⁽⁵⁾ Vide Keith Johnston's Atlas; also, Rámáyana, Vol. V., pp. 49-72, by J. Talboys Wheeler.

⁽R) Vide • Gulliver's Travels, a voyage to the Houy• huhnms, cap, VI, p. 199.

⁽৩) Diod. Sec. fasc. IX leat 320; মহ ভাষ্যম্ শক্ষাচাৰ্য্য প্ৰণীতম্, দশম অধ্যায় ত্ৰয়েবিংশ প্ৰোক।

^{(8) &}quot;Chiomikron charasso datur Jinkriska phaino manon non" &c. leaf 29 passim.

⁽৫) বারাণদান্থ পুন্তক, জাবিডের মূর্ত্তরে স্বামীর কন্তালিখিত পুন্তক, Schlegel কর্তৃক মুক্তিত Greek Recension, Rychouse Plot by Titus Oates—এই দকল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু উল্লিখিত পাঠান্তরের মীমাংদা করিতে পারি নাই; কোনও গ্রন্থে পূর্কাক 'কোথার 'পূর্কা,' কোথার 'পূর্ব,' কোথার 'পূর্ব, কোথাও বা 'পর 'লিখিত আছে।

⁽b) Barber's Ain-i-Akberi; Ass. recherche Vol. 9—19, passim.

প্রকৃতপক্ষে পাঁচী ধোবানী নামে কোনও ব্যক্তি ছিলেন কি না, খ অনেকে সে সংশয় করিয়া থাকেন। বন্ হম্বোল্ডট্, (৭) বলেন যে উক্ত নাম পৌরাণিক-দিগের কল্পিত; মাংস পুরাণে (৮) যদিও পাঁচী ধোবা-নীর নাম পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে পাঁচী ধোবানী স্ত্রীলোক বলিয়া বর্ণিত আছে, অথচ ভারত-বর্ষের প্রধান প্রধান নগরে পাঁচী ধোবানীর নামে এ প্রয়ন্ত স্থানের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত-বর্ষের আচার ব্যবহার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীলোকের নাম এতাদুশ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব বলি-য়াই স্বীকার করিতে হইবে। এতছিন্ন ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ কেহ কখনও অবিবাহিতা থাকিতে পারেন নাই: পাঁচী ধোৰানী বিধৰা স্ত্ৰীলোক বলিয়া অনুমান করিলেও তাহার নাম পাঁচী ধোবান্যা হইত। অদ্যাপি "দেবাা" "দাস্যা" শব্দে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফুডরিকো পেলিতি (৯) এতহুতরে বলেন যে মহাভারতের পূর্ববভীকালে স্ত্রীলোকের যথেষ্ট স্বাধী-নতা ছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবার ভূরি ভূরি কারণ

^{(9) &}quot;Hlafden ver gottzgirjen moller grahferlunzig trmnstöpkter. An Llandder vrost matod utan sulfra och die j phos pohs."—Tandsticker Hohenzollern, p. 99.

⁽৮) " পাঁচা পঞ্চাননা দশার্কী বিংশতে কত্রাং শৈকাংশী " মাংস-পুরাণ, ১০ম পটল, ১০শ স্কুল। অপিচ,—" পঞ্চিকা পঞ্জিলা চৈতা সংধা বামান্ধভাজিকা। গারদা ক্রোঞ্চমালীনে নর্মাদো পিশুবাসিন " ইতি। ঋথেদ, পঞ্চাশন্তম ব্রাহ্মণ।

⁽a) Sezoine Italien Indiciy Frederico Peliti, " E cosa

আছে (১০)। নতুবা "ষৈরিণী" "ষাধান ভর্তুকা" প্রভৃতি শব্দের দার্থকতা হয় না। গাঁচী ধোবানী প্রকৃতপক্ষে একজন মূদলমান ধর্মাবলাম্বনী রমণী, দেই জন্যই তাহার উপাধি পরিবর্ত্তিত হয় নাই; বিশেষতঃ তিনি হিন্দু বিধবা হইলেও 'ধোবানী' শব্দের প্রয়োগ দৃক্টে তদ্বিক্ অনুমান করা দঙ্গত হইতে পারে না। যে হেতু অধ্যাপক মোক্ষ্ মূলর ভট্ট নিঃদন্দিক্ষ রূপে দপ্রমাণ করিয়াছেন যে "মিত্র" উপাধি ত্রাহ্মণদিগের হইতে পারে।

যাহাই হউক পাচী ধোবানী ছিলেন, তিৰিষয়ে সন্দেহ নাই (১১)। তবে তিনি দ্রী কি পুরুষ(১২) তাহা এত দীর্ঘকাল পরে নির্ণয় করা অসম্ভব। অনেক জীবিত পুরুষকে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এ প্রকার স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে

standi vel pruchere chi mon fan tarado e mulatto par cosi suza in &c. pp. 33.7.

^{(5°) (}a) "Cum cogitur nos interprationis Seluce adhuc sunt similibaris tam tandro mutando non alientibur parlos: si dicunt inter rationes suum". Don Giovanni, Ecloga novum. (b) Ass. Res. Bom. 99 MS (c) M. Bardélot: "Une marionette per fenétre j allignolles &.' Œuvres. 7.

⁽১১) শিশুবোধক, গ্রীঅরুণোদর বিশ্বাস এও কোং দারা মুক্তিত ও প্রকাশিক, ৩০: সংখ্যক ভবন, বটডলা। এই ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি মূল্য ১॥• দেড় টাকা মাত্র।

^{. (}১২) "ন ঐ ক্লাকজ্ঞামহতি'—মন্ত, ১৯১০; অপিচ " জিগ্ৰুচরিত্রং পুরুষদ্যু ভাগাং দেবা ন সানস্থি কুতো মন্ত্র্যাঃ"—বিবাদ ভাওব, ৫ অধ্যান, ১৭ প্লোক।

মূণ্ডিতগুদ্দ জ্যে ঠ পিতৃব্যবৎ বোধ হয় (১০।) ফলতঃ পাঁচী ধোবানী ভার বহনক্ষম যোগ্যতর পণ্ডিতগণ এ তর্কের মীমাংশা করিবৈন।

পাঁচী ধোবানীর অন্যান্য বিষয় সময়ান্তরে আলো-চনা করিবার বাসনা রহিল।

প্রীর, রা।

পরিচর এবং প্রার্থনা।

এমন দিন ছিল যে, পঞানন্দ দেবতাদের সঙ্গে আসন পাইয়া, শুদ্ধ চাকুরালা করিয়া, লোকের ঘাড়ে চাপিয়া, সচ্ছন্দে দিনহাপন করিত। তথন হিন্দুয়ানির প্রকোপ ছিল, বুজরুকীর আমল ছিল। স্থতরাং পঞানন্দের তথন স্থথ ছিল। এখন হিন্দুর বড় হুর্দিশা, হিন্দুয়ানির ততোধিক। অগত্যা পঞ্চানন্দ, ঘাড়ে চাপা দ্রে থাকুক, মুরুব্বীহান চাকরির ভিকারীর মত, এখন লোকের দারস্থ। অতএব, হে দয়াময়, তোমরা পাঁচ জন পঞ্চানন্দ পানে, একবার মুখ তুলিয়া চাও।

কি বলিলে?— "পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ভিক্ষা দেওয়াতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই" ?— এই তোমার কথা? মুখে বলিতেছ বটে, কিস্তু তোমার মন একথায় সায় দিবে না। কথাটায় যে

^{(&}gt;) नरकड यादा; Amateur Theatrical Company, dussim.

তর্জ্জমার গন্ধ বাহির হইতেছে; আর একখার বিবেচনা করিয়া বলো, দাতাকর্ণের বংশধর, আতিথি বিমুখ করিও না।

মন নরম হইল না ? পরিশ্রম করিয়া আহার
সঞ্চয় করিতে বলিতেছ ? না হয়, সম্মতই হইলাম ;—
এ বয়দে কি পরিশ্রম করিব, বলো ? ব্যবদা করিতে
পুঁজি চাই, চাকরী করিতে মুক্তকী চাই। পঞ্চানন্দের
ছইয়েরই অভাব। অধিক ন্ত, যেখানে এক পূজা,
দেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা; একটী কর্মা খালি
পাঁচ শ উমেদার; এক ব্যবদা, কাহন দরে ব্যবদাদার।
মুটে মজুরের অভাব নাই—দেশ শুদ্ধ লোকই তাই।
পঞ্চানন্দকে যদি তাহা করিতে বলো, দে ত একই
কথা হইল;—তোমাদের অন্নে হন্তারক হন্ত্যার চেয়ে
তোমরা হাতে তুলিয়া যৎকিঞ্জিৎ দান্ত, দেটা কি ভাল
নয় ?' আর দশটা কুপোষ্য ত তোমার আছে;
জানিবে, পঞ্চানন্দ ও তাহার ভিতর একটা।

বাজে থরচ করো না? গুপ্তিপাড়ার ত্রাহ্মণকেও দে কথা এক বাবু বলিয়াছিলেন। গল্লটা বলি। বাবুর একটা বৈ চফু ছিল না, কিন্তু দেরেস্তাদারি চাকরি করি-তেন বলিয়া টাকা যথেষ্ট। বাবু এক দিন কাছারি হইতে আদিয়া সন্ধ্যার সময় মুথ হাত ধুইতেছেন, এমন সময়ে গুপ্তিপাড়ার সেই ত্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে উপ-ছিত। বাবু কিছু দিতে চান না, ত্রাহ্মণও ছাড়ে না। "আমি বাজে থরচ করি না"—শেষে এই কথা বলিয়া বাবু তাষ্ঠাকে নিরস্ত করিলেন এবং বিদায় করিয় দিলেন। পর দিবদ দকালে ব্রাহ্মণ আবার গিয়া উপ স্থিত, বাবু তথন লেখা পড়া করিতেছেন।

বাবু বলিলেন—"ঠাকুর তুমিত বড় বেহায়া।"

ব্রাক্ষণ উত্তর করিল—"আজে, তা' না ছইলে আপনার কাছে আদ'বো কেন? ভদ্রের কাছেই ভদ্র যায়।"

বাবু কিছু রুফ্ট হইয়া পুনরপি বলিলেন—"কাল্ ভ তোমাকে বলেছি, আমি কিছু দিব না, তবে মিছা জালাতন করো কেন ?"

বাক্ষণ। "আজে দিবেন না, তা জানি; আজ দে জন্যে আসিও নি তবে, আর একটা কথাও নাকি কাল বলেছিলেন; তাই জিজ্ঞাসা কর্'তে এমেছি যে আপনার যদি বাজে থরচ নেই, তবে তুপাটী চস্মা ব্যবহার কর্ছেন কেন?"

বাবু অন্য উত্তর না দিয়া, একটা টাকা প্রাহ্মণকে
দিলেন। পঞ্চানন্দও তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা
করেন যে, বাপের আদ্ধ করো না, অথচ স্বর্গীয় ডিসিল্ক সাহেবের পাথরের ছবির জন্য চাঁদা দাও কেন ?
আর এই যে দিলজান বাইজী সেদিন তোমার বাগান
বাড়ীতে নেচে গেয়ে এতগুলা টাকা লইয়া গেলো—
তুমি সঙ্গীতাদি বিদ্যার অনুরাগী এবং পরিপোষক
তাহা জানি—তবে সে যে এত বেশি পাইল, তাহা
কি দিলজান গায় ভালো, সেই জন্য, নাচে ভালো,

সেই জন্য, নাকি, দিলজান হচ্চে দিলজা ।, সেই জন্য ?
আরও জিজ্ঞাসা করি, সে দিন ম্যাড অরু সাহেবের
বাড়ী তুমি দেখা করিতে গিয়াছিলে, উত্তম; তাহার
পরদিন পেয়াদা খুড়া, আরদালি বাবাজীদের এত ভিড়
তোমার বাড়ী হইয়াছিল কেন? তাহারা ফিরিয়া
যাইবার সময়ে তোমাকে খুব সেলাম আর মান সম্মান
করিয়া গেল কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি সকল গুলাই
ন্যায্য আর বুড়া পঞ্চানন্দ, কেবল সেই কি এত বাজে
খরচের দলে পড়িল?

" পঞ্চানন্দ চায় कि ?"

বাবুর জয় হউক! পঞ্চানন্দ হাতী চায় না, ছোড়া চায় না, চায়,—তোময়া পাঁচ জনে স্থথে থাকো, আনন্দ করো; চায়, পাঁচ জনকে দেখিতে শুনিতে, পাঁচ জনে মিলিয়া মিলিয়া আমোদ আহলাদ করিতে; চায়,—পাঁচ রকম বলতে কহিতে, স্তরাং পাঁচটা কথা সহিতে; চায় দশে পাঁচে দেখা করিতে, পাঁচটা করিয়া টাকা লইতে, চায়,—পাঁচ বাড়া ঘুরিয়া ফিরিয়া, পাঁচটা লোক যাহাতে প্রতিপালন হয়, তাহার উপায় করিতে। তোমরা পাঁচ ইয়ায়, পঞ্চানন্দ জানেন তোমরাই তাহার পাঁচো হাতিয়ার' পঞ্চানন্দের আশা ভরসা বল বুদ্ধি, সকলই তোমরা। তোমাদের জয় হউক।

" পঞ্চানন্দ খায় কি ?"

যৎসামান্য !—পাঁচ জনের মাথা, পাঁচটা গালা-গালি ! তথে। অমনি অমনি থায় না, বদান্ততা আছে ; পাঁচ জনকে না দিয়া থায় না।

পঞ্চানন্দের প্রতি পঞ্চানন্দের উপদেশ।

" যাও উত্তম পুরুষ, সাবধানে যাও। ঐ যে দূরে, বহু দূরে আলোক দেখিতেছ, উহাকে লক্ষ্য করিয়া যাও। পরচিত অন্ধকার, তাহার উপর দিয়া তোমার পথ; বুঝিয়া, বুঝাইয়া চলিবে, কিন্তু লক্ষ্য ভূলিও না, ঐ আলোক সত্য। তোমার শক্ষা নাই।

অন্ধকারে পাদ বিক্ষেপ করিতে হইবে, অতএব সন্তর্পণে চলিবে, অতি কোমল ভাবে পদ সঞ্চালন করিবে, দেখিও তোমার অন্থির পদ দলনে ক্ষুদ্রু কীট যেন বিনই না হয়। সামান্য বাধাকে বিদ্ন মনে করিয়া যথায় তথায় খড়গ উত্তোলন করিও না; যাহা অধম যাহা ভুচ্ছ, যাহাকে ম্না করিলেই পর্যাপ্ত আত্মাবমাননা করা হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিও না। অসমানে যুদ্ধ সজ্জা করিও না, ছুর্বলৈকে দয়া করিও, অজ্ঞানকে শিক্ষা দিও।

নিভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও। তোমার পথে বহু-তর বিভীষিকা আছে; দগুবিধি, মুদ্রণ বিধি, প্রভৃতি, কত মূর্ত্তি ধরিয়া ভাহারা তোমাকে ভীত করিতে, লক্ষ্য জন্ত করিতে চেক্টা করিতে পারে; কিন্ত ভয় নাই।
মহা ব্রত উদ্যাপনের নিমিত্ত, দেবদত মহাত্র তোমার
হত্তে দিয়াছি; বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল
বিল্প বিদ্রিত হইবে। যে পাপী সেই ভয় করে।
তুমি পাপীর শান্তি বিধান করিবে।

তোমার যদি ভ্রম হয়, মার্জ্জনা করিব। জানিয়া শুনিয়া পাপে লিপ্ত হও, পঞ্জেও প্রায়শ্চিত হইবে না।" পঞ্চানন্দ মনোযোগ পূর্ব্তক উপদেশ গ্রহণ করিয়া বলিল—"হুঁ, তা কি আর বল্'তে।"

সঙী প্রসাদের কোণের বউ।

[যিনি ১৫ই বৈশাথের সোমপ্রকাশের দঙ্গে বেরিয়েছেন]
[পাড়া-পড়শীর লেখা]

না মা, হদ করেছে ! তা' না হবেই বা কেন ? দোয়ামির ঐ নাই দেওয়া, ছোঁড়াদের ঐ মাথায় তোলা—যা হবার তাই হচেছ।

সোয়ামিকে দিয়ে সোমপ্রকাশের ছাপার কাগজে কাঁছনি গেয়েছেন। শুন্তে পাই যে মিজে সোমপ্রকাশে কাছনি গেয়েছেন। শুন্তে পাই যে মিজে সোমপ্রকাশে লেখে, দে নাকি বুড়ো। তাই কি ছেলে বুড়ো সমান হ'তে হয়। লজ্জা কর্লে না, বুড়ো মিজে দেখ্লে না, শুন্লে না, তলিয়ে বুঝ্লে না—যে কথাটা কি ? আর ঐ ছোঁড়ার ধোয়ায় ধোয়া ধর্লে ? দত্যি বোন্, দেখে শুনে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাছে।

কোণের বৃদ্ধী । খাবার সময় থেতে পান না, শোবার সমায় শুতে পান না, ছেসে কথা কইতে পান না, তেন্টায় জলরুতি চাইতে পান না !—এমনি ছঃথিনীই বটে, বাছার এমনি কন্টই বটে ! এ দিকে ঢাক বাজিয়ে দেশে দেশে খাশুড়ী ননদের কুচ্ছোটুকু ত গাওয়া আছে ! ভাতারের হাত দে ছঃথের কাহিনী লিখিয়ে পাঠিয়েছেন । ছুঁড়ীদের কি দড়ি কল্পীও যোড়ে না ।

সোয়ামি রোজকেরে, এক শ টাকা মাইনের চাক্রে; তাই বুঝি বুড়ো শাশুড়ীর এত নাঞ্না? পনেরো বছরের ছোঁড়ার বে দিয়ে ন বছরের বাঁছুরী ধরে এনে মানুষ করেছে তার, শান্তিটে হ'ল ভালো। আজ যেনো তোর সোয়ামির টাকার মুথ দেখছে; এত কাল আপনার বুকের উপর দে মই চালিয়ে বিষ্টিকে বিষ্টি, রোদকে রোদ মনে না করে' বুড়ো মাগী যে জলের পোকা মানুষ কোলে. তাও কি বউকে কন্ট দেবার জন্যে ? এখনও যে ছ বেলা উঁকুনে ফুঁ পেড়ে মাগীর চোখ্যাচেছ, ভাতের তোলো নাবিয়ে নাবিয়ে ছাতের ছাল যাচ্ছে, তাও কি বউকে যন্তর্ণা দেবারই জন্যে !--না মা, আর বল্ব না, রুটী বেড়ে বউ, আপনি चरत निरम्न यान, व्यापनि छाका मिरम त्रारथन, रमाम्रामि ঘরে এলে আপনি ঢাকা খুলে দেন, স্বমুখে বদে বদে যতক্ষণ খাওয়া না হয়—ইটি খাও, উটি খাও বলেন, কত গপ্প করেন ;--বউয়ের কন্টের কি দীমে আছে। ननम । हात कथाल (य अभन वर्षे एवत ननमः रहारे

ঘরে থাক্তে হয়, অমন ভাইয়ের গোন হয়ে বেঁচে থাক্তে হয়! কি করে দাধ্যি নেই, দেই—কাচ্চা বাচ্চা ছুটো আছে, কুলীনের ঘরে ভাত পায় না—বাদীর মত থাটে, নাটাইয়ের মত ঘোরে, ছু বেলা ছু মুটো ছাই পাঁশ থেয়ে ভাই-বউয়ের মন যোগাবে মনেকরে। তা' অমন অভাগীর কপালে ভুকি হুখই বা হ'বে কেন ? ও বউয়ের মন কে যোগাবে বলো ?

কোণের বউত কোণেরই বউ! সকাল সংস্থা কোণেই আছেন, আফিল থেকে ঘরে, 'এলেই দোয়ামি আঁচল ধরে' বদে'—আফিশে মককণ — বউ থাক্তে শার্'তে কেন, লেখা পড়া শিখেতে কিনা? বউ চিটি লিখ্'ছেন। শাশুড়া ননদকে কখন মুথ ফুটে কথা কয় বলো গ কথা কইবার ফুর্ডেৎ কৈ, লজ্জা-শীলের বড় কটে! মরে' বাই অমন কর্মশীলেব—কজ্জা-শীলের—বালাই কইয়া মরি!

কোণের বউ গেরস্থর কুটোটি কেটে ছথান করলে যে উপকার হয়, তা কর্বেন না। তাই যদি কেউ বল্লে' ত আগুন লাগ্ল, কেদে কেদে সোয়ামিকে দেখা-বার জন্মে চোখ্ করঞা কর্তে লাগ্লেন, মোমের পুতুল গল্তে লাগলেন। ভেড়াকান্ত ঘরে এলে মা বোন্কে বারী নাথি খাওয়াবেন তার উজ্লা কোতে লাগলেন। কোণের বউয়ের মুখ ফোটে না; না ?

কুকুর হাঁড়ি থেয়েছে, তাই কোণের বউকে বিক্ছে! মরেঁ যাই তা' কি বলতে আ'ছে ? শাশুড়ী

রাধ্তে রাধ্তে জল আন্তে গেছ্'ল ননদ কুট্নো বাঁটনা কর্ছিল, — এমন ফাঁকে কুকুর আদ্বে তা' বউয়ের দোষ কি ? কোণের বউ যে তথন কোণে ছিলেন, নাটক পড়ছিলেন,— তিনি কি তাই ছেড়ে কুকুর তাড়াতে আদ্বেন না কি ? এও কি কথা গা ? এমন সোণার চাঁদ বউ ঘরে এনে শাশুড়ীকে মর্তে হয়, ননদকে বেরিয়ে যেতে হয়!

বউয়ের বড় ছঃখ—নে কারু কাছে ছঃথের কামা
কাঁদ্তেও পায় না; কাঁদলিই বা শোনে কে ? বটে ত!
ভাগ্যি না বল্তেই লিখিয়ে-সোয়ামির প্রাণ,কেঁদে
উঠেছিল, ছাপাওলার বুকে শেল প'ড়েছিল,— সেই
তবু কথাটা বেরুল, নইলে ত এই গুম্রে কায়া চাপাই
থাক্ত!

ও মা যা'ব কোথা! বউ যে গায়ের কাপড় খুল্তে পায় না, একি সামান্যি কথা ? "শান্তিপুরে, কালাপেড়ে কল্মে চুড়িদার" এ সব কাপড় কি বউ গায়ে রাখ্তে পারে ? গেরস্ত ঘরের মেয়ে কত গা চেকে চেকে বেড়াবে' বলো ? তায় আবার বাবু লিখেছেন—যৌবন কাল! সতিয় বোন্ যৌবনেই যদি গায়ের কাপড় না ফেল্তে পেলে, তবে আর এর পর গিন্নী বান্নী হয়ে'. ফেল্লেই কি, আর না ফেল্লেই কি ?

যা হোক্, আর বড় ভাবনা নেই, যখন মাথার কাপড় ফেলে খবরের কাগজ অবধি গ্যাছেন, তখন গায়ের কাপড় ফেল্তেও আর বড় দেরি হবে ন। ইাা গা, অমন ভাগর ডাগর চোথ্, তা' কি এক ফোঁটাও লজ্জা থাকতে নেই ?

শেষ কথাই সার কথা,— স্বাধীন হৈয়ে, দেখে শুনে বে কর্তে হবে। ভালো, স্বাধীন যেন হ'ল, শাশুড়ী ননদ যেন নাই রইল,—তথন পিণ্ডি রেঁধে দেবে কে' ? বউয়ের ছেলে ধর্বে কে ?

শোন বাছা, রাগই করে। আর রোষই করো, আমাদের দিন গ্লুখে হুখে কেটে যাবে, যখন তিন কাল গ্যাছে এক কালে ঠেকেছে, তখন যাবেই যা'বে—
কিন্তু তোমাদের রীত চরিত্তির বড় ভালো বোধ হচ্ছে না। ভোমাদের কণালে হুঃখু মাছে।

পৃধ্বনীয় ঐপিঞানন্দ ঠাকুর

এচরণ সর্ফারুহরাজেষু।—

অবনত মস্তকে, যোড়হন্তে, নিবেদন মিদং

আমার অন্তঃকরণে বিষম এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; তাহার নিরদন করে, মানুষের এমন সাধ্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই; সেই জন্য আপনার কাছে হত্যা দিতে আসিয়াছি।

বহুকাল হইতে শুনিতে পাই যে, মনেক বাঙ্গালীর ছেলে বারেন্টর হইবার জন্য কিন্তা দিবিল হইবার জন্য বিশাত গিয়া থাকেন। আম পাড়াগেঁয়ে লোক, বিশেষ জানি না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক এক জনেরও কিরিয়া খাদা দংবাদ আমি পাই নাই। তাহার পর অঠান্ত উৎক্তিত হইয়া দংগ্রতি আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম। কলিকাতার লোক বড় রহস্য-প্রিয়, ভাল মাত্রর পাড়াগেঁয়ে পাইলে তাহাদের আমোদস্পৃহা বড়ই চাগিয়া উঠে। আমি ইতস্তৃঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে কতকগুলি কলিকাতা-বাদা — আমি প্রথমতঃ তাহাদিগকে ঠকের হাটে ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলাম—আমাকে বলিয়া দিল যে বড় আদালতে যাও, ফেরত বাস্থালী অনেক দেখিতে পাইবে। লুক আশ্বাস সহজেই প্রতারিত হয় ; আমিও প্রতারিত হইলাম।

বড় আদালতে আদিয়া যাহাকে দোখ তাহাকেই ধরিয়া বসি, মহাশয় কি বিলতে গিয়াছিলেন ?—
সকলেই বলে—না। পরিচয় লইয়া বুঝিলাম কৈছ
উকিল, কেহ মোক্তার, কেহ কেরাণাঁ, কেহ আমলা
ইত্যাদি; কিন্তু বাঙ্গালাঁ বারেইর কিন্তা দিবিল একটাও
দেখিলাম না।

হতাশ্বাদ হইয়া, ফুরু চিত্তে ফিরিয়া আদিব মনে
করিতেছি, এমন সময়ে একজন জুয়াচোর—সবই
জুয়াচোর—আমার বিমর্ধ ভাবের কারণ জিজ্ঞানা
করিয়াছিল। এমন আরও পাঁচ সাতজন জিজ্ঞানা
করিল, কিন্তু আমি মামলা করিতে আদি নাই শুনিয়া,
তোহারা দ্বিফ্রিক না করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এ

লোকটা চেহারায় থেন কতই ভদ্রলোক বেটা পাজি পাষ্ড!—এ লোকটা, একটা কালোঁ কোলোঁ, ছোট থাটো, সাহেব আনাকে দেখাইটা দিখা বলিল—ঐ দেখো, বাঙ্গালী বারেইর! সহসা বিশাস হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, হইতেওপারে, আমি পাড়া-গেঁয়ে মানুষ, হয় ত এ সরগ্ৰম আদালতে আসিয়া দিশাহারা হইয়া মানুষ চিনিতে পারিতেছি না।

তথাপি সেই লোকটাকে আর একবার ডিজ্ঞাস।
করিলাম; সে চটিয়া বলিল, তুমি কোণাঞ্চার পাগল!
তোমায় কি আমি মিথাা বলিলাম। একটু অপ্রতিভ
হইলাম, কারণ বৃদ্ধির উপর খোঁটা দিলে সকলকারই
গায়ে লাগে, তাহাতে সে ত একবারে পাগল বলিয়া
কেলিল। লোকটা ত এই বলিয়া স্থানান্তরে গেল।
আমিও, আর অপদস্থ হওয়া উচিত নহে, মনে করিয়া,
সাহসে ভর করিয়া একবারে গিয়া সাহেবের সম্মুখে
উপস্থিত।

বলিলাম, বাবু আপনি কি—? আর বলিতে হইল
না। বাপু রে বাপু! দে রক্ত চক্ষ্যু দে স্ফুরিত মাদারক্ষু, দে কম্পিত ওঠাধর, দে কুঞ্চিত কপাল,—যদি
ইহার এক বর্ণ কখনও ভুলি, তবে গোরক্তা, অক্ষারক্তা।
তাহার পরে, সেই নিপাড়িত দত্ত পংক্তি-বিনিঃস্তল—
'চিপ্র্যাদীএ'—আর ত বুঝিতেই পারি নাই, প্রথম
চোটের কথা, ত্থনও পুরা অচৈতন্য হই নাই, তাই
একট একট মনে আছে—আর দেই মদগন্ধ ব্যালোল

হানয় মর্মা-ছল-।বদারা সার—সাহেবদের গলা কি বজ্ঞা গ্— ভাহার পার যাহাতে তৈতন্য পুনঃ প্রাপ্ত হই-লাম, সেই পলাঙু বাসমাদিত নেড়ের সেই করলাঞ্ছিত, অস্মদ্ গ্রীবার শোভাকারী সেই অদ্ধি চন্দ্র; ইহার বিন্দু বিদর্গ যে ভুলিতে পারে, ভাহার অরপ্রাশনের প্রথম গ্রাদ বিষ্যাক্তিত হউক।

চৈতন্য পুনলাভ করিয়া আমার বিকলীক ত ইন্দিয় আমকে পুনশ্চ আয়ন্ত কবিয়া লইতেভি, এমন সময়ে সেই ধূর্ত্ত আলার আদিয়া উপস্থিত। আমি তথন রাগে আপাদ মন্তক থরথরায়মান, নহিলে কথা কহিয়া তাহাকে চপেটাঘাতই করিতান। কিন্তু হস্ত পদ তথন অবশ, স্থতরাং কি করি, তাঁহাকে বলিলাম, ভালো বাপু ভালো, এখনও এক পোয়া ধর্ম আছে, চলু সূর্য্যের উদয় হয়, তোমার এই কাজটা কি উচিত হইয়াছে? ভালো সাহেব যদি বাঙ্গালাহন, তবে উহার নামটা কিং

বেহায়া অস্তান বদনে বলিল—ছি ছি ভুস্! তবে রে পাষ্ড, এই ভোর বাঙ্গালী!

এই প্রহারের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন সে পলাইয়াছে। একাকী ধৈর্যাবলম্বন করিলাম, বুঝিলাম যে সেও একটু রহস্য করিয়া থাকিবে।— কিন্তু, হউক, এমন রহস্য ও কি করিতে হয় ? কলি-কাতার মাটীকে দশুবং!

ঠাকুর, এক রকম স্থির করিয়াছি যে, কেহ একেরে মা। তথাপি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীর জন্য প্রাণটা না'কি কান্দে, আপনাকে জিজ্ঞাদা করি, কেইই কি ফিরিতে পায় না। ঐ যে ঠাকুরমার কাহিনী গ্রুনিতাম, কোন্ দেশে পুরুষ গেলে ভেড়া করিয়া দিত, এ কি তাই ? দোহাই ঠাকুর, দেবকের আদ্যাশ অবহেলা করিবেন না।

ভ্তাহিভ্তা

শ্রীত্যাকারান দাদত্ত

পিত্র প্রেরক ভ্রমে পতিত ইইয়াছেন। চৈতন্য চরণ দাস মহাশয় যথাপহি বাঙ্গালী এবং যথাপহি বারিষ্টার।]

দেপাড়ার (১) লক্ষ্যী (২) বৈষ্ণবী।

আজি কালি ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিছু বাড়া-বাড়ি; ছড়াছড়ি বলিলেও বলা যায়। পঞ্চানন্দের কাছে পুরাতনের আদর নাই! যাহারা হাল বাবু, পেটরোগা, ভাঁহারাই নৃতনকে ভয় করেন, নবান্ন তাঁহা-দের পেটে সয় না।

এই প্রবন্ধের লেখক প্রাচীন লোক; ইনি বাল্য কালে ঠাকুরদের দিয়া গুই সের নৃতন চাউল উদরস্থ করিতেন, এবং তাহাতে কাতর হওয়া দুরে থাকুক, ক্রুট্টি বোধ করিতেন।

দেই জন্য আদরের সহিত তাহার এই নৃতন প্রণা-দীর নৃতন প্রবন্ধ পঞ্চানন্দ গ্রহণ করিলেন। এ প্রকার

⁽t) দেবপলী-পৃথিবী। (t) ভারতভূমি।

প্রবন্ধের নাম ওপন্যাসিক ইতিহাস। যাহাদের অরুচিকর হইতে, তাহার। ভাক্তার না ভাকিয়া ইহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত না হন—পঞ্চানন্দ।

্রথম পরিচেছদ। লক্ষ্মীর পরিচয়।

লফানী বৈক্ষবা অনেক কালের সানুষ, তবু কিন্তু সক-লের চফে এখনও বুড়া হইল না। লক্ষার বয়সী একটা প্রাণাও দেপাড়ায় নাই, তবু কিন্তু লক্ষা দেখিতে শুনিতে এখনও এমন, যেন বোনও কোনও যোড়শীকে ফেলিয়াও লক্ষার দিকে আপনার আপনি নজর যায়।

এ লক্ষার পরিচয় জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ?
লক্ষা নিজে কাহাকেও আল্ল-পরিচয় বলে না (১);
দেমাক টুকু আছে বলিয়াই মাগি এখনও হেলিয়া
ছুলিয়া চলিয়া যায়। অন্য কেহ হইলে, কি এমন
দেমাক না থাকিলে, এ বয়দে শুশানে তাহার অস্থি
খুজিতে হইত। লক্ষীর পরিচয় ইহার উহার মুখে
শুনা। কথাটা না কি বড়ই কোতুহলের, তাই অনেক
যত্নে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

লক্ষ্মী ভগবান বিশ্বাদের মেয়ে। বিশ্বাদ বহুতর জাতি হইতে পারে, স্থতরাং নানা লোকে নানা জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়; কেছ বলে ভগবান আছে, কেছ

⁽১) ভারতবর্ষে "ইতিহাস" নাই।

বলে নাই। তাহার বাড়া কোথায়, কেহ নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে না।

ভগবানের অনেকগুলি মেয়ে, সবগুলি প্রায় আমা-দের লক্ষার মত; তবে তু চারিজন স্থামির ঘর করি-মাছে, এরূপ শুনিতে পাই। কিন্তু ভগবানের পরিচয় দিতে বদি নাই, তাহার অন্য মেয়েদের দঙ্গেও আমা-দের কথার সম্পর্ক নাই, স্তরা দে দ্ব কথা আর ভুলিয়াও কাজ নাই।

লক্ষ্মী রূপে অভিতাধা; যাহারা রূপ দেখিয়াছে, রূপের বিচার জানে, তাহারাই বলে, লক্ষার মত রূপ কিম্ন্ কালে কাহারও ছিল কি না, আছে কি না, সন্দেহ। বিবাহের আগে লক্ষা বাগের বাড়া হইতে বাহির হন; অনেক সোণা রূপা, আণ মুক্তা লইয়া বাহির হন। বাহিন হইয়া, মে বিভব লইয়া, সে অতুল সৌদর্য্য লইয়া, লক্ষা আমিয়া দেপাড়ায় বাদ কার-লেন; অধিক দিন যাইতে না যাইতে লক্ষা ভেক লইলেন, বৈশ্বং ইলেন।

লক্ষার রূপ ছিল, দেমাক ছিল, থাবার ভাবনা ছিল না। কাজে কাঙ্গেই লক্ষা প্রথম প্রথম অনুগ্রহের সহিত সদাপ্রত বসাইলেন। গোটা কতক বাদর—যে প্রকার শুনা যায়, তাহাতে সে গুলাকে মানুষ বলিতে ইচ্ছা করে না—লক্ষার প্রসাদ-ভোগা হইল। বাদর গুলা খায় দায়, নাচিয়া বেড়ায়; কিন্তু মুক্ত্রী মালা বাদরে চিনিবে কেন ? লক্ষার মানুষ

তাহারা বুঝিল¹ না। পেট ভরিলেই সন্তুষ্ঠ, গুতরাং তাহারা যেমন বাঁদর তেমনই রহিয়া গেল। লক্ষীরও প্রাণ চটিয়া গেল।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত। আজি কালি চরিত্র বলিলে আমরা যাহা বুঝি, সে অংশে লক্ষীর কখনও কোন নিন্দা গ্রানি শোনা যায় নাই। এখন, মিখ্যা কথা না বলিলে যাহার জলগ্রহণ হয় নং, পরের মন্দ না করিলে যাহার দিন র্থা যায়, এমন লোকের কথাতেও চবিত্র দোষের উল্লেখ পাওয়া যায় না ; অথচ এক ব্যক্তি লক্ষ্ণ সৎক্ষা করিয়া, অপরাধের মধ্যে হাসিয়া থেলিয়া বেড়াইলে, স্থান কালের সন্দেহ করিয়া তাছার চরিত্র মন্দ বলা হয়। এখনকার অভি-ধানে দেহ লইয়া চরিত্র, অন্তরালার দঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক নাই। এই চলিত অর্থে বলিয়া রাখিতে চাই,যে লক্ষ্মীর চরিত্র মন্দ বলিয়া কখনও শোনা যায নাই; লক্ষী আমোদ প্রমোদ ভালবাদে, লক্ষীর ভদ্রাভদ্র বিচার নাই, লক্ষ্যা কুলত্যাগিনী, অনুগ্রহ-পাত্তকে লক্ষ্যী সর্বাস্থ দিবে, কিন্তু বাহা হইলে এখন চরিত্রে দোষ দেয়, তাহাতে লক্ষ্যী কথনই নাই। লক্ষ্যী ঐ এক রকমের লোক। যাহা বলিলাম, তাহাতে অনে-কেই লক্ষ্যার দোষ আর দেখিবেন না; কিন্তু আমা-(मद भए लक्ष्मी क्रमहित्वा।

দেপাড়ার পার্শ্ব্রামে অচ্যুক (১) নামে এক বা**লা**ণ

⁽১) **আ**খ্য ৷

তনয় ছিল; অচ্যত দেখিতে দিব্য স্থা, কিন্তু তাহা-দের অবস্থা তত ভাল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। লোকে বলে অচ্যত কেবল হোহো করিয়া গুলিডাগু থেলিয়া বেড়াইত।

অচ্যত এক দিন লক্ষাকে দেখিল; লক্ষাকৈ দেখা, আর লক্ষার কুহকে পড়া, একই কথা। লক্ষারও তথন মন খারাপ হইয়াছিল, আকার ইঙ্গিতে লক্ষা অচ্যতকে প্রসাদ দিবে, এইরপ জানাইল। তুই ইয়ার দঙ্গে অচ্যত লক্ষার বাড়া আদিয়া উপস্থিত। একবার বিনি লক্ষার বাড়া পদার্থন করিলেন, তাহার কিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। অচ্যত রহিয়া গেলেন; তাহার ইয়ার রাম দিং (১) এবং বেণেদের হলা দত্ত (২) ইহারাও রহিয়া গেল।

অচ্যুতের আমোদ আর ধরে না; কৃত্তি দেখে কে? তাহার বিশাস, যে লক্ষীকে ত হস্তগত করিয়াছি, আর আমায় পায় কে? এ বাড়ীর কর্ত্তাই এখন আমি। এই ভাবে মত হইয়া বাড়ীর বাঁদরগুলার উপর অচ্যুত ধ্মধাম আরম্ভ করিল; সেগুলা থাকিলে আমোদের একচেটে হইবে না, বাধো বাধো হইবে, কি ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া অচ্যুত শেষে তাহাদের মারা ধরা আরম্ভ করিল। কেহ কেহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে পলাইয়া গেল; কতকগুলা নিতান্ত

⁽১) ক্ষত্রিয়।

আয়-দাস, লক্ষ্মীর বাড়ীর মায়াও ছাড়িতে পারে না, প্রহারও সহিতে পারে না, কাঁদিয়া গিয়া লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত। পূর্বভাব মনে করিয়া লক্ষ্মীর একটু ছঃখ হইল, একটু দয়াও হইল, অথচ বাঁদরগুলার উপর একটু বিরক্ত ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—"দেখ্ আমি কি করিব ? ভাল মাসুষের ছেলে, ওরা এসেছে, আমি ত আর ওদের কিছু বলিতে পারি না; যদি মিলে মিশে, ওদের হাতে পায়ে ধরিয়া থাকিতে পারিস্থাক্।"

কাণা কুকুর, মাড়ে তুফী; ইহারা তাহাতেই সম্মত।
লক্ষার দৃষ্টিপথেব বাহির না হইতে হইলেই ইহাদের
পর্যাশে লাভ, বিবেচনা কবিষা ইন্টালা অন্যতের পায়ে
পড়িল, অনেক কাকতি নিনতি কবিষা কাঁদিতে
লাগিল। অন্যতে ভাবিষা নিভিয়া দেখিল যে, ইহাদিগকে চাকর করিয়া বাখা মন্দ নম ; খাইতে খাইবে
লক্ষার, খাটিবে আমাদেব। এই ভাবিয়া ইহাদের
সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাহাদিগকে থাকিতে বলিলা।
তাহারাও কুতকুতার্থ হইয়া রহিয়া গেল।

(मशाष्ट्रात्र लक्त्री रिवश्ववी।

দিতীয় পরিচেছদ।

বাঁদর গুলার সলে যখন এই রকম রফা র্ফিয়ৎ

হইয়া গেল, ঘরাও হাঙ্গাম মথন এইপ্রকারে চুকিয়া গেল, তথন অচ্যুত স্থাথের নেশায় ভোর ইইয়া আমো-দের রগড়ে দিন রাত্রি সমান করিয়া তুলিল। অচ্যুত আপনি কিছু করে না; আর ইয়ারদেরও কিছু করিতে দেয় না; দেই পোষ্যানা বাঁদরগুলা শাক পাতা, ফল মূল যাহা আনিয়া দেয়, গোঁফখেজুরের মত তাহাই খায় দায়, আর পড়িয়া থাকে।

লক্ষ্যী দেখিলেন বেগতিক। ভাল মানুষের ছেলে জানিয়া যাহাদিগকে স্থান দিয়াছেন, তাহারা এমন অকর্মা হইয়া পড়িলে, শেষে তাহারাও যে বাঁদর हरेशा गार्रेत. लक्क्वी महरक हे रेश नृक्षिटल পातिस्त्र । বাস্তবিক, নিক্ষা লোক উচ্ছন্নে যাইবার পথে সর্বাদাই যেন বোচকা হাতে করিয়া পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যাখাব হাতে কাজ থাকে, দে নন্ট হইবার অবঁদর পায় না। এই দকল বিবেচনা করিয়া এক দিন আহারাত্তে ক জানুল সকলকে ডাকিয়া বলিলেন— "দৈখ অচ্যুত, তোমাকে আমি বড় ভাল বাদি; কিন্তু তোমার সভাব চরিত্র যে রকম হইয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার মনে ভয় হইতেছে, পাছে তোমার সঙ্গে আমার পোট রাখা না চলে। এমন তর করিলে চলিবে কেন ? আসি তোমাকে পরামর্শ দিই—রামিসিং, इलाम्ख প্রভৃতি দকলকেই পরামর্শ দিতেছি যে. ভোমরা একটু ভদ্ হও, একটু আদৰ, কায়দা শেখ।" এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, লক্ষ্মী আবার

ৰলিল—"আমার বাড়ীতে তোমাদের স্থান দিয়াছি;
যদি এখানে থাকিয়া তোমাদের চৈতন্য না হয়, দশ
জনে তোমাদের হথের কথা না জানিতে পারে, জন্য
বাড়ীর লোকে যদি তোমাদের একটু হিংদাই না করে,
তাহা হইলে আমার নামে কলক্ষ হইবে, আর এখানে
তোমাদের আশ্রেয় দেওয়াই র্থা হইবে। লোফকে
স্থে রাখিতে আমার মত কে জানে ?"

লক্ষ্যার যে বড় দেমাক ছিল, লক্ষ্যা যে কেন এত হেলিয়া ছলিয়া চলিতে ভাল বাসিত, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল। অচ্যুত এবং তাহার সঙ্গারাও বুঝিল; বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে লক্ষ্যাকে জিজ্ঞাসা করিল— "তুমি যাহাতে স্থথে থাক, যাহা করিলে তোমার নাম পসার খুব জারি হয়, তাহা করিতে কবে আমরা কৃতিত হইয়াছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিতে আমরা ত প্রস্তুত আছি। তোমার বাগান ছাড়িয়া দিয়াছ, তোমারই লোক জনে এটা সেটা আনিয়া আমাদের দেয়; আমরা তাই খাই দাই, ঘুমাই। তবে আর আমাদের দোষ কি ?"

লক্ষ্মী একটু অপ্রতিভ হইল, হইয়া বলিল—"ক্ষুগ্ন হইও না, তোমাদের ভালর তরেই আমার বলা। তা এত দিন যাহা করিয়াছ, তাহা আমার অমতে কর নাই, ভালই করিয়াছ; এখন আবার যাহা বলি, তাহাই কর; তাহা হইলেই আমার রাগ হৃঃখু কিছু হইবে না। আমার ইচ্ছা, আমার অনুরোধ ত্ব তোমরা সকলেই বিবাহ কর, সংসারী হও। আর অচ্যুত, তুমি একটু লেখা পড়া শিথিবার জন্য যত্ন কর; রামিসিং বাড়ী ঘর হয়ার দেখুক শুরুক, কর্তৃত্ব করুক, চোর ডাকাইত আসিয়া উপদ্রব করিতে না পারে, সে ভারও গ্রহণ করুক; হলাদত দোকান করিয়া বেচাকেনা আরম্ভ করুক, আর বাকী লোক গুলা আমার বাগানে কাজ কর্ম্ম করুক। ইহাতে তোমার মানের থকাতাও হইবে না; তবে আমি বলিয়া দিতেছি, কোনও বিষয়ে তোমার কথা কেহ অমান্য করিতে পারিবে না, তবে বিষয় আশয়ে খুব নেশা থাকিলে লেখা পড়ার নাকি ব্যাঘাত হয়, সেই জন্যই বাড়ী ঘরের ভারটা তোমার উপর না দিয়া রামিসিংকেই দেওয়া গেল।"

সকলেই সন্তুষ্ট হইল, সকলেই লক্ষ্মীর কথায়
সন্মত হইল, কিন্তু বিবাহ করিতে, দোকান চালাইতে, বাড়ীর ভার লইতে ব্যয় বিধান আবশ্যক; অর্থ
আগদিবে কোথা হইতে, অচ্যুত এই কথা লক্ষ্মীকে
জিজ্ঞাদা করিল। লক্ষ্মী হাদিয়া বলিল—"পাগল,
তোমাদিগকে এখন থাইতে পরিতে দেয় কে? আমি
পরামর্শ দিতেছি; পুঁজিও আমিই দিব। সে জন্য
তোমাদের ভাবিতে হইবে না। যে আমার আপ্রিত,
তাহার আবার অভাব কিদের, ভাবনাই বা কি?"

ক্রমে ক্রমে সকলে বিবাহ করিল। অচ্যুত খুব মন দিয়া দেখা পড়া করিতে লাগিল, রাম সিং বিষয় বিভবের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল, হলাদন্ত ব্যব-সায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল; অন্য সকলে বাগানের অপূর্বে শোভা রুদ্ধি করিল। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লক্ষ্মীর নাম ছুটিল। গরবে লক্ষ্মী মেদিনী কাপাইয়া তুলিল।

যথা সময়ে সকলেরই সন্তান সন্ততি জ্মিল।
লক্ষ্মী ব্যবস্থা করিয়া দিল, ছেলেরা আপন আপন
বাপের ব্যবদা শিথিবে, তাহারই উন্নতি করিতে যত্নবান থাকিবে। বংশধরেরাও তদকুরূপ আচরণ করিতে
লাগিল।

তখন লক্ষ্যার বাড়ীর অপূর্বর প্রী হইল, 'নুতন নৃতন পরম রমণীয় গৃহাদি নির্দ্রিত হইতে লাগিল, অচ্যুতের বংশধরগণ বিদ্যার চৌষটি কলায় পারদর্শিতা লাভ করিল; সংক্ষেপে বলিতে হইলে সকল বিষয়ে লক্ষ্যার বাড়ী দেপাড়ার সর্বত্র আদর্শ বলিয়া গণ্য ইইয়া' উঠিল। ক্রমে অচ্যুত রাম সিং, হলাদত প্রভৃতি সন্তান-দের উপর সকল বিষয়ের ভারাপণি করিয়া, আপনারা আরামকৃঞ্জে গিয়া ভগবৎ চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিল।

মোটা রদিকের প্রবন্ধ।

আপনাকে ভালো বাসা, আপনাকে বড় মনে করা, মাসুষের সভাবসিদ্ধ হ্ইলেও হইতে পারে; কিছু তাই বিশিয়া খোষের ঝী নিজের গরুর ইংকে হুধ বলিলোঁ তাহা যে হুধ না হইয়া জলই হইবে, তাহার কোনও নানে নাই। যাহা সত্য, তাহা তুমি বলিলেও সত্য, না বলিলেও সত্য; তবে কেহ বিচার করিয়া দেখিতে চাহিলে, অবশ্যই তাহার বিচার করিবার অধিকার আছে। এ মুখবন্ধ টুকুর তাৎপর্য্য ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

আমার দৃঢ় বিশাস যে মোটা না হইলে মানুষ
ক্রীনিক হইতে পারে না। যাহারা রোগা, সরু, থিট্
থিটে বা পাতলা, তাহারা হুন্ট হইতে পারে, পাজি
হইতে পারে, মুর্থ হইতে পারে, বড় জোর অহঙ্কারী ও
হইতে পারে, কিন্তু রিনিক—কিছুতেই না। মোটা
লোক দেখিলে, ইহারা ভোঁদা বলে, হাঁদা বলে,
গোবরগণেশ বলে—বলুক; তাহাতে মোটা মানুষের
ব্রীনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের নিজের রিদিকতার
প্রমাণ্ হয় না। আগুন আপনি গরম, যে আগুনের
কাছে যায়, সেও গরম হয়। মোটাদের বেলাও তাই;
মোটা আপনি রিনিক, আর মোটার সংস্পর্শে যে
আইসে সেও তথন রিনিক হইয়া ওঠে। রুনের
আধার মোটা, যে নীরদ সেই শুক্ত।

আনি নিজে কিঞ্ছিৎ মোটা আমার পেটের বেড় পোনে চারি হাতের বেশী নয়; তথাপি আমি রিসক বলিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ, একবারও দেখিলাম না যে আমার দরজী আমার কাপড়ের মাপ নিতে আসিয়া না হাসিয়া ফিরিয়া গেল। বিস্তু আমি রসিক বলিয়াই যে মোটা মানুষ মাত্রেই রসিক, কিন্তা আমি মোটা বলিয়াই যে রসিক লোক হইলেই মোটা হইতে হইবে, তাহা বলিতেছি না। হইতে পারে আমার বৈলায় এটা একটা দৈব সমাবেশ মাত্র, এবং সেই সমাবেশ ক্রম আমার এই স্বজাতি পক্ষপাত জন্মিয়া আমাকে আন্ধ করিয়াছে। কিন্তু যথন ইহার যুক্তি ও কারণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া বাইতেছে, তথন মোটার রসিকত্ব যে প্রাকৃতিক সাধারণ তত্ত্ব এবং স্থল বিশেষের সমাবেশ নহে—ইহা কেমন করিয়া না বলিব ?

সারণ করিয়া দেখো, মোটা লোকে একটা কথা বলে, সহজে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না; তাহার পর মনে করো, বিদ্রাপের শাসন হইতে গুরুতর শাসন নাই, রিসকতার আশস্কা অপেকা বেশী ভয়ানক আশস্কা নাই। এই হই কথা একত্র করিয়া বলো দেখি, কি দাঁড়াইল? মোটা লোকের সন্মান বেশী, আদর বেশী, মর্য্যাদা বেশী, ধন বেশী—কি নয়? ভালো বস্তু, দামী জিনিস হইলেই তাহা একটু তুর্লভ হয়; মোটা মানুষও তুর্লভ, এক স্থান হইতে অন্য হানে মোটা মানুষের আমদানি রপ্তানি করিতেও সময় বেশী চাই, বন্দোবস্ত পাকা গোছের হওয়া চাই। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না, যে মোটা মানুষ দামী, রিসকতা দামী, অতএব মোটা মানুষ রিসকৃং

জল হইতে রদৈর আপেক্ষিক গুরুত্বী আধিক

চপলতা হইতে রিদিকতারও তাই, এবং বাঁদরামি হইতে মনুদ্যত্ব তিবিধ। বাঁদর বেশী মোটা, না মানুষ বেশী মোটা ? আধেয়ের গোরব থাকিলে আধারেরও গোরব জানিতে হইবে, রিদিক মানুষকে মোটা হই-তেই হইবে। সামান্য তৃণে যত দিন রস থাকে, তত-দিন তাহা কাব্যের বস্তু, সৌন্দর্যের আধার ইত্যাদি; তৃণ যথন শুক্ষ, নীরস, লঘু, তথন উপহাসের বস্তু। মোটাই রিদিক।

শুদ্ধ ধারে দকল বস্তু কাটা যায় না, শুধু ভারে দবই কাটা যায়, নিতান্ত পকে থেঁতো করা যায়। যাহার রদ আছে তাহার ভার আছে, রদ আর ভার থাকিলেই মোটা। বৈঞ্বদের প্রস্থে যত রদ, তত আর কোথায়ও নাই; বৈঞ্বদের গোঁদাইরা যেমন মোটা, তেমন মোটাও ভূভারতে নাই। গুদ্ধ রদ আছে বলিয়াই তং রদিকের আর এক নাম রদ্যাহী; আয়তন না থাকিলে দি প্রহণ করা যায়ং বাস্তবিক মোটা না হইলে মোটা রদিক হইতেই পারে না।

চটুল চরণে চুট্কি পরিয়া খেমটাওয়ালী নাচে;
তাহাতে যদি রসিকতা ভরপূর হইজ, তাহা হইলে
মোটা মোটা দর্শককে আদর করিয়া আদরের সম্মুথে
সকলের আগে বসাইয়া দিবার নিয়ম হইত না। মোটারাই সে প্রশস্ত আদরের ভারকেন্দ্র, সেই রস-জগতের
সূর্য্য, সেই রস-ক্রুক্সেতের ক্রুপাওব।

खेलधूर्मित करमकरात आवत्न वाम निया विनक्ष

মমোনিবেশ শ্র্মক পঞানশের আপাদ মন্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম; ইহার মধ্যে যে একটুকুও সরস স্থান নাই, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার আশক্ষা হয় যে ইহাতে মোটা বুদ্ধির অভাব আছে। পাতলা বুদ্ধিতে কুলাইবে না, ইহাও আমার বিশাদ। কার্যটা বড় সামান্য নয়, গুরুতর কাজে গুরুতর বুদ্ধিরও প্রয়োজন—আমার এই উপদেশটা গ্রহণ করিলে স্থথের বিষয় হয়। (১)

মোটা রসিকের প্রবন্ধ। [দ্বিতীয় বার।]

করিলাম এক, হইল আর; বলিলাম এক, পঞ্চানন্দ বুঝিলেন আর। দোয পঞানন্দের নয়, দোষ আমারও নয়, দোষ পোড়া দেশের, আর পোড়া কপ্শালের। যখন বলা গেল যে, মোটা না হইলে রিদিক হইতে পারে না,—পঞানন্দে মোটা বুদ্ধির অভার আছে—তথন কি আমি লিখিয়া রিদিকতা করিব মনেকরিয়া এ কথা বলিয়াছি ? হে ভগবান! ইঙ্গিতে কথা কছিলে লোকে বোঝে না, ইহার বাড়া কি হুঃখ আছে?

১। গ্রহণ করিয়া দরকার কি ? মোট। বৃদ্ধির পরিচয় পাইয়াই
পঞ্চানন্দ আপ্যায়িত হইয়াছেন; নিত্য নিত্য এইরূপ পাইলে পঞ্চানন্দ স্থচতুর লেখককে দেবআদের মধ্যে আসন্দিতে প্রস্তুত আছেন।
এ প্রকার "মোটা বৃদ্ধি" হুর্লভ পদার্থ।

দে বার রলি নাই, এবার ভারিয়া বলিতে হইল—
বাঙ্গালায় রসিকতা চলিবে না। কারণ অনেকগুলি;
সমুদয় বলিতে গেলে একথানি শব্দকল্পজ্ঞম তৈয়ার
হয়। আমার তত অবদব নাই, অবদর থাকিলে
প্রবৃত্তি নাই, মোটা মোটা দুই চারিটা বলিয়া দিতেছি।

এক কথা এই, অহোরাত্ত মনে রাখিতে হইবে যে. আপন ঘরে কোন ব প্লালী কম রসিক নয়। গৃহিণীর কাছে পদার রাখিতে হইলেই ত এক প্রস্ত র্মিকতা চাই, তাহাতে বাঙ্গালীর বাহিরিণী আছে। তুদশ জনের না থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ সুত্রের ব্যাঘাত হইতেছে না; প্রমাণ, যেগানে শুনিবে গিন্ধী, সেই দঙ্গে দঙ্গেই শুনিতে পাইবে বানী। তবে বল দেখি, তোমার র্দিকতা লইবে কে? লইবে কথন ? লইবে কেন ? ভায় আবার যে দর। পাঁচ টাকার পঞ্চানন্দ, কি মজার কথা। এই পাঁচ টাকায় আনেন্দের বাজার বসান যায়, আনন্দের সাগর ভাসান যায়, আনন্দের জীয়ন্ত প্রতিমা গড়ে, পূজা করে শেষে, চাই প্রতিমাই ভাষাও আপনিই ভাষো— তুইয়ের এক চলে, কিন্তা হুই চলে। কেন ভবে ছাপার আঁকরের উপর মাথা ধরিয়ে লোকে মহিতে যাইবে ?

বলিতে পারেন, সকল লোকের গতি মতি এক রকম নয়, আমিও সাকার করি, "বায়ুণাং বিচিত্রা গতিঃ" কিন্তু রশিকতা অপেক্ষা—যদি রদিকতাই মানিয়া লওয়া যায়—ধার্মিকতাই ভালো, স্তাবকতা ভালো, যোজকতা ভালো, ভোজকতা ভালো, ইহাতে দংশয় নাই। এক পাঁচে যাহা হয় না, পাঁচ জড়ো করিলে তাহা হয়, অথচ পঞানন্দই কোন এক পাঁচে হয়। আমার হয় বটে, কিন্তু ব্ঝিয়া দেখুন পঞানন্দের হয় না।

ঘরের রদের কথা বলিয়াছি, দেটা মজ্জাগত, বাহিরে যে রকম টান, ভগবান্ জানেন তাহাতে টাক্রা শুখাইয়া যায়; পঞ্চানন্দে মাহিয়ানা বাড়ে না, টেকা কমে না, উপাধি জোটে না, স্থ্যাতি রটে না, আয়েস্মেটে না, ফল কথা মনের মতন কিছুই ঘটে না, ইহাতে কি রসিকতায় মন ওঠে ? কিছুতেই না।

শ্ন্যপেটে তেক্র তোলা আর ছাঁচি পানে মুখগুদ্ধি করা অভ্যাস ইংরেজের থাকিতে পারে, করাসির থাকিতে পারে, মার্কিনের থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর কথনই নহে। বাঙ্গালী সার্থ্রাহী, কাজ বোঝে, ফক্কুড়ী বোঝে না, সেই জন্য বাঙ্গালী বিজ্ঞাপ করে, কিন্তু পহিতে পারে না। তবে বলুন দেখি, পঞ্চানন্দে তাহার কি আনন্দ হইবে ? যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিয়াছে যে বাঙ্গালী লিথিয়া হুখী, পড়ে না; থাটাইয়া হুখী, খাটে না; এই টুকু শিথিয়া রাখা উচিত, সেই জন্য একটা কথা আছে— "শতং বদ মালিখা। আমি আরও একটু বলি শতং লিখ মা ছাপো। রিসিকের কাছে রিসক্তা কেবল বিভ্ন্না। সক্ হয়, শ্লী শ্লীমতী মহারাণীর কার্য্যে" সক্ মিটাইতে পারেন।

ব্দিপরতার দাস হইয়া অর্থের টান ধরিয়া অনর্থক হাড় বালাতন করিবেন না।

নৃতন ভূগোল।

পৃথিবীর আকৃতি।

- ১। পৃথিবীর আগাগোড়া চাপা। নহিলে সমস্তই ধগোল। চগপা বলিয়াই সকলে মনের কথা বলিতে পারে না। এবং সকল সময়ে সত্য কথাও বলিতে পারে না।
- ২। যাঁহারা থেলেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবী ভাঁটার মত, যাঁহারা পেটুক তাঁহারা বলেন কমলা লেবুর মত। কথা একই, তবে যাহার যেমন রুচি।
- ও। জাহাজ আসিতে দেথিয়াই গোল বোঝা গিয়াছে, গ্রহণ দেথিয়া সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে।

পৃথিবীর গতি।

- ১। পৃথিবীর ছই গতি; নিত্য যাহা হয় তাহাকে হুর্গতি বেবং বৎসরে যাহা একবার হয় তাহাকে সদ্গতি বলা যায়।
- ২ পৃথিবীর গতি নিয়মিত চক্রে হইয়া থাকে, পুচক্রে দেখা যায় না, অনুমান করা যায়, সেই জন্য ক্রিহাকে অদুইচিক বুলে।
- ০। পৃথিবী শূন্যে অর্থাৎ অকুল পাথারে ভাদি-তৈকে, শুড়াইবার স্থল নাই।

৪। পৃথিবী এক গ্রহ, আরও মনেক গ্রহ আছে, সকলেই টানাটানি করে, তাই পৃথিবী এক রকমে চলিয়া যায়।

পৃথিকীর ভাগ বর্ণন।

- ›। পৃথিবীর কতক জল, কতক স্থল; ভাষা কথায় ইহাকে অর্জ গঙ্গাজলী বলে, কিন্তু সেটা ভুল; কারণ, জলই বেশী।
- ২। অধিক ভূমি এক স্থানে দেখিলেই দ্বেষ হয়।
 আনেকে দ্বেস স্থীকার করিয়াও লেখেন— দেশ। ফলতঃ
 ছেষে দোষ নাই, ইহা সর্ক্র, দীসম্মত; কেননা দেশত্যাগী হইতে যে সে অনুরোধ কবে; কিন্তু দ্বেষত্যাগী
 বলিষা কোনও কথা চলিত নাই।
- ৩ বিখানে পৌর'ক্ষের জন্ম দেই স্থানকে দ্বীপ বলে; দেশী গৌরাক্ষের জন্মস্থান বিশেষরূপে জানা-ইতে হইলে নবদী শবলা যায়।
- ৪। বড় লোকে বেগানে হাত ঝাড়ে **সেই স্থানে** পৰ্বত হয়।
- ৫। অগ্নকারে সিঁধ কাটিয়া সিঁধের ভিতর হাত বাড়াইয়া দিশল সেই হাজকে অস্তরীপ বলা যায়, গৃহস্থ যদি সেই হাত চাপিয়া গাল, তথন তাহাকে যোজক বলে।
- ৬। যাহা সকলে ডিঙ্গাইতে পারে না, অথচ ডিঙ্গাইতে পারিলে অমন্ত্র লাভ করা যায়, তাহাকে সমুদ্রে বলে।

৭। উচ্চ কুলে জ্বিয়া থৈ নিজের, তর্লতা লোখে আপনি ভাসিতে ভাসিতে শেষে এই কুল ভাসাইয়া সাগর সঙ্গমে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে নদ বলে।

৮। জলের অন্যাত্য বিবরণ দেওয়া গেল না। বঙ্গদেশে দড়ী কলদী অত্যন্ত সন্তা শুদ্ধ সেই কারণে। তদ্মি অনেকে জল দেখিলে ভয় পান।

পৃথিবীর স্ন স্ব বিবরণ।

১। মানচিত্র করিবার স্থ্রিধার জন্য পৃথিবীকে চুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। হুপাটী মন্তা (১) ছাড়াইয়া চুই ভাগে রাখিলে যেমন হয় দেই ভাবে পৃথিবীও দ্বিধা অঞ্চিত হয়।

২। বারকোসে মন্তা সাজ্ঞান থাকিলে যে পিঠে ধূলা গুড়া বেশা পড়ে তাহাকে কহে পুরাতন পৃথিবী। আর এক পাটা এক সঙ্গে স্ফট হন্তয়া সন্ত্রেও প্রথমে নদ্ধরে পড়ে না, শেষে ভদ্র লোকের স্থসেব্য হয়, তাহাকে নৃতন পৃথিবা বলে।

০। পুরাতন পৃথিবাতে ভিড় বেশা, নানা প্রকার
নরলোকের সমাগম। বেখানে প্রথমে আসিয়া জমাঝেৎ হইয়া তথা হইতে, নরকুল পৃথিবা ছাইয়া ফেলে
এবং শেষে বেখানে আসিয়া নরগণ (বিকল্প) দৌরাত্ম
করে, তাহাকে কহে আসিয়া। কাফেরীর বেখানে
জন্ম তাহাকে কহে আফেরিকা। কেহ কেহ বলেন

[।] ५ ७ व ठाकू वरे जातन।

যে আফেরিকার প্রকৃত নাম আফেরুকা; ইয়রপে (Europe) যে প্রকার সিংহ ভল্লুক প্রভৃতি চতুম্পদ এবং গৃত্র প্রভৃতি মহা পক্ষীর প্রভৃত্ব তাহাতে ফেরু হইতে আফেরুকার নাম করণ অসম্ভব নহে। যিনি ইয়রপ্র তাহার পবিচয় দেওয়া নিস্প্রায়োজন কারণ ইয়রপের অর্থ ই (you-are up) তুমি এখন উপরে।

৪। পৃথিবীর যে আধ থানা যুড়িয়া দেবগণ বাদ করেন এবং যেথানে বাদ করিলে অমরতা লব্ধ হয় তাহার নাম অমরিকা। দেবগণের আবির্ভাবের পূর্কের যে দকল লোক বাদ করিত, তাহাদের নাম অমুদারেও কেহ কেহ এই মহাদেশের নাম করণ করিয়া থাকেন, ঐ অমুদারে অমরিকারে কেহ কৈহ মারক্ষাণ (১) বলিয়া থাকেন।

शादतत्र दहाएँ कीण।